



ধাত্মো নৃনাং যাত আন্দোলন ১৭

সংকলন ও গ্রন্থনা : মাদানানা আন্দাও ওয়াসায়া

অনুবাদ : হাফিয় মুহাম্মদ আবদুল কুদুস

খতমে নুবুওয়াত আন্দোলন



পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে কাদিয়ানী মুকাদ্দমা

একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলীল



সংকলন ও গ্রন্থনা : মাওলানা আব্বাস আল-আযীজ
অনুবাদ : হাফিজ মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস

প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশ :

সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ইং

প্রকাশনা :

আনজুমানে দ্বীনে হানীফ

২৯৬, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সড়ক

বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ

ফোন : ৬০৫৪৯৮, ৯১১৩৬১৩

গ্রন্থস্বত্ব :

আনজুমানে দ্বীনে হানীফ

মুদ্রণে :

ইউনিক প্রিন্টার্স, ৬৩ শ্রীগরোড, ঢাকা-১২০৫

ফোন : ৫০৯৩১২, ৮৬৫৮১২

মূল্য : ১৫০.০০

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
গ্রন্থকারের কথা	৫
আঞ্জুমানে দ্বীনে হানীফের ভূমিকা	৭
৫ই আগষ্ট '৭৪ ইং সোমবার মির্জা নাসির কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের উপর জেরা	৯
৬ই আগষ্ট '৭৪ ইং মঙ্গলবার মির্জা নাসির কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে জেরা	৪৫
৭ই আগষ্ট '৭৪ ইং বুধবার মির্জা নাসির কাদিয়ানী গ্রুপকে জেরা	৬৫
৮ই আগষ্ট '৭৪ ইং বৃহস্পতিবার মির্জা নাসির কাদিয়ানী গ্রুপকে জেরা	৯১
৯ই আগষ্ট '৭৪ ইং শুক্রবার মির্জা নাসির কাদিয়ানী গ্রুপকে জেরা	১২১
১০ই আগষ্ট '৭৪ ইং শনিবার মির্জা নাসির কাদিয়ানী গ্রুপকে জেরা	১৪০
২০শে আগষ্ট '৭৪ ইং মঙ্গলবার মির্জা নাসির কাদিয়ানী গ্রুপকে জেরা	১৫২
২১শে আগষ্ট '৭৪ ইং বুধবার মির্জা নাসির কাদিয়ানী গ্রুপকে জেরা	১৭১
২২শে আগষ্ট '৭৪ ইং বৃহস্পতিবার মির্জা নাসির কাদিয়ানী গ্রুপকে জেরা	১৮৮
২৩শে আগষ্ট '৭৪ ইং শুক্রবার মির্জা নাসির কাদিয়ানী গ্রুপকে জেরা	২১১

২৪শে আগষ্ট '৭৪ ইং শনিবার মির্জা নাসির কাদিয়ানী গ্রুপকে জেরা	২২৩
২৭শে আগষ্ট '৭৪ ইং মঙ্গলবার সদরুদ্দীন লাহোরী গ্রুপকে জেরা	২৪০
মাসউদ বেগ লাহোরীকে জেরা	২৪৩
আঃ মান্নান উমর লাহোরী গ্রুপকে জেরা	২৮২
২৮শে আগষ্ট '৭৪ ইং বুধবারের জাতীয় পরিষদের কার্যক্রম	২৮৪
৫ই সেপ্টেম্বর '৭৪ ইং বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের এটর্নী জেনারেল জনাব ইয়াহিয়া বখতিয়ার -এর সাধারণ বিবৃতি	২৯৯
৬ই সেপ্টেম্বর '৭৪ ইং শুক্রবার পাকিস্তানের এটর্নী জেনারেল জনাব ইয়াহিয়া বখতিয়ারের সাধারণ বিবৃতি	৩২৪
১৯৭৪ এর ঘটনা প্রবাহ মূহর্ত থেকে মূহর্ত ইসলামাবাদ ৭ই সেপ্টেম্বর	৩৮৩
ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ভাষা	৩৮৫

গ্রন্থকারের কথা

১৯৭৪ সনের ২৯শে মে মাসে কাদিয়ানী জামাআ'তের বর্তমান নেতা মির্যা তাহিরের নেতৃত্বে নিশাতার মেডিক্যাল কলেজ (মুলতান, পাকিস্তান)-এ মুসলিম ছাত্রদের উপর অমানুষিক জুলুম-নির্যাতন চালানো হয়। এর উপর সমগ্র পাকিস্তান ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং দেশব্যাপী এক ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। তখন 'আহ্লে সুন্নাত'-এর নেতা ও পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য মাওলানা শাহ্ আহমদ নূরানী জাতীয় পরিষদের ২৮ জন সম্মানিত সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি বেসরকারী বিল জাতীয় পরিষদে উত্থাপন করেন। বিলটি প্রথমে বিরোধী দলের পক্ষ থেকেই উত্থাপিত হয়। তখন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন মাওলানা মুফ্তী মাহমুদ। আর পরিষদের (সরকারী দলের) নেতা ছিলেন জনাব যুলফিকার আলী ভুট্টো। জনাব ভুট্টো উল্লেখিত হৃদয়-বিদারক ঘটনা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এবং কাদিয়ানী মাসআলার উপর সুফারিশ প্রণয়নের জন্য সমগ্র জাতীয় পরিষদকে একটি বিশেষ কমিটি হিসাবে ঘোষণা করেন এবং আইন মন্ত্রী জনাব আবদুল হাফীয পীরযাদা সরকারী ভাবেই এর উপর একটি বিল উত্থাপন করেন। অতঃপর জাতীয় পরিষদের স্পীকার সাহেবযাদা ফারুক আলী খান-এর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসে এবং তাতে কাদিয়ানী মাসআলার উপর বিস্তারিত আলোচনা চলে।

বৈঠকে আহমদিয়া (তথা কাদিয়ানী) জামাআতের কাদিয়ানী ও লাহোরী গ্রুপের প্রতিনিধি দলের সাথে জেরা করার সময় যে সব তথ্য উদ্ঘাটিত হয় তাতে মির্যা গোলাম আহমদ ও তার নুবুওয়াতের আসল চেহারা (স্বরূপ) বিশ্ববাসীর চোখে পরিষ্কার ধরা পড়ে।

কাদিয়ানী ও লাহোরী গ্রুপ নিজ নিজ প্রমাণপত্র স্বাক্ষরসহ পেশ করেছে। কাদিয়ানী গ্রুপের প্রমাণপত্রের জবাবে "ইসলামপন্থী সমাজের অবস্থান" নামক একটি দলীল তৈরী করা হয়।

হযরত শাইখুল ইসলাম মাওঃ ইউছুফ বিনুরী (রঃ)-এর নেতৃত্বে মাওঃ মোঃ শরীফ জালদারী (রঃ), মাওঃ মোঃ হায়াত (রঃ) মাওঃ তাজ মাহমুদ (রঃ) এবং মাওঃ আঃ রহীম আশআর উদ্ধৃতি সমূহের সংকলনের কাজ করেছেন। মাওঃ মোঃ তাকী উছমানী সাহেব এবং মাওঃ সামীউল হক সাহেব উক্ত উদ্ভূত বক্তব্য সমূহকে বিনাস্ত করে একটি মনোরম গ্রন্থে রূপায়ণ করেছেন। আমার শাইখ হযরত কেবলা সাইয়েদ আনোয়ার হুসাইন নারীস রকম (দামাত বারাকাতুহম) এর নেতৃত্বে অনুলিপিকারীগণ রাত-দিন উহার লেখা শুরু করলেন। যতটুকু অংশ লেখা হত, সেইটাকে হযরত মাওঃ মুফ্তী মাহমুদ (রঃ) চৌধুরী জহুর ইলাহী (রঃ) এবং মাওঃ শাহ্ আহমদ নূরানী শুনে নিতেন। অতঃপর সংগত পরিশোধন ও সংযোজনের পর উহাকে প্রেসে পাঠানো হত। দিন কয়েক এর মধ্যেই এই দলীল তৈরী হয়ে গেল। যাহাকে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক হযরত মাওঃ মুফ্তী মাহমুদ সাহেব

(রঃ) জাতীয় পরিষদে পাঠ করেন। লাহরী গ্রুপের জবাবও সংক্ষেপে ইহার মধ্যে এসে গিয়েছিল। তথাপি উহাকে দলীলটির মধ্যে গুরুত্ব দেয়া হয়নি, সর্বশক্তিমান মহান খোদা অত্র কাজটি মরহুম হযরত মাওঃ গোলাম গাওছ হাজারভীর ভাগ্যে লিখেছিলেন। তিনি লাহরী গ্রুপের প্রমাণপত্রের স্বতন্ত্র জবাব লিখেছেন। এবং নিজের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে অন্য একটি দলীল পেশ করেছেন। কাদিয়ানীগ্রুপের নেতা মির্জা নাসিরকে জাতীয় পরিষদে মৌখিকভাবেও কমিটির সম্মুখে নিজের অবস্থান পেশ করার জন্য অথবা উত্থাপিত প্রশ্ন সমূহের উত্তর দান ও জেরা করার জন্য ডাকা হয়েছিল।

১৯৭৪ এর আগষ্টমাসের ৫ তারিখ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত এবং উক্ত মাসের ২০ তারিখ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ১১ দিন মির্জা নাসির কাদিয়ানীর উপর জেরা চলে। ২৭ ও ২৮ শে আগষ্ট লাহরী গ্রুপের ছদরুদ্দীন, আঃ মান্নান উমর এবং মাসউদ বেগের উপর দুইদিন জেরা হয়। ১৯৭৪ এর ৫ ও ৬ ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের এটর্নী জেনারেল জনাব ইয়াহিয়া বখতিয়ার পুরো আলোচনাটাকে একত্রে সাজিয়ে বক্তব্য রাখলেন। জাতীয় পরিষদের সামনে দুইদিন তাঁহার বিস্তারিত বক্তৃতা হল।

লাহোরী ও কাদিয়ানী গ্রুপকে কি জেরা করা হল? তাদের কি প্রতিকার হল? এই সকল প্রশ্নের উত্তর হলো এই গ্রন্থটি, যাহা এখন আপনার হাতে।

তদানীন্তন কালের জাতীয় পরিষদের সদস্যমন্ডলী, ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক হযরত মাওঃ মুফতী মাহমুদ (রঃ) শেরে ইসলাম (ইসলামে সিংহশার্দুল) মাওঃ গোলাম গাওছহাজারভী, শাইখুল হাদীস হযরত মাওঃ আঃ হক (রঃ) এবং অপরাপর শীর্ষস্থানীয় মনীষীগণদের থেকে জাতীয় পরিষদে কর্মকান্ড সম্পর্কে মৌখিক ও লিখিত আকারে যে বিষয় সমূহ জানা যাচ্ছিল, শাইখুল ইসলাম হযরত মাওঃ ইউছুফ বিনুরী (রঃ) (আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফুফুজে খতমে নবুওয়াত পাকিস্তান -এর বিশ্ব আমীর এবং পাকিস্তানের সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় খতমে নবুওয়াত সংরক্ষণ সংগ্রাম পরিষদের প্রেসিডেন্ট) এর নির্দেশে অধম সুবিন্যস্ত করছিল। জাতীয় পরিষদের সদস্যগণের নিকট থেকে প্রশ্নাবলী ও উত্তর সমূহের বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মাওঃ মোঃ শরীফ জালদারী এবং কাদিয়ান বিজয়ী বীর মাওঃ মুহাম্মদ হায়াত এর লেখা নোটসহ যতটুকু সম্ভব হয়েছে পেশ করা হচ্ছে। আমি ইহা দাবী করার মত পজিশনে নই যে, ১৯৭৪ -এর খতমে নবুওয়াত আন্দোলন বিষয়ক এই গ্রন্থ জাতীয় পরিষদের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্ন তদুপরি যদি কোনদিন মহামহিম আল্লাহ তা'আলা মঞ্জুর করেন এবং কার্যক্রম সরকার প্রকাশ করে দেয় তাহলে ইনশাআল্লাহল আজীজ আমার নিজের সততার উপর এতটুকু আস্থা রয়েছে যে, আপনার কাছে সংক্ষেপন ও বিস্তারণ ব্যতীত অন্যকোন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হবে না। আল্লাহ এই গ্রন্থকে কবুল করুন। - আমীন।

আজুমানে দ্বীনে হানীফের ভূমিকা

আজুমানে দ্বীনে হানীফ সর্বপ্রকার রাজনৈতিক মতবাদ হইতে মুক্ত একটি সংগঠন। এর উদ্দেশ্য ইসলামের বিভিন্ন আকিদা সমূহ প্রচার। যেমন—

- ১। তাওহীদ— (একাত্ববাদ) আল্লাহ্ এক এবং তার কোন শরীক নাই।
- ২। রিসালাত হযরত আদম (আঃ) হইতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূলগণের উপর বিশ্বাস।
- ৩। খতমে নুবুওয়াত— হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সর্বশেষ নবী, তারপর আর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না।
- ৪। আখিরাত— (পরকাল) শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস ও পরে বর্ণিত মৌলিক নীতিগুলিতে যে পূর্ণ বিশ্বাসী সে ইহকাল ও পরকালে সফল কাম হইবে এবং নীতিগুলির যে কোন একটি অবিশ্বাসী, সে মুসলমান নয়।

**আহমদীয়া মুসলিম জামাত (কাদিয়ানী সম্প্রদায়)
মুসলমান নয়। কারণ—**

আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় তার কোন শরীক নাই এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী— পবিত্র কোরআন হাদীস দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আগমন হবে না। অথচ কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে মুসলমান পরিচয় দেয় ঠিক কিন্তু নবী করিম (সাঃ)-কে শেষ নবী হিসাবে বিশ্বাস করে না। তারা পূর্ব পাঞ্জাবের কাদিয়ানী নামক স্থানে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নামে এক ব্যক্তি নুবুওয়াতের দাবী করেছিল তাকে নবী হিসাবে মানে ও তার অনুসারীদেরকে আহমদী বলে পরিচয় দেয়। অতএব তারা মুসলমান নয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও তাদেরকে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা প্রয়োজন। কাদিয়ানীদের এই সকল ভ্রান্ত আকিদা হইতে প্রতিটি মুসলমানের সচেতন থাকা আবশ্যিক।

এছাড়া আজুমানে দ্বীনে হানীফ এর পক্ষ হইতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামের সঠিক প্রচারের জন্য অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যথা :— ঢাকা। □ মুন্সিগঞ্জ জিলার সিরাজ খান থানার রাজানগর বাজার সংলগ্ন মসজিদ, মাদ্রাসা হেফজ খানা, এতিম খানা, ভকেশনাল ও হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র। □ শরীয়তপুর জিলার নড়িয়া থানার আহমদ নগর গ্রামে। □ কুমিল্লা সদর বিজয়পুর আব্দুল্লাহপুর গ্রামে। □ চট্টগ্রাম— হালিশহর। □ ময়মনসিংহ সদর, শমুগঞ্জ গ্রামে। □ যশোর সদর, সর্দার বাড়ী, আরবপুর। □ গোপালগঞ্জ মাকসুদপুর থানার বালিয়াকান্দি গ্রামে। ইহা ব্যতিত আরো কিছু জায়গায় প্রতিষ্ঠান করার চেষ্টা চলছে। সকলের নিকট দোয়ার আবেদন, আল্লাহ্ যেন এই সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কবুল করেন। আমীন।

৫ আগষ্ট, ১৯৭৪ সন-এর কার্যবিবরণী

৫ আগষ্ট, ১৯৭৪ সন, রোজ সোমবার পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের চেয়ার, স্টেট ব্যাংক বিল্ডিং (ইসলামাবাদ)-এ সমগ্র পরিষদের বিশেষ কমিটির বৈঠক বসে। বৈঠকের চেয়ারম্যান ছিলেন জাতীয় পরিষদের স্পীকার সাহেবখাদা ফারুক আলী খান।

প্রথমে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা হয়। [অতঃপর আহ্বান জানানো হয় (কাদিয়ানী জামাআতের) প্রতিনিধিদলকে এবং তাদের নেতা মির্যা নাসিরের সাথে জেরা শুরু হয়।]

মির্যা নাসির : আমি আল্লাহ্ তাআ'লাকে হাযির নাযির জেনে যা বলবো ঈমানদারীর সাথে সত্য বলবো।

এটর্নী জেনারেল : আপনি আপনার বংশের পটভূমি (back ground) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

মির্যা নাসির : এ সম্পর্কে আমার নিবেদন এই যে, আমাকে কিছু সময় দেওয়া হোক। আমি আগামী কাল লিখিতভাবে তা আপনার খিদমতে পেশ করবো।

এটর্নী জেনারেল : ঠিক আছে। কিন্তু আপনি কি মির্যা কাদিয়ানীর নাতি?

মির্যা নাসির : জ্বী-হ্যাঁ, আমি তার পুত্রের পুত্র।

এটর্নী জেনারেল : আপনার পরিচয় দিন।

মির্যা নাসির : আমি শুনেছি যে, ১৬ নভেম্বর, ১৯০৯ সনে আমার জন্ম হয়।

মিয়া গুল আওরঙ্গযেব : আওয়াজ শুনা যাচ্ছে না।

মিঃ চেয়ারম্যান : মাইক ও ভলিউম ঠিক করে দিন।

মির্যা নাসির : ১৬ নভেম্বর, ১৯০৯ সনে আমার জন্ম। আমার ধারণা, ম্যাট্রিকের রেকর্ডে কিছুদিনের পার্থক্য আছে। আমি ১৯৩১ সনে ম্যাট্রিক এবং ১৯৩৪ সনে বি.এ পাশ করি, অতঃপর বিদেশে চলে যাই। ১৯৩৮ সনে পি এইচ, ডি করি এবং ১৯৪৪ থেকে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত তালীমুল ইসলাম কলেজ (কাদিয়ান ও রাবওয়া)-এর প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত থাকি। ১৯৬৫ সনে জামাআতে আহমদিয়া, নির্বাচনের মাধ্যমে আমাকে তাদের ইমাম (নেতা) নির্বাচিত করে।

এটর্নী জেনারেল : এখন আপনি মির্যা কাদিয়ানীর স্থলাভিষিক্ত?

মির্যা নাসির : জ্বী-হ্যাঁ।

এটর্নী জেনারেল : আপনি কি আমীরুল মুমিনীনও?

মির্যা নাসির : হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে এটাও বলা হয়।

- এটর্নী জেনারেল : ইমাম, খলীফাতুল মুসলিমীন, খলীফাতুল মাসীহ, আমীরুল মুমিনীন এগুলোও কি আপনার পদ?
- মির্যা নাসির : বিভিন্ন লোক আসে এবং বলে ফেলে। মূলতঃ আমি হছি খলীফাতুল মাসীহুছ্ ছালিছ্ অর্থাৎ মাসীহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মাসীহ)-এর তৃতীয় খলীফা।
- এটর্নী জেনারেল : ভিন্ন ভিন্ন লোক কি এই তিনটি পদে পৃথক পৃথকভাবে অধিষ্ঠিত হতে পারে?
- মির্যা নাসির : জ্বী না, একই ব্যক্তি এই তিনটি পদের দায়িত্ব পালন করে।
- এটর্নী জেনারেল : জামাআতে আহমদিয়া বলতে আপনি কি বুঝেন?
- মির্যা নাসির : আহমদিয়া জামাআতের সদস্য, যারা 'খেলাফতে ছালিছ্' (তৃতীয় খেলাফত)-এর বায়আত করেছে। এ ধরনের আহমদীও আছে, যারা বায়আত করে না - আমরা তাদেরকে জামাআতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত মনে করি না এবং (প্রকৃতপক্ষে) তারা এর অন্তর্ভুক্তও নয়।
- এটর্নী জেনারেল : 'যারা বায়আত করে নি'- দ্বারা কি আপনি 'লাহোরী গ্রুপ' কে বুঝছেন?
- মির্যা নাসির : জ্বী হ্যাঁ, কিন্তু ওরা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে ওরা কি আহমদিয়া জামাআতের সদস্য নয়?
- মির্যা নাসির : হ্যাঁ, জামাআতে আহমদিয়া -যাদেরকে কেউ কেউ 'মুবাঈদীন' (বায়আত গ্রহণকারী) বলে ফেলেন।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার জামাআতের সেই কমিটির মোট সদস্য-সংখ্যা কত, যারা ইমাম বা খলীফাকে নির্বাচিত করেন?
- মির্যা নাসির : সঠিক সংখ্যা তো জানা নেই। এদের বিভিন্ন গ্রুপ রয়েছে। যেমন -জামাআতের ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ যারা (জামাআতের কাজে) নিজেদের জীবন ওয়াক্ফ করেছেন, জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ কিংবা যারা মির্যা সাহেবের যুগে জামাআতে আহমদিয়া কিংবা সিলসিলা-ই-আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং এখনো জীবিত আছেন - তারা সকলেই এর স্থায়ী সদস্য। দৈনিক 'আল ফযল' (আহমদিয়া জামাআত কর্তৃক প্রকাশিত একটি পত্রিকা)-এ এর উপর একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। আমি তা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।
- এটর্নী জেনারেল : ধন্যবাদ। কিন্তু সমগ্র জামাআতের শুধুমাত্র এই ব্যক্তিরাই নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন?

- মির্য়া নাসির : না, লায়লপুরে আমাদের শতাধিক জামাআত রয়েছে। তাদের একজন আমীর আছেন। তিনি তো জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধি হয়ে থাকেন।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু মির্য়ার যুগের লোক?
- মির্য়া নাসির : 'সিল্‌সিলা-ই আহমাদিয়া'-এর প্রতিষ্ঠাতার সময়ে যারা তার হাতে বায়আত করেছিলেন, তারা তাদের ত্যাগ স্বীকার ও সম্মানের কারণে ব্যুর্গ হিসাবে স্বীকৃত। তারা নির্বাচিত নন, কিন্তু আগে থেকেই নির্বাচক-মন্ডলীর সদস্য হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছেন।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া কাদিয়ানীর ফ্যামিলীর (পরিবারের) সকল সদস্য ও কি অন্য কোন দাবী বা অধিকার ছাড়াই নির্বাচক মন্ডলীর সদস্য? কিংবা এ অধিকার কি তাদের এজন্য রয়েছে যে, তারা মির্য়া-ফ্যামিলীর সদস্য?
- মির্য়া নাসির : 'ফ্যামিলী'-এর অর্থ মানুষ বুঝে না। আমি একজন দুর্বল মানুষ। আশা করি সেই পরিমাণ যোগ্য হব যে, আপনাকে বুঝাতে সক্ষম হব। (মির্য়া সাহেবের) ফ্যামিলী বলতে তার তিন পুত্রকে বুঝায়। তারা তিনজনই মৃত্যু বরণ করেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : এখন তার পুত্রের পুত্ররা। তাহলে এটা একটা ভাল নীতি হল যে, যদি পুত্ররা না থাকে, তাহলে অতঃপর তাদের পুত্ররা আসতে পারে।
- মির্য়া নাসির : না না, কেউ নয়। এমনিতেই ওরা অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে হকদার দেখুন না শেষ পর্যন্ত, ফ্যামিলী অর্থ শুধুমাত্র তিন পুত্র, চতুর্থ কেউ নয়।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার নির্বাচনকালে কি কোন নাম পেশ (প্রস্তাব) করা হয়েছিল?
- মির্য়া নাসির : আমাদের এখানে এমন কোন নিয়ম নেই; তাই কেউ নিজের নাম পেশ করতে পারে না।
- এটর্নী জেনারেল : কেউ অন্য কোন নাম পেশ করেছিলেন?
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, আরো দু'জনের নাম পেশ করা হয়েছিল এবং তারা উভয়েই ছিলেন আমার খান্দানের। অতঃপর আমি যখন নির্বাচিত হয়ে গেলাম তখন ওরাও (ঐ দু'জনও) আমার হাতে বায়আত করেন।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের ওখানে 'খলীফা'-এর 'ধারণা' (conception) কি? (খলীফা বলতে কি বুঝায়?)।
- মির্য়া নাসির : আমাদের ঈমান এই যে, খলীফাকে আল্লাহই নির্বাচন করেন। ভোট এরা (নির্বাচক মন্ডলী) দেয়, কিন্তু কাজ করে খোদার মর্জি।

এদের মস্তিষ্কের উপর আল্লাহ্ তাআলার তাসাররুফ (interference) থাকে এবং তিনি যাকে চান সেই খলীফা হতে পারে। এই নির্বাচনের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার গোপন ইচ্ছা কাজ করতে থাকে। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর ভোট দ্বারা কারো উপর অনাস্তা আনা চলে না। হ্যাঁ, আল্লাহ্ যখন চাইবেন তখন তাকে মৃত্যু দেবেন।

- এটর্নী জেনারেল : খলীফার সিদ্ধান্তের অবস্থা কি?
- মির্খা নাসির : খলীফা হিসাবে আমার নির্দেশ সবাইকে পালন করতে হয়। কিন্তু আমি পরামর্শ করি। সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় অনুযায়ী যে ফয়সালা হয় আমি তাতে সম্মতি দিই।
- এটর্নী জেনারেল : খলীফা কি পরামর্শদাতাদের রায় রদ করতে পারেন?
- মির্খা নাসির : জ্বী, অবশ্যই।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাকে পদচ্যুত করা যেতে পারে?
- মির্খা নাসির : প্রশ্নই উঠে না।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি যখন 'খলীফাতুল মাসীহিছ্ ছালিছ্' (তৃতীয় খলীফা), তখন আপনাকে 'আমীরুল মুমিনীন' বলা হয় কেন?
- মির্খা নাসির : বাইরের জামাআতসমূহের মুখে এই শব্দ উঠে না, অর্থাৎ ওরা সাধারণতঃ এই শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। তাই একটা কিছু বলে দেয়, কিন্তু সরকারীভাবে (officially) এই শব্দ হচ্ছে খলীফা।
- এটর্নী জেনারেল : আর 'ইমামে জামাআত'?
- মির্খা নাসির : 'খলীফাতুল মাসীহ'-এর অর্থ ইমামে জামাআত।
- এটর্নী জেনারেল : জামাআত অর্থ যখন 'আহমদীয়া' তখন অন্য লোকেরা কি মুমিন নয়?
- মির্খা নাসির : বুঝেছি। আমীরুল মুমিনীন হচ্ছেন ঐ সমস্ত লোকের আমীর, যারা ঐ ব্যক্তির দাবী স্বীকার করে, যিনি নিজেকে মাহ্দী বলে দাবী করেছেন। ওরা মুমিন।
- এটর্নী জেনারেল : তার অর্থ জামাআতে আহমদীয়ার আমীর?
- মির্খা নাসির : জ্বী, এটাই কাছাকাছি অর্থ, অন্য কোন অর্থ নেই।
- এটর্নী জেনারেল : যারা জামাআতে নেই তারা কি মুমিন?
- মির্খা নাসির : এটি একটি দীর্ঘ আলোচনা।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের সংখ্যা কত?

- মির্খা নাসির : আমরা এর রেকর্ড রাখি না ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের প্রচারের কাজ শুধু পাকিস্তান-ভারতে, নাকি বাইরেও?
- মির্খা নাসির : আমরা সর্বত্রই স্নেহ-ভালবাসার পয়গাম (আহ্বান) পৌঁছাই ।
- এটর্নী জেনারেল : বাইরে আপনাদের স্নেহ ভালবাসাকে যারা গ্রহণ করেছে তাদের সংখ্যা কত?
- মির্খা নাসির : সংখ্যার রেকর্ড নেই ।
- এটর্নী জেনারেল : যারা যোগ দেয় তাদেরকে কোন ফরম দেন?
- মির্খা নাসির : জুঁী, বায়আতের ফরম ।
- এটর্নী জেনারেল : তাদের সংখ্যা?
- মির্খা নাসির : রেকর্ড নেই ।
- এটর্নী জেনারেল : গত বিশ বছরে কি পরিমাণ লোক আহমদী হয়েছে?
- মির্খা নাসির : রেকর্ড নেই ।
- এটর্নী জেনারেল : যারা আপনাদের সদস্য হয় তাদের রেকর্ড নেই?
- মির্খা নাসির : রেকর্ড রাখি না ।
- এটর্নী জেনারেল : কোন রেজিষ্টারও নেই?
- মির্খা নাসির : আমার জানামতে নেই । বায়আতের ফরম গণনা করা হয়-এটাও আমার জানা নেই ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি কখনো রাজনীতি (করেন বা করেছেন)?
- মির্খা নাসির : কখনো না । আমি এ সম্পর্কে চিন্তাও করি নি ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের কোন সদস্য কখনো নির্বাচনে (অংশগ্রহণ করেছেন)?
- মির্খা নাসির : মোটেই না । এ সম্পর্কে চিন্তাই করা হয় নি । জামাআত পর্যায়ে-না এই দেশে, আর না বিশ্বের অন্য কোন দেশে কাউকে দাঁড় করানো হয়েছে ।
- এটর্নী জেনারেল : ইসলামে, খলীফা কি রাষ্ট্রপ্রধান (Head of the state) হন না?
- মির্খা নাসির : হযুর (সাঃ) এবং তার খলীফাগণ তো দ্বীনী-দুনিয়াভী উভয় দিক দিয়েই (নেতা) ছিলেন । দুনিয়াভী এবং দ্বীনী ও রুহানী উভয় প্রকার ইমামত (নেতৃত্ব) তাদের মধ্যে একত্রিত হয়েছিল । কিন্তু মির্খা সাহেবের আগমনের পর এখন তার খলীফাদের মধ্যে রুহানী ইমামত আছে । আর এটাই হচ্ছে আমাদের মৌলিক আকীদা (বিশ্বাস)
- এটর্নী জেনারেল : খলীফা কি প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রাইম মিনিষ্টারও হতে পারেন না?

- মির্য়া নাসির : না, কিছুই না। রাজনীতির প্রতি আমাদের কোনই আকর্ষণ নেই।
- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, যদি খলীফা ও 'সদরে মামলাকাত' (রাষ্ট্রপ্রধান) এর মধ্যে কোন ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দেয় তাহলে আপনার জামাআতের সদস্যরা (কার আনুগত্য করবেন)?
- মির্য়া নাসির : এটি একটি নতুন প্রশ্ন যে, (দেশের) বর্তমান আইন এবং (আহমদীয়া তথা কাদিয়ানী) আকীদা যদি পরস্পর সংঘর্ষশীল হয়ে যায় তাহলে কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে? দেখুন, বিশ্বে আমরা এক কোটি এবং পাকিস্তানে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ লাখ।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া কাদিয়ানীর মৃত্যুকালে আপনাদের সংখ্যা কত ছিল?
- মির্য়া নাসির : কয়েক হাজার হবে, (নিজের সংগীদের কাছে কিজ্বাসা করার পর) চার লাখের মত ছিল ঐ সময় অনুমান করি।
- এটর্নী জেনারেল : ১৯০১ সনের আদমশুমারীতে আপনাদের সংখ্যা কত ছিল?
- মির্য়া নাসির : জানা নেই।
- এটর্নী জেনারেল : গোলমালে হয়ে যাচ্ছে। ১৯০৮ সনে মির্য়া গোলাম আহমদের মৃত্যুর সময় আপনাদের সংখ্যা ছিল উনিশ হাজার।
- মির্য়া নাসির : আদম শুমারীতে?
- এটর্নী জেনারেল : এটি একটি দলীল, যা বৃটেনের পররাষ্ট্র বিভাগ (Foreign Office) নিজেদের দফতর সমূহের অবগতির জন্য ১৯২০ সনে প্রকাশ করেছিল।
- মির্য়া নাসির : এটা ওদের নিজেদের কথা।
- এটর্নী জেনারেল : বৃটিশ সরকারের রিপোর্ট। যা হোক এই মর্মে তাদের সার্টিফিকেট রয়েছে যে, ঐ সময় এই ধর্মীয় ফিরকার সদস্য-সংখ্যা উনিশ হাজারের বেশী ছিল না। অতঃপর তারা দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের কর্ম তৎপরতায়ও অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। (মির্য়া সাহেবের হিসাব অনুযায়ী চার লাখ, আর বৃটিশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী উনিশ হাজার। কী বিরট তফাত! ~ সংকলক)
- মির্য়া নাসির : বৃটিশ সরকারের তথ্য ভ্রান্তিতে পরিণত হয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া মাহমুদের লিখা 'আহমদিয়াত ও ইসলাম', যা ১৯৫৯ সনে প্রকাশিত হয়, তাতে তিনি লিখেছেন, ১৯০৮ সনে গোলাম আহমদের অনুসারীদের সংখ্যা লাখের হিসাবে গণনা করা যেত।
- মির্য়া নাসির : আমি বলেছি, চার লাখ।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু ১৯০৮ সনের আদম শুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী আপনাদের সংখ্যা আঠারো হাজার।

- মির্থা নাসির : আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে ।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর ১৯২১ সনের আদম শুমারীতে ত্রিশ হাজার এবং ১৯৩০-৩১ সনে সর্বমোট ছাপ্পান্ন হাজার । এই হিসাব আপনার পিতা মির্থা বশীরও আল ফযল, ৫ আগষ্ট, ১৯৩৪ ইং সংখ্যায় স্বীকার করে নিয়েছেন ।
- মির্থা নাসির : তিনি সংবাদপত্র- ক্রেতাদের আন্দোলনের (সংখ্যা বৃদ্ধির) উপর জোর দিচ্ছিলেন ।
- এটর্নী জেনারেল : এবং বলেছেন, আমাদের সংখ্যা ছাপ্পান্ন হাজার ।
- মির্থা নাসির : হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি ।
- এটর্নী জেনারেল : এবার মুনীর কমিশনের রিপোর্ট দেখবেন? তিনি ১৯৫৪ সালে আপনাদের সংখ্যা দু'লাখ বলেছেন ।
- মির্থা নাসির : সমগ্র পাকিস্তানে?
- এটর্নী জেনারেল : জ্বী, তিনি একথাই বলেন । আমি মনে করি, আপনি আদমশুমারী স্কীমকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন । হঠাৎ করে এক লাফে পঁয়ত্রিশ/চল্লিশ লাখে গিয়ে পৌঁছেছেন?
- মির্থা নাসির : আদমশুমারীতে নিযুক্ত লোকেরা অমুসলিম হয়ে থাকে এবং ওরা মুসলমানদের সংখ্যা অল্প দেখায় ।
- এটর্নী জেনারেল : আদমশুমারী নয়, আমি তো জাস্টিস মুনীর কমিশনের রিপোর্টের উল্লেখ করছি । তাতে ১৯৫৪ সালে আপনাদের সংখ্যা দু'লাখ ছিল । অনুরূপভাবে 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম'-এর, ১৯৬০ সনের সংস্করণেও ।
- মির্থা নাসির : এটা লাহোরওয়ালী (সংস্করণ) ।
- এটর্নী জেনারেল : না, হল্যান্ডওয়ালী (হল্যান্ডে প্রকাশিত) ।
- মির্থা নাসির : এই পরিসংখ্যান কোন পৃষ্ঠায় আছে?
- এটর্নী জেনারেল : ১০ পৃষ্ঠায় দেখুন, তাতে লিখা আছে, আহমদীরা তাদের যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছে, ১৯৬০ সনের সংস্করণ অনুযায়ী তাদেরই উক্তি মতে সমগ্র দুনিয়ায় তাদের (আহমদীদের) সংখ্যা ছিল পাঁচ লাখ । তাহলে পাকিস্তানে তাদের সংখ্যা দু'লাখ হয়ে থাকবে, আর একথাই জাস্টিস মুনীর লিখেছেন ।
- মির্থা নাসির : জানি না কে এই হিসাব দিয়েছে ।
- এটর্নী জেনারেল : মুনীর লিখেছেন, 'আমাকে বলা হয়েছে' ।
- মির্থা নাসির : জানি না কে বলেছে ।

- এটর্নী জেনারেল : সংশ্লিষ্ট পার্টি বলে থাকবে—আমরা এই ধরে নিচ্ছি। যাহোক মোটামুটিভাবে আমি বলছি, পাকিস্তানে আপনারা দু'লাখের চেয়ে বেশী নন। আপনি কোন দলীল দস্তাবিয দ্বারা আমার একথা রদ করতে পারবেন না।
- মির্ষা নাসির : কিন্তু আমার অনুমান—
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু আপনি প্রামানিক পন্থায় আমার কথা রদ করতে পারবেন না—কিংবা রেজিষ্টার আনুন। তবে রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে এ আশংকা আছে।
- মির্ষা নাসির : না, কিন্তু এটা তো তখনই হতে পারে যখন সঠিক আদমশুমারী হবে।
- এটর্নী জেনারেল : এই আলোচনার পর আপনিও যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন?
- মির্ষা নাসির : আদমশুমারীতে সঠিক সংখ্যা জানা যাবে।
- এটর্নী জেনারেল : যেন সঠিক হিসাব আপনারও এখন জানা নেই। আপনি আপনার এ না-জানার কথা স্বীকার করেছেন।
- আম্বা, আপনি আপনার ২১ জুনের জুমআর খুতবায় বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি আপন ধর্মের কথা প্রকাশ করার ব্যাপারে স্বাধীন। কোন শক্তি ও কোন রাষ্ট্র তার এই অধিকার প্রয়োগে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এটাই হচ্ছে আইনের ২০ নং ধারার দাবী। এটা আপনি বলেছেন?
- মির্ষা নাসির : জী (এটা) আমার বক্তৃতা। ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। আইনের ২০ নং ধারার অধীন কেউ এতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।
- এটর্নী জেনারেল : সংসদ কিংবা রাষ্ট্র?
- মির্ষা নাসির : কেউই না।
- এটর্নী জেনারেল : একজন ব্যক্তি নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলে। তাকেও কি ২০ নং ধারা এই অনুমতি দেয় যে, সে মিথ্যা বলতে থাকবে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলা কি বৈধ নয়?
- মির্ষা নাসির : আমার মতে বৈধ নয়।
- এটর্নী জেনারেল : খুব ভাল কথা, মিথ্যা বলা বৈধ নয়, কিন্তু এক ব্যক্তি মিছামিছি আপন মাযহাব (ধর্ম) কে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়—তাহলে কি ২০ ধারার অর্থ এই যে, সে মিথ্যা বলতে থাকবে এজন্য যে, এক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে।
- মির্ষা নাসির : আপনি কি করে জানলেন যে, সে মিথ্যা বলে?

- এটর্নী জেনারেল : যেমন, আমি কলেজের প্রিন্সিপাল। সংখ্যালঘুদের কোটা থেকে সীট নেওয়ার জন্য একজন মুসলিম স্বয়ং নিজেকে অমুসলিম বলে প্রকাশ করল। এখন আপনার মতে, ২০ নং ধারার অধীন প্রত্যেক ব্যক্তিরই আপন ধর্ম প্রকাশ করার অনুমতি আছে। অতএব সে যদি মিথ্যা বলে তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেব না। আচ্ছা, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি ধর্মীয় স্বাধীনতার রেফারেন্সে শাসনতন্ত্রের কিছু অংশ আপনার বক্তৃতায় পাঠ করেছেন। আমি এখানে অত্যন্ত শিষ্টতার সাথে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি : জনাব, আপনি কি আইনের ঐ ধারার সম্পূর্ণটুকু বর্ণনা করেছেন, না এর কিছু অংশ ভুলে গেছেন?
- মির্থা নাসির : আমি এর সেই প্রাথমিক অংশ ছেড়ে দিয়েছি যা সকলেরই মনে আছে।
- এটর্নী জেনারেল : ধন্যবাদ। ঐ অংশ?
- মির্থা নাসির : আইন ও আচরণ বিধির শর্তের উপর -
- এটর্নী জেনারেল : জী হ্যাঁ, অর্থ এই যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা কানুন, আচার আচরণ ও জন-নিরাপত্তার সাথে শর্তযুক্ত (stipulated)। একথা আপনি স্বীকার করেন তো?
- মির্থা নাসির : প্রকাশ আছে, এই যে,
- এটর্নী জেনারেল : এখন এক ব্যক্তি ভ্রান্ত বিবরণী দ্বারা নিজের ধর্মকে মিথ্যাভাবে প্রকাশ করে, ভ্রান্ত লক্ষ্য হাসিলের জন্য - এমনতাবস্থায় তার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে কি না?
- মির্থা নাসির : ধর্মের স্বাধীনতার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করার অধিকার কারো নেই।
- চেয়ারম্যান : দেখুন, প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর আসা চাই। - চাই সাক্ষ্যদাতা এর সাথে একমত হোন অথবা না হোন - কিন্তু উত্তর, প্রশ্ন মুতাবিক হওয়া চাই। উকীল সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিন।
- এটর্নী জেনারেল : স্যার, একমত না হওয়ার প্রশ্ন নয়। বিশ্বে হাজারো ধোঁকাবাজ ঘোরাফেরা করে। এবার সে যদি ধর্মের ব্যাপারে মিথ্যা বর্ণনা দেয় তাহলে তার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে কিনা?
- মির্থা নাসির : ধোঁকাবাজকে তিরস্কার করা উচিত।
- চেয়ারম্যান : প্রশ্নের উত্তর আসা চাই। উত্তর, প্রশ্ন মুতাবিক হয় নি।
- এটর্নী জেনারেল : কথা হলো প্রকাশের। এক ব্যক্তি জেনে শুনে মিথ্যা বিবরণ দেয় আপন বৈষয়িক লাভের জন্য, এক্ষেত্রে জনাব সাক্ষ্যদাতার

- অভিমন্ত কি? জনাব, আপনি যদি উত্তর দিতে না চান তাহলে এটা আপনার মর্জি।
- মির্ষা নাসির : আমি এধরণের লোককে পছন্দনীয় মনে করি না।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু আপনি মনে করেন যে, রাষ্ট্র বাধ্যবাধকতা?
- মির্ষা নাসির : আমি তিরস্কার করি ঐ যুবককে যে দলীল দস্তবেযের মধ্যে জালিয়াতি করে।
- চেয়ারম্যান : রাখুন (মূল প্রশ্নের উত্তর গোলমালে করছেন), প্রতিনিধিদলকে পনেরো মিনিটের অনুমতি দেওয়া গেল। এখন বিরতি। সোয়া বারোটায় তারা পুনরায় আসুন। (প্রতিনিধিদল চলে গেল।)
- চেয়ারম্যান : সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আপনারা সব দেখেছেন, আমি তো এটর্নী জেনারেলের অনুসৃত পদ্ধতির উপর সন্তুষ্ট।
- সদস্যবৃন্দ : জী হ্যাঁ, আমরা সবাই—
- চেয়ারম্যান : আমরা কৃতজ্ঞ। একথা রেকর্ডে (কার্যবিবরণীতে) আসা চাই। আশা করি, আমাদের বেশীর ভাগ কথাবার্তা ও বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ। আরো পরোক্ষ কথা আছে। সেগুলোরও ফয়সালা হয়ে যাবে। আমি নিজে উকীল এবং যারপর নেই সন্তুষ্ট। মনে করি আপনাদের অভিমন্তও তাই।
- সদস্যবৃন্দ : জী হ্যাঁ।
- চেয়ারম্যান : চলুন, পুনরায় সোয়া বারোটায় দেখা হবে।

[বিরতির পর]

- মালিক মুহাম্মদ জাফর : জনাব এই জেরা বা বর্ণনার সমাপ্তিতে একটি বিতর্ক হবে। তার জন্য এই আলোচনার নকলাদি তৈরী হওয়া চাই, যাতে আমরা সেগুলো অধ্যয়ন করতে পারি।
- চেয়ারম্যান : আমি এর ব্যবস্থা করছি।
- সর্দার মাওলা বখ্শ সোমরো : এটা তৈরী হয়ে গেলে আমাদেরকে যেন একটি করে কপি সরবরাহ করা হয়।
- চেয়ারম্যান : যাবতীয় পরোক্ষ ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রশ্ন সমূহ আযীয ভাটি ও যাক্বর আহমদ আনসারীকে দেওয়া হোক যাতে প্রশ্নকালে এটর্নী সাহেবের মনোযোগ এদিক সৈদিক না যায়।
- সাহেবযাদা সফিউল্লাহ : জনাব, এই সমগ্র কার্যবিবরণীর কপিসমূহ আমাদের পাওয়া উচিত, যাতে সদস্যবৃন্দ সেগুলোকে সংশোধন করতে পারেন।

চেয়ারম্যান : আপনাদেরকে দেওয়া হবে। এটা সদস্যবৃন্দের বিশেষ অধিকার।

[প্রতিনিধিদলকে আহবান জানাতে বলা হলো]

প্রফেসর গাফুর আহমদ : অধিবেশনের সময়সূচী কি হবে?

চেয়ারম্যান : আমরা দুপুর দেড়টা পর্যন্ত বসব। সকাল সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত; অতঃপর সাড়ে বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত; অতঃপর সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাতটা পর্যন্ত; অতঃপর রাত আটটা থেকে ন'টা কিংবা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত।

[প্রতিনিধি দলের হলে প্রবেশ]

এটর্নী জেনারেল : একটি ছেলে আপন ধর্মের মিথ্যা ডিক্লারেশন দিল, এমতাবস্থায় কলেজের প্রিন্সিপাল তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারেন কিনা?

মির্থা নাসির : দেখুন না, প্রিন্সিপাল যেন হস্তক্ষেপ না করেন।

এটর্নী জেনারেল : তাহলে মিথ্যা ডিক্লারেশন দিয়ে একজন মুসলমান ব্যক্তি যদি সংখ্যালঘু খ্রীষ্টানদের প্রাপ্য সীটের (আসনে) অধিকার মিথ্যা বর্ণনার মাধ্যমে কেড়ে নেয় তাহলে কোন বাধা নেই?

মির্থা নাসির : জী, বাধার কিছু নেই। কলেজের ব্যাপার। আপনি এটাকে অন্যান্য বিষয়াদির উপর অনুমান করবেন না।

এটর্নী জেনারেল : শুধু কলেজের নয়, একথা তো আদালতেও যাবে যে, প্রিন্সিপাল বাধা দেন নি। যার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে সে আদালতে এই মর্মে রিট দায়ের করবে যে, সে (অধিকার ক্ষুণ্ণকারী) মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এমতাবস্থায় আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে, না পারে না?

মির্থা নাসির : এক ব্যক্তি ধর্ম সম্পর্কে মিথ্যা বিবরণ দিলে আদালত তাতে হস্তক্ষেপ করবে কেন?

এটর্নী জেনারেল : তাহলে মিথ্যা বলে মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে থাকবেন এমতাবস্থায় পরিষদ কিংবা আদালত আইনের পক্ষাবলম্বন করবে না?

মির্থা নাসির : এক ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে—

এটর্নী জেনারেল : কিন্তু যদি যাকাত অস্বীকার করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে?

মির্থা নাসির : এটা কিভাবে হতে পারে?

এটর্নী জেনারেল : যেকোন সিন্দীকে আকবর (রাঃ)-এর যুগে যাকাত-অস্বীকারকারীরা করেছিল।

- মির্থা নাসির : ওরা মুসলমান নয়। পাঁচ রুকনের কোন একটির অস্বীকারকারীও মুসলমান থাকতে পারে না।
- এটর্নী জেনারেল : একে ইসলাম থেকে কে বের করল?
- মির্থা নাসির : সে নিজেই বেরিয়ে গেছে।
- এটর্নী জেনারেল : এক ব্যক্তি নিজেকে মুসলমানও বলে, আবার ইসলামের মৌলিক রুকন অস্বীকারও করে তাহলে সে?
- মির্থা নাসির : তাহলে সে নিজেকে কিভাবে মুসলমান বলতে পারে?
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে যদি বলে?
- মির্থা নাসির : সে বলতে পারে না।
- এটর্নী জেনারেল : যদি একব্যক্তি কুরআন করীমের কিছু আয়াত অস্বীকার করে, কিন্তু বলে যে, আমি মুসলমান?
- মির্থা নাসির : আপনি তাকে মুসলমান বলতে পারেন কিভাবে? সে কুরআনকে অস্বীকার করছে এবং কুরআন মানছে না। দেখুন, আমার মনে এই হাউসের প্রতি এত বেশী সম্মানবোধ রয়েছে, যা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এতদসত্ত্বেও আমি একথা বলার সাহস করব যে, আপনি এত উদাহরণ দেবেন না, (অন্যথায়) আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব না।
- এটর্নী জেনারেল : আমিও এই হলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও নিজের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বলছি, দেখুন, যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের রুকন সমূহের কোন একটি রুকন অস্বীকার করে— কার্যতঃ কিংবা বাচনিক অস্বীকার—কিন্তু নিজেকে মুসলমান বলে তাহলে (তাকে কি মুসলমান বলা হবে)?
- মির্থা নাসির : যে ব্যক্তি ইসলামের রুকনসমূহ মানে আমরা যেভাবে তাকে মুসলমান বলি, সেভাবে যে ব্যক্তি কোন একটি রুকন অস্বীকার করে তাকে অমুসলিম বলতে হবে।
- এটর্নী জেনারেল : যেন আপনার এ অধিকার রয়েছে যে, আপনি কাউকে অমুসলিম বলবেন এতদসত্ত্বেও যে, সে আপনাকে মুসলিম বলে?
- মির্থা নাসির : আমার পয়েন্ট হলো, স্বয়ং সে ঘোষণা করে যে, আমি মুসলমান নই।
- এটর্নী জেনারেল : যদি সে ঘোষণা না করে?
- মির্থা নাসির : সে তার আমল (কাজ) দ্বারা ঘোষণা করছে।
- এটর্নী জেনারেল : যেন সে স্বয়ং কাফির হয়ে গেল?

- মির্থা নাসির : জ্বী, বিলকুল-
- এটর্নী জেনারেল : আমি শুধু এই বলছি যে, যদি কোন ব্যক্তি 'যরুরিয়াতে ইসলাম' (ইসলামের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি)-এর কোন একটিকে অস্বীকার করে তাহলে তাকে কি আপনারা মুসলমান বলতে পারেন?
- মির্থা নাসির : সে তো কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।
- এটর্নী জেনারেল : ইসরাঈলের একজন যাহুদী গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশ্যে নিজেকে মুসলমান হওয়ার মিথ্যা ডিক্লারেশন দিয়ে বেলজিয়াম থেকে সাউদিয়ায় এসে পবিত্র স্থান সমূহে যদি প্রবেশ করে তাহলে তাকে গ্রেফতার করার অধিকার সাউদী সরকারের আছে, না নেই?
- মির্থা নাসির : ওতো গুপ্তচর। এজন্য তাকে গ্রেফতার করা হবে- অমুসলিম হওয়ার ভিত্তিতে নয়।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে ভুল ডিক্লারেশনের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হবে না?
- মির্থা নাসির : গ্রেফতার করা হবে এজন্য যে, সে কেন মিথ্যা ডিক্লারেশন দিল?
- এটর্নী জেনারেল : অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু ডিক্লারেশন ভুল, না শুদ্ধ কোন্ কর্তৃপক্ষ তা নির্ধারণ করবে?
- মির্থা নাসির : ডিক্লারেশন, না ধর্ম?
- এটর্নী জেনারেল : ডিক্লারেশন, যাতে ধর্মের ভুল ব্যবহার করা হয়েছে। অমুসলিম, হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে মুসলিম বলেছে। ডিক্লারেশন মিথ্যা। এই মিথ্যার উপর ধরপাকড়া করার অধিকার কোন কর্তৃপক্ষের আছে, না নেই?
- মির্থা নাসির : জ্বী।
- এটর্নী জেনারেল : এক ব্যক্তি সাউদী আরব যায় এবং মূলতঃ সে যাহুদী অথবা ইসরায়েলী। সে জানে যে, মুসলমান ছাড়া অন্যকেউ মক্কা-মদীনায় যেতে পারে না। সে তা দেখতে আগ্রহী হয়। ভুল ডিক্লারেশন দিয়ে সে যায়। জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর যখন তাকে গ্রেফতার করা হয় তখন সে বলে, জনাব, (সকলের) ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। আমি যা বলেছি তাতে হস্তক্ষেপ করবেন না। -তাহলে তার এই বাহানা ও ওজর-আপত্তি কি মেনে নেওয়া হবে?
- মির্থা নাসির : তার নিয়্যত দেখবে।
- এটর্নী জেনারেল : এমনি বাহ্যিকভাবে সে কি?
- মির্থা নাসির : সে অপরাধী।

- এটর্নী জেনারেল : ধন্যবাদ । এক ব্যক্তি যাহুদী হয়ে যদি নিজেকে মুসলমান বলে তাহলে সে অপরাধী এজন্য যে, সে ভুল ডিক্লারেশন দিয়েছে । এখন সে কি এটা বলতে পারে না যে, আমার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে?
- মির্থা নাসির : জ্বী, বলতে পারে না ।
- এটর্নী জেনারেল : কর্তৃপক্ষ কিংবা আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে?
- মির্থা নাসির : জ্বী, করতে পারে ।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন, ধর্মীয় স্বাধীনতার ন্যায় আইনে প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার রয়েছে । সে ১৮ নং ধারার অধীনে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে । (তাহলে) ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে ।
- মির্থা নাসির : অনুমতি রয়েছে ।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু এটা কি ঢালাও অনুমতি, না শর্তযুক্ত?
- মির্থা নাসির : ঢালাও অনুমতি ।
- এটর্নী জেনারেল : চরস (পাচার), আগলিং-প্রত্যেক জিনিষের অনুমতি আছে - এজন্য যে, যে ব্যক্তি এই সমস্ত কাজ করবে সে বলবে এটা বাণিজ্য আর বাণিজ্যের স্বাধীনতা হচ্ছে একটি মৌলিক অধিকার?
- মির্থা নাসির : না, এগুলোর অনুমতি নেই ।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে ব্যবসার এই সমস্ত শর্তের সাথে যদি কোন আইন নির্ধারণ করে- প্রত্যেক নাগরিকের এই অধিকার থাকবে যে, সে কোন বৈধ পেশা বা কাজ বেছে নেবে কিংবা কোন অনুমোদিত ব্যবসা বাণিজ্য করবে- এটা ১৮ নং ধারা হলো?
- মির্থা নাসির : শর্তসমূহ থাকবে ।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে মৌলিক অধিকার সমূহ বাধা-নিষেধের শর্তাধীন-কিছু সীমারেখা আছে; তা সামগ্রিকভাবে স্বাধীন নয়?
- মির্থা নাসির : জ্বী না ।
- এটর্নী জেনারেল : কাজ-কারবারের অনুমতি আছে- যেমন লিভার ব্রাদার্স সাবান তৈরী করে । আমি যদি আমার কোম্পানীর নাম লিভার ব্রাদার্স রাখি, তাদের লেবেল মুদ্রণ করি, তাদের সাবানের মত রং বেছে নিই তাহলে এতে লিভার ব্রাদার্স-এর কি কোন আপত্তি থাকবে না? যদি থাকে তাহলে ওরা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কিংবা কোর্টে যেতে পারবে, না পারবে না?

- মির্থা নাসির : যেতে পারবে। তাদের যাওয়া উচিত।
- এটর্নী জেনারেল : কোর্ট সাক্ষ্য নিয়ে আমাদের বাধা দিতে পারে। আমার উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারে। তখন ফার্মের নাম বদলাতে হবে, লেবেল বদলাতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা আছে, তবে শর্তের সাথে?
- মির্থা নাসির : আপনি ভ্রান্ত, সংকীর্ণ এবং কদমাক্ত রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : আমি সঠিক রাস্তায় আসছি।
- মির্থা নাসির : কিন্তু আমি সোজা মানুষ। এই সমস্ত উদাহরণ পরস্পর সম্পর্কহীন।
- চেয়ারম্যান : এ কাজ হলো কমিশনের বা চেয়ারম্যানের। তারাই উদাহরণ সমূহকে সম্পর্কহীন অথবা সম্পর্কযুক্ত আখ্যা দেবেন। আপনি প্রশ্নের উত্তর দিন।
- মির্থা নাসির : যদি সম্পর্কহীন হয় তা হলে—
- চেয়ারম্যান : এটা আমাদের উপর ছেড়ে দিন। যদি সম্পর্কহীন হয় তাহলে আমরা এটর্নীকে বাধা দেব।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে কি কারবারের উপর রাষ্ট্রের শর্তাদি ও বাধ্যবাধকতা আরোপ বৈধ ও সমর্থনযোগ্য?
- মির্থা নাসির : রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা সমর্থনযোগ্য হবে। রাষ্ট্রের আনুগত্য জরুরী।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার মতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের আনুগত্য জরুরী। একটি রাষ্ট্র যদি ইসলামের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেয় তাহলে?
- মির্থা নাসির : দেবে কিভাবে?
- এটর্নী জেনারেল : সে বলবে গরু জবাই করো না?
- মির্থা নাসির : তাহলে গরুর পরিবর্তে দুধা জবাই করো।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু একজন কসাই, যার এই পেশা, সে বলবে, এতে যে আমার পেশার স্বাধীনতার উপর প্রভাব পড়ে?
- মির্থা নাসির : সেও বক্রীর মাংস বিক্রি করুক।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে সে রাষ্ট্রের এই নির্দেশও মেনে নেবে?
- মির্থা নাসির : আমি মূর্থ মানুষ, আপনার দলীল আমার বোধগম্য হয়নি।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে যেখানে যা আছে ঠিক আছে?
- মির্থা নাসির : সংঘর্ষে আসবেন না, কারো সাথে আমাদের সংঘর্ষ নেই।
- এটর্নী জেনারেল : যে কোন রাষ্ট্রের সাথে কিংবা যে কোন মুসলমানের সাথে?

- মির্থা নাসির : এতে তো অন্য বিষয় এসে যাচ্ছে।
- এটর্নী জেনারেল : মানুষ কয়টি বিবাহ করতে পারে? -চারটি। কিন্তু আমেরিকায় এর অনুমতি নেই। তাহলে ধর্মীয় স্বাধীনতা যে সেখানকার কানুনের অধীন হয়ে যাবে?
- মির্থা নাসির : যদি করে ফেলে তাহলে অতঃপর-
- এটর্নী জেনারেল : কেস চলবে। সে কোর্টে বলবে, ধর্মীয় স্বাধীনতার কারণে আমি এরূপ (বহু বিবাহ) করেছি। কোর্ট তখন পাঁচ সাত বছরের জন্য তাকে জেলে পাঠিয়ে দেবে এই বলে যে, তুমি বহু বিবাহের অপরাধ করে সোসাইটিকে নষ্ট করেছ।
- মির্থা নাসির : তাহলে অতঃপর-
- এটর্নী জেনারেল : জেলের মধ্যে [অট্টহাসি]। আমরা এই পরিমাণ ধর্মীয় স্বাধীনতা সমর্থন করি না। অতঃপর রাষ্ট্রের উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত?
- মির্থা নাসির : আপনি কিভাবে উদাহরণ দিচ্ছেন?
- এটর্নী জেনারেল : এটা হয়েই চলেছে।
- মির্থা নাসির : এটা কি ধর্মের রীতি অনুযায়ী?
- এটর্নী জেনারেল : হিন্দুদের মধ্যে তো যাবতীয় রীতিনীতির নামই ধর্ম। যেমন, যারপরিবারের এজন স্ত্রীলোক বলে, আমি স্বামীর সাথে 'সতী করতে' (একই চিতায় সহমৃতা হতে) চাই, তার সাথে জ্বলে পুড়ে মরে যেতে চাই। তাহলে কি এই রীতি অনুসরণ করার অনুমতি দেওয়া হবে?
- মির্থা নাসির : আমি 'সতী' (সতীদাহ)-এর আইন জানি না।
- এটর্নী জেনারেল : ওরা এর উপর আমল করত, এটা ছিল তাদের ধর্মের রীতি।
- মির্থা নাসির : আপনি ইসলামের উদাহরণ দিন।
- এটর্নী জেনারেল : আমি 'মনে করি'-এর অধীনে একথা নিবেদন করেছিলাম।
- মির্থা নাসির : আপনি 'মনে করে' অনেক দূরে চলে যান।
- এটর্নী জেনারেল : আমি আরো কিছু প্রশ্ন করতে চাইব। আপনি বলেছেন, যে ধর্ম ইচ্ছা, বেছে নিতে পারবে। বেছে নিতে পারবে অথবা নতুন ধর্ম গুরু করতে পারবে? কেননা ধর্মতৈরীরও তো স্বাধীনতা রয়েছে।
- মির্থা নাসির : জী, বিলকুল। এটা হচ্ছে মানবিক অধিকারের সার্বজনীন দলীল। কিন্তু সার্বজনীন বেদ্বীনী (ধর্মহীনতা) কে তারা ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে।

- এটর্নী জেনারেল : তাহলে প্রত্যেক নতুন ফিরকাকে, নতুন ধর্ম বানানোর অনুমতি দেওয়া উচিত?
- মির্থা নাসির : উচিত ।
- এটর্নী জেনারেল : যেমন হিন্দীরা আছে । তারা বলবে, আমাদের আকৃতি-প্রকৃতি এই হবে-যেমন আপনি তাদেরকে দেখেন । বলবে, প্রত্যেকটি মানুষ উলংগ থাকবে, কেননা সে উলংগ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, মা থেকে পয়দা হয় তাই মাকে বিবাহও করতে পারে; একই মা থেকে কয়েকটি সন্তান পয়দা হয় তাই সে কয়েকজনের সাথে বিবাহও বসতে পারে । অতঃপর বলবে মনুষ্যত্বের খাতিরে মানুষকে কুরবানী করারও বৈধ । তাহলে মানুষকে মনুষ্যত্বের খাতিরে হত্যা করা বৈধ?
- মির্থা নাসির : পাকিস্তানে কি এরূপ সমস্যা আছে?
- এটর্নী জেনারেল : ধরুন, তারা বলল, আমরা ঈসায়ী-তাহলে কি ঈসায়ী রাষ্ট্র তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে?
- মির্থা নাসির : 'আখলাকিয়াত' (নৈতিকতা)-এর অধীন ।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে আপনি স্বীকার করলেন যে, 'আখলাকিয়াত'-এর অধীন বাধ্য বাধকতা আরোপ করা যেতে পারে?
- মির্থা নাসির : জী হ্যাঁ, 'আখলাকিয়াত'-এর অধীন স্বীকার করি ।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে 'আখলাকিয়াত'-এর শর্তে এবং নিরাপত্তার শর্তে?
- মির্থা নাসির : জী হ্যাঁ ।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে ধর্মীয় স্বাধীনতার উপরও বাধ্যবাধকতা আরোপিত হতে পারে?
- মির্থা নাসির : হ্যাঁ, হতে পারে, কিন্তু পরিণামদর্শিতার সাথে এটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে ।
- এটর্নী জেনারেল : আর এই সমস্ত বাধ্যবাধকতা যাচাই করার মাপকাঠি?
- মির্থা নাসির : উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে ।
- এটর্নী জেনারেল : প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্মীয় স্বাধীনতাকে ব্যবহার করতে পারে, তবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না তা অন্যের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে কিংবা অন্যদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে?
- মির্থা নাসির : জী হ্যাঁ ।
- এটর্নী জেনারেল : ধন্যবাদ । এখন দেখুন, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের 'ইসলামিয়া জামহুরিয়া পাকিস্তান' লেখা আছে । এর ভূমিকায়ও একথা

রয়েছে, যাতে মুসলমানরা তাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত জীবনকে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী যুক্তিরিয়াত (অত্যাৱশ্যকীয় কর্মসমূহ) মুতাবিক পরিচালিত করতে পারেন, যা কুরআন ও সুন্নাতে নবভী।

- মির্থা নাসির : মুসলমানদের সমগ্র ফিরকা।
- এটর্নী জেনারেল : সমগ্র ফিরকা-আপনি এত শীঘ্র আমার কথার পিছনে ছুটবেন না।
- মির্থা নাসির : সবাই মুসলমান, খারিজ করবেন না।
- এটর্নী জেনারেল : আমি এখনো করছি না। আপনি চিন্তা করবেন না। (মানুষ যাতে) কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে সেজন্য আইন রচনাকারী সংস্থার উপর ফরয, যেন তারা ধর্মীয় ব্যাপারে আইন রচনা করে- এরূপ নয় কি?
- মির্থা নাসির : এটাকে 'সামগ্রিক নীতি' বানাবেন না। অতঃপর আপনি কোথা থেকে আবার কোথায় নিয়ে যাবেন।
- এটর্নী জেনারেল : আমি তো এই বলেছিলাম যে, যেহেতু আইন প্রণয়নকারী সংস্থাকে আইন প্রণয়ন করতে হবে এই লক্ষ্যে যে, মুসলমানরা যেন তাদের জীবনকে ইসলামী আহকাম (আদেশ নির্দেশ) অনুযায়ী পরিচালিত করতে পারে। এটা আইন প্রণয়নের অধিকার - তা নয় কি?
- মির্থা নাসির : অধিকার আছে। আইন প্রণয়নের অধিকার আছে। আমি একথা সম্পূর্ণ মানি।
- এটর্নী জেনারেল : আমি আপনার কাছে অত্যন্ত বিনয় ও শিষ্টতা সহকারে নিবেদন করছি, ২নং ধারায় আছে, 'ইসলাম পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হবে' -এর অর্থ কি?
- মির্থা নাসির : রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম হবে।
- এটর্নী জেনারেল : একথা সম্পূর্ণ ঠিক যে, রাষ্ট্রীয় নীতি ধর্মের স্বার্থ রক্ষার জিম্মাদার?
- মির্থা নাসির : তবে কি বাকি লোক।
- এটর্নী জেনারেল : সকলের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা- যেমন আমেরিকায় সকলের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়; কিন্তু আমেরিকার কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই- (অথচ) পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম।
- মির্থা নাসির : রাষ্ট্রীয় ধর্ম, কিন্তু অন্যের প্রতি ন্যায় বিচার।
- এটর্নী জেনারেল : ন্যায় বিচারের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। ৪১ নং ধারা ও ৯১ নং ধারায় এও রয়েছে যে, সদ্র (প্রেসিডেন্ট) ও ওয়ীরে আয়ম (প্রধান মন্ত্রী) মুসলমান হবেন।

- মির্য়া নাসির : এটা মৌলিক নয় ।
- এটর্নী জেনারেল : এটা হচ্ছে শাসনতন্ত্রের অংশ, আবশ্যিক - (শুধু) হেদায়াত (উপদেশ) নয়, অবশ্য পালনীয় ।
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ অংশ, অবশ্য পালনীয়, মৌলিক নীতির অন্তর্ভুক্ত, জী হ্যাঁ-
- এটর্নী জেনারেল : এখন এমন এক ব্যক্তি, যে সর্বজন প্রিয় (কিন্তু) মুসলমান নয়- সে ডিক্লারেশন দিয়ে এই পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় । (এমতাবস্থায়) কোন ব্যক্তি তার উপর আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে?
- মির্য়া নাসির : এমন ব্যক্তি না গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, না বড়, আর না খোদাভীরু; মিথ্যা ডিক্লারেশন দিয়ে, হীন ডিক্লারেশন দিয়ে-
- এটর্নী জেনারেল : ধরে নিন, সে অমুসলিম হয়েও যদি মুসলিম হওয়ার ডিক্লারেশন দেয় তাহলে?
- মির্য়া নাসির : এমতাবস্থায় সরকারের উচিত কোর্টে যাওয়া ।
- এটর্নী জেনারেল : অথবা নির্বাচন কমিশনারের ওখানে?
- মির্য়া নাসির : যেই কর্তৃপক্ষ হোক । আপনিই বলুন, কাগজাদির জন্য কার কাছে যেতে হয়?
- এটর্নী জেনারেল : আপনি শপথ করেছেন যে, আপনি সঠিক উত্তর দেবেন ।
- চেয়ারম্যান : এখন প্রতিনিধিদলকে যাবার অনুমতি দেওয়া হলো । সন্ধ্যা ছ'টায় তারা পুনরায় আসুন ।

[প্রতিনিধিদল চলে গেল]

- মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী : জনাব এটর্নী জেনারেল সাহেব যে সমস্ত প্রশ্ন করেন তিনি (মির্য়া নাসির) সেগুলোর চূড়ান্ত ও পরিষ্কার জবাব দেন না । আমার মতে আপনি তাদের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করুন যাতে তারা পরিপূর্ণ জবাব দেন ।
- চেয়ারম্যান : এটা আপনি এটর্নী জেনারেলকে জিজ্ঞাসা করুন ।
- মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী : এটা আপনারই বিশেষ অধিকার । তিনি (মির্য়া নাসির) মূল বিষয়টিকে এদিকে সেদিকে এড়িয়ে যান ।
- চেয়ারম্যান : এটা তার নিজস্ব যুদ্ধাঙ্গ ।
- মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী : বহুত আচ্ছা ।
- এটর্নী জেনারেল : এখন প্রশ্নাদির জবাব দানের উপরই তাকে টেনে নিয়ে আসব ।

- চেয়ারম্যান : আপনি নিশ্চিত থাকুন ।
- মাজলান গোলাম গাওঁ হাজারী : প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রশ্ন তো বুঝা যায়, কিন্তু তিনি তার উত্তর গোলমালে করে ফেলেন ।
- চেয়ারম্যান : সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত হাউস মূলতবী ঘোষণা করা হল ।

[সন্ধ্যা ছ'টায় স্পীকার সাহেবযাদা ফারুক আলী
সাহেবের সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়]

- চেয়ারম্যান : সদস্যদের ধারণা, সাক্ষ্যদাতা প্রশ্নাদির উত্তর এড়িয়ে যান । অতএব সিদ্ধান্ত নেওয়ার হলো, পরবর্তী প্রশ্ন তখন পর্যন্ত করা হবে না, যতক্ষণ না সাক্ষী প্রথম প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন অথবা দিতে অস্বীকার করেন ।
- এটর্নী জেনারেল : আমরা সাক্ষীকে বাধ্য করতে পারি না । সাক্ষী যে উত্তরই দেন তা থেকে আপনারা বুঝে নিতে পারবেন যে, তিনি সঠিক জবাব দিলেন, না এড়িয়ে গেলেন, না অস্বীকার করলেন । আপনারা তার উত্তর থেকে মর্ম তো বুঝে নিতে পারেন, কিন্তু এর দ্বারা সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য তার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারেন না । কোর্ট সাক্ষীর বর্ণনা দেখে ফয়সালা করে থাকে । যদি তিনি তার বর্ণনার মধ্যে তালগোল পাকান তা হলে তা তারই বিরুদ্ধে যাবে ।
- চেয়ারম্যান : প্রতিনিধিদলকে আহ্বান জানানো হোক ।

[প্রতিনিধিদলের হলে প্রবেশ]

- এটর্নী জেনারেল : মির্ষা সাহেব এমন কিছু বিষয়ের প্রতি মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যার ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে । তার মধ্যে একটি এই যে, আহমদীদের সংখ্যা, ১৯৪৭ সালে বাউভারী কমিশনের সামনে, যা আহমদীদের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকৃত স্মারক হিসাবে পেশ করা হয়েছিল, তাতে দু'লাখ বলা হয়েছিল । আর আপনি (মির্ষা নাসির) সঠিকভাবে বলেছেন যে, ১৯০৮ সালে আহমদীদের সংখ্যা চার লাখ ছিল । এক্ষেত্রে প্রথমে বর্ণিত সংখ্যা ভুল, না পরে বর্ণিত সংখ্যা?
- মির্ষা নাসির : আপনার কাছে দলীল দস্তাবেজ আছে?
- এটর্নী জেনারেল : এই নিন্ ।

- মির্যা নাসির : দেখে (নীরব), গণনা ছাড়া এ থেকে অন্য কিছু পাওয়া যাবে না। পাঁচজন মানুষের উপরও (যদি) অবৈধ অত্যাচার করা হয় তাহলে তাও সমপরিমাণ খারাপ।
- এটর্নী জেনারেল : আমি এটা বলছি না যে, সংখ্যালঘুদের উপর জুলুম করা বৈধ। আমি চাচ্ছিলাম, যেহেতু আমরা একটি রেকর্ড তৈরী করছি, এমনতাবস্থায় যেন আমাদের কাছে পাকিস্তানে আহমদীদের সংখ্যার সম্পূর্ণ সঠিক অথবা প্রায় সঠিক পরিসংখ্যান থাকে। থাক, বাদ দিন, আমি অন্য একটি কথা বলছি। ১৯০১ সনে মির্যা গোলাম আহমদ সরকারের কাছে দাবী করেছিলেন যে, আদমশুমারীতে আহমদীদের যেন পৃথক বিবরণ দেওয়া হয়। অতঃপর ১৯১১ সনে, তারপর ১৯১৩ সনেও তা-ই হয়েছে।
- মির্যা নাসির : আদমশুমারীর কোন পরিসংখ্যান সঠিক নয়।
- এটর্নী জেনারেল : সঠিক না হোক, আমি একথা জানতে চাই যে, ১৯১৩ সনের পর আদমশুমারী কেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল? আপনারা কি সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছিলেন যে, পৃথকভাবে যেন বিবরণ দেওয়া না হয়, অথবা সরকারই এমনটি করে দিয়েছিল?
- মির্যা নাসির : জানি না কেন হয়েছিল।
- এটর্নী জেনারেল : আরো একটি জিনিষ পরিষ্কার হওয়া দরকার। আপনি সঠিক বলেছেন যে, আপনার অনুসারীরা আপনাকে ইমাম বলে, কিন্তু আপনার উপাধি হচ্ছে খলীফাতুল মাসীহুছ ছালিছ। এবার ইমাম শব্দের ব্যাখ্যা দিন এই প্রেক্ষিতে যে, কোন্ অর্থে তারা আপনাকে ইমাম বলে?
- মির্যা নাসির : আমি আজ পর্যন্ত বলি নি যে, আমাকে ইমাম বলা বা আমীরুল মুমিনীন বলা। আমাদের জামাআতে সাধারণভাবে এটা ব্যবহার হয় না। কিন্তু পাকিস্তানে যা ব্যবহার হয় তা আমিরুল মুমিনীন। মুমিনীনের অর্থ মুবায়িদীন (বায়আত কারীবন্দ)।
- এটর্নী জেনারেল : আমি আপনাকে স্বরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আপনি এই হাউসে বক্তৃতা করতে এসেছিলেন, তখন আপনি চেয়ারম্যান সাহেবকে বাধা দিয়েছিলেন এবং তার কথা সংশোধন করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, আপনি জামাআতের ইমাম।
- মির্যা নাসির : আমি বলেছিলাম যে, আমাকে যেন 'সদ্রে আনজুমানে আহমদিয়া' না বলা হয়— 'ইমামে জামাআত' যেন বলা হয়। আমার মনে তখন 'হেড অব দি কমিটি' ছিল।
- এটর্নী জেনারেল : এজন্যই আমি ব্যাখ্যা চাচ্ছিলাম।

- মির্থা নাসির : হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই আমি বলেছিলম। আমার স্বরণ আছে, ভালভাবে স্বরণ আছে।
- এটর্নী জেনারেল : এখন পরবর্তী পয়েন্ট, যা আমি সকালে জানতে চেয়েছিলাম, তা এই যে, হেড, খলীফা কিংবা ইমাম হিসাবে আপনি কি আপনার পদ থেকে ইস্তেফা দিতে পারেন, কিংবা আপনার ইস্তেফা দেওয়ার অনুমতি আছে?
- মির্থা নাসির : এপদ যেহেতু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মিলে, তাই (ইস্তেফা দেওয়ার) অনুমতি নেই।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করার অধিকার কি আইন-প্রণয়নকারী সংস্থার আছে?
- মির্থা নাসির : এর দ্বারা আমাদের অধিকার আঘাতপ্রাপ্ত হবে।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদেরকে সংখ্যালঘু ঘোষণা করা হলে আপনাদের অধিকার সংরক্ষিত হয়ে যাবে।
- মির্থা নাসির : যদি কথা এই হয় তাহলে আমরা আমাদের অধিকারের সংরক্ষণ চাই না।
- এটর্নী জেনারেল : শেষ পর্যন্ত অন্যান্য সংখ্যালঘুরাও তো আছে। তাদের অধিকারও তো সংরক্ষণ করা হয়।
- মির্থা নাসির : পাকিস্তানের উপর এই কলংক আরোপিত হবে যে, এখানে এমন প্রস্তাবও গৃহীত হয়। আমরা আমাদের দেশকে ভালবাসি।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের অধিকার সংরক্ষণ করলে কি কলংক আরোপিত হবে?
- মির্থা নাসির : আমাদেরকে কাফির ঘোষণা করলে কি উদ্দেশ্য সফল হবে?
- এটর্নী জেনারেল : আমি জিজ্ঞাসা করি যে, এটা আপনাদের উপর কি ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করবে?
- মির্থা নাসির : আমাদের সাথে যথাযোগ্য আচরণ করা হবে না।
- এটর্নী জেনারেল : আমি এটা বলতে চাই যে, মানবাধিকারের ডিক্লারেশন সম্পর্কে যে রায় আছে, এখানে তার প্রশ্নই উঠে না?
- মির্থা নাসির : এবার নিখাদ সুচিন্তার কথা এই যে, কারো এই অধিকার নেই যে, আমাকে অমুসলিম বলবে।
- এটর্নী জেনারেল : সকালে তো আপনি বলেছিলেন যে, কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করতে পারেন।
- মির্থা নাসির : কিন্তু ওটা অন্য কথা ছিল।

- এটর্নী জেনারেল : আপনি ২১ জুনের বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা আপন কর্মকৌশলদ্বারা দেখিয়ে দেবেন যে কে মুমিন, আর কে কাফির। এখন আপনি ঘোষণা করছেন যে, আপনি মুসলমান, অন্যরা বলছে আপনি মুসলমান নন। একটি ঘোষণা আপনার, অপরটি অন্যদের। তাহলে এরূপ বলায় আপনার মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হল কিভাবে? আপনি যা বলেন ওরা মানলে ঠিক আছে, অন্যথায় আপনার অধিকারে হস্তক্ষেপ? - আমি এ বিষয়টির ব্যাখ্যা চাচ্ছি।
- মির্থা নাসির : যদি বলে, তাহলে আমার মোটেই রাগ হবে না।
- এটর্নী জেনারেল : যদি আইন-প্রণয়নকারী সংস্থা বলে, তাহলে?
- মির্থা নাসির : রাষ্ট্র কেন হস্তক্ষেপ করবে?
- এটর্নী জেনারেল : আপনি সকালে বলেছেন, কর্তৃপক্ষ, আদালত মুসলিম ও অমুসলিমের পার্থক্য করলে পর?
- মির্থা নাসির : সকালে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে বলে থাকব। [অট হাসি] মানুষ একে অপরকে কাফির বলে, কিন্তু ভদ্রতা-
- এটর্নী জেনারেল : আপনারা নিজেদের জন্য যে ভদ্রতা কামনা করেন, তার প্রতি আপনারাও লক্ষ্য রাখবেন। আপনি বলেছিলেন যে মিঃ ভুট্টো, কিংবা মুফ্তী মাহমুদ কিংবা মাওলানা মাওদুদী -
- মির্থা নাসির : মিঃ ভুট্টো দ্বারা পিপলস্ পার্টির সদস্যকে বুঝিয়ে ছিলাম- প্রাইম মিনিষ্টারকে নয়।
- এটর্নী জেনারেল : কথা তো একটি যে, সে কাফির বলে। এতে তো কোন পার্থক্য হয় না যে, পিপলস্ পার্টির ভুট্টো অথবা প্রাইম মিনিষ্টার-
- মির্থা নাসির : পার্থক্য হয়।
- এটর্নী জেনারেল : চলুন, ভুট্টো সাহেবকে ছাড়ুন। মুফ্তী মাহমুদের অধিকার নেই যে, আপনাকে (কাফির) বলেন, কিন্তু আপনার অধিকার আছে?
- মির্থা নাসির : এই সব অর্থে আমারও অধিকার নেই।
- এটর্নী জেনারেল : কোন অর্থে অধিকার আছে?
- মির্থা নাসির : আপনি এটাকে ছাড়ুন।
- এটর্নী জেনারেল : আহমদিয়া ফিরকা কি বিশ্বাস পোষণ করে যে, মির্থা গোলাম আহমদ আল্লাহর রাসূল ছিলেন?
- মির্থা নাসির : না।
- এটর্নী জেনারেল : তিনি কি নবী ছিলেন?

- মির্খা নাসির : এটাও আমাদের বিশ্বাস (ইতিহাস) নয়, বরং উদ্ভূত নবী ।
- এটর্নী জেনারেল : 'উদ্ভূত'-এর ধারণা (conception) কি?
- মির্খা নাসির : অর্থাৎ হুযর (সাঃ)-এর উদ্ভূত, যার উপর তার [হুযর (সাঃ)-এর] রং লাগানো ছিল ।
- এটর্নী জেনারেল : উদ্ভূত ও আপন উদ্ভূত রাখতে পারে?
- মির্খা নাসির : হুযর (সাঃ)-এর পরে একটি উদ্ভূত; আর তা উদ্ভূতে মুহাম্মদীয়া ।
- এটর্নী জেনারেল : কোন পৃথক উদ্ভূত হতে পারে না?
- মির্খা নাসির : এটা আমি বলি নি ।
- এটর্নী জেনারেল : শারয়ী' ও গায়র শারয়ী' নবীর মধ্যে পার্থক্য কি?
- মির্খা নাসির : শারয়ী' নবী তিনি, যার উপর শরীয়ত নাযিল হয়, আর গায়র শারয়ী' নবী তিনি, যিনি পূর্বকার শরীয়তের উপর আমল করান ।
- এটর্নী জেনারেল : গায়র শারয়ী' নবীকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির হবে, না হবে না?
- মির্খা নাসির : 'কাফির' অর্থ অস্বীকারকারী, তাহলে সে (কাফির) হবে ।
- এটর্নী জেনারেল : মির্খা সাহেব গায়র শারয়ী ছিলেন, তাহলে তার অস্বীকারকারী কাফির হবে?
- মির্খা নাসির : অস্বীকারকারী হবে অর্থাৎ কাফির, শাস্তি-
- এটর্নী জেনারেল : আল্লাহ তাআলার প্রেরিত রাসূলদের মধ্যে থেকে কাউকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কি মুসলমান থাকে না?
- মির্খা নাসির : সে আল্লাহর নিকট দায়ী হবে এবং পার্থিব দিক দিয়ে 'মুসলমান'-এর যে রাজনৈতিক সংজ্ঞা সে প্রেক্ষিতে কাফির হবে ।
- এটর্নী জেনারেল : আমি আপনার জামাআতের কথা বলছি ।
- মির্খা নাসির : আমাদের মতেও-
- এটর্নী জেনারেল : যেন কাফির?
- মির্খা নাসির : জী, যেন কাফির ।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে যেন, আপনার জামাআত ছাড়া বাকি সকল মানুষ কাফির?
- মির্খা নাসির : মনুষ্যত্বের মর্যাদার প্রতি তো আমরা সম্মান প্রদর্শন করি ।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু ইসলামের আওতায় নয়, বরং মনুষ্যত্বের আওতায়?
- মির্খা নাসির : আমি বুঝতে পারি নি, আমার দোষ-
- এটর্নী জেনারেল : এই যে কথা আছে, যে মির্খাকে মানে না সে ইসলামের দায়রা (আওতা) থেকে খারিজ (বহির্ভূত) ।

- মির্থা নাসির : 'ইসলামের দায়রা থেকে খারিজ ও কাফির'-এর দুটি অর্থ আছে। এক : আল্লাহর দৃষ্টিতে - আল্লাহর এর ফয়সালা করবেন এবং অন্য কেউ করতে পারবে না। দুই : রাজনৈতিক।
- এটর্নী জেনারেল : যেন 'দায়রা-ই-ইসলাম' দু'রকমের। একটি রাজনৈতিক, অপরটি অরাজনৈতিক?
- মির্থা নাসির : জী হ্যাঁ।
- এটর্নী জেনারেল : রাজনৈতিক মুসলমানদের সংজ্ঞা?
- মির্থা নাসির : এটা তো আমি আমার স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে লিখে দিয়েছি।
- মিঃ চেয়ারম্যান : এটা ছাড়ুন, পৃথক প্রশ্ন করুন।
- এটর্নী জেনারেল : সম্প্রতি ইংল্যান্ডে আপনার দল রাব্বওয়ার ঘটনার উপর প্রস্তাব পাশ করেছে। আমার কাছে এর কপি আছে। তাতে বলা হয়েছে, যেহেতু পাকিস্তানের সর্বত্র আহমদী মুসলমানদের উপর গায়র-আহমদী পাকিস্তানীরা জুলুম ও বাড়াবাড়ি করছে
- মির্থা নাসির : পাকিস্তানে গায়র-আহমদী পাকিস্তানী-
- এটর্নী জেনারেল : গায়র আহমদী পাকিস্তানী কারা? নিজেদেরকে তো তারা 'আহমদিয়া মুসলিম' বলে। আর ওরা কারা যারা বাড়াবাড়ি করছে? এই 'গায়র আহমদী পাকিস্তানী' কারা?
- মির্থা নাসির : আমার জানা নেই, আমি দেখি নি, প্রথমবার শুনছি। এখানে 'গায়র আহমদী পাকিস্তানী মুসলিম' হওয়া উচিত ছিল।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে আপনার লোকেরা মুসলমানদেরকে সাধারণভাবে গায়র মুসলিম (বলে?) - আপনি মেহেরবানী করে এর ব্যাখ্যা দিন।
- মির্থা নাসির : আমাকে এর কপি দিন।
- এটর্নী জেনারেল : পত্র-পত্রিকায়ও তো প্রকাশিত হয়েছে।
- মির্থা নাসির : পত্র-পত্রিকায় তো ভুলও প্রকাশিত হয়, আমি প্রত্যয়ন করব।
- মিঃ চেয়ারম্যান : প্রতিনিধিদলের বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে একটি পয়েন্টের ব্যাখ্যা চাই। একটি প্রশ্ন করা হয়েছে, কিন্তু উত্তর পরিষ্কার হয় নি। 'কাফির' শব্দটিকে মুসলমানরা যে সব অর্থে বুঝে তা কি এই যে, কাফির হলে ঐ ব্যক্তি, যে মুসলমান নয়?
- মির্থা নাসির : সে আহমদিয়া মুসলিম নয়।
- চেয়ারম্যান : 'সে মুসলমান নয়' - এই পয়েন্ট ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী। প্রতিনিধিদল চলে যেতে পারেন।
- আটটা পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রতিনিধিদল চলে গেল।

[মাগরিবের পরের কার্য বিবরণী]

মাগরিবের পর প্রতিনিধিদল ফিরে আসে।

- এটর্নী জেনারেল : আমরা 'কাফির'-এর বিশ্লেষণ করছি। আপনি মুসলমান ও কাফিরের বরাতে বলেছেন যে, রাজনৈতিক অর্থে?
- মির্থা নাসির : রাজনৈতিক এবং অপরটিও। এর নিজস্ব একটি ইসলামী বৃত্ত আছে; সে এর মধ্যে থাকে রাজনৈতিক সংজ্ঞায়—
- এটর্নী জেনারেল : অপর সংজ্ঞায় থাকে না?
- মির্থা নাসির : এর সম্পর্ক আব্দুল্লাহর সাথে — দুনিয়ার সাথে নয়।
- এটর্নী জেনারেল : আমাদের সমাজেই যখন কাউকে আপনি কাফির বলবেন তখন জনসাধারণের উপর এর কি প্রভাব পড়বে? আপনার জামাআতের কোন ব্যক্তি যদি বলে যে— অমুক কাফির, তমুক কাফির তাহলে একজন মুসলমানের উপর এর কি প্রভাব পড়বে? সে কি ইসলামের দায়রা (বৃত্ত) থেকে বাইরে, অথবা এখনো ইসলামের সীমারেখার মধ্যে আছে?
- মির্থা নাসির : আমি আমার খিলাফত আমলে কখনো এই শব্দ ব্যবহার করি নি।
- এটর্নী জেনারেল : আহমদিয়া সম্প্রদায় তাদের বিরোধীদেরকে কাফির বলে, যেমন আপনার পিতা- তিনিও তো আহমদী ফিরকার নেতা ছিলেন।
- মির্থা নাসির : ১৯৫৮ সনের পূর্বে বলে থাকবেন।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে তিনি কি বিরোধীদেরকে কাফির মনে করতেন?
- মির্থা নাসির : এ কাজটি আব্দুল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয় নয়।
- এটর্নী জেনারেল : মুসলমান কি না? 'শেষ পর্যন্ত আমি গুনাহগার, কাফির নই' - এমতাবস্থায় আমি যদি মির্থা গোলাম আহমদকে না মানি তাহলে আপনার দৃষ্টিতে আমি গুনাহগার, না কাফির?
- মির্থা নাসির : আপনি মির্থার অস্বীকারকারী। (এখানে) 'কুফর' এর অর্থ আভিধানিক।
- এটর্নী জেনারেল : মির্থা গোলাম আহমদ গত হয়েছেন। লোকেরা তাকে দেখেছে। তার অস্তিত্ব তো কেউ অস্বীকার করে না। যদি আমি বলি এখন সন্ধ্যা নয় তাহলে আমি মুনকির (অস্বীকারকারী) হব, কাফির হব না?
- মির্থা নাসির : না, মির্থা সাহেবের নুবুওয়াতের মুনকির।
- এটর্নী জেনারেল : যে তার নুবুওয়াতের মুনকির সে কাফির?
- মির্থা নাসির : মুনকিরকে আমি কি করে বলব যে, সে মানে?

- এটর্নী জেনারেল : আপনি কী করছেন? মির্খার নুবুওয়াতের মুনকির কাফির, না কাফির নয়? (এটা পরিস্কার করে বলুন।)
- মির্খা নাসির : এক অর্থে কাফির, আবার এক অর্থে কাফির নয়— অর্থাৎ রাজনৈতিক ও আভিধানিক—
- এটর্নী জেনারেল : একজন মানুষ যদি মির্খা গোলাম আহমদের মুনকির হয় তাহলে সে রাজনৈতিক কাফির— এবার (বলুন) রাজনৈতিক কাফিরের পিছনে নামায পড়া যেতে পারে, না পারে না? এ কারণে যে, ইসলামী কাফিরের পিছনে তো নামায জাযিয় নয়; কিন্তু রাজনৈতিক কাফিরের পিছনে?
- মির্খা নাসির : এটা পৃথক মাসআলা—
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু এটার তো সমাধান করতে হবে। আমি উদাহরণ দিচ্ছি।
- মির্খা নাসির : তা হলো, (কোন) ফিরকা ঘোষণা দেয় যে, আমাদের পিছনে নামায পড়।
- এটর্নী জেনারেল : এবং তারা রাজনৈতিক কাফির—
- মির্খা নাসির : না, না, দেখুন, দেওবন্দীরা বলে যে, আহমদীয়া ফিরকার লোক যদি আমাদের পিছনে নামায না পড়ে তাহলে আমরা ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য ওদের পিছনে নামায পড়ব না।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার আকীদা অনুযায়ী (যদি) একব্যক্তি, যাকে আপনি কাফির বলেন এজন্য যে, সে মির্খাকে মানে না— ইসলামের দায়েরা থেকে খারিজ হয়ে যায় তাহলে অতঃপর তাকে—
- মির্খা নাসির : ইসলামের দায়েরা থেকে খারিজ—একথা তো আমি কুরআনের কোথাও পড়িনি।
- এটর্নী জেনারেল : আপনারা যখন এই পরিভাষা ব্যবহার করেন তখন কি অর্থে ব্যবহার করেন?
- মির্খা নাসির : আমি ব্যবহার করি না।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার পিতা, পিতামহ ও জামাতাত বলে যে, মির্খাকে অস্বীকারকারী ইসলামের দায়েরা থেকে খারিজ।
- মির্খা নাসির : আমি এটাকে পাস্তা দেই না। যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমি তাকে ‘শান্তির যোগ্য’ বলব।
- এটর্নী জেনারেল : শান্তির যোগ্য হয় তাহলে কাফির ও হবে, গুনাহ্‌গারও হবে। আপনি এটাকে কোন শ্রেণীভুক্ত করেন?

- মির্য়া নাসির : 'শান্তির যোগ্য'-এর শ্রেণীভুক্ত ।
- এটর্নী জেনারেল : শান্তিরযোগ্যের শ্রেণীতে কাফির এবং গুনাহ্‌গার - আপনার মতে কি সবাই সমান?
- মির্য়া নাসির : কাফিরই গুনাহ্‌গার । আর যে খোদার হুকুম মানে না, নবীর হুকুম মানে না সে তো কাফির গুনাহ্‌গার, বাকি গুনাহ্‌গার এমনিতেই কাফির-
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব, প্রত্যেক গুনাহ্‌গার কাফির নয়, কিন্তু প্রত্যেক কাফির গুনাহ্‌গার?
- মির্য়া নাসির : প্রত্যেক কাফির গুনাহ্‌গার ।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে মির্য়ার মুনকির কাফির, না গুনাহ্‌গার?
- মির্য়া নাসির : জ্বী, কাফির গুনাহ্‌গার এবং শান্তিরযোগ্য ।
- এটর্নী জেনারেল : চলো, এবার শান্তিরযোগ্য তো কেউ বেশী, কেউ কম- কাউকে শান্তি বেশী, কাউকে কম ।
- মির্য়া নাসির : শান্তি দেওয়া আমার কাজ নয়, আল্লাহুতাআলাই ফয়সালা করবেন ।
- এটর্নী জেনারেল : গুনাহ্‌গার জান্নাতে যেতে পারে; কিন্তু কাফির যেতে পারে না?
- মির্য়া নাসির : পুনরায় বিরোধমূলক মাসআলা এসে গেল । আমাদের মতে, চিরদিনের জন্য জাহান্নাম নয়, কাফিরও জান্নাতে যেতে পারে ।
- এটর্নী জেনারেল : কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে কাফির ইসলামের দায়রা থেকে খারিজ হয়ে যায়?
- মির্য়া নাসির : কুরআন ও হাদীসে 'দায়েরা-ই-ইসলাম-এই পরিভাষা নেই ।
- এটর্নী জেনারেল : মুসলমান থাকে, কি না? যদি মুসলমান না থাকে তাহলে সে ইসলামের দায়েরার মধ্যে থাকল না । এক হাদীসে আছে -আর যদি হাদীস না মানেন তাহলে আপনার পিতা যা বলেছেন তাই মানেন । এই আমার হাতে কিতাব রয়েছে আপনার পিতার । তিনি বলেন, যে মির্য়াকে মানে না সে দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ?
- মির্য়া নাসির : কুফরে কুফরে পার্থক্য আছে । একটি হলো সেই কুফর যা মিল্লাত (ধর্ম) থেকে বের করে দেয় । আর একটি হলো সেই কুফর যা মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না । যে কালিমা অস্বীকার করে সে মিল্লাত থেকে বের হয়ে যায় ।
- এটর্নী জেনারেল : আর যে মির্য়ার নুবুওয়াত অস্বীকার করে সে মিল্লাত থেকে খারিজ হয় না?

- মির্থা নাসির : হয় না।
- এটর্নী জেনারেল : একটি আপনার এই সাক্ষ্য - একটি সাক্ষ্য ছিল আপনার পিতার, মুনীর কমিশনের সামনে - এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাহলে কোন্টি সঠিক হবে?
- মির্থা নাসির : মুনীর কমিশনের সামনে আমার পিতা বলেছেন, কিন্তু অন্য জায়গায়ও তো বলেছেন - সবগুলো দেখতে হবে।
- এটর্নী জেনারেল : একটি আদালতের সামনে যে রেকর্ড, সাক্ষ্যাদি এবং দলীল - প্রমাণ থাকে (তা কি অধিকতর নির্ভরযোগ্য নয়)?
- মির্থা নাসির : আমি জানি না আমার পিতা কি বলেছেন; কিন্তু আমি 'মিল্লাত থেকে খারিজ'-একথা মানি না।
- এটর্নী জেনারেল : এক ব্যক্তি ঈসা (আঃ)কে অস্বীকার করে সে রাজনৈতিক কাফির, না ইসলামী কাফির?
- মির্থা নাসির : যে ব্যক্তি কুরআনের ফয়সালাসমূহ মানে না সে রাজনৈতিক মুসলমান তো বটে।
- এটর্নী জেনারেল : এক ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার যাবতীয় হুকুম মানে, কিন্তু ঈসা (আঃ)কে মানে না (সে কি)?
- মির্থা নাসির : সে কুরআনের বিদ্রোহী।
- এটর্নী জেনারেল : সে কাফির হলো?
- মির্থা নাসির : কাফির কে হয়?
- এটর্নী জেনারেল : যাকে মুসলমান ধারণা করা না হয়, যে মিল্লাতে ইসলামিয়া থেকে বের হয়ে যায় -এ প্রেক্ষিতে ঈসা (আঃ)কে অস্বীকারকারী কি হবে?
- মির্থা নাসির : মিল্লাতে ইসলামিয়া থেকে বের হয়ে যাবে।
- এটর্নী জেনারেল : আর যে মির্থাকে মানে না?
- মির্থা নাসির : সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।
- এটর্নী জেনারেল : মিল্লাতে ইসলামিয়া থেকে বের হয়ে গেছে?
- মির্থা নাসির : রাজনৈতিক অর্থে বের হয় নি।
- এটর্নী জেনারেল : প্রকৃত অর্থে কি বের হয়ে গেছে?
- মির্থা নাসির : জ্বী।
- এটর্নী জেনারেল : শুধু জ্বী নয়, বরং পরিষ্কার বলুন, 'বের হয়ে গেছে'।
- মির্থা নাসির : বলে তো দিয়েছি যে, এক অর্থে কাফির, অন্য অর্থে মুসলমান-
- এটর্নী জেনারেল : এক ব্যক্তি নবী (সাঃ)-কে মানে না তাহলে সে?

- মির্য়া নাসির : জাহিল (মূর্খ) ব্যক্তি ।
- এটর্নী জেনারেল : সে কাফির হয়ে গেছে, না হয় নি?
- মির্য়া নাসির : সে রাজনৈতিক অর্থে মিল্লাতে ইসলামিয়া থেকে বের হয়ে যাবে, অন্যান্য অর্থে নয় ।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর নবী করীমের অস্বীকারকারীও মুসলমান?
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজে নিজেকে মুসলমান বলে সে মুসলমান থাকে ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার মতে?
- মির্য়া নাসির : ছাড়ুন, কোন্‌ ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়েছেন— মানুষেরা তো কালিমা-ই-তাইয়ি বাহ জানে না ।
- এটর্নী জেনারেল : এটাই তো আমি বলছিলাম যে, যে ব্যক্তি কালিমা জানে না, ঈসা (আঃ) কে মানে না, আল্লাহর আহকাম মানে না সে মিল্লাতে ইসলামিয়া থেকে বের হয়ে যাবে?
- মির্য়া নাসির : রাজনৈতিকভাবে বের হয়ে যাবে । না না আপনি এটাই বলুন, সে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যাবে ।
- এটর্নী জেনারেল : যে মির্য়া গোলাম আহমদের নুবুওয়াতকে অস্বীকার করে সেও সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যাবে?
- মির্য়া নাসির : যে আল্লাহর হুকুম মানে না সে বের হয়ে যাবে ।
- এটর্নী জেনারেল : আল্লাহ্‌ তাআলার হুকুম, মির্য়াকে মানো, (কিছু) এক ব্যক্তি মানে না?
- মির্য়া নাসির : তাহলে সে, সেভাবে বের হয়ে যাবে যেভাবে প্রথমে বের হয়েছিল ।
- এটর্নী জেনারেল : এক ব্যক্তি যদিও ঈসা (আঃ)-এর নামও শুনে নি সে যদি অস্বীকার করে তাহলে?
- মির্য়া নাসির : রাজনৈতিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে বের হবে না বরং মুসলমান থাকবে ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার পিতা বলেছেন যে, সেও কাফির, যে মির্য়ার নামও শুনে নি— তাহলে এর কি অর্থ?
- মির্য়া নাসির : পরিষ্কার ।
- এটর্নী জেনারেল : তা এই যে, মির্য়াকে অস্বীকারকারী কাফির?
- মির্য়া নাসির : যে অর্থে আমি বলেছি—
- এটর্নী জেনারেল : আর যে অর্থে আপনার পিতা বলেছেন?
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, সেটাও ।

- এটর্নী জেনারেল : আপনার পিতা বলেছেন, “সমগ্র মুসলমান যারা ‘মাসীহ মাওউদ’ -এর বায়আতে शामिल হয়নি- চাই তারা মাসীহে মাওউদের নাম নাই শুনুক - তারাও কাফির এবং দায়রা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ।”
- মির্থা নাসির : কিতাব দেখে বলব।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার পিতা (লিখিত) কিতাব- ‘আয়না-ই-সাদাকাত’ : পৃষ্ঠা-৩৫।
- মিঃ চেয়ারম্যান : কি বলেছেন এই কিতাবে?
- এটর্নী জেনারেল : “সমগ্র মুসলমান যারা মাসীহে মাওউদের বায়ত शामिल হয় নি - চাই তারা মাসীহে মাওউদের নাম না শুনে থাক-তারাও কাফির এবং দায়রা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ।”
- মির্থা নাসির : তিনি দু’রকমের ‘কুফর’-এর কথা বলেছেন এটিও একটি। এই কথাই তিনি মুনীর কমিশনের সামনে বলেছিলেন যে, ওরা রাজনৈতিক কাফির হবে।
- এটর্নী জেনারেল : আর সংসদের এই সমস্ত সদস্য, যারা মির্থাকে মানেন না, তাহলে, এরা?
- মির্থা নাসির : আমি বলে দিয়েছি।
- এটর্নী জেনারেল : মুনীর কমিশনের রিপোর্ট, পৃষ্ঠা-২১৮ এবং পৃষ্ঠা-২১৯ পড়ে দিচ্ছি।
- মির্থা নাসির : পড়বেন না শুধু পৃষ্ঠা বলে দিয়েছেন, এটাই যথেষ্ট।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি ঘাবড়াবেন না। চলুন, আর পড়ব না। কিন্তু যখন আপনি বলেন যে, অমুক মানুষ কাফির তখন জন সাধারণের উপর এর কি প্রভাব (impression) পড়ে?
- মির্থা নাসির : কখন বলা হয়?
- এটর্নী জেনারেল : যেমন ইংল্যান্ডে (বলা হয়) যে, অমুক কাফির, তখন কাফিরের অর্থ কি হয়?
- মির্থা নাসির : আমি আমার আকীদার কথা বলি। জাস্টিস মুনীর কিংবা অন্য কোনব্যক্তি যদি এটাকে গ্রহণ না করেন তাহলে এটা তার নিজের সিদ্ধান্ত। আমি আমার কথা বলি।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু আপনার মির্থা বশীর সাহেব বলেছেন যে, যে ব্যক্তি মুসাকে মানে কিন্তু ঈসাকে মানে না, কিংবা ঈসাকে মানে কিন্তু মুহাম্মদকে মানে না, কিংবা মুহাম্মদকে মানে কিন্তু মাসীহে মাওউদকে মানে না সে শুধু কাফির নয় বরং পাক্কা কাফির এবং দায়রা-ই-ইসলাম

থেকে খারিজ? (কালিমাতুল ফসল : পৃষ্ঠা-১০০ : মির্থা বশীর বিন মির্থা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী)

- মির্থা নাসির : দায়েরা-ই-ইসলামের কথা এখনি এসে গেল।
- এটর্নী জেনারেল : শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে কাফির এবং খারিজ?
- মির্থা নাসির : এটাই উত্তর।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে সে রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে পাক্কা কাফির এবং খারিজ?
- মির্থা নাসির : এটাই।
- এটর্নী জেনারেল : এক ব্যক্তি ঈসা (আঃ)কে মানে, ইবরাহীম (আঃ)কে মানে-কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ)কে মানে না, সে মুসলমান হল?
- মির্থা নাসির : না না, সে কিভাবে মুসলমান হল? নবী (সাঃ)-এর অস্বীকারকারী মুসলমান হল কিভাবে?
- এটর্নী জেনারেল : (মাত্র) একজন নবীকে মানে না?
- মির্থা নাসির : না, সে কিভাবে মুসলমান হল?
- এটর্নী জেনারেল : সে সম্পূর্ণরূপে কাফির?
- মির্থা নাসির : যা খুশী বলুন, সে তো মনুষ্য-পদবাচ্য হওয়ার যোগ্য নয়।
- এটর্নী জেনারেল : অর্থাৎ মুসলমানদের মত দায়েরা-ই-ইসলামের মধ্যে বলা যাবে না?
- মির্থা নাসির : যদি নবী করীম (সাঃ)কে না মানে তাহলে সে কিভাবে দায়েরা-ই-ইসলামের মধ্যে আসল?
- এটর্নী জেনারেল : যদি মির্থা গোলাম আহমদকে না মানে তাহলে সে (দায়েরা-ই-ইসলামে মধ্যে) আসবে?
- মির্থা নাসির : যে মানে না (তার ক্ষেত্রে) দু'টি দায়েরা এসে গেল। একটি দায়েরার মধ্যে সে আসবে, অপরটির মধ্যে আসবে না।
- এটর্নী জেনারেল : শেষ পর্যন্ত দু'টি দায়েরা হয়ে গেল। তাহলে গায়র-আহমদী, যারা মির্থাকে মানে না তারা ইসলামের দায়রা থেকে খারিজ অর্থাৎ কাফির। আল ফযল, ২৬-২৯ জুন, ১৯২২ইং সংখ্যায় আছে, যেহেতু আমরা মির্থাকে নবী মানি, গায়র-আহমদী তাকে নবী মানে না-তাহলে কুরআন করীমের শিক্ষা অনুযায়ী যে কোন নবীকে অস্বীকার করা কুফর এবং গায়ব আহমদীও কাফির?
- মির্থা নাসির : এটা প্রথমে হয়ে গেছে। আমি বলে দিয়েছি।
- মিঃ চেয়ারম্যান : একটি কথা পরিষ্কার হওয়া চাই যে, এটা কি স্বীকৃত?

- এটর্নী জেনারেল : অস্বীকার করা হয়নি তো?
- মির্য়া নাসির : দিয়ে দিন, আমি চেক করে নেব।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার কাছে সম্পূর্ণ ফাইল আছে।
- মির্য়া নাসির : এটা কোন রেফারেন্স?
- এটর্নী জেনারেল : ২৬-২৯ জুন, ১৯২২ইং। এবার মির্য়া মাহমুদ শ্রীত 'আনওয়ারে খিলাফত'-এর কথা আসছে। তার ৮৯ পৃষ্ঠায় আছে, 'হযরত মাসীহ্ মাওউদ অত্যন্ত কঠোরভাবে একথার উপর জোর দিয়েছেন যে, কোন গায়র-আহমদীর পিছনে নামায পড়া চলবে না। তোমরা যতবার জিজ্ঞাসা কর ততবার আমি এই উত্তর দেব, গায়র-আহমদীর পিছনে নামায পড়া চলবে না, জায়য নয়, জায়য নয়।
- মির্য়া নাসির : এটা আমার স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলেছি। আপনি বলুন, গায়র-আহমদী আহমদীদের পিছনে কেন (নামায) পড়ে না?
- এটর্নী জেনারেল : ওরা আপনাকে কাফির মনে করে, অতএব আপনারাও তাদেরকে কাফির মনে করে পড়েন না?
- মির্য়া নাসির : কয়েকটি কারণ আছে। এটিও একটি।
- এটর্নী জেনারেল : এটা নয়, আমি বলে দিচ্ছি। তা এই যে, 'আনওয়ারে খিলাফত'-এর ৯০ পৃষ্ঠায় আছে, "আমাদের জন্য এটা ফরয যে, আমরা গায়র-আহমদীদেরকে মুসলমান মনে করব না এবং তাদের পিছনে নামায পড়ব না। কেননা ওরা আমাদের মতে খোদা তাআলার একজন নবীর অস্বীকারকারী।"
- মির্য়া নাসির : এখন আপনি নামাযের মাসআলা শুরু করে দিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : নবীর মুনকির (অস্বীকারকারী) হওয়ার কারণে গায়র আহমদীদের পিছনে নামায জায়য নয়।
- মির্য়া নাসির : তাহলে ঠিক আছে।
- এটর্নী জেনারেল : এক ব্যক্তি ঘোষণা করে যে, মির্য়া গোলাম আহমদ কাফির-এ ব্যক্তিকে আপনারা কাফির বলবেন না। দু'শ জন বলল, অথবা দু'কোটিজন বলল-অথবা বিশ কোটি মুসলমান আছে, এদের সবাইকে কি কাফির মনে করবেন যদি ওরা এ ঘোষণা না দেয় যে, মির্য়া গোলাম আহমদ নবী?
- মির্য়া নাসির : যেহেতু ঈমানের চাহিদা সমূহ পূরণ করছে না, (তাই) আল্লাহ তাআলার কাছে শান্তি পাওয়ার (যোগ্য) এবং মিল্লাতে ইসলামিয়া থেকে খারিজ।

- এটর্নী জেনারেল : আর যারা কাফির বলবে না?
- মির্থা নাসির : ওরা নয়।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন, আপনি বলেছেন, ওরা নয়। (কিন্তু) আপনার পিতা বলেছেন, যে মির্থাকে মানল না- চাই (তার) নাম নাই শুনুক- সে কাফির এবং দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ।
- মির্থা নাসির : এক অর্থে এটাও।
- এটর্নী জেনারেল : সমগ্র মুসলমান কাফির?
- মির্থা নাসির : যারা মাসীহে মাওউদের বায়আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- এটর্নী জেনারেল : অর্থাৎ আহমদীদের ছাড়া বাকী সবাই কাফির ও দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ?
- মির্থা নাসির : জ্বী, মিল্লাতে ইসলামিয়ার মধ্যে শামিল এবং দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ।
- এটর্নী জেনারেল : অর্থাৎ লেবেলে মুসলমান (কিন্তু) প্রকৃতপক্ষে কাফির এবং ইসলাম থেকে খারিজ?
- মির্থা নাসির : জ্বী, দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ হবে।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের কিতাবসমূহের মধ্যে যে আছে ...
- মির্থা নাসির : শুধু রেফারেন্স দিন। বাক্য পাঠ করবেন না, আমি চেক করে নেব।
- এটর্নী জেনারেল : আপাততঃ আপনার পিতার 'আনওয়ারে খিলাফত' ও 'আয়না-ই-সাদাকাত' চেক করে নিন। এছাড়া তো অন্য কিছু রেফারেন্স আমি দেই নি।
- মিঃ চেয়ারম্যান : (প্রতিনিধিদলকে) আপনারা যান। আগামী কাল সকালে পুনরায় বৈঠক বসবে। (প্রতিনিধিদল চলে গেল)
- মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী : মির্থায়ীরা কোন কোন সময় এমন প্রসঙ্গ টেনে আনেন, যা রেকর্ডে আসে না। আপনি এটাকে চেক করুন- যাতে ওরা সে উত্তরই দেয় যা রেকর্ডে আসে। (তাছাড়া) ওরা বসে বসে উত্তর দেন।
- জনৈক সদস্য : এটর্নী জেনারেলও বসে বসে প্রশ্ন করুন।
- মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী : এটর্নী জেনারেল অধৈর্য হয়ে থাকবেন। তিনিও বসে বসে প্রশ্ন করুন অথবা ওরাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জবাব দিন।
- এটর্নী জেনারেল : বসে প্রশ্ন করার অনুমতি আমার আছে। কিন্তু আমি নিজে থেকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করি।
- মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী : তাহলে ওরাও দাঁড়িয়ে জবাব দিন। যদি সদস্যরা দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন তাহলে উত্তরও দাঁড়িয়ে দেওয়া উচিত।

- জনাব চেয়ারম্যান : কিন্তু এটা জাতীয় পরিষদের বিশেষ কমিটি ।
- মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী : কিন্তু সাক্ষীর আদালতে বসার অধিকার নেই ।
- জনাব চেয়ারম্যান : ওদেরকে চলতে দিন । ওদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, কি ঘটে যাচ্ছে ওদের উপর দিয়ে ।
- জনাব চেয়ারম্যান : মিঃ আবদুল আযীয ভাট্টি (কি বলতে চান বলুন) ।
- জনাব আবদুল আযীয ভাট্টি : স্যার, আমি নিবেদন করতে চাই যে, যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয় সেগুলোর সরাসরি জবাব (ওরা) এড়িয়ে যান, পুনরাবৃত্তি করেন এবং তাতে ধোকাবাজির আশ্রয় নেন । আমার ধারণা, চেয়ারম্যানের অবশ্য কর্তব্য যে, ওদেরকে তিনি যেন প্রত্যক্ষ জবাব দানে বাধ্য করেন, যাতে অযথা তর্ক-বিতর্কে যেতে না হয় ।
- জনাব শাহ সাহেব : আমি অত্যন্ত শিষ্টতা সহকারে নিবেদন করছি যে, যতক্ষণ ওরা স্পষ্ট জবাব না দেন ততক্ষণ যেন ওদেরকে আগে বাড়তে দেওয়া না হয়, যাতে ওরা এদিক সেদিক করতে না পারেন ।
- মিঃ চেয়ারম্যান : আজ প্রথম দিন । আগামীতে শর্টকাট হবে ।
- মাওলানা গোলাম গাওঁ হাযরতী : আজ ওরা মির্যার অস্বীকারকারীদেরকে কাফির বলেছেন - অর্থাৎ ওরা ইসলাম থেকে খারিজ । আমাদের সবাইকে চিন্তা-ভাবনা করে দেখা উচিত যে, ওরা আমাদেরকে কাফির বলবে, আর আমরা ওদের সম্পর্কে আলোচনায় সময় ব্যয় করতে থাকব- শেষ পর্যন্ত এর কি কোন বৈধতা আছে?
- মিঃ চেয়ারম্যান : এটা বিশেষ কমিটি । আপনারা একটি কার্যপ্রণালী (procedure) তৈরী করেছেন - এটাকে সামনে চলতে দিন ।
- মাওলানা গোলাম গাওঁ : চলতে দিন এবং নিজের উপর বরং সম্পূর্ণ মিল্লাতে ইসলামিয়ার উপর কুফরীর ফতওয়া লাগাতে দিন । তারা ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য, যা এটর্নী জেনারেল করেন ।
- চেয়ারম্যান : এটর্নী জেনারেল যদি সঙ্গত মনে করেন সদরের (সভাপতির) দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পারেন ।
- এটর্নী জেনারেল : ওদের, কোন প্রশ্নের উত্তরের প্রয়োজনই নেই । আপনারা বিচারক হিসাবে সাক্ষীর আচরণ ও ভঙ্গি নোট করে রাখুন । তার ইতস্ততঃ ভাব, উত্তর দানে তার পলায়নপরতা - এই সব জিনিষ থেকে আপনারা নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন । প্রত্যেকটি জিনিষ নোট করে রাখুন, অতঃপর আপনারা নিজে থেকেই সঠিক ফয়সালা করুন ।

- চেয়ারম্যান : একটি কথা আমি সদস্যদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আমরা সাক্ষীর অভিমত তো পাচ্ছি, (আর) সাক্ষীর অভিমতই সাক্ষ্যের আইনের দিক দিয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।
- আযীয ভাট্টি : সাক্ষীর প্রেক্ষিতে-পদ্ধতি অর্থাৎ সে কিরূপ কর্মধারা অবলম্বন করে তা কিভাবে রেকর্ডে আসবে-(কেননা) শুধুমাত্র শব্দই তো রেকর্ডে আসছে।
- চেয়ারম্যান : আপনিতো দেখতে পাচ্ছেন যে, এটা নোট করা হচ্ছে।
- হাজী মাওলা বখ্শ সমরো : আমার বিনীত নিবেদন এ যে, জনাব (চেয়ারম্যান) একজন বিরাট ব্যক্তি। আপনার ধৈর্যের প্রশংসা করি। কিন্তু আমি বলব, ওদেরকে খোলা চিঠি দেবেন না, ওরা বহুত টাল বাহানা মূলক জবাব দিচ্ছে। একই প্রশ্ন একই নিঃশ্বাসে বার বার করতে হচ্ছে। আমাদের জন্য বিরক্তিকর কথাবার্তা হচ্ছে। আমি আপনার ধৈর্যের প্রশংসা করি। কিন্তু সভাপতির পক্ষ থেকে ওদেরকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত, যেন ওরা এগুলো থেকে বিরত থাকে।
- জনাব আতালীক আলী শাহ : জনাব, পরিষ্কার ও প্রত্যক্ষ উত্তর নিন্, হ্যাঁ অথবা না- লম্বা করবেন না।
- চেয়ারম্যান : আজ প্রথম দিন। ভবিষ্যতে শটকাট করবো।
- মাওলানা গোলাম গাওছ : মিথ্যার অস্বীকারকারীরা ইসলামের দায়েরা থেকে খারিজ -এটা ভুলতে দেবেন না। বার বার নোট করান। এটি একটি জরুরী পয়েন্ট।
- চেয়ারম্যান : কাল সকাল দশটায় (অধিবেশন বসবে)।

৬ আগষ্ট, ১৯৭৪ সনের কার্যবিবরণী

মঙ্গলবার : সকাল দশটা

[সভাপতি : সাহেবযাদা ফারুক আলী খান]

- চেয়ারম্যান : শুরু করা হবে কি?
- সদস্যবৃন্দ : জী হ্যাঁ।
- জনাব চেয়ারম্যান : আমি মনে করি, ওদের কাছ থেকে স্বীকারজ্ঞি আদায় করার জন্য কিতাবসমূহ আপনার (এটর্নী জেনারেল) কাছে রেখে দেওয়া হোক।
- এটর্নী জেনারেল : সেগুলো রাখা আছে।
- জনাব চেয়ারম্যান : এটর্নী জেনারেলের কাছে আপনারা স্লিপ পাঠান। তিনি সে অনুযায়ী প্রশ্ন করুন। তিনি যাতে দোটিনায় না পড়েন সেজন্য সমগ্র প্রশ্নাদি জনাব মাওলানা যাকর আহমদ আনসারী ও জনাব আবদুল আযীয ভাট্টি একত্রিত করবেন এবং বিরতিকালে তারা তা জনাব এটর্নী জেনারেলের কাছে দিয়ে দেবেন। অতঃপর তিনি তা আলোচনায় আনবেন। মধ্যখানে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলাটা আমি ভাল মনে করি না।
- চৌধুরী জাহাঙ্গীর আলীঃ কিছু প্রতিনিধিদলের লোকেরা তো বিশেষ কমিটির সময় নষ্ট করছেন।
- বেগম নাসীম জাহানঃ এই যে প্রশ্নকারী কমিটি, এতে কোন মহিলা সদস্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুমতি আছে?
- জনাব চেয়ারম্যান : এর ফায়দা হবে সীমিত।
- বেগম নাসীম জাহানঃ নবী (সাঃ)-এর সম্মান ও ভাবমূর্তির জন্য আমাদেরও তো—
- জনাব চেয়ারম্যান : বেগম শীরীন ওহাব একজন সদস্য; আপনি ছিলেন না। স্টাডিং কমিটির সাথে এবিষয়টির ফয়সালা করবো, যাতে আপনার অভিমত তাদের কাছে পৌঁছে যায়। (প্রতিনিধিদলকে আহ্বান জানানো হোক।)

[প্রতিনিধি দলের হলে প্রবেশ]

- এটর্নী জেনারেল : কাল আপনি বলেছিলেন যে, কাফির দু'প্রকারের। বলুন তো, মিথ্যাকে অস্বীকারকারী কোন্ প্রকারের কাফির?
- মিথ্যা নাসির : যদি সে, অস্বীকারের উপর জোর দিতে থাকে তাহলে সে দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আমি বলেছিলাম,

কাফির দু'প্রকারের। এক কাফির হচ্ছে সে, যে মিল্লাত থেকে খারিজ, (আর) অপর কাফির হচ্ছে সে, যে দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ।

এটর্নী জেনারেল : আমি আপনার দৃষ্টি মির্যা বশীরের সেই লেখার দিকে আকর্ষণ করবো যাতে তিনি বলেছেন, “হযরত মাসীহ মাওউদ গায়র-আহমদীদের সাথে সেই ব্যবহার (আচরণ) বৈধ রেখেছেন, যা নবী আক্ৰাম (সাঃ) ঈসায়ীদের সাথে রেখেছিলেন। গায়র আহমদীদের থেকে আমাদের নামায সমূহ পৃথক করে ফেলা হয়েছে, ওদের কাছে মেয়েদের (বিবাহ) দেওয়া হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, ওদের জানাযার নামায পড়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে। এখন আর কী বাকি থাকল যা আমরা ওদের সাথে মিলে করতে পারি? সম্পর্ক দু'রকমের হয়। একটি দ্বীনী এবং অপরটি দুনিয়াভী। দ্বীনী সম্পর্কের সবচেয়ে বড় মাধ্যমে হলো একত্রে ইবাদত করা। দুনিয়াভী সম্পর্ক হচ্ছে আত্মীয়তার বন্ধন। অতএব এদু'টিই আমাদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যদি বল যে, ওদের মেয়েদের (স্ত্রী হিসাবে) গ্রহণ করা অনুমতি আছে তাহলে আমি বলবো, খ্রীষ্টান মেয়েদের গ্রহণ করারও তো অনুমতি আছে। যদি বল, গায়র-আহমদীদের কেন সালাম করা হয় তাহলে আমি বলবো, হযুর, যাহুদীদের সালামের জবাব দিয়েছেন (কালিমাতুল ফসল : পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭০)।’

মির্যা নাসির : দেখুন, আহমদী ও গায়র-আহমদীর মধ্যে আত্মীয়তা হলে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যাবে।

এটর্নী জেনারেল : কিন্তু আহমদী যদি একটি গায়র-আহমদী মেয়েকে বিবাহ করে তাহলে অতঃপর (সম্পর্ক) মধুর হয়ে যাবে? আপনি বিষয়টিকে গোলমালে করবেন না। উক্ত বাক্য উচ্চতরে ঘোষণা করছে যে, আপনারা গায়র আহমদীদেরকে খ্রীষ্টান ও যাহুদীদের অনুরূপ কাফির মনে করেন।

মির্যা নাসির : এটা শারয়ী ফতওয়া নয়।

এটর্নী জেনারেল : জামাআতের ইন্তিযামী মাসআলা হলো, তারা মুসলমানদেরকে খ্রীষ্টান ও যাহুদীদের স্তরে নিয়ে যাবে।

মির্যা নাসির : যে ব্যক্তি মিল্লাত থেকে খারিজ তার সাথে আপনি সম্পর্কের কী দাবী রাখেন?

এটর্নী জেনারেল : পরিকার করে বলুন যে—

- মির্খা নাসির : আমাকে রেফারেন্স দিন। চেক করার পর পরিষ্কার করে বলতে পারব।
- এটর্নী জেনারেল : ধরে নিন্—
- মির্খা নাসির : ধরে নেবেন না। আমার মস্তিষ্ক দুর্বল। ‘ধরে নিন্’— কে আমি আমার ধারণায় আনতে পারি না। প্রথমে মৌলভীরা আমাদেরকে কাফির বলেছে এবং ফতওয়া দিয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : একজন লোক ফতওয়া দেয় নি, তার সাথে আপনারা কিরূপ আচরণ করবেন?—যাহুদীদের অনুরূপ, অথবা ইস্রায়েলীদের অনুরূপ?
- মির্খা নাসির : কিন্তু সে যদি ফতওয়াবাজদের সাথে মিশে গিয়ে থাকে তাহলে অতঃপর তাকে কিভাবে আলাদা করবো?
- এটর্নী জেনারেল : যেন সবাই ফতওয়াবাজ এবং কিছু তাদের সাথী—অতএব সকলেই সমান?
- মির্খা নাসির : কী করবো, অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে। তাই আমরা বলেছি যে, নামায ইত্যাদি জাযিয নয়।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু কায়েদে আযম তো আপনাদের বিরুদ্ধে কোন ফতওয়া দেন নি।
- মির্খা নাসির : কিন্তু তার বর্তমানে হামিদ বাদাযুনী লাহোরের অধিবেশনে আমাদের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিলেন এবং প্রস্তাব পেশ করলেন। অতএব আমাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত ফতওয়ার কথা কায়েদে আযমেরও জানা ছিল।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু তিনি তো ফতওয়া দেন নি?
- মির্খা নাসির : কিন্তু ফতওয়া তো অস্বীকার করেন নি। তিনি আমাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কুফরী ফতওয়ার বিরুদ্ধে কোন বক্তৃতা বিবৃতিতে দেন নি।
- এটর্নী জেনারেল : একজন মানুষ শুনতে পারে না, দেখতে পারে না (তার সম্পর্কে কি হুকুম)?
- মির্খা নাসির : সে ‘মারফুউল কলম’ (ধর্তব্য নয়), সে পাগল, সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য নয়।
- এটর্নী জেনারেল : আর ছয় বছরের শিশু যদি হয় তাহলে?
- মির্খা নাসির : সে তার পিতার ধর্মের অনুসারী বলে গণ্য হবে, তার ক্ষেত্রে ঐ একই হুকুম (প্রযোজ্য) হবে।
- এটর্নী জেনারেল : এজন্য তার জানাযার নামায ইত্যাদিও খ্রীষ্টান যাহুদী শিশুদের অনুরূপ না জাযিয হবে?

- মির্য়া নাসির : জ্বী-জ্বী। কিন্তু এ ধরনের ফতওয়া তো এক ফিরকা অন্য ফিরকার বিরুদ্ধে দেয়। যেমন মাওলানা আহমদ রেয়া খান ওহাবী ও দেও বন্দীদের সম্পর্কে বলেছেন যে -
- মিঃ চেয়ারম্যান : আপনি আপনার লিখিত বিবৃতিতে এই সমস্ত ফতওয়ার উল্লেখ বিশদভাবে করেছেন। অতএব এখন এগুলোকে পুনরায় আলোচনায় টেনে না এনে সময়কে অপচয় থেকে বাঁচান।
- এটর্নী জেনারেল : জ্বী, ছয় বছরের শিশুর জানাযা কেন জাযিয় নয়? সে না ফতওয়াবাজ, আর না তাদের সাথী।
- মির্য়া নাসির : শিশুর জানাযা ফরয নয়।
- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, আপনারা আহমদী শিশুদের জানাযা পড়েন না?
- মির্য়া নাসির : আমি না প্রত্যাখ্যান করি, আর না প্রত্যায়ন করি।
- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, 'আনওয়ারে খিলাফত' শীর্ষক পুস্তকটি আপনার পিতার লেখা। এর ৯৩ পৃষ্ঠায় আছে, "কিন্তু যদি কোন গায়র-আহমদীর শিশু মারা যায় তাহলে এর জানাযা কেন পড়া হবে না- সে তো মাসীহ মাওউদের মুকাফির (অস্বীকারকারী) নয়?" - আমি এই প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করি, যদি একথা সত্য হয় তাহলে অতঃপর হিন্দু এবং খ্রীষ্টান শিশুদের জানাযা কেন পড়া হয় না? আর কত লোক আছে যারা এদের জানাযা পড়ে? এজন্য গায়র-আহমদী শিশুদের জানাযাও না পড়া উচিত।"
- মির্য়া নাসির : আমার পিতা, মুনীরের তদন্ত কমিশনের সামনে বলেছিলেন যে, মির্য়া সাহেবের একটি ফতওয়া এখন গোচরে এসেছে যে, পড়া যাবে। কিন্তু কি করবো, মুসলমানরা তো আমাদের লাশ সমূহ (তাদের কবরস্থানে) দাফন করতে দেয় না।
- এটর্নী জেনারেল : মুসলমানরা আপনাদেরকে কাফির মনে করে তাই আপনাদের লাশগুলোকে তাদের কবরস্থানে দাফন করতে দেয় না। আপনারাও কি তাদেরকে কাফির মনে করে তাদের শিশুদের জানাযা পড়েন না?
- মির্য়া নাসির : কোন কিতাবের রেফারেন্স ছিল?
- এটর্নী জেনারেল : আপনার পিতার লেখা কিতাব 'আনওয়ারে খিলাফত' : পৃষ্ঠা-৯৩।
- মির্য়া নাসির : আমার পিতার - তাহলে ঠিক আছে।
- এটর্নী জেনারেল : একজন আপনার লাশ দাফন করতে দিল না, সে ভুল করল তাহলে আপনিও অতঃপর ভুল করবেন?

- মির্খা নাসির : আর কী করবো [অটহাসি] । দেখুন জামাআতে আহমদীয়ার তৃতীয় খলীফা হিসাবে আমার ফতওয়া এই যে, নামাযে জানাযা ফরযে কিফায়া । দেওবন্দী, বেরেলভী ও আহলে হাদীস -এর বর্তমান থাকা অবস্থায় (আহমদীদের দ্বারা) ইমামতী করাবে না ইত্যাদি হচ্ছে ফিতনা । তাই ফিতনা হতে দূরে থাকুন । কিন্তু একজন মুসলমান উড়োজাহাজে সফর করছিলো । জাহাজ যখন ডেনমার্কের অবতরণ করল তখন এয়ারপোর্টে আহমদীদের ছাড়া আর কেউ ছিল না । তারা এই ভুল করল যে, জানাযা পড়ল না । আমি এর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছি ।
- এটর্নী জেনারেল : বিষয়টিকে তো আপনি আরো ঘোরালো করে ফেলেছেন । প্রথমতঃ ইমামতী যদি আপনাদের হয় তাহলে অতঃপর (ঠিক আছে) । দ্বিতীয়তঃ এখন আপনি বাপ-দাদার ফতওয়ার মধ্যে সংশোধনী এনেছেন । তৃতীয়তঃ মির্খায়ীরা গায়র আহমদীকে জানাযা ছাড়াই দাফন করে ফেলে, কিন্তু নামায পড়ে না- যেমন আপনি নিজে বলেছেন?
- মির্খা নাসির : কিন্তু আমি তো অসন্তুষ্ট হয়েছি ।
- এটর্নী জেনারেল : মুসলমানকে তো জানাযা ছাড়াই দাফন করা হলো?
- মির্খা নাসির : জ্বী ।
- এটর্নী জেনারেল : যিনি মির্খার বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়েছেন?
- মির্খা নাসির : তিনি মিল্লাত থেকে খারিজ নন, কিন্তু দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ ।
- এটর্নী জেনারেল : লাহোরী মির্খায়ীরা তো ফতওয়া দেয় নি । তাদের সম্পর্কে কি বলেন? তারা কি আহমদী অথবা আহমদী নয়?
- মির্খা নাসির : বায়আত করে নি । তাই ওরা আহমদীয়াত থেকে বের হয়ে গেছে । আমি সঠিক আহমদীয়াত বুঝাবার ব্যাপারে ওদেরকে সাহায্য করি ।
- এটর্নী জেনারেল : ওরা মিল্লাত থেকে বের হয়েছে অথবা দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে?
- মির্খা নাসির : এটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার [অটহাসি] ।
- এটর্নী জেনারেল : কায়েদে আযমের জানাযার নামায এজন্য পড়া হয় নি যে, তিনি আপনাদের বিরুদ্ধে ফতওয়া দানকারীদেরকে বাধা দেন নি বরং তাদের সাথে একমত হয়েছিলেন?
- মির্খা নাসির : জ্বী হ্যাঁ ।
- এটর্নী জেনারেল : আমরা তাকে মুসলমান মনে করি ।

- মির্থা নাসির : আপনারা মনে করে থাকবেন। এমনিতে কায়েদে আযম তো শীআ' ছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : আর লিয়াকত আলী খান?
- মির্থা নাসির : যে কোন ফিরকার সাথে সম্পর্কিত থাকুন, আমরা তার নামায পড়ি নি।
- মিঃ চেয়ারম্যান : জী হ্যাঁ -(এটর্নী জেনারেল এগিয়ে চলুন।)
- এটর্নী জেনারেল : সংসদ সদস্যরা আপত্তি করছেন, এই উত্তর অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে, তিনি (উত্তর দাতা) অপ্রয়োজনীয় কথা বলছেন। এটা কোন বড় বিষয় নয়, অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমাধান হয়ে যাবে; তবে এই শর্তে যে, সঠিক উত্তর যেন দেওয়া হয়।
- প্রফেসর গাফুর আহমদ : আমার অনুরোধ, (যদি) তিনি কোন ঘটনার উল্লেখ করেন, সাক্ষ্য নেন তাহলে তার রেকর্ডও যেন পেশ করেন।
- এটর্নী জেনারেল : আমার এটা জানা আছে জনাব, কিন্তু তিনি রেকর্ড প্রদর্শনের বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন, তবে ফয়সালার ভার আপনাদের হাতে। আমি বার বার প্রশ্ন করেছি, তিনি এর উত্তর থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছেন। কেননা তার কাছে কোন উত্তর নেই। আপনারাও এ সম্পর্কে অবগত আছেন। তাদের কিতাবাদির রেকর্ড বলছে যে, তারা ভুল বলছেন। কিন্তু আপনারা কিংবা চেয়ারম্যান সাহেব যদি তাকে বাধা দেন তাহলে তার হাতে (এই মর্মে) আইনগত বৈধতা এসে যাবে যে, জাতীয় সংসদের রীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই আপনারা, তিনি যা বলেন শুনুন, তিনি যা বলতে চান তাকে তা বলতে দিন।
- জনাব চেয়ারম্যান : চৌধুরী জাহাঙ্গীর আলী সাহেব বলেছিলেন, তার পরামর্শকে সামনে রাখা হোক।
- এটর্নী জেনারেল : আমি কায়েদে আযম সম্পর্কে (মির্থা নাসিরকে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন যে, (কায়েদে আযম) শীআ' ছিলেন। আমি লিয়াকত আলী খান সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তার উত্তর ছিল সেটাই যা প্রথমে ছিল- অর্থাৎ এই দু'জনের জানাযার নামায তারা পড়েন নি। তাহলে এভাবে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।
- মওলভী নি'মাতুল্লাহ : নিবেদন এই যে, এটর্নী জেনারেল কায়েদে আযমের জানাযার নামাযের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি (মির্থা নাসির) বললেন

যে তিনি (কায়েদে আযম) শীআ' ছিলেন। কথা শীআ'-সুন্নীর নয়, তিনি যা-ই হোন, গায়রে আহমদী ছিলেন এবং (এ কারণে) তারা জানাযা পড়েন নি। এদিক-ওদিকের কথায় যেতে দেবেন না, (তার কাছ থেকে) প্রত্যক্ষ উত্তর আসা চাই।

জনাব চেয়ারম্যান : কিন্তু তিনি তো এড়িয়ে যান, তাদের কল্যাণ হবে যদি

মাওলানা মওলানা মুফতী মাহমুদ : 'তাক্ফীর' (কুফরী ফতওয়া দান)-এর মাসআলায় তারা বিভিন্ন শ্রেণী (category) গড়ে নিয়েছেন; কিন্তু ফল এটাই যে, গায়র-আহমদীরা কেউ ছোট, কেউ বড়, কিন্তু সকলেই কাফির। যখন জানাযার প্রশ্ন আসল তখন বলা হলো কায়েদে আযম শীআ' ছিলেন অথবা লিয়াকত আলী সুন্নী ছিলেন - কিন্তু (তারা) দুজনেরই জানাযা পড়েন নি। বিষয়টি তো পরিষ্কার হয়ে গেল।

মাওলানা মওলানা গোলাম গাফ্ফ হাজারী : এতে সন্দেহ নেই যে, তাদের সুযোগ পাওয়া উচিত। এটা যেন না হয় যে, তারা বলেন, আমাদেরকে সাফাইয়ের সুযোগ দেওয়া হয় নি। কিন্তু মুসলমানদের শিশু সন্তানের জানাযা ঈসায়ীদের শিশু সন্তানের অনুরূপ জাযিয় নয়'-(এটা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে) যেন ঈসায়ীরা যেভাবে উভয় শ্রেণী মিল্লাতে ইসলামিয়া ও ইসলাম থেকে খারিজ ঠিক সেভাবে গায়র-আহমদীরাও উভয় শ্রেণী মিল্লাতে ইসলামিয়া ও ইসলাম থেকে তাদের (আহমদীদের) মতে খারিজ।

সর্দার এনায়েতুর রহমান আব্বাসী : তিনি ডেনমার্কের ঘটনা বর্ণনা করে বলে দিয়েছেন যে, তারা যে কোন গায়র-আহমদীকে জানাযা ছাড়া দাফন করাটা কবুল করে নেন, কিন্তু জানাযা পড়েন না।

চৌধুরী আবদুর রহমান জাতোই : তারা লিখিত বিবৃতি পেশ করেছেন। এর উত্তর আলিমগণ-

মাওলানা মুফতী মাহমুদ : আমরা মির্খায়ীদের পটভূমির জবাবে মিল্লাতে ইসলামিয়ার পটভূমিও পেশ করব লিখিতভাবে এবং তা পড়ে শুনিয়ো দেব।

গোলাম রাসূল তারড় : এটি অতি সুন্দর কথা।

জনাব আবদুল আযীয ডাট্ট : আমাকে মুফতী সাহেব এই একটি প্যাম্ফলেট দিয়েছেন।

এটর্নী জেনারেল : তা দিন।

মির্খা নাসির : এটা কি অফিসিয়াল, না কেউ একজন দিয়েছে?

এটর্নী জেনারেল : আমি বলছি, ট্রাস্ট (পুস্তিকা) নং - ২২ঃ শিরোনাম 'আহরারী উলামা কী রাস্তগূয়ীকা এক নমুনা'ঃ প্রকাশ - মুহতামিমে নাশ্র ও ইশাআ'ত, নিয়ামতে দাওয়াত ও তাবলীগ, সদরে আনজুমানে আহমদিয়া, রাবওয়া, জেলা ঝং।

- মির্থা নাসির : হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে চৌধুরী যাকরুল্লাহ্ খান উপস্থিত থেকেও কায়েদে আযমের জানাযা পড়লেন না কেন?
- মির্থা নাসির : এর জবাব চৌধুরী সাহেব স্বয়ং দিয়েছেন।
- এটর্নী জেনারেল : কি দিয়েছেন?
- মির্থা নাসির : জবাব।
- মাওলানা গোলাম গাওছ হাজারী : এটা তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন। চৌধুরী যাকরুল্লাহ্ খান যে উত্তর দিয়েছেন তা আমি নিবেদন করছি। মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক এবটাবাদী, যাকরুল্লাহ্ খানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কায়েদে আযমের জানাযা কেন পড় নি? তখন যাকরুল্লাহ্ খান জবাব দিয়ে ছিলেন, আমাকে মুসলিম রাষ্ট্রের কাফির মন্ত্রী কিংবা কাফির রাষ্ট্রের মুসলিম মন্ত্রী মনে করে নাও। এটা পরিষ্কার যে, তিনি নিজেকে তো কাফির বলেন নি, (বরং) কায়েদে আযম সহ সমগ্র রাষ্ট্রকে কাফির বলেছেন।
- মির্থা নাসির : কিন্তু এর জবাব যাকরুল্লাহ্ খান ইং ১৯৫৩ সনে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, শাক্বীর আহমদ উছমানী ইমাম ছিলেন, আর তিনি (উছমানী) যাকরুল্লাহ্ খানকে মুরতাদ ধর্মত্যাগী মনে করতেন। তাই যাকরুল্লাহ্ খান জানাযা পড়েন নি।
- এটর্নী জেনারেল : পাকিস্তানে (কিংবা) বিশ্বের কোথাও নিজেদের ইমামের পিছনে ছাড়া আপনারা কোন মুসলমানের জানাযা পড়েছেন? এর কোন উদাহরণ আছে?
- মির্থা নাসির : আমার জানা নেই।
- এটর্নী জেনারেল : আল ফযল, ২ অক্টোবর, ১৯৫২ইং (পৃষ্ঠা ৪ : কলাম-২)
- মির্থা নাসির : এটা আপনি ছেড়ে দিন।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে কায়েদে আযম আবু তালিবের অনুরূপ?
- মির্থা নাসির : ঠিক আছে, আমাদের লোকেরা বলেছে; কিন্তু আমার এতে কষ্ট হয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : এক ব্যক্তি শারয়ী নবীকে মানে না, অপর ব্যক্তি গায়রশারয়ীকে মানে না। এ দু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে?
- মির্থা নাসির : 'লা নুফাররিকু'- কোন পার্থক্য নেই।
- এটর্নী জেনারেল : দু'য়ের ক্যাটাগরী (শ্রেণী) এক?
- মির্থা নাসির : জ্বী।

- এটর্নী জেনারেল : যে ব্যক্তি মিল্লাতে ইসলামিয়ার মধ্যে আছে, আপনাদের ইতিকাদ (বিশ্বাস) মতে সে দায়েরা-ই-ইসলামের মধ্যেও আছে। কিন্তু যারা দায়েরা-ই-ইসলামের মধ্যে আছে তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি মিল্লাতে ইসলামিয়ার মধ্যে নেই- যেন এক ব্যক্তি দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মুসলমান?
- মির্খা নাসির : তা সত্ত্বেও মুসলমান।
- এটর্নী জেনারেল : যেন (সে) কাফিরও, আবার মুসলমানও?
- মির্খা নাসির : কোন দিক দিয়ে কাফির, আবার কোন দিক দিয়ে মুসলমান।
- এটর্নী জেনারেল : মির্খা মাহমুদ বলেছেন, 'এখন যখন একথা স্বীকৃত যে, মাসীহ মাওউদকে মান্য করা ছাড়া নাজাত পাওয়া যেতে পারে না তখন কেন অযথা গায়র-আহমদীকে মুসলমান প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়?'- তাহলে মির্খা সাহেব, আপনার পিতা কি বলেন যে, 'গায়র আহমদীদেরকে কেন মুসলমান প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়?'
- মির্খা নাসির : নোট করে নিলাম। চেক করবো।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে যে দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ সে মুসলমান নয়?
- মির্খা নাসির : মিল্লাত এবং মুসলমান দু'ভাবে চলবে-
- এটর্নী জেনারেল : অর্থাৎ কাফির হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান হতে পারে?
- মির্খা নাসির : জ্বী, হতে পারে।
- এটর্নী জেনারেল : এটাই তো আপনার পিতা বলেছেন যে, 'কাফিরকে কেন মুসলমান প্রমাণ কর?'
- মির্খা নাসির : ঠিক।
- এটর্নী জেনারেল : ভাল কথা। কিন্তু এই রেফারেন্সে আপনার পিতা বলেছেন যে, মাসীহ মাওউদকে মান্য করা ছাড়া নাজাত আসতে পারে না?
- মির্খা নাসির : আমরা তো যাহিরের (প্রকাশ্য অবস্থার) উপর হুকুম লাগাই।
- এটর্নী জেনারেল : প্রকাশ্যে মির্খাকে মান্য করা ব্যতীত কোন ব্যক্তি নাজাত পেতে পারে না?
- মির্খা নাসির : জ্বী হ্যাঁ, কিন্তু একজন কানজারীর (বেশ্যার) খোদা যদি চায় তাহলে নাজাত হতে পারে।
- এটর্নী জেনারেল : এরূপ কথা বলবেন না, অন্যথায় - আচ্ছা তাহলে 'আনওয়ারে খিলাফত' (পৃষ্ঠা-৯০) পুস্তকে আছে, 'আমাদের উপর ফরয হলো, গায়র-আহমদীদেরকে মুসলমান মনে না করা?'
- মির্খা নাসির : অর্থাৎ দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ মনে করা।

- এটর্নী জেনারেল : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে মুরতাদ কি দায়েরা-ই ইসলাম থেকে খারিজ?
- মির্য়া নাসির : মুরতাদ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে বলে যে, ইসলামের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।
- এটর্নী জেনারেল : দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ?
- মির্য়া নাসির : এবং মিল্লাতে ইসলামিয়া থেকেও।
- এটর্নী জেনারেল : ধরুন, এক ব্যক্তি মির্য়া গোলাম আহমদকে নবী মানত, অতঃপর অস্বীকার করল-তাহলে?
- মির্য়া নাসির : এক দিক দিয়ে মুরতাদ হয়ে গেল।
- এটর্নী জেনারেল : মুরতাদের শাস্তি কি?
- মির্য়া নাসির : জাহান্নাম।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া (গোলাম আহমদ) তার আবদুল হাকীম নামীয় একজন মুরীদকে মুরতাদ ঘোষণা করেছিলেন এজন্য যে, সে মির্য়া থেকে ফিরে গিয়েছিল (হাকীকাতুল অহী : পৃষ্ঠা ৭২-১৩১)।
- মির্য়া নাসির : জ্বী-মুরতাদ বলেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে কি সে জাহান্নামী হয়েছে? আর দুনিয়ায় কোন শাস্তি নেই?
- মির্য়া নাসির : জ্বী।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া বশীর বলেছেন যে, মুসলমানদের সাথে আত্মীয়তা হারাম (আল ফযল : ২৫ অক্টোবর, ১৯২০ ই)?
- মির্য়া নাসির : যে জিনিষ ফ্যাসাদের সৃষ্টি করে তা নাজাযিয এবং হারাম।
- এটর্নী জেনারেল : মুসলমানদের সাথে আত্মীয়তা ফ্যাসাদের কারণে নাজাযিয ও হারাম?
- মির্য়া নাসির : জ্বী, পুরোপুরি-
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়ার যুগে আলিমরা তার কুফরীর ফতওয়া দিয়েছিলেন?
- মির্য়া নাসির : ওরা তো ফতওয়া দিয়ে চলেছেন; আপনিও দিয়ে থাকেন, আপোসে একে অন্যের বিরুদ্ধেও-
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু সবাই মিলে আপনাদের বিরুদ্ধে?
- মির্য়া নাসির : জ্বী, সবাই মিলে আমাদের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়েছে; কিন্তু দেওবন্দী, বেরেলভী, আহলে হাদীস, এবং শীআ'ও তো একে অন্যের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়েছে- আমাদের কাছে মূল ফতওয়া সমূহ আছে; ইং ১৯৫৩ সালে পেশ করেছিলাম।

এখনও লিখিত বিবৃতির মধ্যে পেশ করেছি। পড়ে শুনিয়ে দেব এই ফতওয়াবাদের অবস্থা?

- এটর্নী জেনারেল : একে অন্যের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়েছে; কিন্তু সম্মিলিতভাবে এই কর্মপদ্ধতিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে তো সমগ্র উম্মত মিলে ফতওয়া দিয়েছে। আপনি কি এমন কোন দ্বীনী আলিম এবং যে কোন শ্রেণীর গায়র-আহমদীর কথা বলতে পারেন, যে আপনাদেরকে কাফির বলে না?
- মির্থা নাসির : এ পরিস্থিতি তো খুবই—
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে সম্মিলিত ফতওয়ার দিক দিয়ে আপনারা?
- মির্থা নাসির : বলে দিয়েছি যে, ১৯৫৩ সনে (সম্মিলিতভাবে ফতওয়া) দিয়েছে। কিন্তু এর পূর্বে একত্রিত (সম্মিলিত) ছিল না, ১৯৫০ সনে (একত্রিত) ছিল না।
- এটর্নী জেনারেল : ঠিক আছে, আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। ১৯৫৩ সনে কিংবা এর পরবর্তী সময়ে সবাই একত্রিত হয়ে গেছে এবং ফতওয়া দিয়েছে যে —
- মির্থা নাসির : ১৯৫৩ সনের পরের কথা। ১৯৫৩ সন পর্যন্ত ছিল না। অতঃপর সবাই একত্রিত হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে সবাই একত্রিত হয়ে গেছে?
- মির্থা নাসির : কিন্তু শীআ'দের সম্পর্কে—
- এটর্নী জেনারেল : ১৯৫১ সনে শীআ' মুজতাহিদ মুফতী জাফর হুসেনও কি এদের সাথে शामिल ছিলেন না?
- মির্থা নাসির : জ্বী, তিনিও शामिल ছিলেন। কিন্তু 'তরজমানে ইসলাম', লাহোর ২১ মার্চ, ১৯৭১, পৃষ্ঠা-৫, কলাম-৫-এ তা এসে গেছে।
- এটর্নী জেনারেল : এটা আপনি আপনার স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে লিখে দিয়েছেন। কিন্তু আমি নিবেদন করছি যে, ১৯৫১ সনে শীআ'রাও দেওবন্দী, বেরেলভী ও আহলে হাদীস -এর সাথে আল্লামা সুলায়মান নদভীর সভাপতিত্বে একত্রিত ছিলেন।
- মির্থা নাসির : একত্রিত ছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : 'আয়না-ই-সাদাকাতে' -এর মধ্যে সমগ্র মুসলমানকে কাফির বলা হয়েছে। এই মর্মে কুফরীর ফতওয়া লাগানো হয়েছে যে, সমগ্র আহলে ইসলাম 'দায়েরা-ই-ইসলাম' (ইসলামের গভী) থেকে খারিজ?

- মির্য়া নাসির : এই মাসআলা (সম্পর্কে আলোচনা) তো হয়ে গেছে।
- এটর্নী জেনারেল : সমগ্র আহলে ইসলাম 'দায়েরা-ই-ইসলাম' থেকে খারিজ। আহমদীরা কি এর অন্তর্ভুক্ত, না অন্তর্ভুক্ত নয়?
- মির্য়া নাসির : যে ফিরকা বলছে (কুফরী ফতওয়া দিচ্ছে) তারা কী করে এর (কুফরীর) অন্তর্ভুক্ত হবে?
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে আহমদীদের ছাড়া বাকি সবাই দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ?
- মির্য়া নাসির : দেখুন, আমি এ ধরনের হাওয়ালা (রেফারেন্স) সমূহ রদও করি না, আবার সমর্থনও করি না।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি 'আনওয়ায়ে খিলাফত' ও 'আয়না-ই-সাদাকাতে' -এর সত্যতা ও যথার্থতা স্বীকার করেছেন?
- মির্য়া নাসির : আমি কোনটিরই করি নি।
- এটর্নী জেনারেল : এই সমস্ত কিতাব আপনার পিতার লেখা; উপরন্তু আপনি শপথ নেওয়ার পর এই সাক্ষ্য প্রদান করছেন।
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, পৃষ্ঠা-৯২ স্বীকার করে নিয়েছি।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে সমগ্র আহলে ইসলাম 'দায়েরা-ই-ইসলাম' থেকে খারিজ, কিন্তু আহমদীরা খারিজ নয়?
- মির্য়া নাসির : না।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি আপনাদেরকে ইসলামের অন্তর্ভুক্তদের মধ্যে মনে করেন, বহির্ভূতদের মধ্যে মনে করেন না - আপনার কথার অর্থ কি এই দাঁড়ালো?
- মির্য়া নাসির : জ্বী।
- এটর্নী জেনারেল : এটা 'নাহজুল মুসল্লী' (এর কথা)?
- মির্য়া নাসির : এটা আমাদের জন্য অথরিটি নয়।
- এটর্নী জেনারেল : এটা আপনার জামাআতের কিতাব। এর প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে যে, মির্য়া গোলাম আহমদ সাহেব ইলহামীভাবে এর নাম 'নাহজুল মুসল্লী' রেখেছেন। এটা নুরুদ্দীন কিংবা বশীর কিংবা মির্য়া সাহেবের যুগের কিতাব, অথচ আপনি এটাকে অস্বীকার করছেন?
- মির্য়া নাসির : যে কোন আহমদীর, যে কোন যুগের হোক কিন্তু তা অথরিটি নয়।
- মওলভী মুফতী মাহমুদ : তিনি তার পিতার কিতাবসমূহ অস্বীকার করছেন। নাহজুল মুসল্লী তো

- এটর্নী জেনারেল : চলুন, এই 'নাহজুল মুসল্লী' -এর টীকা দেখি। অন্য আর এক ভাবে মির্যা গোলাম আহমদের 'হাওয়ালা' (রেফারেন্স) আছে যে, অপর ফিরকাসমূহ, যারা ইসলামের দাবী করে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে। 'আরবায়ীন', নং-৩ : দ্রষ্টব্য- 'রুহানী খাযায়িন', খন্ড- ১৭, পৃষ্ঠা-৪১৭)
- মির্যা নাসির : এটা চেক করে দেখতে হবে।
- এটর্নী জেনারেল : এটাও কি আপনার জামাআতের (কিতাব) নয়?
- মির্যা নাসির : কিন্তু হাওয়ালা (রেফারেন্স) চেক করে দেখতে হবে।
- জনাব চেয়ারম্যান : আমাদের কাছে কিতাব আছে।
- মির্যা নাসির : কিন্তু চেক করে দেখতে হবে।
- এটর্নী জেনারেল : এই নিন।
- মির্যা নাসির : (দেখে) সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে।
- এটর্নী জেনারেল : ইসলামের দাবীকারী ফিরকাসমূহ যদি তাওহীদ, রিসালত ও কিয়ামতকে মানে তাহলে আপনারা তাদের এই আকীদা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবেন?
- মির্যা নাসির : না, এটা কিভাবে?
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে 'সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে' -এর সঠিক অর্থ বর্ণনা করুন।
- মির্যা জেনারেল : ইসলামের দাবীকারী ফিরকাসমূহকে পরিত্যাগ করতে হবে।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী 'হাকীকাতুল অহী' দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা ১৮৫ ; খন্ড-২২) -এর মধ্যে লিখেছেন যে, 'মাসীহ্ মাওউদ' -এর অস্বীকারকারী কাফির?
- মির্যা নাসির : 'ইতমামে হুজ্জত' -এর পর যদি অস্বীকার করে?
- এটর্নী জেনারেল : 'ইতমামে হুজ্জত' -এর অর্থ?
- মির্যা নাসির : বুঝল যে, মির্যা গোলাম আহমদ আপন দাবীতে সত্য, অতঃপর অস্বীকার করল।
- এটর্নী জেনারেল : এমনও তো হতে পারে যে, এক ব্যক্তি বলল যে, মির্যা সত্য, অতঃপর বলল, আমি তাকে মানি না?
- মির্যা নাসির : কোন কোন লোকের কাছ থেকে আমি শুনেছি যে, তারা বলে, 'খোদাও যদি বলে তবু আমরা মির্যাকে মানব না।'
- এটর্নী জেনারেল : ওরা তো এটা বলেন খতমে নুবুওয়াতের কারণে -এই মর্মে যে,

এটা এমন একটা সুদৃঢ় আকীদা যে, খোদাও যদি বলেন - অর্থাৎ খোদার তো আর এসে বলার কথা নয়, তাই ওরা এরূপ বলে দেন।

জনাব চেয়ারম্যান : প্রতিনিধিদল এখন চলে যান। সন্ধ্যা ছুটায় পুনরায় হাযির হতে হবে।

[প্রতিনিধি দলের প্রস্থান]

জনাব চেয়ারম্যান : দেখুন, যাবতীয় কিতাব, যেগুলো থেকে প্রশ্ন করা হবে, সেগুলোতে পতাকা (সংকেত চিহ্ন) লাগিয়ে দিন। আর মুফতী সাহেব ও অন্যান্য ব্যক্তিবৃন্দ, যারা রেফারেন্সসমূহ দেখাবেন, তাদের সামনে চেয়ারসমূহ সারিবদ্ধ করে সেগুলোতে কিতাবগুলো রেখে দিন যাতে তাদেরকে রেফারেন্সসমূহ খুঁজে বের করতে অসুবিধা না হয়।

মাওলানা মুফতী সাহেব : কিতাবসমূহের কয়েকটি সংস্করণ আছে। উপরন্তু তারা সেগুলোর পৃষ্ঠা ও আকার পরিবর্তন করে ফেলেছেন, তাই খুঁজে বের করতে কিছুটা সময় লেগে যায়।

মাওলানা গোলাম গাওছ হাজারী : এটর্নী জেনারেল কি প্রশ্ন করবেন প্রথমে তো তা জানা যায় না। তার প্রশ্ন করার পরই সংশ্লিষ্ট কিতাব খুঁজে বের করা, অতঃপর তার রেফারেন্স (-এর প্রশ্ন আসে)।

মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী : এই সমস্ত কথা ছাড়াও তাদের অস্বীকার করার এমনি অভ্যাস - যেমন 'হাকীকাতুল অহী' -এর মধ্যে হাওয়ালা আছে, কিন্তু তারা মাথা কুটে মরছিলেন। এই কিতাব আমার কাছে আছে -

মাওলানা গোলাম গাওছ হাজারী : 'ইতমামে হুজ্জত' এর পর কাফির হবে। আমরা মির্যাকে মাসীহ মাওউদ মানিই না। এটা সর্বসম্মত মাসআলা। মির্যায়ীরা এবং আমরা এ বিষয়ে একমত যে, আমরা মির্যার অস্বীকারকারী। এবার স্বীকৃত কথা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে। যে জিনিষ উভয়পক্ষ মানে সেটাই দলীল হতে পারে। অতএব দলীল আসার পর যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে 'ইতমামে হুজ্জত' হয়ে গেল - যেমন আপনাদের তথা সকল সদস্যের সামনে মির্যায়ীদের দলীল সমূহ এসে গেছে, ইতমামে হুজ্জত হয়ে গেছে, এবার ওদের ফতওয়ার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যান [অটহাসি]।

জনাব চেয়ারম্যান : ঠিক আছে, ছুটার সময়।

(অধিবেশন পুনরায় শুরু হয়। প্রতিনিধিদলের হলে প্রবেশ)

- এটর্নী জেনারেল : মির্খা লিখেছেন যে, মাসীহ মাওউদের অস্বীকারকারী কাফির।
কিতাব পেশ করবো?
- মির্খা নাসির : জী, লিখেছেন। কিতাব পেশ করার প্রয়োজন নেই। আমি চেক
করে নিয়েছি।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের এবং মুসলমানদের কালিমার মধ্যে কি কোন
পার্থক্য আছে?
- মির্খা নাসির : কোন পার্থক্য নেই।
- এটর্নী জেনারেল : নামাযের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?
- মির্খা নাসির : কোন পার্থক্য নেই।
- এটর্নী জেনারেল : রোযার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে এবং হজ্জের মধ্যে?
- মির্খা নাসির : একই রূপ (কোন পার্থক্য নেই)।
- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, মির্খা মাহমুদ আহমদের একটি ভাষণে আছে, 'মাসীহ
মাওউদের মুখ-নিঃসৃত শব্দরাজি আমার কানের মধ্যে প্রতিধ্বনিত
হচ্ছে। তিনি বলেছেন এটা ভুল যে অন্য লোকদের সাথে
আমাদের মতপার্থক্য 'ওফাতে মাসীহ'-এর কয়েকটি মাসআলার
মধ্যেই সীমাবদ্ধ।' (বরং) তিনি বলেছেন, 'খোদা, রাসূল,
কুরআন, রোযা, নামায, যাকাত - মোটকথা, তিনি বিস্তারিতভাবে
বলেছেন যে, প্রত্যেকটি জিনিষের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।'।"
(আল ফযল ৩০ জুলাই ১৯৩১ইং)
- মির্খা নাসির : আল্লাহ্ রাক্বুল ইয়্যত, নবী করীম, নামায, রোযা প্রভৃতি
বিষয়ের ধারণায় প্রকৃতই মুসলমানদের সাথে আমাদের মত
পার্থক্য রয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : নাইজিরিয়ায় আপনাদের ইবাদত খানার উপর কালিমা-ই-
তাইয়িবার মধ্যে 'আহমদ রাসূলুল্লাহ্' লিখিত রয়েছে?
- মির্খা নাসির : না ঐ 'রাসমুল খাত্' (হস্তাক্ষর) এর কারণে ভুল ধারণার সৃষ্টি
হয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : কিতাব বিদ্যমান আছে। এতে তো পরিষ্কার ছবি দেখা যাচ্ছে যে,
আপনারা 'আহমদ রাসূলুল্লাহ্' লিখিয়েছেন।
- মির্খা নাসির : না, 'রাসমুল খাত্' এর কারণে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এটা
হচ্ছে 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্'।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু আমার চোখে তো 'আহমদ রাসূলুল্লাহ্' দেখাচ্ছে।
- মির্খা নাসির : এটা 'রাসমুল খাত্' -এর ব্যাপার এবং (আসলে তা) 'মুহাম্মদুর
রাসূলুল্লাহ্'।

- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, আপনারা কি বলেন যে, আপনারা একটি পৃথক জাতি (কাওম)?
- মির্থা নাসির : পৃথক জাতি এজন্য যে, আমাদের ফিরকা পৃথক আরও তো ফিরকা রয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : অন্যান্য ফিরকা নুবুওয়াতের উপর অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর নুবুওয়াতের উপর তো একমত। আর আপনারা মত পার্থক্যের সৃষ্টি করে অন্য আর একজনকে নবী বানিয়ে থাকেন। আপনি বলেছেন যে, এক ব্যক্তি কাফির হয়েও মিল্লাতে ইসলামিয়ার সদস্য হতে পারে। তাহলে আপনি কোন্ হিসাবে একজনকে কাফির বলেছেন এবং অন্য আর একজন আপনাদেরকে কি হিসাবে কাফির বলেছে? আপনি বলেছেন, কাফির - তাহলে কি সংসদ চিন্তা-ভাবনা করতে পারে, একথা আপনি ঠিক বলেছেন, না অঠিক বলেছেন? এতে আপনার কোন আপত্তি থাকবে না তো?
- মির্থা নাসির : মোটেই কোন আপত্তি নেই।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে সংসদ কারো কুফরকে আলোচনায় আনতে পারে?
- মির্থা নাসির : এটা পৃথক মাসআলা।
- এটর্নী জেনারেল : এক সেকেন্ড পূর্বে আপনি স্বীকার করলেন, এখন অস্বীকার করছেন -এর কি করা যায়?
- মির্থা নাসির : না, এটা পৃথক মাসআলা।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি বলেছেন, দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ ব্যক্তিও মিল্লাতে ইসলামিয়ার সদস্য হতে পারে। যদি সংসদ বলে দেয় যে, কাদিয়ানীরা দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ তাহলে আপনাদের কোন আপত্তি হবে না তো?
- মির্থা নাসির : হবে না। কিন্তু আমরা দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ হয়েও মিল্লাতে ইসলামিয়ার সদস্য থাকব, এই বিশ্লেষণের সাথে-
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের এই বিশ্লেষণাত্মক দর্শন সম্ভবতঃ বিশেষ কোন লোকই সমর্থন করবে না যে, খারিজও (বহির্ভূতও), দাখিলও (অন্তর্ভুক্তও) নিগেটিভও এবং পজিটিভও একই বস্তু?
- মির্থা নাসির : কিন্তু এফতওয়া তো একে অপরের বিরুদ্ধে।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের বিরুদ্ধে সর্ব সম্মত ফতওয়া- একথার উপর তো আপনিও আমার সাথে একমত হবেন?

- মির্যা নাসির : এর অর্থ কি এই যে, যদি দুটি গ্রাম একত্রিত হয়ে যায় তাহলে তাতে বিশ্বের সর্ববাদি সম্মত ফতওয়া হয়ে গেছে?
- এটর্নী জেনারেল : যদি জাতীয় সংসদ একমত হয়ে যায় তাহলে অতঃপর (বুঝতে হবে) সমগ্র দেশ একমত হয়ে গেছে।
- মির্যা নাসির : আমাদের অবস্থা দেশ বা জাতিগত নয়, বরং আন্তর্জাতিক। আপনাদের দেশের কথা হলে তা ঠিকই ছিল।
- এটর্নী জেনারেল : 'রাবিতা-ই-আলমে ইসলামী' -এর মধ্যে সমগ্র বিশ্বের প্রতিনিধি রয়েছে। তারা তো আপনাদেরকে কাফির বলেছে?
- মির্যা নাসির : ওরা তো মনোনীত ব্যক্তি হয়ে থাকবে। আমি বলি, জাতিসংঘ কিংবা অন্য কোন নির্বাচিত সংস্থাও যদি আমাদের কুফরীর উপর একমত হয়ে যায় তাহলেও আমি মনে করব যে, এ বিষয়টি খোদার উপরই ছেড়ে দিতে হবে।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন, জাতিসংঘ কিংবা অন্য কারো সিদ্ধান্তকে তো অনুমোদন করে আপনারা স্রেফ খোদার আদালতে আপিলের কথা বলেন, কিন্তু মুসলমানদের সংস্থা পাকিস্তান জাতীয় সংসদ কিংবা রাবিতা যদি কোন সিদ্ধান্ত দেয় তাহলে আপনারা কেন তা অনুমোদন করেন না?
- মির্যা নাসির : আমি বলেছি যে, আমি বিশ্বের জাতি সমূহের সিদ্ধান্তের উপরও, বিষয়টিকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেব অর্থাৎ আমি এটাকে (জাতিসংঘের সিদ্ধান্তকেও) সঠিক মনে করি না।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর যদি আপনি সমগ্র বিশ্বের সিদ্ধান্তকেও না মানেন তাহলে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফায়দাই বা কী? উপরন্তু আপনি সমগ্র বিশ্বের কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকেই - যা আপনার বিরুদ্ধে যায় না মানেন তাহলে তো কথাই শেষ হয়ে গেল। এই সমস্ত অর্থের দিক দিয়ে আপনারা শুধু মুসলমানদের থেকে নয়, বরং সমগ্র দুনিয়া থেকেও পৃথক?
- মির্যা নাসির : আমার মন যে মানে না। এমতাবস্থায় আমি কী করবো?
- এটর্নী জেনারেল : আপনি যখন সমগ্র বিশ্বের মানুষকে যারা মির্যাকে মানে না- কাফির বলেন তখন তো আপনার মন মানে?
- মির্যা নাসির : আমি তো একজন দুর্বল মানুষ।
- এটর্নী জেনারেল : এমনি দুর্বল যে, সমগ্র বিশ্বের সিদ্ধান্তকে মানেন না [অট্টহাসি] এবং স্বয়ং ওদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। দেখুন আমাদের আকাংখা এই যে, দেশের যাতে কোন ক্ষতি না হয় এবং কোন

সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংসদ যাতে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত অবস্থায় পৌঁছতে পারে সে ব্যাপারে আপনি সাহায্য করবেন।

মির্খা নাসির : আপনারা অন্য ফিরকাগুলো সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নিন। ওদেরও এরূপই অবস্থা।

এটর্নী জেনারেল : আপনাদের সম্পর্কে (সিদ্ধান্ত গ্রহণ) এজন্য যে, মির্খা মাহমুদ বলেছেন, 'মাসীহ নাসিয়ী কি আপন অনুসারীদেরকে যাহুদীদের থেকে পৃথক করেন নি? ঐ সকল নবী যাদের যুগ সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি এবং যাদের জামাআত সমূহ আমাদের পরিদৃষ্ট হয় তারা কি তাদের জামাআতসমূহকে অন্যদের থেকে পৃথক করেন নি? অতএব হযরত মির্খা সাহেব -যিনি একজন নবী ও রাসূল-আপন জামাআতকে মিনহাজে নুবুওয়াত' (নুবুওয়াতের সরল সঠিক পন্থা) অনুযায়ী অন্যদেরকে থেকে কেন পৃথক করে দিলেন, এটি একটি আশ্চর্যজনক প্রশ্ন বটে। (আল ফযল, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮ইং) তার এই রেফারেন্স অনুযায়ী আপনারা তো নিজে থেকেই পৃথক হয়ে গেছেন। এখন তো শুধুকার্য নির্বাহের জন্য আইনের প্রয়োজন। -কিংবা একথা বলুন যে, আপনার পিতা এরূপ কথা বলেন নি?

মির্খা নাসির : তিনি পৃথক করে দিয়েছেন, অন্যদের আছর (প্রভাব) থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

এটর্নী জেনারেল : প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি মুসলমানদের থেকে আপনাদেরকে পৃথক করে ফেলেছেন। এবার প্রয়োজন অনুযায়ী সংসদও যদি আপনাদেরকে পৃথক করে ফেলে তাহলে?

আচ্ছা, ওটা তো আপনার পিতার কথা। এবার আপনার পিতামহ মির্খা গোলাম আহমদের কথা পেশ করছি। 'আয়না-ই-কামালাত'-এর ৩৪৪ পৃষ্ঠায় আছে, "যে ব্যক্তি নুবুওয়াতে দাবী করবে তার জন্য জরুরী যে, সে খোদাতাআলার অস্তিত্বকে স্বীকার করবে, আর এও বলবে যে, আমার উপর খোদা তাআলার অহী নাযিল হয়। উপরন্তু সে একটি উন্নত তৈরী করবে, যারা তাকে নবী মনে করে এবং তার কিতাবকে কিতাবে ইলাহী বলে জানে।"

মির্খা নাসির : এটা আমি চেক করবো।

এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, এই যে, মির্খা বলেছেন, আমার অহীর মধ্যে 'আমর' (আদেশ)ও আছে, 'নাই' (নিষেধ)ও আছে তাই আমি শরীয়তধারী নবী (আরবায়ীনঃ নং-৪ : দ্রষ্টব্য 'রুহানী খাযায়িন' : পৃষ্ঠা- ৪৩৫ : সপ্তদশ খন্ড)

- মির্ষা নাসির : ওটা তো আমি দেখেছি। কিন্তু তিনি তো 'ইল্‌যামান' (অভিযোগ বা দোষারূপ করতে গিয়ে) একথা বলেছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : ইলযাম (অভিযোগ) অথবা মুলযিম (অভিযোগকারী) [অট্টহাসি]। আচ্ছা বলুন তো মির্ষা তাশরীযী শরীয়তধারী) নুবুওয়াতের দাবী করেছিলেন, অথবা উম্মতী নবী হওয়ার?
- মির্ষা নাসির : তাশরীযী নুবুওয়াতের দাবী মোটেই করেন নি। তিনি তো উম্মতী (নবী)-
- এটর্নী জেনারেল : তার কাছে অহী আসত, যার মধ্যে আমার ও নাইও থাকত?
- মির্ষা নাসির : এটা, হ্যাঁ ঠিক।
- এটর্নী জেনারেল : এবার বলুন, এই 'যিল্লী-বুরুযী' কি?
- মির্ষা নাসির : এটা বিশ পৃষ্ঠার আলোচনা, যা আমি লিখে নিয়ে এসেছি।
- এটর্নী জেনারেল : দাখিল করুন।
- জনাব চেয়ারম্যান : চলুন, আপনারা যান। আগামী কাল সকাল দশটায় পুনরায় হাযির হোন।

[প্রতিনিধিদল চলে গেল]

- জনাব চেয়ারম্যান : কোন সদস্যের কিছু বলার আছে?
- মাওলা যাক্বার আহমদ আনসারী : স্যার, আপনাকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এরা খুবই চক্রান্তকারী। প্রত্যেক জায়গায় মুসলমান পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের ইসলাম পন্থীদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। আপনি এই ভেবে তাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবেন না যে, এরা একটি ফিরকা (মাত্র)। এটাতো সাম্রাজ্যবাদীদের একটি গভীর ষড়যন্ত্র। আমি তো রাবিতা-ই-আলমে ইসলামীর অধিবেশনে যার উল্লেখ আজ করা হয়েছে - উপস্থিত ছিলাম। সমগ্র ইসলামী বিশ্বের প্রতিনিধিবর্গ ও উলামাবৃন্দ ইসলামের কেন্দ্রভূমি মক্কা মুকাররমায় একথার উপর একমত ছিলেন যে, কাদিয়ানীদের থেকে দূরে থাকতে হবে। এরা সমগ্র উম্মতের শত্রু এবং ইসলামের প্রতি বিশ্বাস ঘাতক। এরা মুহাম্মদে আরবী (সাঃ) -এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী।

- আব্দুল আযীযভাট্ট : জনাব আমাদেরকে কার্যবিবরণীর কপি সমূহ-
- চেয়ারম্যান : এগুলো রেকর্ড হচ্ছে। আমি সংসদ সেক্রেটারীকে বলবো, তিনি যেন এর একটি কপি তৈরী করে এটর্নী জেনারেলকে দিয়ে দেন। আপনারাও কপি পেয়ে যাবেন।

- মাওলানা যাক্বর আহমদ আনসারী : ওরা যে উত্তর দিয়েছে তার কপি দিন যাতে আমরা ওদের উত্তরের উত্তর তৈরী করে নিতে পারি ।
- চেয়ারম্যান : ২৫০টি কপি বানাবো কি? এত শীঘ্র এটা তো সম্ভব নয় ।
- চৌধুরী যুহুরে ইলাহী : ২৫০ টি না হোক, অন্ততঃ পাঁচ সাতটি শীঘ্র শীঘ্র দিন ।
- মিঃ চেয়ারম্যান : এটর্নী জেনারেলকে তো খুব শীঘ্রই - ইনশাল্লাহ্ এখনি কিছু পরিষ্কার হবে না লেখা ইত্যাদি-
- চৌধুরী যুহুরে ইলাহী : এটর্নী জেনারেলের জন্য তো শীঘ্রই চাই ।
- মাওলানা যাক্বর আহমদ আনসারী : যেভাবে লিখা হয়েছে দিয়ে দিন, আমরা দেখব এবং বুঝে নেব ।
- মিঃ চেয়ারম্যান : বহুত আচ্ছা, আগামীকাল সকাল দশটায় সমগ্র সংসদের বিশেষ কমিটির অধিবেশন (বসবে) ।

৭ আগষ্ট, ১৯৭৪ইং রোজ

[বুধবারের কার্যবিবরণী]

সকাল দশটায় পাকিস্তান জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটির পরিপূর্ণ অধিবেশন, স্পীকার জনাব সাহেববাদা ফারুক আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

চেয়ারম্যান : এটর্নী জেনারেল সাহেব কি তৈরী আছেন? ওদেরকে কি ডাকা হবে?

এটর্নী জেনারেল : জ্বী, জনাব।

চেয়ারম্যান : প্রতিনিধিদলকে ডাকা হোক।

[প্রতিনিধিদলের প্রবেশ]

চেয়ারম্যান : জ্বী, এটর্নী জেনারেল, (এবার শুরু করুন)।

এটর্নী জেনারেল : মির্খা সাহেব, গতকাল আমি আপনাকে একটি হাওয়ালা (রেফারেন্স) পড়িয়ে শুনিয়েছিলাম। আপনি তা সত্যায়িত করেছেন?

মির্খা নাসির : এক একটি করে হাওয়ালা নিচ্ছি।

এটর্নী জেনারেল : আমি শেষ প্রশ্নটি চিহ্নিত করেছিলাম। তা এই যে, 'অতএব শরীয়তে ইসলাম, 'নবী'-এর যে অর্থ করে, সে অর্থে হযরত সাহেব (মির্খা গোলাম আহমদ) কখনো মাজাযী (রূপক) নবী নন, বরং হাকীকী (প্রকৃত) নবী। (হাকীকাতুন নুবুওয়াতঃ পৃষ্ঠা -১৭৪)

মির্খা নাসির : হাকীকী অর্থ নতুন শরীয়ত আনয়নকারী। তাহলে এই দিক দিয়ে হাকীকী নন। আর যদি 'হাকীকী' শব্দকে 'বানোয়াট' -এর মুকাবালায় গ্রহণ করা হয় তাহলে বানোয়াট নন, বরং হাকীকী এবং আসলী (প্রকৃত)। এটা আমি আমার দিক থেকে বলছি। যা লিখিত আছে সেদিক দিয়ে আমি হাকীকী নবী মানি।

এটর্নী জেনারেল : সামনে দেখুন, খোদ মির্খা গোলাম আহমদ বলেন, আমার অহীর মধ্যে আমার (আদেশ)ও আছে এবং 'নাহী' (নিষেধ)-ও আছে। এই দিক দিয়েও আমার বিরুদ্ধ বাদীরা অভিযুক্ত যে, যদি এটা হাকীকী ও শরীয়ত আনয়নকারী নবীর সংজ্ঞা হয় তাহলে এটাও আমার মধ্যে পাওয়া যায়।

মির্খা নাসির : এটা কোন্ হাওয়ালা?

- এটর্নী জেনারেল : এ সম্পর্কে কাল আলোচনা হয়েছিল ‘আরবায়ীন : নং ৪’ এর শেষের কয়েকটি লাইন। মির্খা গোলাম আহমদ শব্দের প্রয়োগরীতির সাথে শরীয়তের কোন সম্পর্ক জুড়ে দেন নি?
- মির্খা নাসির : শরীয়ত কি বস্তু? যিনি আপন অহীর মাধ্যমে আমার (আদেশ) ও নাহী (নিষেধ) বর্ণনা করেছেন, আপন উম্মতের জন্য একটি কানুন তৈরী করেছেন তিনি ‘সাহিবে শরীয়ত’ (শরীয়তধারী নবী)।
- এটর্নী জেনারেল : সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এ জিনিষটি ব্যাখ্যা করুন যে, এটা কি তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন, না আঁ হযরত (সাঃ) সম্পর্কে বলেছেন?
- মির্খা নাসির : নিজের সম্পর্কে। এই দিক দিয়েও আমাদের বিরুদ্ধ বাদীরা অভিযুক্ত যে, আমাদের মধ্যে শরীয়ত আনায়নকারী নবীর সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তবে ‘আমর’ ও ‘নাহী’ দ্বারা কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ (বুঝায়)।
- এটর্নী জেনারেল : আর যখন বলেন, আমার অহীর মধ্যে আমরও আছে, নাহীও আছে (তখন তা দ্বারা কি বুঝায়)?
- মির্খা নাসির : এগুলো হচ্ছে কুরআনের আয়াত।
- এটর্নী জেনারেল : আয়াতের অহী, ‘যা মির্খা সাহেবের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল কুরআন মজীদে বিদ্যমান আছে। তাহলে কি তিনি কুরআনের আয়াতসমূহকে পুনরায় তার উপর অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলছেন?
- মির্খা নাসির : বিশ্লেষণের জন্য মির্খা সাহেবের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, যাতে তিনি সেগুলোকে কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করেন।
- এটর্নী জেনারেল : কুরআনী তালীম (শিক্ষা) তো তাওরাতের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। এই দিক দিয়ে শরীয়ত কি তা-ই, যার মধ্যে নতুন আহকাম নির্দেশাদি থাকবে?
- মির্খা নাসির : তাই শরীয়ত, যার মধ্যে নতুন আহকাম থাকে।
- এটর্নী জেনারেল : এ ক্ষেত্রে কুরআনী তালীম বিদ্যমান আছে। শরীয়ত তাই যার মধ্যে আমর ও নাহী থাকে। যদিও তাওরাত অথবা কুরআন শরীফের মধ্যে আহকামে শরীয়তের কোন কোন দফার উল্লেখ থাকে— আমাদের ঈমান এই যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর উপর নুবুওয়াতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কুরআন রাক্বানী কিতাবসমূহের খাতিম বা সমাপ্তকারী। আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র আসমানী কিতাবের মধ্যে বলেছেন, মিথ্যা বলো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো

না। হযূর (সাঃ)-এর উপরও এই অহী এসেছে। যদি পূর্বের অহী কারো উপর পুনরায় অবতীর্ণ হয় - যেমন আপনি বলেন, তাহলে সে আপনাদের মতে সাহিবে শরীয়ত নয়- এই অর্থে তো হযূর (সাঃ)-ও সাহিবে শরীয়ত নন। যদি আপনি বলেন, পূর্বের তালীম (শিক্ষা) পুনরায় অবতীর্ণ হলে তিনি সাহিবে শরীয়ত - তাহলে এই অর্থে, কুরআনের অহী মির্যার উপর অবতীর্ণ হলে তিনিও তো 'সাহিবে শরীয়ত' হয়ে গেলেন?

- মির্যা নাসির : এটা তো খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, কুরআনের আহকামই যদি অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয় তাহলে তার অর্থ হচ্ছে নতুন শরীয়ত।
- এটর্নী জেনারেল : এই হাওয়ালা (রেফারেন্স) যে, 'আমরা যেহেতু মির্যা সাহেবকে নবী বলে মানি এবং গায়র আহমদীরা তাকে নবী বলে মানে না তাই কুরআন করীমের সংজ্ঞা অনুযায়ী একজন নবীকেও অস্বীকার করা কুফর (এই প্রেক্ষিতে), গায়র-আহমদীরা কি কাফির।'।
- মির্যা নাসির : কাফির অর্থ সীমাবদ্ধ বিষয়ের মধ্যে - যেমন নামাযের অস্বীকারকারী কাফির।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে মির্যা সাহেবের অস্বীকারকারীরা, সীমাবদ্ধ অর্থের মধ্যেই হোক না কেন -কিন্তু কাফির?
- মির্যা নাসির : হ্যাঁ, সীমাবদ্ধ (অর্থে)।
- এটর্নী জেনারেল : দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ?
- মির্যা নাসির : মূল বিষয়ের মধ্যে বিশ্লেষণ করতে হবে। কাল একথা আমার উপলব্ধিতে এসেছে এবং আমি সারা রাত অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়েছি। এটা তো মহান ধর্ম, এর মধ্যে যেন ভুল বুঝাবুঝি না থাকে।
- এটর্নী জেনারেল : জ্বী, ঠিক আছে, আপনার ধারণা মতে মিল্লাতের মধ্যে থাকে, কিন্তু ইসলামের মধ্যে থাকে না।
- মির্যা নাসির : আপনার জন্য এটা নতুন রেফারেন্স হতে পারে কিন্তু আমি পুরাতন কিতাবসমূহে পড়েছি।
- এটর্নী জেনারেল : যথেষ্ট হয়েছে, ছেড়ে দিন, সামনে চলুন। মির্যা সাহেব তার খুতবা-ই-ইলহা মিয়া, যা রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা ২৫৯ ষোড়শ খন্ড -এর উল্লেখিত হয়েছে, তাতে কি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার মধ্যে এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে পার্থক্য করে সে আমাকে চেনে নি এবং দেখে নি'?

মির্খা নাসির : মির্খা সাহেব 'ফানাইয়াত' (আল্লাহর মধ্যে বিনীন হয়ে যাওয়া)-এর পর্যায়ে বলেন যে, যে ব্যক্তি আমার অস্তিত্বকে পৃথক মনে করে সে ভ্রান্তির মধ্যে আছে।

এটর্নী জেনারেল : এই প্রতিক্রিয়া তো এটাই প্রকাশ করছে যে, ঐ মির্খা সাহেব উম্মতী নবীর চাইতেও শ্রেষ্ঠতর।

আচ্ছা, এখন আমি, আহমদীদের মধ্যে নিজেদেরকে পৃথক করে ফেলার ঝোঁক-প্রবণতা সম্পর্কে প্রশ্ন করব। এ প্রসঙ্গে মির্খা মাহমুদের একটি বর্ণনা আছে। এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বে আমি এটা বলতে চাই যে, স্বাধীনতার (পাকভারতের স্বাধীনতার) পূর্বে আপনার জামাআতের এই মনোভাব ছিল যে, আপনারা একটি পৃথক অস্তিত্বের ধারক ও বাহক এবং মুসলমানদের সাথে আপনাদের কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ আপনারা ঠিক তেমন, যেমন ঈসায়ী ও পার্সীরা (অগ্নিউপাসকরা)। স্বাধীনতার পর আপনারা এই অবস্থান গ্রহণ করেন যে, আপনারা মুসলমানদের অংশ কিংবা মুসলিম মিল্লাত অথবা মুসলিম কাওমের অংশ। আমি এটা এজন্য বলছি, যাতে আপনি বুঝে নিতে পারেন, আমি কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছি। এটাকে সামনে রেখে উত্তর দেবেন, যে প্রশ্ন আমি আপনাকে করতে যাচ্ছি। আমার সম্পূর্ণ অনুভূতির পটভূমি আপনার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে তো?

মির্খা নাসির : আপনি কোন্ কথার দিকে ইঙ্গিত করছেন সে সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। আমি একথা কখনো শুনি নি যা আপনি বলছেন।

এটর্নী জেনারেল : এটা হচ্ছে, আল ফযল, ১৩ নভেম্বর, ১৯৪৬ সন -এ প্রকাশিত বিবরণ, যাতে মির্খা মাহমুদ বলেন, আমি আমার এক প্রতিনিধির মাধ্যমে জনৈক ইংরেজকে বলে পাঠিয়েছি যে, পার্সী, ঈসায়ীদের মত আমাদেরও অধিকার যেন স্বীকার করে নেওয়া হয়। এর উপর ঐ (ইংরেজ) অফিসার বলেন, ওরা তো সংখ্যালঘু ধর্মীয় ফিরকা। এর উত্তরে আমি বলেছি যে, পার্সী, ঈসায়ী ধর্মীয় ফিরকা - যেভাবে ওদের অধিকার পৃথকভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে সেভাবে আমাদেরও অধিকার যেন স্বীকার করে নেওয়া হয়। তুমি একজন করে পার্সীকে পেশ করতে থাক, আমি তার মুকাবালায় দু'জন করে আহমদী পেশ করতে থাকব।

মির্খা নাসির : কথা হলো এই যে, এর একটি ইতিহাস আছে।

- এটর্নী জেনারেল : এই উক্তি উদ্ধৃত করার পূর্বে আমি চাই যে, আপনার সামনে সম্পূর্ণ ছবি আসুক। এটি হচ্ছে একটি পত্রিকা, নাম 'ইমপ্যাক্ট' (Impact), বৃটেনে মুদ্রিত।
- মির্থা নাসির : কখনকার মুদ্রিত?
- এটর্নী জেনারেল : ২৭ জুন, ১৯৭৪ ইং।
- মির্থা নাসির : আমার জানা নেই।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি দেখে নিন। এটা হচ্ছে রাবওয়ার ঘটনার পরবর্তী সময়কার। দুটিকে একটির মধ্যে দাখিল করলে—
- মির্থা নাসির : দুটি একটির মধ্যে দাখিল হয় না।
- এটর্নী জেনারেল : জনাব স্পীকার, আমি এটা পড়তে চাই। এটি একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকা ১৪ থেকে ২৭ জুন, ১৯৭৪ ইং।
- মির্থা নাসির : আপনি এটা জানতে চাইবেন যে, আমি তার এই সমস্ত ধারণার সাথে একমত কি না।
- এটর্নী জেনারেল : আমি প্রথমে বলেছি, এটি একটি সাধারণ ধারণা যে, স্বাধীনতার পূর্বে আহমদীদেবর এই অবস্থান ছিল যে, তারা মুসলমানদের থেকে পৃথক। এখন আমি এটা পড়ছি।
- মির্থা নাসির : লেখক কে? পত্রিকার মর্যাদা কতটুকু?
- এটর্নী জেনারেল : আপনি এ থেকে কী নেবেন? এটা, না আপনার প্রকাশনা, আর না আহমদীদেবর কার্যপ্রণালীগত ইখতিয়ারাধীন কোন ঘোষণা। এটি তো বৃটেনে মুদ্রিত একটি পত্রিকা। পত্রিকাটি চৌধুরী যাক্বারুল্লাহ খানের একটি প্রেস কনফারেন্সের রিপোর্ট দিয়েছে এবং বলেছে পাকিস্তানে কি কি ঘটেছে। এখন আমি পড়ছি।

“পাকিস্তানের কাদিয়ানী ও আহমদী সমস্যা এবং অতি সাম্প্রতিক এ সম্পর্কিত গভগোল মূলতঃ এই আকর্ষণীয় প্রশ্নের অক্ষের উপর আবর্তিত যে, কাদিয়ানীদেরকে মুসলিম সোসাইটির মধ্যে একটি অমুসলিম সংখ্যালঘু (সম্প্রদায়) হিসাবে মনে করা হবে, না একটি মুসলিম সংখ্যালঘু (সম্প্রদায়) হিসাবে কোন অমুসলিম সোসাইটির মধ্যে? কেননা এজাতীয় সাংঘাতিক আকারের মতানৈক্য এবং একটি অপরটির মধ্যে এ ধরনের বিশেষ সামঞ্জস্যহীনতা বিরাজ করছে যে, এ সম্পর্কিত আলোচনা পর্যালোচনা যতই দীর্ঘায়িত করা হোক না কেন, এর পরও একটি মুসলিম পরিচয়, একটি পরিচয়গত চিহ্নের মধ্যে দু'টিকে জবরদস্তি মূলক ভাবে দাখিল করা যেতে পারে না। মূল ব্যাপারটি

কোন ধীনীয়াতী তালগোল পাকানোর কারণে নয়, যেমন স্যার যাকরুল্লাহ্ খান, যিনি আহমদী আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতা ”

- মির্যা নাসির : এটা লেখকের নিজস্ব অভিমত । যাকরুল্লাহ্ খান একথা বলেন নি ।
- চেয়ারম্যান : আপনি রেফারেন্সটি পুরোপুরি পড়তে দিন (হ্যাঁ মিঃ এটর্নী, পড়ুন) ।
- এটর্নী জেনারেল : লিখেছে যে, “মূল ব্যাপারটি কোন ধীনীয়াতী তালগোল পাকানোর কারণে নয়, যেমন স্যার যাকরুল্লাহ্ খান, যিনি আহমদী আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতা, গত সপ্তাহে লন্ডনে প্রেসকে পরিষ্কার ভাষায় অবহিত করেছেন যে, তিনি (আহমদী) মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আখিরী শরীয়ত আনয়নকারী নবী বলে বিশ্বাস করেন, কিন্তু মির্যা গোলাম আহমদকে মনে করেন যে, তিনি একজন নবী, যিনি মামুর মিনাল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট) এবং নুযুলে মাসীহ সম্পর্কিত একটি ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবায়ন ।

এটা চৌধুরী সাহেবের কথা । কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন, মুসলমানরা এটি বিশ্বাস পোষণ করে যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পর কোন প্রকারেরই নবীর আগমন হবে না । তাহলে সমগ্র ব্যাপারটির সারমর্ম দাঁড়ালো এই যে, মির্যা গোলাম আহমদ দু'টি ব্যক্তিত্বের একটি ছিলেন । হয় তিনি একজন সত্য নবী ছিলেন, কিংবা একজন মিথ্যা নবী ছিলেন । তাহলে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নুবুওয়াতের ভিত্তি হলো তারাই যা'রা কাদিয়ানী আকীদা রাখে । মুসলমানরা তাকে স্বীকার করে না । তাহলে কাদিয়ানী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একথা বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি মির্যা গোলাম আহমদ এবং তার পয়গামের উপর বিশ্বাস রাখে না সে তার মতাদর্শ অনুযায়ী কাকির । একারণেই গায়র-আহমদীদেরকে গায়র-মুসলিম মনে করা ফরয । তাদের পিছনে নামায পড়া জাযিয় হবে না । কেননা আমরা (আহমদী) ওদেরকে (মুসলমানদেরকে) আল্লাহ্‌র নবীদের মধ্যে থেকে একজন নবীকে অস্বীকারকারী মনে করি । এটি হলো একটি উক্তি ।

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, ‘গায়র আহমদীর সন্তানও গায়র আহমদী । অতএব তারও নামায পড়া চলবে না । হয়রত মাসীহ মাসউদ মির্যা গোলাম আহমদ, সেই আহমদীর প্রতি অত্যন্ত খারাপ মনোভাব পোষণের কথা প্রকাশ করেছেন, যে আপন মেয়েকে গায়র-আহমদীর সাথে বিবাহ দিয়েছে । (আনওয়ায়ে

খিলাফতঃ মির্য়া মাহমুদ আহমদ : পৃষ্ঠা ৮৪-৮৯)।' যখন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পরলোক গমন করেন তখন স্যার যাকরুল্লাহ খান, যিনি ঐ সময়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, জনগন থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং তার জানাযার নামায়ে শরীক হন নি।

এবার স্বাধীনতালাভের এক বছর পূর্বেকার, মির্য়া মাহমুদের উক্তির কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

এক বছর পূর্বে (পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের এক বছর পূর্বে) আমি আমার একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে একজন অতি দায়িত্বসম্পন্ন ইংরেজ অফিসারকে বলে পাঠিয়েছিলাম যে, পার্সী (অগ্নি উপাসক) এবং খ্রীষ্টানদের মত আমাদেরও অধিকার যেন স্বীকার করে নেওয়া হয়। একথার উপর ঐ অফিসার বললো, এগুলো তো সংখ্যালঘু ধর্মীয় দল। আমি উত্তরে বললাম, পার্সী, খ্রীষ্টান ধর্মীয় দল। যেভাবে এদের অধিকার পৃথকভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে সেভাবে আমাদের অধিকার যেন স্বীকার করে নেওয়া হয়। তুমি একজন করে পার্সী উপস্থাপন করে যাও, আমি এর মুকাবালায় দু'জন করে আহমদী উপস্থাপন করে যাব। এতে দিন-তারিখেরও উল্লেখ করা হয়েছে (১৩ নভেম্বর, ১৯৪৬ইং)।

এই ছিলেন মির্য়া মাহমুদ আহমদ কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের নেতা এবং স্যার যাকরুল্লাহ খান খুব সম্ভবতঃ তার প্রতিনিধি। অনুরূপভাবে স্বাধীনতার মুহূর্তে এবং সীমান্তরেখা চিহ্নিত করার সময় কাদিয়ানীরা এই মর্মে একটি আবেদন পেশ করে যে, তারা হচ্ছে মুসলমানদের থেকে পৃথক একটি জামাআত। এর প্রতিক্রিয়া এই দেখা দেয় যে, পাঞ্জাবের সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে মুসলমান অধিবাসীদের অনুপাত নিম্নমুখী হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত (এডয়ার্ড) সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, গুরুদাসপুর হিন্দুস্তানকে দেওয়া হবে যাতে তারা (হিন্দুস্থানীরা) কাশ্মীরের সাথে সরাসরি সম্পর্ক রাখতে পারে। তাহলে কাদিয়ানীদের একথার উপর গুরুত্ব আরোপ করা যে, তাদেরকে ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অংশ মনে করা হোক -পাকিস্তানের পজিশন (অবস্থান) বিরোধী। একেবারে অনেক সূচনাকালে কাদিয়ানী নেতৃত্ব তাদের অনুসারীদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপদেশ দিয়েছিল যে, বেলুচিস্তান প্রদেশের ক্ষুদ্র জনবসতিকে তারা যেন আহমদী বানিয়ে

নেয়, যাতে করে ধর্মান্তরের মাধ্যমে অন্ততঃ একটি প্রদেশকে যেন তারা নিজেদের বলে আখ্যায়িত করতে পারে -উপরন্তু তারা যেন সশস্ত্রবাহিনীতে ভর্তি হয়। পরবর্তী কালে শিল্প-বাণিজ্যে তাদের জ্বরদস্তিমূলক সুদৃঢ় অবস্থান লাভ এবং সিভিল সার্ভিস ও সামরিক বাহিনীতে শক্তি অর্জন এই আশংকার সৃষ্টি করে যে, শেষ পর্যন্ত কাদিয়ানীরা পাকিস্তানকে আবার কব্জা করে না বসে। পাকিস্তান ভেংগে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক লোকই কাদিয়ানী কার্যকলাপের উল্লেখ করে থাকেন। এ ধরনের ইশারা-ইঙ্গিত দৈনিক 'বাংলাদেশ অবজারভার' এর চিঠিপত্র কলামে পাওয়া গেছে। এই পটভূমিতে দূরদূরান্তে বর্তমান গভগোল ছড়িয়ে পড়াটা বিশ্বয়ের কোন ব্যাপার নয়- যদিও তা অতীব নিন্দনীয়। মুসলমানরা এই মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, কাদিয়ানীরা অত্যন্ত দাঙ্কিক, কঠোর এবং উত্তেজনা সৃষ্টিকারী আচরণ করে থাকে। মুসলমানদের নিজেদের এই দায়িত্ববোধের কারণে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে ন্যায্যনাগুণ পছন্দ অবলম্বন করবে একথা এক দিকে ঠিক, তবে একথাও ঠিক যে, অত্যাধিক উত্তেজিত হওয়ার কারণে যখন তারা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পড়ে তখন দুর্নীতিবাজ লোকেরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অন্যায় ও অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়। বর্তমানে কি এসব কিছু হচ্ছে? ইতিবাচক জবাব দেওয়া যাবে না। যাহোক মৌলিক সমস্যা, যার সমাধান করা যাচ্ছে না তা হলো কাদিয়ানীদের সমস্যা। সংখ্যালঘুরা বলে যে, পাকিস্তানে তাদের সাথে আচরণ, যদিও সে পরিমাণ ইসলামী নয়, তবু সংখ্যালঘুদের সাথে অর্থাৎ পার্সী, খ্রীষ্টান, হিন্দু ও গায়ানীদের সাথে সদাচারের যে রেকর্ড পাকিস্তানের রয়েছে তা নিশ্চিতভাবে দৃষ্টান্তমূলক। যদি কাদিয়ানীদের ক্ষেত্রেও সংখ্যালঘু হিসাবে সাংবিধানিক নিরাপত্তা অর্জিত হয়ে যায় তাহলে তারা শান্তি ও পারস্পরিক সৌহার্দ লাভের সুযোগ পাবে। এটি একটি প্রকৃত ঘটনা যে, তারা ইতিমধ্যে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক অঙ্গনে একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। আর এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় আচরণ কিংবা শত্রুতামূলক ব্যবহার আদৌ করা হয় নি। জটিলতা দেখা দেওয়ার কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে তাদের সীমিতরিক্ত উচ্চাভিলাষ। হাইকোর্টের একজন বিচারপতি এই গভগোলের ব্যাপারটি তদন্ত করে দেখছেন। কিন্তু স্যার যাকরুল্লাহ খানের এই চেষ্টার ফলে আরো বেশী অবিশ্বাসের সৃষ্টি

হবে যে, তিনি মানবাধিকার কমিশন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে আমেরিকা এবং বৃটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পর্যন্ত এ ব্যাপারে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন।” উদ্ধৃতি শেষ হলো। আমি এই অংশটি শুনাতে চাচ্ছিলাম।

- মির্থা নাসির : এ বিষয়টির উৎস—
- এটর্নী জেনারেল : এগুলো হচ্ছে ধারণা ও অনুভূতি।
- মির্থা নাসির : জামাআতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে (ভুল) ধারণার সৃষ্টি করা হচ্ছে।
- এটর্নী জেনারেল : বিষয় যাই হোক, এই ব্যক্তি যাকরুল্লাহ খানের প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন রিপোর্টার হিসাবে তাতে যোগদান করেছিলেন। পরে রিপোর্ট লিখেছেন এবং বলেছেন যে, আহমদীদের অবস্থান হচ্ছে এই—
- মির্থা নাসির : চৌধুরী যাকরুল্লাহ খান এটা বলেন নি—
- এটর্নী জেনারেল : কখনো বলেন নি। এগুলো হলো চৌধুরী সাহেবের প্রেস কনফারেন্সের ধারণা ও পর্যালোচনা কিংবা চৌধুরী যাকরুল্লাহ খান যা কিছু বলেছিলেন তা। আচ্ছা তাহলে এখানে এই অনুভূতি যে, স্বাধীনতাকালে কিংবা স্বাধীনতার কিছু পূর্বে জামাআতে আহমদীয়ার অবস্থান ছিল এই যে, তারা পৃথক (একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়) যেমন পার্সী ইত্যাদি---।
- মির্থা নাসির : এটা কিভাবে?
- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, আপনি মির্থা মাহমুদের উক্তি বিশ্লেষণ করুন।
- মির্থা নাসির : আমি এখন এই অবস্থায় নেই; চেক করে দেখবো।
- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, এবার আমি অপর একটি বিষয়ের উপর আলোচনা করবো। আপনার দৃষ্টিতে ‘মাসীহ মাওউদ’ এর অর্থ কি এবং এর দ্বারা কি বুঝায়? এটা কি হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় জন্ম কিংবা এ ধরনের অন্য কোন বস্তু? আমি বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই।
- মির্থা নাসির : এ ধারণা ভুল যে, দ্বিতীয়বার আত্মার আগমন হয়েছে, যেমন হিন্দুরা বিশ্বাস করে থাকে। বরং ‘মাসীহ’-এর এই উন্মত্তের মধ্যে নাযিল হওয়ার দ্বারা তার জায়গায় তার স্বভাব-চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাদি নিয়ে অন্য কারো আগমনকেই বুঝাচ্ছে। হলিয়া (অবয়ব) দুই-অবিকল চেহারাখানি নিয়ে মাসীহ নাসিরী দু’বার আসবেন না বরং তার সৌন্দর্যাবলীর অধিকারী এক ব্যক্তি জন্ম নেবেন, যিনি ইসলামের নির্ধারিত হওয়ার যুগে মানবজাতির

অন্তকে জয় করবেন। আর আমাদের আকীদা মতে তিনি হচ্ছেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব। এটাই হচ্ছে ‘মাসীহ মাওউদ’-এর ধারণা। গত বছর বিদেশ সফরকালে আমাকে এ ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন আমি উত্তর দিয়েছিলাম এই বলে যে, আমরা সমগ্র বিশ্বকে এক উন্নত বানিয়ে দেব। অর্থাৎ সমগ্র ঈসায়ী ও অন্যান্য বেদীন, সবাই এক হয়ে যাবে।

- এটর্নী জেনারেল : আমার যে প্রশ্ন ছিল তা ছিল পুণর্ব্বার দেহ ধারণ-পূর্নজন্ম।
- মির্যা নাসির : কখনো নয়, এ ধরনের কোন ধারণাই নয়, বরং এর অর্থ সৌন্দর্য্যাবলীর অধিকারী।
- এটর্নী জেনারেল : তার গুণাবলীর অধিকারী?
- মির্যা নাসির : হ্যাঁ, গুণাবলীর অধিকারী।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু গোলাম আহমদ বলেন, মাসীহ কে ছিল? তার কি চাল চলন ছিল? শুধু খাও, পান কর-না যাহিদ (সংসার বিরাগী), না আবিদ (উপসনাকারী), না সত্যের পূজারী (বরং) দাঙ্কিক, আত্মজরী, খোদায়ীর দাবীকারী (মাকতূবাতে আহমদিয়া : তৃতীয় খন্ড : পৃষ্ঠা ২৩-২৪)। এগুলোই কি ছিল হযরত ঈসা (আঃ) এর গুণাবলী, যা মির্যা সাহেব বর্ণনা করেছেন। আর এই সৌন্দর্য্যাবলী নিয়েই কি মির্যা সাহেব এসেছেন?
- মির্যা নাসির : এগুলো তো ইনজীলের কথা।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু মির্যা সাহেব তো আপন পুস্তক সমূহে এগুলোকে সঠিক বলে স্বীকার করে নিয়েই হযরত ঈসা (আঃ) কে হয়ে করনের উদ্দেশ্যে তা লিখেছেন।
- মির্যা নাসির : কিন্তু আপনি অগ্র-পশ্চাৎ পড়ুন।
- এটর্নী জেনারেল : এই পুস্তকটি আমার কাছে আছে। এতে তিনি মাসীহ (আঃ)-এর চাল চলন সম্পর্কে লিখেছেন।” (আর তা হলো,) খাও, পান কর, না যাহিদ, না আবিদ, না সত্যের পূজারী, দাঙ্কিক, খোদায়ীর দাবীকারী (মাকতূবাতে আহমদিয়া : তৃতীয় খন্ডত : পৃষ্ঠা ২৩-২৪)।”
- মির্যা নাসির : জ্বী, এটা ঠিক।
- এটর্নী জেনারেল : এ পুস্তকটিও দেখে নিন। এতে তিনি লিখেছেন যে, মাসীহ (আঃ) এর বংশ অত্যন্ত পবিত্র ও নিষ্কলুষ(?) ছিল। তার তিন দাদী ও নানী ব্যাভিচারিনী ও বেশ্যা ছিল, যাদের রক্ত থেকে তার অস্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। যামীমা-ই-আনজামে আথম : পৃষ্ঠা ৭ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা- ২৯১, দ্বিতীয় খন্ড (টীকা)।

- মির্য়া নাসির : রেফারেন্স কি তা চেক করে দেখতে হবে।
- এটর্নী জেনারেল : 'যামীমা-ই-আনজামে আথম : পৃষ্ঠা -৭ এর টীকার বাক্যটি পড়ুন। এটা হচ্ছে মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পুস্তক- ইনজীল নয়। আপনার হাতে মির্য়া সাহেবের পুস্তক-
- মির্য়া নাসির : জ্বী, ঠিক আছে।
- এটর্নী জেনারেল : ইনজীলের রেফারেন্সে আপনারা যা বলে থাকেন তা এবার বলুন।
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, যেগুলো ইনজীলের রেফারেন্স তা বলব এবং যা নিজের পক্ষ থেকে বলছেন তাও বলবো।
- এটর্নী জেনারেল : হ্যাঁ, প্রকৃত অবস্থাকে বিশ্লেষণ করার জন্য যে গুণাবলী ও বিশ্লেষণের কথা তিনি বলেছেন। পরবর্তী রেফারেন্স হলো, মির্য়া সাহেব বলেছেন, 'মাসীহ নিজে থেকে নিজেকে পবিত্র বলতে পারেন না।' এটা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স। এটা কি এই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে, তা আপনাকে বলতে হবে?
- মির্য়া নাসির : কিন্তু এটাতো ইয়াসূ (ইনজীলে বর্ণিত একজন নবী) সম্পর্কে।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু মির্য়া সাহেব তো বলেন যে, মাসীহ ইয়াসূ, ইবনে মারইয়াম একই ব্যক্তি।
- মির্য়া নাসির : কিন্তু ইনজীলের রেফারেন্সে।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব হযরত মাসীহ (আঃ) সম্পর্কে লিখেছেন, ইয়াসূ এজন্য নিজেকে পবিত্র বলতে পারেন না যে, মানুষ জানত, এ লোকটি শারাবী (মদ্যপায়ী) ও কাবাবী। তার খারাপ চাল চলন, খোদায়ী দাবী করার পর থেকে নয়। বরং প্রথম থেকেই এরূপ মনে হয়। সুতারাং খোদায়ীর দাবী মদ্য পানেরই ফলশ্রুতি [সংবচন : পৃষ্ঠা ১৭২ : দৃষ্টব্য - রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা ২৯৬ : দশম খন্ড (টীকা)] এ বাক্যটি মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবের একথাতো আপনি স্বীকার করেন। এবার আমাকে বলুন যে, ইনজীলের সাথে এর কি দূরদূরান্তের সম্পর্কও রয়েছে 'খোদায়ীর দাবী মদ্যপানের ফলশ্রুতি'-একথার সাথে বাইবেলের কী সম্পর্ক রয়েছে?
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন মির্য়া গোলাম আহমদ সাহেব পরিণামে পৌছে যাচ্ছেন, শেষ সিদ্ধান্ত প্রদান করছেন, এটা তার নিজের মন্তব্য। ইনজীলের সাথে এর কী সম্পর্ক?

- মির্য়া নাসির : হ্যা, চেক করবো, বলবো, প্রত্যেকের কাছে নিবেদন করবো ।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর মির্য়া সাহেব বলেন—
- মির্য়া নাসির : এটা ঐ রেফারেন্সই?
- এটর্নী জেনারেল : না, এটা অন্য ।
- মির্য়া নাসির : এটা কোন্টা?
- এটর্নী জেনারেল : আনজামে আথম : পৃষ্ঠা ৬ : দ্রষ্টব্য— রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা - ২৯০, একাদশ খন্ড । এটা মির্য়া সাহেবরই লেখা । তিনি হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে লিখেছেন, আপনার (বন্ধনীর মধ্যে হযরত ঈসা লিখেছেন— ইয়াসূ লিখেন নি) প্রায়ই গালাগালি করার এবং কটু কথা বলার অভ্যাস ছিল আর আপনার কিছু পরিমাণ মিথ্যা বলারও অভ্যাস ছিল — আর অত্যন্ত লজ্জার কথা এই যে, আপনি পাহাড়ী ওয়ায, যাকে ইন্জীলের মস্তিষ্ক বলা যায়, যাহুদীদের কিতাব ‘তালমূদ’ থেকে চুরি করে এনে লিখেছেন । এটা কি কোথাও বাইবেলে আছে? যদি থাকে তাহলে আনুন ।
- মির্য়া নাসির : ইন্জীলে অবশ্য নেই, তবে ঈসায়ীদের সাহিত্যে আছে ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি অবস্থান পরিবর্তন করে ফেললেন । কিন্তু কারো সাহিত্যকে সামনে রেখে একজন সত্য নবীর উপর আপত্তি উত্থাপন করা, তাও আবার চারিত্রিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে—এটা কি ঠিক? আমি এ ধরনের প্রত্যেকটি কথা আপনার সামনে পেশ করছি, যাতে আগামীতে কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয় ।
- মির্য়া নাসির : হ্যা, এটা ঠিক ।
- এটর্নী জেনারেল : ‘আনজামে আথম : পৃষ্ঠা ৭ (টীকা) : দ্রষ্টব্য— রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা - ২৯১ : একাদশ খন্ডে আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) -এর হাতে ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনা ছাড়া কিছু ছিল না ।
- মির্য়া নাসির : এর রেফারেন্স?
- এটর্নী জেনারেল : আনজামে আথম । অতঃপর সামান্য আগে এই পৃষ্ঠায়ই আছে যে, তার (ঈসার) বেশ্যাদের প্রতি আকর্ষণ এবং তাদের সংসর্গও সম্ভবতঃ একারণে ছিল যে, এর মধ্যখানে দাদী নানী সম্পর্ক বিরাজ করছে ।
- মির্য়া নাসির : চেক করলে সব কিছুর বিশ্লেষণ এসে যাবে ।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব (যামীমা-ই-আনজামে আথম, পৃষ্ঠা-৫ : দ্রষ্টব্য— রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা ২৮৯, একাদশ খন্ড) লিখেছেন’ যে,

“মতির ইন্জীল থেকে জানা যায়, তার (হযরত ঈসার) বুদ্ধি ছিল খুবই মোটা। তিনি মূর্খ স্ত্রীলোক এবং সাধারণ মানুষের ন্যায় মৃগীকে রোগ মনে করতেন না, বরং জ্বিনের অপদেবতা জনিত ব্যাধি বলে মনে করতেন। হ্যাঁ, তার বেশীর ভাগ অভ্যাস ছিল গালাগালি করার এবং কটু কথা বলার। তুচ্ছ তুচ্ছ কথায়ও তার রাগ চড়ে যেত। তিনি ভাবালুতা থেকে নিজেকে প্রতিহত করতে পারতেন না। কিন্তু আমার মতে, তার এই আচরণের মধ্যে আক্ষেপের কিছু নেই। কেননা তিনি তো গালিগালাজও করতেন। একথাও স্মরণ থাকে যে, তার কিছু পরিমাণ মিথ্যা বলারও অভ্যাস ছিল”। এখন দেখুন মির্যা নাসির সাহেব, ‘মতির ইন্জীল থেকে জানা যায়’-এর অর্থ এই যে, উপসংহার নিজেই টানছেন, মূলতঃ তাতে এই বাক্য নেই এবং শেষে ‘আমার মতে’ শব্দটি বলে দিচ্ছে যে, একথাগুলো তিনি নিজের পক্ষ থেকে লিখছেন -ইন্জীল থেকে নয়।

- মির্যা নাসির : এই রেফারেন্স তো পূর্বে এসে গেছে।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি কি এটা স্বীকার করবেন যে, একজন নবী এই সৌন্দর্যাবলীর(?) অধিকারী হতে পারেন?
- মির্যা নাসির : আমি স্বীকার করি যে, ইন্জীলে এগুলো হযরত মসীহ (আঃ)-এর উপর উত্থাপিত মিথ্যা অভিযোগ, এগুলোর মূলে কোন সত্যতা নেই।
- এটর্নী জেনারেল : বিশ্বয়ের ব্যাপার এই যে, আপনি বলেছিলেন, আমরা স্নেহর্দ্র ভাষায় কথা বলি, কারো হৃদয়ানুভূতিতে আঘাত করি না। কিন্তু এই মিথ্যা অভিযোগগুলো উত্থাপন করে একজন নবীর সত্তা, সে নবীকে মান্যকারী মাসীহী জনগণ, অতঃপর মুসলমানদের মধ্যে এই উদ্বেজনা সৃষ্টির কারণ কি? শেষ পর্যন্ত এর কি কোন বৈধতা আছে?
- মির্যা নাসির : আমরা স্নেহর্দ্র ভাষায় কথা বলি, কিন্তু এটা কী প্রসঙ্গে তা আমি বলবো।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু দেখুন, এই সমস্ত লোকেরা (সংসদ সদস্যরা) দেখছেন।
- মির্যা নাসির : প্রত্যেকটি কথার আলোচনা হওয়া চাই।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা গোলাম আহমদ বলেছেন, ইবনে মারীয়ামের কথা ছাড়, গোলাম আহমদ তার চাইতে শ্রেষ্ঠ (দাফিউল বালা : পৃষ্ঠা-২৪ : দ্রষ্টব্য- ‘রুহানী খাযায়িন’ : পৃষ্ঠা ২৪০ : অষ্টাদশ খন্ড) এর অর্থ কি?

- মির্য়া নাসির : -দেখুন না, ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে গেছে। গোলাম আহমদ নয়, সম্বন্ধ পদ সহযোগে পড়ুন- 'গোলামে আহমদ' অর্থাৎ আহমদের গোলাম।
- এটর্নী জেনারেল : অর্থাৎ আহমদের গোলাম একজন নবী, যিনি অপর একজন নবীর চাইতে শ্রেষ্ঠ।
- মির্য়া নাসির : না, না, আহমদ থেকে ফায়য (কল্যাণ পরশ) লাভকারী, মুসা (আঃ) থেকে ফায়য লাভকারীর চাইতে শ্রেষ্ঠ।
- এটর্নী জেনারেল : আঁ হযরত থেকে ফায়য লাভকারী তো হযূর (সাঃ) এরই উম্মত হলেন?
- মির্য়া নাসির : কিন্তু তিনি তো বনী ইসরাঈলের নবীদেরও অগ্রে চলে গেছেন। (তাওবা, তাওবা আওয়াজ উঠে)।
- এটর্নী জেনারেল : 'এর চাইতে শ্রেষ্ঠ গোলাম আহমদ'-এই বাক্যের 'শ্রেষ্ঠ' শব্দ দ্বারা কি তিনি নিজেকে বুঝাচ্ছেন?
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, নিজেকে বুঝাচ্ছেন।
- এটর্নী জেনারেল : অর্থাৎ মির্য়া গোলাম আহমদ ঈসা (আঃ)-এর চাইতে মহান।
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, ঈসা (আঃ)-এর চাইতে মহান, কিন্তু হযূর (সাঃ)-এর কারণে তার মাধ্যমে।
- এটর্নী জেনারেল : একজন প্রকৃত নবী থেকেও এগিয়ে গেলেন?
- মির্য়া নাসির : এবার তো অন্য একটি বিষয় এসে গেল।
- এটর্নী জেনারেল : অন্য বিষয় কোথায় এসে গেল? 'ইবনে মারইয়াদের কথা ছাড়া, তার থেকে গোলাম আহমদ শ্রেষ্ঠ' -এই বাক্যের আপনি যে বিশ্লেষণ করলেন তা এই যে, মির্য়া সাহেব ঈসা (আঃ) -এর চাইতে মহত্তর; -এর কারণ আপনার কথা অনুযায়ী যাই হোক, কিন্তু এটা আপনার আকীদা যে, মির্য়া কাদিয়ানী ছিলেন ঈসা (আঃ)-এর চাইতে শ্রেষ্ঠ। পরে আপনি এর যে ঘোরানো ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তা মুসলমানরা মানে না। এটা আপনার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। কথা এতটুকুই - হ্যাঁ, আর একটি প্রশ্ন আছে।
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, এটাকে যেতে দিন, অন্য প্রশ্ন করুন।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া গোলাম আহমদ বলেছেন, হযূর (সাঃ) যাহুদীদের হাতের পনীর খেতেন। আর একথা সর্বজনখ্যাত ছিল যে, তাতে শুয়ারের চর্বি পড়ত (আলফযল, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ইং পৃষ্ঠা-৬,

কলাম-৩)। এটা কি দুর্গাম রটনা, না নিজের জন্য পনীর খাওয়ার বৈধতা সৃষ্টি করণ?

মির্যা নাসির : দেখুন, সিল সিলা-ই-আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন, সন্দেহ দ্বারা কোন জিনিষ অপবিত্র হয় না। অতঃপর তিনি এর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। শয়তানের কাজ এই যে, সে কুমন্ত্রণা দেয়। সন্দেহ দ্বারা আপনি জানেন যে, গোসল ওয়াজিব হয় না।

এটর্নী জেনারেল : আমি তো এর ব্যাখ্যা চাই।

মির্যা নাসির : আল্লাহর ওয়াস্তে এর উপর তর্ক করবেন না। ক্ষ্যান্ত দিন; যেতে দিন, উহু আল্লাহু, এটা কি? তাওবা তাওবা।

চেয়ারম্যান : এ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। আপনারা চলে যান। সোয়া বারোটায় পুনরায় আসুন।

[বিরতির পর পুনরায় কমিটির অধিবেশন বসে।
চেয়ারম্যান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।]

চেয়ারম্যান : দরজা বন্ধ করে দিন। প্রতিনিধিদল এসে গেছে।

এটর্নী জেনারেল : মির্যা গোলাম আহমদ কি একথা বলেছেন “পুরাতন খিলাফতের বিতর্ক ছাড়ো, এখন একটি নতুন খিলাফত গ্রহণ কর, একজন জীবিত আলী—(মির্যা গোলাম আহমদ) তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান। তোমরা তাকে ছেড়ে একজন মৃত আলীকে তালাশ করছ। (মালফুয়াতে আহমদীয়া : দ্বিতীয় খন্ড : পৃষ্ঠা-১৪২)।”

মির্যা নাসির : ‘মৃত আলী’ এর অর্থ পরলোক গত।

এটর্নী জেনারেল : একথা তো আপনি বলেছেন। কিন্তু এটা (উপরে বর্ণিত) কি মির্যা কাদিয়ানীর উক্তি? আপনি এটাকে স্বীকার করেন?

মির্যা নাসির : হ্যাঁ, তাঁর উক্তি। কিন্তু এটা তিনি একজন গোড়া শী‘আকে বলেছিলেন।

এটর্নী জেনারেল : যাকেই বলেন, বলেছেন এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করছেন এই বলে যে, আমি জীবিত এবং তিনি (আলী) মৃত। এটাই হচ্ছে তার পূর্বাপর কথা যে, তিনি নিজেকে আলী থেকে শ্রেষ্ঠতর বলেন।

মির্যা নাসির : কিন্তু তিনি পরলোকগত।

এটর্নী জেনারেল : তাহলে (কথার মর্ম হলো, পরলোকগত আলীকে ছাড়ো, জীবিত আলী মির্যা গোলাম আহমদকে ধরো, যিনি তার (আলী) থেকে শ্রেষ্ঠতর।

মির্যা নাসির : জী, পরলোকগত -এর স্থলে জীবিত।

- এটর্নী জেনারেল : তাহলে হযর (সাঃ)-ও পরলোকগত। অতএব তাকেও ছাড়ো।
- মির্যা নাসির : না। তিনি-
- এটর্নী জেনারেল : আমার উপলব্ধি এই যে, 'ইবনে মারইয়ামের কথা ছাড়ো, গোলাম আহমদ তার থেকে শ্রেষ্ঠ- এখানেও একথা বলা হচ্ছে যে, হযরত আলীকে ছাড়ো, আমার কাছে আসো।
- মির্যা নাসির : আমি নিবেদন করবো যে, এই উপলব্ধি-
- এটর্নী জেনারেল : উর্দু ভাষার বাক্য। যারা এখানে শোতা এবং যারা এখানে উপস্থিত আছেন তারা এর অর্থ বুঝেন। আপনি এখানে 'তাজীল' (সামঞ্জস্যমূলক বিশ্লেষণ প্রদান) -এর কাঁচি চালাবেন না। মির্যা কাদিয়ানী কোন্ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কি বলতেন এটা তারাও বুঝতে পারছেন।
- গারদেখী সাহেব : জনাব, আল্লার ওয়াস্তে-
- চেয়ারম্যান : গারদেখী সাহেব, থামুন। এটর্নী জেনারেল সাহেব, এগিয়ে যান।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেব এই লিখেছেন যে, "হযরত ফাতিমা কাশফী অবস্থায় আপন উরুর [কোলের] উপর আমার মাথা রেখেছেন।" (এক গালতী কা ইয়ালা : টীকা - ৯ : দ্রষ্টব্য- 'রুহানী খাযায়িন' : পৃষ্ঠা - ২১৩ : অষ্টাদশ খন্ড)।
- মির্যা নাসির : মূল হাওয়ালা দেখছি।
- এটর্নী জেনারেল : উর্দু বাক্য। আপনি দেখতে থাকুন, আমি পরবর্তী প্রশ্ন পড়ছি। মির্যা বলেছেন,
- کریلا است سیر هر آنم * صد حسین است در گریبانم
- "কারবালা সব সময় আমার পরিভ্রমণস্থল, আর শত হুসায়ন আমার কলারের মধ্যে রয়েছে।" (নুযুলুস মাসীহ : পৃষ্ঠা-৯৯ : দ্রষ্টব্য- 'রুহানী খাযায়িন' : পৃষ্ঠা-৪৭৭ : অষ্টাদশ খন্ড)।
- মির্যা নাসির : এটি একটি শীআ' আলিমের উত্তরে-
- এটর্নী জেনারেল : শীআ' আলিমের উত্তরে হযরত হুসায়নকে এবং ইসায়েীদের উত্তরে হযরত ইসা (আঃ)-কে হেয় করা - ঠিক আছে, আমি বুঝে গেছি।
- মির্যা নাসির : জ্বী হ্যাঁ, বহুত-
- এটর্নী জেনারেল : আমাদের অবস্থান পরিষ্কার -এটা একটা 'ডবল গেম' খেলোয়াড়ি প্রতারণা।
- মির্যা নাসির : আপনার মর্জি-

- এটর্নী জেনারেল : এর বাক্যগুলো পড়ছি।
- মির্খা নাসির : জী, কিন্তু। গোলাম আহমদ) হযরত হুসায়নের যে প্রশংসা করেছেন আমি পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছি।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন-
- চেয়ারম্যান : মিঃ এটর্নী, পড়তে দিন, (তিনি) ব্যাখ্যা করুন -কিন্তু এই কবিতার ব্যাখ্যা (করতে হবে)।
- মির্খা নাসির : হযরত হুসায়নের প্রশংসা।
- চেয়ারম্যান : কবিতার বিশ্লেষণ সম্পর্কে তার কিংবা আপনার কোন উদ্ধৃতি থাকলে দিন, অন্যথায় এগিয়ে চলুন। হ্যাঁ, মিঃ এটর্নী জেনারেল।
- আব্দুল আযীয ভাট্টি : দেখুন জনাব, সাক্ষ্যদাতা বিশ্লেষণ করতে পারেন, কিন্তু প্রত্যুতকৃত জবাব, যা কোন ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে পড়তে পারেন না। এটা হচ্ছে আমার পয়েন্ট অব অর্ডার।
- চেয়ারম্যান : এটর্নীর সাথে কথা বলে নিন।
- মির্খা নাসির : আমি উদ্ধৃতির উক্তিটি পেশ করতে পারি?
- চেয়ারম্যান : তার (আবদুল আযীয ভাট্টির) আপত্তি বিবেচনাযোগ্য। লিখিত উক্তি পড়া -এটা আইনতঃ বৈধ নয়।
- মির্খা নাসির : আমি উদ্ধৃতি পড়তে পারি?
- এটর্নী জেনারেল : আপনার স্বরণশক্তিকে সজীব করার জন্য, মুখস্ত বিষয়, যা লিখিত অবস্থায় আপনার কাছে আছে, তা পড়তে পারেন।
- মির্খা নাসির : হযরত হুসায়ন পবিত্র ছিলেন, পবিত্রচেতা ছিলেন এবং নিঃসন্দেহে ঐ সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিজহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন এবং আপন প্রেম দিয়ে ভরিয়ে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন বেহেশতের সর্দারদের অন্যতম এবং তার প্রতি অনুপরিমাণ হিংসা পোষণ, ঈমান বিলুপ্ত হওয়ারই কারণ। আর এই ইমামের তাকওয়া, মুহাব্বত, সবার, ইসতাকামত (ঈমানের দৃঢ়তা), যুহুদ (পৃথিবীর প্রতি অনাসক্তি) এবং ইবাদত -বন্দেগী আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। আমরা এই নিষ্পাপ ব্যক্তির হিদায়াত থেকে, যা তিনি পেয়েছিলেন, আমাদের ইবাদত-বন্দেগীর সূচনা করি। সে অন্তর ধ্বংস হয়ে গেছে, যে তার শত্রু। সফলকাম হয়েছে সেই অন্তর, যা কার্যকরভাবে তার মুহাব্বত প্রকাশ করে। তার ঈমান, চরিত্র, বীরত্ব, তাকওয়া, দৃঢ়তা এবং মুহাব্বত এমনি যে, তিনি যাবতীয় নুকুশ তথা আকার

আকৃতি ও প্রতিফলন পদ্ধতিতে, কামিল অনুসারীদের সাথে নিজেকে ধারণ করে থাকেন - যেমন একটি পরিষ্কার আয়নার মধ্যে প্রতিফলিত হয় একটি সুন্দর মানুষ।

এটর্নী জেনারেল : কিন্তু হুসায়নের এই সমগ্র সৌন্দর্য সত্ত্বেও হাজার হুসায়ন মির্খার কলারের মধ্যে পড়ে রয়েছেন।

মির্খা নাসির : আমি আরো একটি উদ্ধৃতি পড়ছি।

চেয়ারম্যান : কবিতার ব্যাখ্যা প্রশংসে, না প্রশংসার?

মির্খা নাসির : প্রশংসার ও মর্যাদার।

চেয়ারম্যান : এটি রেখে দিন, আসল বিষয়ের উপর আলোচনা করুন। সময়-

এটর্নী জেনারেল : কখনো মুবাল্লিগ, কখনো মুজাদ্দিদ, কখনো মাসীহ - এভাবে তিনি (মির্খা গোলাম আহমদ) অনবরতঃ তার অবস্থান পরিবর্তন করতেন। হযরত হুসায়ন সম্পর্কেও তিনি তার অভিমত পরিবর্তন করে থাকবেন। এই কবিতার পরের কোন হাওয়ালা দিন। আরো আগে চলুন। দেখুন, মির্খা বলেছেন, 'আমার এবং তোমাদের হুসায়নের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আর তা এই যে, আমি আল্লাহ কর্তৃক নিহত (কুশতা) এবং তোমাদের হুসায়ন শত্রু কর্তৃক নিহত (ইজাযে আহমদী : পৃষ্ঠা-৮১ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা - ১৯৩ : উনবিংশ খন্ড)।

মির্খা নাসির : আমি চেক করে নেব।

এটর্নী জেনারেল : আপনি চেক করবেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন এটাও হবে যে, 'তোমাদের হুসায়ন'- মির্খার একথার অর্থ হলো, হযরত হুসায়ন তার কিছু হন না। (কেমনা তিনি বলেছেন,) আমার এবং 'তোমাদের' হুসায়নের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

মির্খা নাসির : আমি চেক করব।

এটর্নী জেনারেল : আল্লা, আপনি বলেছেন, দায়েরা-ই-ইসলাম' থেকে খারিজ এবং কাফির।

মির্খা নাসির : হ্যাঁ, যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে মানে না সে 'গায়র মুখলিস' (অবিশুদ্ধচিত্ত)-কিছু পরিমাণ কাফিরও। সুতরাং প্রত্যেকের মধ্যে দু'টি স্তর আছে - মুখলিস (বিশুদ্ধচিত্ত) ও গায়র-মুখলিস (অবিশুদ্ধচিত্ত)।

এটর্নী জেনারেল : আহমদীদের মধ্যেও?

মির্খা নাসির : জ্বী আমাদের মধ্যেও।

- এটর্নী জেনারেল : তাহলে আপনাদের মধ্যেও যে গায়র মুখলিস হবে সেও কিছু পরিমাণ কাফির?
- মির্থা নাসির : ঐ পরিমাণ সেও কাফির।
- এটর্নী জেনারেল : এক ব্যক্তি তার বিবেকের দংশন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মির্থা গোলাম আহমদকে নবী মানে না তাকে আপনি কোন্ স্তরে রাখবেন?
- মির্থা নাসির : পাপী, গায়র মুখলিস।
- এটর্নী জেনারেল : গায়র মুখলিস, কিছু পরিমাণ কাফির?
- মির্থা নাসির : জ্বী।
- এটর্নী জেনারেল : ঠিক আছে।
- মির্থা নাসির : দেখুন, আমি চেক করেছি। 'দাফিউল বালা' নিন্ কিংবা 'ইবনে মারইয়ামের কথা ছাড়' - এই কথা নিন এসব তো হলো কাব্যিক উক্তি। এই যে কিতাব আমার হাতে আছে।
- এটর্নী জেনারেল : নবী কি তার কাব্যিক উক্তিতে প্রকৃত-বিরুদ্ধ কথা বলেন? নবী কি কখনো অসত্য কথা বলেন?
- মির্থা নাসির : হ্যাঁ, আপনি একটি সঠিক পয়েন্ট ধরেছেন। ঠিক আছে ছাড়ো, কিতাব ফেরত নিয়ে নাও (আপন সদস্যদের উদ্দেশ্যে)।
- এটর্নী জেনারেল : মির্থা সাহেব কি বলেছেন, 'হুযূর (সাঃ) এর জন্য চন্দ্র গ্রহণ হয়েছিল এবং আমার জন্য চন্দ্র, সূর্য উভয়েরই গ্রহণ হয়েছে। (এতদসত্ত্বেও) এখন কি তুমি আমাকে অস্বীকার করবে?' (ইজাযে আহমদী : পৃষ্ঠা - ৭১ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন' : পৃষ্ঠা-১৮৩ : উনবিংশ খন্ড)।
- মির্থা নাসির : চেক করে দেখবো।
- আবদুল আযীয ভাট্ট : জনাব প্রত্যেকটি কথায় তারা (মির্থা নাসির) চেক করবেন বলে কেটে পড়েন। প্রথমে এটা বলুন যে, তারা এই সমস্ত হাওয়াল্লা (রেফারেন্স) স্বীকার করেন, কিংবা করেন না? যাবতীয় মূল কিতাব আমাদের কাছে আছে। আমরা সংগে সংগে দিতে থাকবো। তার (মির্থা নাসিরের) অন্যান্য সদস্য, যারা তার সাহায্যকারী, তারা চেক করতে থাকুন। এই চেক করার ব্যাপারটি এমনি যে, যে কথাকে তার (মির্থা নাসিরের) তালগোল পাকানোর ইচ্ছা, সে কথার পিঠেই বলে দেন 'চেক করবো'। কিতাবসমূহ নিন, চেক করুন। 'হ্যাঁ অথবা 'না' -এর মধ্যে বিষয়টি শেষ করে ফেলুন।

- চেয়ারম্যান : ঠিক আছে ।
- এটর্নী জেনারেল : তিনি (মির্খা নাসির) বলেন, আমি মূল কিতাব পড়বো ।
- ভাষ্টি সাহেব : তাহলে কিতাব নিয়ে নিন ।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু তিনি ঘরের মধ্যে পড়বেন (অট্টহাসি) ।
- মির্খা নাসির : এটি হচ্ছে ঘিল্লী, বুরুঘী আলোচনা সম্পর্কিত বর্ণনা । ধরুন ।
- এটর্নী জেনারেল : দিন ।
- চেয়ারম্যান : এটা নথিভুক্ত করুন ।
- এটর্নী জেনারেল : ঐ 'তোমাদের হুসায়ন' কথাটির কি হলো?
- মির্খা নাসির : যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি সন্ধ্যায় আলোচনাটি তৈরী করে দাখিল করবো ।
- এটর্নী জেনারেল : ঐ নাইজিরিয়ায় 'কালিমা-ই-তাইয়িবা' এর মধ্যে 'আহমদ রাসূলুল্লাহ্' লেখার ব্যাপারটি?
- মির্খা নাসির : সাউদিয়া থেকে আমার এক বন্ধু ম্যাগাজিনটি পাঠিয়েছেন । আমি তা আপনাকে দেখিয়েছি । কৃফী হস্তাক্ষর ও ইরানী হস্তাক্ষরের মধ্যে পার্থক্য আছে ।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু (জাতীয় সংসদের) সদস্যদের ধারণা হলো, এটা 'আহমদ'- 'মুহাম্মদ' নয় । লেখাটি স্বয়ং একথাই বলছে ।
- মির্খা নাসির : বিশ্বকে অন্য একটি নতুন কাহিনী শুনচ্ছে ।
- এটর্নী জেনারেল : সম্পূর্ণ অন্য কাহিনী । সমগ্র মুসলিম বিশ্ব থেকে সরে গিয়ে কোনরূপ টীকা-টিপ্পনী ছাড়াই স্বয়ং বলে যাচ্ছে । এটা সদস্যদের দেখারই কথা ।
- মির্খা নাসির : আমাদের অন্যান্য ইবাদতগাহের ছবিও সামনে রাখুন ।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর উভয়ের পার্থক্য দেখুন [অট্টহাসি] ।
- সরদার মাওলানা বখ্শ সুমরো : যখন তাদের সামনে একটি প্রশ্ন রাখেন তখন তারা সেটাকে অস্বীকার করবে, অতঃপর ব্যাখ্যা দেবে । যখন স্বীকার করে নেবে তখন ব্যাখ্যা দানের কী অর্থ থাকতে পারে?
- চেয়ারম্যান : এটর্নী সাহেব লক্ষ্য করুন । সাক্ষ্যদাতা একটি কথা স্বীকার করে নেওয়ার পর, আদালতের প্রয়োজন ও চাহিদা ব্যতিরেকেই তিনি নিজে থেকে সে কথার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেন, কি পারেন না?
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু মির্খা সাহেব তো প্রত্যেকটি কথাই চেক পোস্টে নিয়ে যান । অবস্থা যদি 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' -এর হয় তাহলে তো কথাবার্তা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেতে পারে ।

- মির্খা নাসির : আপনি কি চান যে, আমি আপনারই মর্জি অনুযায়ী জবাব দিই?
- এটর্নী জেনারেল : না, আপনার উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু স্বীকার ও অস্বীকার-এর ব্যাখ্যা তো প্রথমেই আপনি এই মর্মে দিতে পারেন যে, তা এই এবং তার লক্ষ্য এই। আপনি অবশ্য ব্যাখ্যার দিকে আসেন, কিন্তু স্বীকার ও অস্বীকারকে ছেড়ে দেন।
- মির্খা নাসির : আমি বুঝে ফেলেছি। কিন্তু এরপর আমাকে সময় তো দিতে হবে।
- এটর্নী জেনারেল : এটাতো স্বাভাবিক কথা। আপনি সময় চাইতে পারেন। কিন্তু এখানে দু'টি বস্তু আছে। প্রথমতঃ কিছু কথা এমন আছে, যেগুলোর জন্য সময়ের প্রয়োজন একেবারেই নেই। এ ধরনের প্রশ্নাদির ফয়সালা আপনি সংগে সংগে করে ফেলবেন। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানগত পর্যালোচনা কিংবা অতিরিক্ত অধ্যয়নের যেখানে প্রয়োজন সেখানে আপনি সময় চাইবেন। আপনাকে তা দেওয়া হবে।
- চেয়ারম্যান : সাক্ষ্যদাতাকে তার প্রকৃতির জন্য সময় দিতে হবে।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু এই সব মির্খা সাহেবের কিতাব, তারই লেখা গ্রন্থাদি।
- মির্খা নাসির : কিন্তু তা এখন এবং এই জায়গায় তো আমাদের কাছে নেই।
- চেয়ারম্যান : এটর্নী সাহেব, আপনি যে হাওয়ালা দেবেন, সংশ্লিষ্ট কিতাব যেন বিদ্যমান থাকে।
- এটর্নী জেনারেল : জনাব এমনটিই তো হচ্ছে।
- চেয়ারম্যান : এ পর্যন্ত এটাই যথেষ্ট। প্রতিনিধিদল যেতে পারেন, সন্ধ্যা ছ'টায় আসবেন।
- (সন্ধ্যা ছ'টায় সাহেবযাদা ফারুক আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়।)
- মির্খা নাসির : দেখুন, 'আমার ও তোমাদের হুসায়নের মধ্যে বিরাত পার্থক্য রয়েছে।'—এখানে 'হুসায়নুকুম'-এর 'কুম' (তোমাদের) সর্বনাম, এ অর্থই প্রকাশ করছে যে, যে সমস্ত লোক হুসায়নের পূজা করে, তার কবরের উপর সিজদা করে তাদেরকেই তিনি (গোলাম আহমদ) সম্বোধন করে একথা বলেছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : রেফারেন্স এই ছিল যে, আমার মধ্যেও তোমাদের হুসায়নের মধ্যে বিরাত পার্থক্য রয়েছে। আমি নিবেদন করে ছিলাম যে, 'তোমাদের' বলতে কারা হতে পারে?
- মির্খা নাসির : ঐ সব লোক।

- এটর্নী জেনারেল : আমরা উকিল মানুষ। আমরা শব্দসমূহকে বাহ্যিক অর্থেই গ্রহণ করি—সরল সহজ অর্থে। ‘তোমাদের হুসায়ন’ বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি (হুসায়ন) মির্ষা সাহেবের কিছুই হন না। অতঃপর তিনি (মির্ষা) বলেছেন, আল্লাহর সাহায্য-সহায়তা আমি সব সময় পাচ্ছি এবং হুসায়ন তা পাননি। এটা লেখা ও বলা কি মির্ষা সাহেবের জন্য বাঞ্ছনীয় ছিল?
- মির্ষা নাসির : সবগুলো শে’র (কবিতার ছন্দ) পড়ুন।
- এটর্নী জেনারেল : যদি এই অর্থ ভুল হয় কিংবা গ্রন্থকার না বলে থাকেন তাহলে তো ঠিক আছে। কিন্তু এখানে তো একদম পরিষ্কার লেখা আছে। অতঃপর মির্ষা সাহেব লিখেছেন যে, আমি খোদা কর্তৃক নিহত, আর তোমাদের হুসায়ন শত্রু কর্তৃক নিহত। অতএব পার্থক্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট এবং পরিষ্কার।
- নাসির : পুনরায় পড়ুন।
- এটর্নী জেনারেল : আমার তো এই সাহস নেই যে, হযরত হুসায়নকে যে বাক্য দ্বারা হেয় করা হয়েছে তা বার বার পড়তে থাকবো। এই মির্ষা নিজের সাথে হযরত হুসায়নের তুলনা করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করেছেন।
- নাসির : তুলনা করেছেন সত্য, তবে নির্যাত দেখুন।
- এটর্নী জেনারেল : মির্ষা সাহেব এটাও বলেন, ‘হে শীআ’ সম্প্রদায়, তোমরা একথার উপর জোর দিও না যে, হুসায়ন তোমাদের পরিত্রাণকারী। আমি সত্যি বলছি যে, আজ তোমাদের মধ্যে একজন (মির্ষা সাহেব) হুসায়নের চাইতেও মহত্তর ব্যক্তি আছেন। (দাফিউল বালঃ পৃষ্ঠা-২৬; দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা-২৩৩ অষ্টাদশ খন্ড)।
- মির্ষা নাসির : মির্ষা সাহেব হযুর (সাঃ)-এর পরিপূর্ণ ‘ঘিল্’ বা ছায়া এবং তিনি সমগ্র উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ। এটা আকীদা-বিশ্বাসের কথা, এতে কোন সন্দেহ নেই।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন, নবী আপনাদের সামনে বিদ্যমান। তিনি সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। তার হিদায়াত হলো, আমার ও তোমাদের হুসায়নের মধ্যে বিরাট পার্থক্য।
- মাওলানা গোলাম গাউছ : জনাব এটর্নী সাহেব, মির্ষা নাসির তো বলে দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র হযরত হুসায়ন নয়, বরং সমগ্র উম্মত থেকে কাদিয়ানী শ্রেষ্ঠ।
- মির্ষা নাসির : কিন্তু মির্ষা সাহেব তো হযরত হুসায়নের প্রশংসা করেছেন।

- এটর্নী জেনারেল : প্রশংসা করে বলেছেন যে, আমি তার চাইতেও শ্রেষ্ঠ। এতে কি তিনি প্রশংসা করেছেন, না নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন? এখন আপনার দাবী হলো, মির্য়া গোলাম আহমদ 'যিল্লে কামিল' - পরিপূর্ণ ছায়া। তাই তিনি সমগ্র আউলিয়া ও হযরত হুসায়ন থেকে শ্রেষ্ঠ-এটি আপনার দাবী।
- মির্য়া নাসির : এটি দাবী নয়, বরং আমার আকীদা। আর তা একারণে যে, তিনি (মির্য়া) হচ্ছেন মাহ্দীও মাসীহ, তাই তিনি সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ।
- এটর্নী জেনারেল : এটা কি ঠিক যে, মির্য়া গোলাম আহমদ মাসীহ মাওউদ হওয়ার কারণে সমগ্র আশিয়া ও আউলিয়া থেকে শ্রেষ্ঠ-সকলের চাইতে মহান?
- মির্য়া নাসির : আপনি উপসংহারে পৌছে যাচ্ছেন (অটহাসি)।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি বলেছেন, হযূর (সাঃ) ব্যতীত সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আপনাদের তো এই আকীদা যে, মির্য়া গোলাম আহমদ হযূর (সাঃ) এর চাইতেও শ্রেষ্ঠ।

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور

آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں

محمد جس نے دیکھنے ہوں اکمل

غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

“মুহাম্মদ পুনরায় আমাদের মধ্যে অবতরণ করেছেন, এবং নিজের শান ও মর্যাদায় তিনি পূর্বের চাইতে অগ্রবর্তী। হে আকমল, যে মুহাম্মদকে দেখতে চায়, সে যেন গোলাম আহমদকে কাদিয়ানে এসে দেখে। (কাদিয়ানে প্রকাশিত ‘আল বদর’ পত্রিকা, ২৫ অক্টোবর, ১৯০৬ইং)

- মির্য়া নাসির : কিন্তু এটাকে তো প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।
- এটর্নী জেনারেল : কে প্রত্যাখ্যান করেছিল?
- মির্য়া নাসির : আমাদের খলীফা মির্য়া মাহমূদ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের খলীফা বলেন, এটা ভুল। আর খোদ মির্য়া এটা শুনে এর রচয়িতা আকমলকে বলেন, জাযাকাল্লাহু (আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন) এবং সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিয়ে এটাকে ঘরের মধ্যে টাঙ্গিয়ে রাখেন (আল ফযল : কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত :

২২ আগষ্ট, ১৯৪৪ইং)। আপনার মাসীহ বলেন এটি ঠিক এবং খলীফা বলেন ভুল। আপনি বলুন, এ দুটির মধ্যে কোনটি ঠিক?

- মির্যা নাসির : আমি চেক করে দেখব।
- এটর্নী জেনারেল : নিন, মির্যা বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্র পরাক্রম ও মাহাত্ম্য ভুলে গেছ -এ তোমাদের যিকুর (জপ) শুধু হুসায়ন, হুসায়ন'। অতএব ইসলামের উপর এটি একটি বিপদ, মৃগনাভির সুগন্ধের কাছে বিষ্ঠার স্তূপ। (ইজাযে আহমদী : পৃষ্ঠা - ৮২ ; দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা - ১৯৪ : উনবিংশ খন্ড)।
- মির্যা নাসির : হ্যাঁ লিখেছেন, কিন্তু শিরক্কে রদ করতে গিয়ে।
- এটর্নী জেনারেল : শিরক্কে রদ করতে গিয়ে তাওহীদকে মৃগনাভি এবং হুসায়নের যিকুর (জপ) কে বিষ্ঠা ও দুর্গন্ধের সাথে তুলনা করা কি ঠিক?
- মির্যা নাসির : না, না।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি বলেছেন, যে, যে ব্যক্তি মির্যাকে 'ইতমামে হুজ্জাত' সত্ত্বেও মানে না সে-
- মির্যা নাসির : যে (মির্যার) দাবী মানে না সে-
- এটর্নী জেনারেল : আপনি বলেছেন যে, সে কাফির, সীমিত অর্থে।

[মাগরিবের জন্য বিরতি]

- এটর্নী জেনারেল : সীমিত অর্থ কিংবা ক্যাটাগরীর মধ্যে গোলমাল আছে। এটা বিশ্লেষণ করুন। যেমন, যে সকল নবীর উল্লেখ কুরআন মজীদে আছে তাদের অস্বীকারকারী কি?
- মির্যা নাসির : কাফির, 'ইতমানে হুজ্জাত' -এর পর।
- এটর্নী জেনারেল : 'ইতমানে হুজ্জাত' -এর পর মির্যার অস্বীকারকারী (কি?), আপনার আকীদা মতে তো তাকে মান্য করাও কুরআনের নির্দেশ।
- মির্যা নাসির : তার অর্থাৎ মির্যা সাহেবের অস্বীকারকারী কাফির হবে, তবে 'ইতমামে হুজ্জাত' -এর পর।
- এটর্নী জেনারেল : 'ইতমামে হুজ্জাত' অর্থ কি?
- মির্যা নাসির : 'ইতমামে হুজ্জাত' অর্থ আমাদের দলীল গ্রহণ করার পর।
- এটর্নী জেনারেল : বিশ্বের কোন অভিধানে কি আপনি দেখাতে পারবেন যে, 'ইতমামে হুজ্জাত' এর অর্থ হলো, আমাদের দলীল গ্রহণ করার পর?

- মির্থা নাসির : সে অস্বীকার করে এবং (তার) অন্তর যাকীনে (বিশ্বাসে) ভরপুর থাকে ।
- এটর্নী জেনারেল : এটাকে 'ইতমামে হুজ্জাত' বলা হয় না ।
- মির্থা নাসির : আমার মতে, এটাই ইতমামে হুজ্জাত ।
- এটর্নী জেনারেল : অভিধানে আছে, আলোচনা-পর্যালোচনা, বিবেকসম্মত প্রমাণ উপস্থাপন এবং বুঝানোর নাম 'ইতমামে হুজ্জাত' । আচ্ছা এটা বলুন, আবু জাহলের উপর কি ইতমামে হুজ্জাত হয়েছিল?
- মির্থা নাসির : আমি ঐ সময় (পৃথিবীতে) ছিলাম না, তাই বলতে পারব না ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি মির্থার যুগেও তো ছিলেন না; জন্ম গ্রহণই করে নি (অট্টহাসি) ।
- মির্থা নাসির : খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি মির্থা সাহেবকে পড়েছি (তার বইপত্র অধ্যয়ন করেছি) ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার নিয়্যত কিংবা তালিমের প্রশ্ন নয়, (এখানে) 'ইতমামে হুজ্জাত' -এর প্রশ্ন ।
- মির্থা নাসির : একজন মানুষ জানে, কিন্তু গোলাম আহমদকে মানে না সে সীমিত অর্থে কাফির ।
- এটর্নী জেনারেল : একজন মানুষ মির্থা সাহেবের নাম শুনেনি সে কোন্ দলে পড়বে?
- মির্থা সাহেব : নাম শুনে নি --
- এটর্নী জেনারেল : হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞাসা করছি [অট্টহাসি] ।
- মির্থা নাসির : যে শ্রেণীতে আসবে--
- এটর্নী জেনারেল : আপনি তালগোল পাকাচ্ছেন ; কিন্তু আপনার পিতা তো বলেছেন যে, যে ব্যক্তি মির্থা সাহেবকে মানে নি- চাই সে মির্থার নাম পর্যন্ত না শুনে থাক-সে কাফির । (আয়না-ই-সাদাকাত : পৃষ্ঠা - ৩৫) ।
- মির্থা নাসির : হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছেন, কিন্তু ইসলাম থেকে খারিজ (অর্থে) ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের বইপত্র মির্থার অস্বীকারকারীদের জন্য একসাথে দুটি শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে । যেমন, 'মির্থার অস্বীকারকারীরা না শুধু কাফির বরং পাক্কা কাফির এবং দায়রা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ (কালিমাতুল ফসল : পৃষ্ঠা - ১১০) । এটা হচ্ছে আপনাদের মির্থা বশীর, এম, এ-এর উক্তি । তিনি কি এই কথাটি ফালতু বলেছেন ।
- মির্থা নাসির : না । 'কাফির' ও 'দায়রা-ই-ইসলাম' থেকে খারিজ' -এ দুটি কি একই সাথে ব্যবহৃত হয়েছে?

- এটর্নী জেনারেল : আমাকে কী জিজ্ঞাসা করছেন? 'আয়না-ই-সাদাকাত' আপনার পিতার এবং 'কালিমাতুল ফসল' আপনার চাচার (লেখা)। উভয়টিই আমাদের কাছে আছে। আপনি এগুলো দেখতে পারেন।
- মির্ষা নাসির : ঠিক আছে চলুন, মনে করুন, এ শব্দটি অতিরিক্ত।
- এটর্নী জেনারেল : 'মনে করুন', 'চলুন' নয়, বরং তারা বুঝে সুঝেই এই সব শব্দ ব্যবহার করেছেন - অতিরিক্ত বা ফালতু (শব্দ) নয়।
- মির্ষা নাসির : আমার উদ্দেশ্য এই যে, আপনার ইতিকাদ (বিশ্বাস) প্রকাশের বিরোধী (হচ্ছে) এই কথা।
- এটর্নী জেনারেল : গায়র-আহমদীদের সম্পর্কে 'কাফির' ও 'দায়েরা-ই-ইসলাম' থেকে খারিজ -এর অর্থ কি? আমার জ্ঞানমতে, তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে, (ওরা) কাফির, মুসলমান নয়।
- মাওলানা গোলাম গাউছ : সকল সদস্যের কাছে আবেদন এই যে, আপনাদের উপর 'ইতমামে হুজ্জাত' হয়ে গেছে এবং (তিনি) ফতওয়া ও দিয়ে দিয়েছেন যে, যারা মির্ষা সাহেবকে মানবে না তারা কাফির এবং 'দায়েরা-ই-ইসলাম' থেকে খারিজ। আমি বার বার আবেদন করবো যে, সম্মানিত সদস্যবর্গসহ সমগ্র উম্মতকে কাদিয়ানী (গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) 'কাফির' মনে করেন।
- মির্ষা নাসির : আমাকে আপনারা অব্যাহতি দিন। এখন আমি ক্লান্তি বোধ করছি।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি ক্লান্ত?
- মির্ষা নাসির : জী ক্লান্ত, (শুধু) আবেদনই করতে পারি।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে পর ঠিক আছে।
- চেয়ারম্যান : প্রতিনিধিদলকে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া হলো।
- জনাব মাহমুদ আযম ফারুকী : জনাব ওদেরকে বলে দিন। 'কুশতা' ইত্যাদি খেয়ে যেন আসেন, যাতে করে কিছু সময় বসতে পারেন।
- মিয়া আতাউল্লাহ : আজ এটর্নী জেনারেল সাহেব তিন চার পয়েন্টে ওদেরকে পরাজিত করেছেন, তাই ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, (ওদেরকে) বেশী বলতে দেবেন না।
- এটর্নী জেনারেল : বেশী করে বলুন, তারা যত বেশী বলবেন তত বেশী বৈপরিত্য ধরা পড়বে, যা আপনাদের সামনে রয়েছে- সম্পর্কহীন এবং পরস্পর বিরোধী। আপনারা বলতে দিন, আমি বাধা দেব না।
- চেয়ারম্যান : কাল দশটায়-ইনশাআল্লাহ।

৮ আগষ্ট, ১৯৭৪ ইং রোজ বৃহস্পতিবার -এর কার্য বিবরণী

সকাল দশটায় স্টেট ব্যাংক বিল্ডিং, ইসলামাবাদ-এ পাকিস্তান জাতীয় সংসদের অধিবেশন, সাহেবযাদা ফারুক আলী (স্পীকার)-এর সভাপতিত্বে পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়। (কুরআন তেলাওয়াতের পর)

চেয়ারম্যান সাহেব : ১৪ আগষ্ট, জাতীয় সংসদের নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে। তখন হয়ত অধিবেশন মূলতবী রেখে আপনাদেরকে ১৪ আগষ্টের অনুষ্ঠানে যোগদানের আহ্বান জানানো হবে; তাই এটাই সম্ভব মনে করি, ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত এই অধিবেশন অব্যাহত রাখা হবে। এই সময়ের মধ্যে উভয় পার্টি তথা রাবওয়া ও লাহোরী গ্রুপের উপর জেরার কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। যদি এর কার্য বিবরণীও লিপিবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে অতঃপর আমরা পুনরায় এর উপর বিতর্ক চালানোর মত অবস্থায় পৌঁছে যাব।

এটর্নী জেনারেল : দেখুন, আমি চেষ্টা করছি। এক নম্বর : জিহাদের মত শরয়ী বিষয় অস্বীকার করে মির্যা কি অবস্থান গ্রহণ করেছেন। দুই নম্বর : মির্যার অস্বীকারকারীদেরকে স্বয়ং মির্যায়ীরা কাফির বলেছেন। (কিন্তু) নিজেদের সম্পর্কে তারা বলেন, আমাদেরকে কেউ যেন কাফির না বলে, অথচ তারা নিজেরা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদেরকে কাফির সাব্যস্ত করেন। তারা নিজেদের জন্য যে অধিকার চান সে অধিকার তারা অপরকে দিতে রাজী নন। তাদের যে সমস্ত কুফরী আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে তারা সেগুলোর নানা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, কিন্তু জেরায়, সঠিক অবস্থা আপনাদের সামনে এসে যাচ্ছে। অতএব বলা যাচ্ছে না, কত অধিক সময় আর লাগবে।

চৌধুরী যুহুরে ইলাহীঃ আপনি কি স্ট্যান্ডিং কমিটির কোন সময় নির্ধারণ করবেন?

চেয়ারম্যান : চেম্বারে এ সম্পর্কে আলোচনা করে নেব। যে কোন সময় আমরা কমিটির অধিবেশন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারি।

প্রতিনিধি দলকে যেন ডেকে পাঠানো হয়

[প্রতিনিধি দলের হলে প্রবেশ]

এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেব-

মির্যা নাসির আহমদ : জনাব, আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে মির্যা সাহেব হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবমাননা করেছেন। আমি এ বিষয়টি অধ্যয়ন করেছি। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, একজন হচ্ছেন ইন্জীলের ইয়াসু'

মাসীহ, অপরজন হচ্ছে কুরআন মজীদে মাসীহ (আঃ)। তিনি (মির্ষা সাহেব) ইয়াসূ' মাসীহ সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি তো মাসীহ (আঃ) এর 'মাছীল' (সদৃশ)। অতএব তার সম্পর্কে তিনি মোটেই কিছু লিখেন নি। বরং তিনি তার প্রশংসা করেছেন।

এটর্নী জেনারেল : ইন্জীলে ইয়াসূ মাসীহ এবং কুরআন মজীদে হযরত মাসীহ (আঃ)- আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, এরা কি দু'জন না একজন? -একজন ঐ ইয়াসূ মাসীহ যাকে ঈসায়ীরা 'খোদাবন্দ ইয়াসূ' বলে মান্য করে, আর অপরজন হচ্ছেন ঐ মাসীহ (আঃ), যাকে কুরআন মজীদ 'কালিমাতুল্লাহ ও 'রুহুল্লাহ' বলে। এরা দু'ব্যক্তি, না এক ব্যক্তি? যদি এক ব্যক্তি হন তা হলে আপনার ওয়র (যুক্তি) খোঁড়া (অগ্রাহ্য)। আর যদি দু'ব্যক্তি হন তাহলে তা হবে মূল ঘটনাবলীর বরখেলাফ। বাহ্যতঃ অস্তিত্ব একটি -যাকে ঈসায়ীরা একভাবে মানে, আপনারা একভাবে মানেন, আর মুসলমানরা সেভাবে মানে যেভাবে কুরআন মজীদে তার অবস্থা ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। অতএব একটি বাহ্যিক অস্তিত্বকে দু'টি অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে একজন কল্পিত ইয়াসূ'কে গালিগালাজ করা কী ধরনের বিশ্বস্ততা? আপনি কি বলতে পারেন যে, অস্তিত্ব একটি, না দু'টি?

মির্ষা নাসির : দেখুন, স্বপ্নের ব্যাপার বিস্ময়কর। এই হচ্ছে 'কালায়িদুর জাওয়াহির' (পুস্তক)। আমি এর রেফারেন্স ফটোস্টেট করে সকল সদস্যকে দিচ্ছি। এর মধ্যে শায়খ আবদুল কাদির জীলানীর স্বপ্ন বর্ণিত হয়েছে। আশরাফ আলী থানভীর একটি স্বপ্ন 'দেওবন্দী মাযহাব' শীর্ষক কিতাবের ৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। যদি মির্ষা সাহেব স্বপ্নের মধ্যে কারো অবমাননা করে থাকেন তাহলে অতঃপর সকলের উপর এই ফতওয়া লাগান। এই রেফারেন্স সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, অতঃপর সাহসিকতার সাথে ফয়সালা করুন।

মাওলানা মুফতী মাহমুদ : জনাব মির্ষা সাহেবের কথা বলার মধ্যেই আমি রেফারেন্স সমূহ দেখে নিয়েছি। 'কালায়িদুর জাওয়াহির' হযরত শায়খ আবদুল কাদির জীলানীর কিতাব নয়, 'তায়কিরাতুল আউলিয়া' হযরত ইমাম আবু হানীফার নিজের কিতাব নয়, 'দেওবন্দী মাযহাব' মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর নিজের কিতাব নয়। ঐ সমস্ত মান্যবর ব্যক্তিদের প্রতি এই সব কথা আরোপ করা হয়েছে। এগুলো তারা বলেছেন কিনা তার কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া এই তিনটি কিতাব এমন ধরনের যে, তারা আমাদের উপর 'হুজ্জাত'

(অকট্য দলীল) নয়। এই কাঁচা পাকা কিতাবগুলোকে বাহানা বানিয়ে মূল বিষয়ের মধ্যে তালগোল পাকানো দাজ্জালী (সত্য গোপন) ছাড়া কিছু নয়।

দুই : এই সমস্ত কিতাব যদি উপরোক্ত ব্যক্তিদের হত তাহলে তারা নিজেদের স্বপ্নকে স্বয়ং বর্ণনা করতেন বলে ধরে নেওয়া হত। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়। আর যদি হতও, তবু মিথ্যায়ীদের মতলব হাসিল হত না। কেননা উম্মতীর স্বপ্ন শরীয়তের দৃষ্টিতে 'হুজ্জাত' (অকট্য দলীল) নয়। ইমাম আবু হানীফা কিংবা শায়খ আবদুল কাদির অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হুম্মুর (সাঃ)-এর উম্মতী ছিলেন এবং উম্মতীর স্বপ্ন শরীয়তে হুজ্জাত নয়। আর আকীদার জন্য তো এটা মোটেই কোন ভিত্তি হতে পারে না। যিনি স্বপ্ন দেখেছেন স্বয়ং তিনিও শরীয়তের দিক দিয়ে আপন স্বপ্ন মেনে চলতে বাধ্য নন।

তিন : মির্যা সাহেব তার কিতাবে লিখেছেন, 'নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখলাম, জাগ্রত অবস্থায় কিতাব লিখলাম।'

চার : তিনি নবী হবার দাবী করেছেন এবং নবীর স্বপ্ন শরীয়তে হুজ্জাত হিসাবে গণ্য।

পাঁচ : মির্যা সাহেব হযরত ফাতিমা (রাঃ) সম্পর্কে আপন স্বপ্নের নয়, বরং কাশ্ফের কথা লিখেছেন। আর নবীর স্বপ্ন কিংবা কাশ্ফ অহী হিসাবে গণ্য।

ছয় : স্বপ্নের তাবীর (ব্যাখ্যা) করা যায়, কিন্তু অহীর তাবীর করা যায় না।

সাত : এ মৌলিক কথাটি স্বরণ রাখতে হবে যে, আমরা স্বপ্নের অনুগত নই। ঐ সমস্ত মান্যবর ব্যক্তিদের প্রতি আরোপিত মিথ্যা কথা দ্বারা মিথ্যা দলীল পেশ করে হাউস (সংসদ)কে পথভ্রষ্ট করা এবং মির্যার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য আগাগোড়া বিষয়টিকে গোলমালে করে তোলা দাজ্জালী ছাড়া কিছু নয়। আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে, আমি যে সাতটি কথা বলেছি, মির্যা নাসিরের সৎসাহস থাকলে এর মধ্যে থেকে কোন একটি কথাকেই রদ করুন, যাতে মূল বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। যদি সৎসাহস থাকে তাহলে অস্বীকার করুন, অন্যথায় সদস্য বর্গের কাছে আমি আবেদন করছি যে, তারা যেন এই দাজ্জালী (সত্য গোপন প্রচেষ্টা)-কে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, যা শত বৎসর ধরে ইসলামের নামে চোরা-আমদানী করা হচ্ছে এবং যেভাবে

আজ আপনারা চিন্তিত এই দেখে যে, তিনি (মির্য়া নাসির) সঠিক জনাব দিচ্ছেন না, (বরং) ব্যাপারটিকে অযথা দীর্ঘায়িত করছেন। এভাবে শত বৎসর ধরে সমগ্র উন্নত চিন্তিত ও দুঃখিত। আমি পুনরায় চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে, মির্য়া নাসিরের যদি সাহস থাকে, তার কাছে আমার সাতটি পয়েন্টের কোন একটিরও যদি জবাব থাকে তাহলে তিনি তা পেশ করুন। (এতে) আমি খুবই আনন্দিত হব।

মির্য়া নাসির : মুফতী সাহেব ঠিক বলেছেন যে, এগুলো ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের (লিখা) কিতাব নয়।

এটর্নী জেনারেল : কিন্তু মির্য়া সাহেবের তো নিজের কিতাব। তিনি নবী হওয়ার দাবীদার হিসাবে তাতে নিজের কাশ্ফ লিপিবদ্ধ করেছেন এই মর্মে যে, 'আমি কাশ্ফের মধ্যে হযরত ফাতিমার উরুর উপর আমার মাথা রাখলাম।' এটি কিরূপ একটি বেহুদা কথা। এর উদাহরণ কিংবা এর বিশ্লেষণের জন্য আপনি যে সমস্ত কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেগুলো সম্পর্কহীন এবং মুফতী মাহমুদ সাহেব বিষয়টিকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। অতএব এটাকে ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা চলে না। এভাবে আপনার অবস্থান একেবারে চাটাঁ ছোলা। আপনার অধ্যয়ন দ্বারা তো আমাদের কোন উপকার হয়নি। আচ্ছা বলুন তো মির্য়া সাহেব কি নুবুওয়াতের দাবী করেছিলেন?

মির্য়া নাসির : দেখুন, তিনি তার নবী হওয়ার দাবী করেছিলেন।

এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব তো তার 'ইয়ালা-ই-আওহাম' গ্রন্থে লিখেছেন, 'অন্য নবীর অনুগত হওয়াকে 'মুহাদ্দাস' বলা হয় এবং ক্রটি যুক্ত নবীও।' তাহলে মির্য়া সাহেব কি ক্রটিযুক্ত নবী ছিলেন?

মির্য়া নাসির : আমি সিলসালার (আহমদিয়া সিলসিলার) প্রতিষ্ঠাতার রেফারেন্স অস্বীকার করি না। প্রত্যেক নবীই তো 'মুহাদ্দাস' হয়ে থাকেন।

এটর্নী জেনারেল : রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও (মুহাদ্দাস ছিলেন)?

মির্য়া নাসির : জী হ্যাঁ, বিলকূল—

এটর্নী জেনারেল : তাহলে ছযূর (সাঃ) ও নাকিস (ক্রটিযুক্ত) নবী ছিলেন?

মির্য়া নাসির : আপনি কেন উপসংহার টেনে নিচ্ছেন?

জনৈক সদস্য : আল্লাহর ওয়াস্তে আর প্রশ্ন করবেন না। এধরনের অশিষ্টতার দুঃসাহস কাদিয়ানীরাই দেখায়। আমরা তো এগুলো শুনেও অভ্যস্ত নই? (তারা) ধোকা দেয়ার জন্য মির্য়া সাহেবের এমনি অবস্থান নির্ধারণ করে, যাতে লোকেরা তাতে কিছু মনে না করে

এই ভেবে যে, তিনি তো নাকিস নবী ছিলেন। অতঃপর জেরার মধ্যে তারা স্বীকার করে যে, হযূর (সাঃ)-ও অনুরূপ ছিলেন-যেন মির্থা এবং হযূর (সাঃ)এর স্থান তাদের মতে একই ছিল।

এটর্নী জেনারেল : মির্থা সাহেব হযরত মারইয়ামের যে উল্লেখ করেছেন সে মারইয়ামও কি দু'ব্যক্তি ছিলেন?

মির্থা নাসির : দু'টি ব্যক্তিত্বের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু ওটা ছিল আমার ভ্রান্ত ধারণা।

এটর্নী জেনারেল : এটা হচ্ছে মির্থা সাহেবের কিতাব। এতে মির্থাজী বলেন, 'আমি এক কাশ্ফে দেখেছি যে, আমি খোদা।' - (কিতাবুল বারিয়াহ্ ; দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা-১০৩ : ত্রয়োদশ খন্ড)

মির্থা নাসির : কখনো তিনি (মির্থা) খোদায়ীর দাবী করেন নি। এটা তো কাশ্ফের কথা।

এটর্নী জেনারেল : 'কাশ্ফে দেখলাম যে, আমি খোদা এবং বিশ্বাস করলাম যে, আমি তা-ই।' এটা হচ্ছে মির্থা সাহেবের উক্তি।

মির্থা নাসির : এটা কাশ্ফ।

এটর্নী জেনারেল : নবীর কাশ্ফ, অহীই হয়ে থাকে।

মির্থা নাসির : লোকেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে কত কিছু বলেছেন। মান্যবর ব্যক্তির কে কি বলেছেন তার রেফারেন্স দেব কি?

মাওলানা মুফতী মাহমুদ : এখানে আপনি পুনরায় আমাকে (কথা বলার) অনুমতি দিন। কথা হলো, মান্যবর ব্যক্তিদের কথাকে নবীদের কথার উপর কিয়াস (আনুমান) করা চলে না। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির কথার মধ্যেও (খোদা না করুন) ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আদ্বিয়া (আঃ) তো ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র। তাদের মধ্যে ভুলভ্রান্তি রয়েছে-একথা স্বীকার করাটা নুবুওয়্যাতকে হেয় করারই সমতুল্য।

দুই : কোন ব্যক্তি যদি কোন মহান ব্যক্তির কোন স্বপ্ন বর্ণনা করে কিংবা তার কোন জায্বায়ী অবস্থার উক্তি-যা শরীয়তের খিলাফ-বর্ণনা করে তা হলে মুফতী হিসাবে আমি ফতওয়া দিচ্ছি এবং এ ব্যাপারে সমগ্র চিন্তাবিদরাও আমার সাথে রয়েছেন যে, যদি কোন মান্যবর ব্যক্তির উক্তি শরীয়তের খিলাফ হয় তাহলে তার দু'টি অবস্থা হবে। যদি তিনি 'মাগলুবুল হাল' কিংবা জায্বার অবস্থায় অজ্ঞাতসারে শরীয়তের খিলাফ কোন কথা বলে ফেলেন তাহলে তিনি মাযূর তথা স্কমার্ব। আর যদি তিনি জ্ঞাতসারে শরীয়তের বরখিলাফ কিছু বলেন তাহলে আমরা তার উপর

কুফরী ফতওয়া আরোপ করবো। এবার মির্খা নাসির সাহেব বলুন, মির্খা সাহেব মায়ূর ছিলেন, না কাফির ছিলেন? যদি তিনি মায়ূর থেকে থাকেন তাহলে তিনি নবী ছিলেন না। আর যদি তিনি কাফির থেকে থাকেন তাহলে তো মূল বিষয়টিরই ফয়সালা হয়ে গেল (মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ ধানি)।

- মাওলানা শাহ্‌আহমদ নূরানী : হযরত মুফতী সাহেবের কথাকে সমর্থন করে আমি বলছি যে, শরয়ী মাসআলা এটাই যে, যে শরীয়তের বরখিলাফ কথা বলবে সে যদি মায়ূর না হয় তবে কাফির হবে।
- এটর্নী জেনারেল : এটা একটা রেফারেন্স যে, মির্খা সাহেব বলেন, ‘আমাকে খোদা বলেছেন যে, (তুমি) একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক।’ এ ব্যাপারটি কি?
- মির্খা নাসির : আমি এই মুহূর্তে (এটাকে) প্রত্যাখ্যান বা সমর্থন করার অবস্থায় নই। চেক করে দেখবো।
- এটর্নী জেনারেল : আমিও এখনো (উদ্ধৃতিটি) পড়ি নি।
- মির্খা নাসির : স্ত্রীলোকের কথা বলেছেন— এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট।
- এটর্নী জেনারেল : এ সংবাদটি কি আপনার জানার মধ্যে নেই।
- মির্খা নাসির : আমার জানার মধ্যে কিছু জিনিষ আছে। আমাদের (কিছুক্ষণ চুপ থেকে) .. যাহোক এ সময়ের মধ্যে চেক করে নেব।
- চেয়ারম্যান : কিছুক্ষণের জন্য অধিবেশন মূলতবী করা হলো। সোয়া বারোটায় আপনারা পুনরায় আসুন।
(সোয়া বারোটো পর্যন্ত বিরতির পর পুনরায় অধিবেশন শুরু হয়।)
- মাওলানা শাহ্‌আহমদ নূরানী : কাল আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাদের থেকে ‘হ্যাঁ’ কিংবা ‘না’ উত্তর নিয়ে অতঃপর বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিলে তার অনুমতি দেবেন।
- জনাব চেয়ারম্যান : এটর্নী জেনারেলকে বলে দিয়েছি যে, তিনি যেন এদিকে লক্ষ্য রাখেন ঠিক সেভাবে, যেভাবে রাতের বেলা ফায়সালা হয়েছিল।
- মাওলানা মুফতী মাহমুদ : জনাব, তিনি লিখিত বর্ণনা ও উদ্ধৃতি সমূহের উপর সময় নষ্ট করছেন। অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তার মধ্যে বিনা কারণে স্থপু, কাশফ ইত্যাদি পেশ করে বিষয়টিকে দীর্ঘায়িত করছেন। আপনি তাকে বাধ্য করুন যেন তিনি মির্খার অবস্থান ব্যাখ্যা করেন।
- জনাব চেয়ারম্যান : এটা ঠিক। আমি কাল লক্ষ্য করেছি যে, তিনি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় টেনে আনছেন। তাই একথাই বলেছিলাম যে, অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এসে যাচ্ছে।

- মাওলানা শাহ্ আহমদ নূরানী : কুরআন ও হাদীস হচ্ছে কষ্টিপাথর। মিথ্যার উক্তি ও লেখাসমূহ এর উপর যাচাই করতে হবে। তাক্বিরাতুল আউলিয়া, জাওহিরুল কাওয়ায়িদ এগুলো আমাদের জন্য কোন অথরিটি নয়।
- চেয়ারম্যান : খুব খাঁটি কথা।
- মাওলানা মুফতী মাহমুদ : আপনি বললেন, সে চোর ছিল। উত্তরে সে বলে দিল, সে বানোয়াট চোর ছিল। এখন তার, একটি শব্দ (বানোয়াট) বলার দরুন আলোচনার মোড় ঘুরে গেল এই মর্মে যে, চোর তো ছিল, কিন্তু প্রকৃত, না বানোয়াট। একথার উপর আলোচনা যে, সে প্রকৃত চোর, কিংবা সে দেখাদেখি কৃত্রিমভাবেই চুরি করেছিল। (একেবারে অনর্থক)। (কেননা) সে চুরি তো করেছে, তার অপরাধ তো প্রমাণিত হয়েছে। আপনারা এই প্রেক্ষিতের উপরই আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত রাখবেন যাতে আমাদের সময় অযথা নষ্ট না হয়।
- চেয়ারম্যান : প্রশ্ন যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হয়, মধ্যখানে কিছু বলা উচিত নয়। সাক্ষ্যদাতাকে এথেকে বিরত রাখা হবে।
- সরদার মাওলা বখ্শ সুমরো : সাক্ষ্যদাতার নিয়্যত যদি ঠিক হয় তাহলে লম্বা চওড়া বিশ্লেষণের তো কোন প্রয়োজন নেই। পাঁচ কি দশ মিনিটে বিষয়টির মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ওরা মুসলমানদের থেকে একটি পৃথক মাযহাবের অনুসারী। কিন্তু তাদের মনোবাঞ্ছা এই যে, তারা ধোকা দিয়ে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। নিজেদের এই প্রতারণাকে কার্যকর করার জন্য তাদেরকে দু'টি আমলী (কার্যগত), দু'টি যেহুনী (মানসিক) রূপ ধারণ করতে হয়, যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।
- চেয়ারম্যান : কোন কোন প্রশ্নের উত্তর তাৎক্ষণিক পর্যায়েই হয়ে থাকে, কিন্তু তারা তাতেও দীর্ঘায়িত করনের হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকেন।
- সরদার মাওলা বখ্শ : তিনি (মিথ্যা নাসির) এসেই ভাষণ প্রদানের ভঙ্গিতে (কথা বলতে) শুরু করেন। এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন যে, তিনি সাক্ষ্যদাতা-ভাষনদানকারী নন।
- চেয়ারম্যান : (তাকে) এর অনুমতি দেওয়া হবে না।
- জনাব আবদুল আযীয ভাটী : স্যার, তার অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের উপর আপনি ক্ষমতা খাটাবেন এবং সেগুলো বন্ধ করে দেবেন।
- মাওলানা যাক্ব আহমদ অনসারী : 'আলফযল' প্রভৃতির রেফারেন্স, যা আপনি উপস্থাপন করেন, যদি তারা অস্বীকার করে বসেন তাহলে অতঃপর আপনি তাকে

মূল কপি দেখাবেন। আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, 'আপনি বলুন, এটা 'আলফযল'-এ আছে কিনা। যদি তিনি মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে না পারেন তাহলে বিষয়টি রেকর্ডে এসে যাবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তাকে সরবরাহ করবেন।

মাওলানা গোলাম গাউছ : দেখুন, আপনি প্রশ্ন করবেন যে, এটা মিথ্যা সাহেব কিংবা মিথ্যা মাহমুদ বলেছেন কি না। তার (মিথ্যা নাসিরের) বক্তৃতা শুনার জন্য আমরা এখানে বসি নি।

জনাব চেয়ারম্যান : ঠিক আছে।

মাওলানা গোলাম গাউছ : যতক্ষণ রেফারেন্স সংগে না থাকবে কোন প্রশ্ন করবেন না।

محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل

غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور

آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں

“হে আকমল, যদি মুহাম্মদকে দেখতে চাও গোলাম আহমদকে কাদিয়ানে এসে দেখ। মুহাম্মদ পুনরায় আমাদের মধ্যে অবতরণ করেছেন, এবং তিনি তার মর্যাদায় পূর্বের চাইতে অগ্রগামী।”

-এটা যে, পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল সেই 'আলবদর' আমার সংগে ছিল। যতক্ষণ পত্রিকাটি আমার হস্তগত হয়নি ততক্ষণ (এ প্রসংগে) আমি প্রশ্ন করি নি। অতঃপর এই প্রমাণও বিদ্যমান আছে যে, এই কবিতা শুনে মিথ্যা (কবিকে) 'জাযাকাল্লাহ' (আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন) বলেছিলেন। যদি আপনারা লক্ষ্য করেন তাহলে এর উপরই কথাকে সীমিত রাখা যেতে পারে।

সাহেবজাদা আহমদ রেখা কাসুরী : জনাব সাক্ষ্যদাতা বার বার তার কথার পুনরাবৃত্তি করেন। কিতাব সমূহের একটি উদ্ধৃতিই দেখান এবং সেটার পুনরাবৃত্তি করেন। আমরা এখানে তার পাঠ গ্রহণের জন্য বসি নি। মেহেরবানী করে 'হ্যাঁ', কিংবা 'না'-এর জবাব নেবেন। বাদবাকি লেখার মধ্যে কি নিয়্যত কাজ করেছিল তা সদস্যবৃন্দ নিজেরা পড়ে অনুমান করে নিতে পারবেন। এতটুকু যোগ্যতা আমাদের আছে- তিনি শুধু প্রত্যাখ্যান কিংবা গ্রহণ করুন।

- আবদুল হাফীয পীরযাদা : পুনরাবৃত্তির মধ্যে কিছু ক্ষতি আছে। কেননা তাতে সময় নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে উপকারও আছে। কেননা কথার পুনরাবৃত্তি যত করবেন তত বৈপরিত্য সামনে আসবে। যেখানে আমরা এত ধৈর্য ধারণ করেছি সেখানে না হয় আরো এক আধ দিন ধৈর্য ধারণ করবো। আপনারা অনুমান করে থাকবেন যে, প্রশ্নকর্তা তাড়াহুড়া করেন কিংবা উত্তরের মধ্যে তালগোল পাকানোর চেষ্টা করেন। এ কারণে এটর্নী জেনারেলকে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। এখন যখন কার্যবিবরণী পরিসমাপ্তির ধারে কাছে পৌঁছে গেছে তখন আমাদেরকে আরো এক আধদিন ধৈর্য অবলম্বন করা উচিত।
- চেয়ারম্যান : মিঃ কাসুরী সাহেব, সন্ধ্যায় আমরা পর্যালোচনা করবো (এখন প্রতিনিধি দলকে আহ্বান জানানো হোক)।
(প্রতিনিধি দলের হলে প্রবেশ)
- এটর্নী জেনারেল : হযরত মারইয়াম কি একজন, না পৃথক পৃথক দুজন? - একজন ইন্জীলে বর্ণিত মারইয়াম, আর একজন হযরত ঈসা (আঃ) -এর মাতা?
- মির্যা নাসির : আমি তো এটা নিবেদন করেছি যে, ব্যক্তিত্বের প্রশ্নের ব্যাপারটি আমার (ব্যক্তিগত) ধারণা ছিল। ব্যক্তিত্ব তো একই।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেব লিখেছেন, “মারইয়ামের দু’টি অবস্থা- তিনি কিছুদিন পর্যন্ত নিজেকে বিবাহ থেকে রুখে রেখেছেন, অতঃপর গর্ভবর্তী হওয়ার কারণে এবং জাতির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিশেষ চাপ প্রয়োগের ফলে বিবাহ করেছেন।” (কিশতিয়ে নূহ : পৃষ্ঠা- ২০) -এর তিন লাইন ছেড়ে পড়ুন (ড্রষ্টব্য- ‘রুহানী খাযায়িন’ : পৃষ্ঠা- ১৮ : উনবিংশ অধ্যায়)
- মির্যা নাসির : “পরে গর্ভবর্তী হওয়ার কারণে বিবাহ করেন। কিন্তু লোকেরা আপত্তি করে যে, তাওরাতের শিক্ষার বরখেলাপ ঠিক গর্ভাবস্থায় কেন বিবাহ অনুষ্ঠিত হলো। কবুল হওয়ার অঙ্গীকারকে কেন ভঙ্গ করা হলো এবং একাধিক স্ত্রী রাখার ভিত্তি কেন স্থাপন করা হলো? অর্থাৎ ইউসূফ নাজ্জারের প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অতঃপর মারইয়াম ইউসূফ নাজ্জারের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে কেন রাজী হলেন? কিন্তু আমি বলি যে, এসব ব্যাপার ছিল অনিচ্ছা বশতঃ যার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন। এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত লোক ছিলেন করুণার পাত্র- আপত্তির পাত্র নয়।”
- এটর্নী জেনারেল : এই পৃষ্ঠার প্রথম লাইন পড়ুন।

মির্থা নাসির : 'আমি ঈসা বিন মারইয়ামকে সম্মান করি না, বরং মসীহ তো মসীহই; আমি তার চার ভাইয়ের সম্মানও করি (কিন্তু তাকে নূহ : পৃষ্ঠা - ১৬ ; দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : ষোড়শ অধ্যায়) ।

এটর্নী জেনারেল : ব্যস, এবার পরিস্কার হয়ে গেল যে, তিনি ইয়াসূ' সম্পর্কে নয়, বরং ঈসা বিন মারইয়াম সম্পর্কে বলছেন এবং নিজেই উপসংহার টানছেন । 'কিন্তু আমি বলছি যে, এই সব অনিচ্ছাবশতঃ ছিল-যার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন । এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত লোক ছিলেন করুণার পাত্র, আপত্তির পাত্র নয় ।'

তাহলে মির্থা সাহেব যেন ঐ সমস্ত স্বীকার করে নিয়েই উপসংহার টেনেছেন । যদি এই সমস্ত ঘটনা সঠিক হয় তাহলে কুরআন-হাদীস অনুযায়ী হবে । অন্যথায় তো মির্থা সাহেব শুধুমাত্র ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদা হেয় প্রতিপন্ন এবং তার মাতার উপর মিথ্যা দূর্গাম রটনার জন্য যাহুদীদের সহযোগিতা করেছেন ।

মির্থা নাসির : হ্যাঁ, ঠিক ।

মাওলানা মুফতী মাহমুদ : এই একটি কিতাব, যার মধ্যে আরবী কবিতা আছে । তার অর্থ হলো, "অতএব আমি বললাম, হে গোলড়াহ ভুখন্ড ; তোর উপর অভিশাপ, তুই অভিশপ্তের কারণে অভিশপ্ত হয়েছিল । অতএব তুই কিয়ামতের দিন ধ্বংসের মধ্যে পতিত হবি । আমার কাছে মিথ্যাকের পক্ষ থেকে একটি কিতাব পৌছেছে । এটা 'খাবীছ' (অপবিত্র) কিতাব এবং বিচ্ছুর ন্যায় দংশনকারী ।" (যামীয়া-ই-নুজুল মাসীহ : ইজামে আহমদী : পৃষ্ঠা - ৭৫ ; দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা-১৮৮ : উনবিংশ খন্ড)

চেয়ারম্যান : লাইব্রেরিয়ান, সাক্ষ্যদাতাকে কিতাব সরবরাহ করুন ।

এটর্নী জেনারেল : আমি আরো দু'চারটি পড়ে দিচ্ছি যাতে এক সাথে দেখে নিতে পারেন ।

মির্থা নাসির : ঠিক আছে ।

এটর্নী জেনারেল : মির্থা সাহেব কি মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীকে অন্ধ শয়তান, দৈত্য, পথড্রট, পাপী ও অভিশপ্ত বলেছেন? (আনজামে আথমঃ পৃষ্ঠা-২৫২ ; দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা - ২৫২ঃ একাদশ খন্ড) ।

মির্থা নাসির : চেক করে দেখবো ।

মিঃ চেয়ারম্যান : আমার মতে, সাক্ষ্যদাতাকে এক একটি করে কথা জিজ্ঞাসা করুন ।

মাওলানা গোলাম গাউছ : জনাব-

- মিঃ চেয়ারম্যান : মাওলানা, আপনি বসুন।
- এটর্নী জেনারেল : তিনটি প্রশ্ন যেন একই, মির্য়া সাহেব কি মওলভী সা'দ উল্লাহর নাম ধরে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সন্তান, অসদালাপী, খাবীছ, নিন্দুক, অভিশপ্ত শয়তান লিখেছেন? (আনজামে আথম : পৃষ্ঠা-২৮১-৮২; দ্রষ্টব্য রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা ২৮১-৮২ : একাদশ খন্ড) আপনি এই তিনটিই চেক করে নিন।
- চেয়ারম্যান : যে সমস্ত কিতাব মুফতী সাহেব পড়ছিলেন তার সবগুলোই লাইব্রেরীয়ান সাহেব সাক্ষ্যদাতাকে সরবরাহ করুন।
- মির্য়া নাসির : 'যামীমা-ই-নুযুলে মাসীহ', 'আনজামে আথম' -এই দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয়টিও ঠিক আছে।
- জনাব চেয়ারম্যান : তৃতীয়টির পৃষ্ঠা বলে দিন।
- মির্য়া নাসির : ঠিক আছে, দেখে নিয়েছি। কিন্তু কিতাবগুলো পড়ার পর তার জবাব দেওয়া যেতে পারে।
- চেয়ারম্যান : কিতাবগুলো তো আপনার হাতেই আছে।
- মির্য়া নাসির : আমি কিতাবগুলো দেখে বিশ্লেষণ করব- কিন্তু এখন নয়।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি কিছুটা সংক্ষেপে বলে দিন যে, এই মির্য়া সাহেব উলামাকে গালি দিয়েছেন, কিছু একটা বলে ফেলুন।
- মির্য়া নাসির : আপনার সময় যেন নষ্ট না হয়, আমি এক সাথে বলে দেব।
- এটর্নী জেনারেল : কিছু তো বলুন?
- মির্য়া নাসির : আমি কোন উপসংহার টানতে পারব না। কিতাব সমূহ চেক না করে মানুষ কোন উপসংহারে পৌছাতে পারে না।
- এটর্নী জেনারেল : বিশ্লেষণের জন্য রেফারেন্স বুক আপনার সামনে রয়েছে। বলুন, আপনি এগুলো দেখবেন?
- মির্য়া নাসির : এগুলো পড়লে আসল বিষয় জানা যাবে।
- এটর্নী জেনারেল : এগুলো তো আপনার সামনে রয়েছে।
- মির্য়া নাসির : 'আনজামে আথম' দু'শ পৃষ্ঠার বই। এটা পড়তে দু'দিন লেগে যাবে।
- এটর্নী জেনারেল : কিছু প্যারাগ্রাফ আগে পিছনে হবে।
- মির্য়া নাসির : যতক্ষণ মনে স্বস্তি না আসে জবাব দিতে পারবো না।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি সংক্ষেপে এতটুকু বলে দিন যে, আপনার পটভূমি (ground) কি হবে?

- মির্য়া নাসির : যতক্ষণ আমি অধ্যয়ন না করব ততক্ষণ কী করে বলব যে, পটভূমি কি হবে।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া (গোলাম আহমদ) সাহেব জবাবে কিছু বলেছেন অথবা তিনি নীরব ছিলেন এবং তিনি (কবি) তা নিজের পক্ষ থেকে বলেছেন -(এখানে) দুটি জিনিষ হতে পারে।
- মির্য়া নাসির : কিতাবগুলো দেখে জানা যাবে কোন্ জিনিষটি এখানে গ্রহণীয়।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার কি পূর্বে জানা ছিল না? এইসব কিতাবী হাওয়ালা কি আপনি কখনো পড়েন নি?
- মির্য়া নাসির : জানা তো ছিল, কিন্তু এই দৃষ্টি ভঙ্গিতে ছিল না।
- এটর্নী জেনারেল : আমি তো কোন দৃষ্টি ভঙ্গির কথা বলিনি।
- মির্য়া নাসির : না, না। এই যে আপত্তির রংয়ে পেশ করা হয় তা আমাদের জামা আতের মুনাযির, যারা মুনাযারা (বিতর্কে অংশগ্রহণ) করেন তাদের সবকিছু স্বরণ আছে। কিন্তু আমি তো আমার জামাআতের মুনাযির (মুনাযারায় অংশ গ্রহণকারী বা তार्কিক) নই।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন, গালাগালির উপরেও কি কোন আপত্তি বা জবাব থাকতে পারে?
- মির্য়া নাসির : আপনি আপত্তির রংয়ে (বিষয়টি) গ্রহণ করছেন।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু আপনারা অত্যন্ত ভালবাসার সাথে কথা বলেন। অনেক ভালবাসার সাথে মানুষকে আপনাদের স্বমতে টেনে আনেন। আপনাদের দাবী এ-ই এবং রেফারেন্স সমূহ এ-ই। এই দু'টি কথা পরস্পরের সাথে মিল খায় না।
- মির্য়া নাসির : কিন্তু জানি না, এগুলো গালি কিনা। কেননা, প্রত্যেক শব্দেরই আরবীতে ৫/১০টি অনুবাদ হয়ে থাকে।
- এটর্নী জেনারেল : পাপী, ব্যভিচারিনী, শয়তান -এরও কয়েকটি অনুবাদ (অর্থ)? এধরনের বিশ্লেষণের উপর আপনার বিবেক আশ্রিত? খাবীছ (নাপাক) -এর দুটি অর্থ, 'মানহুস' (অপয়া) -এর দুটি অর্থ -একটি খারাপ, একটি ভাল। বাঃ, চমৎকার।
- মির্য়া নাসির : আমি এটা কখন বললাম?
- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, মির্য়া সাহেব বলেছেন : যে আমার বিরোধী সে ঈসায়ী, যাহূদী, মুশরিক এবং জাহান্নামী। এমন কোন কথা সম্পর্কে আপনি জ্ঞান আছেন কি?
- মির্য়া নাসির : আমি দেখে বলবো।

- এটর্নী জেনারেল : 'তাকিরাহ', 'হাকীকাতুল ওয়াহী', 'নুযুলে মাসীহ' প্রভৃতি গ্রন্থ (দেখা যেতে পারে)।
- চেয়ারম্যান : সাক্ষ্যদাতা বলেন যে, এই সব কিতাব বা রেফারেন্স (এখানে) নেই।
- এটর্নী জেনারেল : এ-ই কিতাব আছে। 'আমার বিরুদ্ধে ছিল, ওদের নাম ঈসায়ী, যাহুদী এবং মুশরিক রাখা হয়েছিল।' (নুযুলুল মাসীহঃ উল্লেখিত- 'রুহানী খাযাযিন : পৃষ্ঠা- ৩৮২ঃ অষ্টাদশ খন্ড)।
- মির্ষা নাসির : আমি দেখে বলবো। কিতাব পাওয়া গেছে। ঠিক আছে, কিন্তু বিরোধিতাকারীর নাম নেই।
- এটর্নী জেনারেল : যে-ই বিরোধিতাকারী হোক।
- মাওলানা গোলাম গাউস : চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দ সহ সকলেই—
- মির্ষা নাসির : দেখুন, আপনারা আমাকে ডিসহাট (নিরুৎসাহ) করবেন না।
- চেয়ারম্যান : মোটেই না। আপনার কিতাব পড়ুন।
- মির্ষা নাসির : বিরোধিতাকারীর অর্থ গায়র-মুসলিমও, কিংবা মুসলমানও।
- এটর্নী জেনারেল : গায়র আহমদী?
- মির্ষা নাসির : এই মুসলমানরাও (গায়র-আহমদী মুসলমান) গায়র-মুসলিমের অন্তর্ভুক্ত।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি আপনার লিটারেচার (বইপত্র) দেখুন, যারা মির্ষাকে না মানে তারা সবাই—
- মির্ষা নাসির : এই বাক্যটি রেকর্ডে আসা চাই যে, এর মধ্যে কি গায়র-মুসলমান আছে কিংবা মুসলমানও (আছে)?
- এটর্নী জেনারেল : অর্থাৎ যারা মির্ষা সাহেবের বিরোধিতাকারী তারা সেরূপই হয়ে যায় যেরূপ ঈসায়ী, যাহুদী এবং মুশরিক।
- মির্ষা নাসির : আপনি এর উত্তর চান?
- এটর্নী জেনারেল : বিরোধিতাকারীরা কে?
- মির্ষা নাসির : ঈসায়ী কিংবা যে-ই হোক।
- মাওলানা মুফ্তী মাহমুদ : জনাব, আমি আরবীর এরোফারেন্স পড়ে দিচ্ছি। মির্ষার লেখা কিতাব আরবীতে।

تلك كتب ينظر اليه كل مسلم بعين المحبت و المودة
و ينتفع من معارفها و يقبلنى و يصدق دعوتى الا
ذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون

“এগুলো হচ্ছে ঐ সমস্ত কিতাব, যেগুলোকে প্রত্যেকটি মুসলমান প্রেম ভালবাসার ও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে, এর জ্ঞানরাজি থেকে উপকৃত হয় এবং আমাকে গ্রহণ করে ও আমার দাওয়াতকে সত্য বলে মানে। কিন্তু ঐ সমস্ত লোক যারা বেশ্যার সন্তান তারা আমাকে গ্রহণ করে না।”

জনাব চেয়ারম্যান : রেফারেন্সও দিয়ে দিন এবং কিতাবও সাক্ষ্যদাতাকে সরবরাহ করুন।

মাওলানা মুফতী মাহমুদ : (‘আয়না-ই-কামালাত’ : পৃষ্ঠা-৫৪৭-৪৮ : দ্রষ্টব্য-কহানী খাযায়িন’ : পঞ্চম খন্ড)। এই নিন। মির্যা নাসির সাহেব দেখে নিন।

এটর্নী জেনারেল : প্রশ্ন এই যে, মির্যা নাসির বলেছেন পূর্বের প্রশ্নের সম্পর্ক ঈসায়ীদের সাথে ছিল এবং রেফারেন্সও ঈসায়ীদের সম্পর্কে ছিল। সাক্ষ্য দাতা বলেছেন যে, আমি পরে বলবো। এখন আমার প্রশ্ন এই যে, মির্যা কাদিয়ানী তো মুসলমানদেরকে গালি দিয়েছেন এই বলে যে, সকল মুসলমান আমাকে গ্রহণ করেছে এবং আমার দাওয়াতকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে; কিন্তু বেশ্যা ও পাপীদের সন্তানরা আমাকে মানে নি।

মির্যা নাসির : এটা কোথাকার রেফারেন্স? পৃষ্ঠা ৫৪৭-৫৪৮ এর? এই যে, বলা হয়, ‘এখানে গালি দেওয়ার অভিযোগ আছে’—এই সবগুলোকে একত্রে পড়ে দিন। সবগুলোর জবাব দিয়ে দেব। যত অভিযোগ, সবই মুছে যাওয়া এবং বহু বছরের পুরাতন।

এটর্নী জেনারেল : এর উত্তরও পুরাতন হবে। বলে দিন ‘যারা আমাকে (মির্যাকে) মানে না তারা বেশ্যাদের সন্তান’—এর উত্তর কি?

মির্যা নাসির : এর (আরবী উদ্ধৃতির) মধ্যে ‘যুররাইয়াতুল বাগায়া’ শব্দ আছে। এর অর্থ বেশ্যাদের সন্তান নয়।

এটর্নী জেনারেল : পাপী স্ত্রীলোকদের সন্তান?

মির্যা নাসির : ঠিক আছে, আগে চলুন।

এটর্নী জেনারেল : মির্যা বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বিজয়ের কথা স্বীকার করে না, পরিকার বুঝা যাবে যে, তার জারজ সন্তান হওয়ার আগ্রহ

আছে এবং সে বৈধ সন্তান নয় (পৃষ্ঠা-৩৪ কিংবা পৃষ্ঠা-৩০ :
(সংস্করণের পার্থক্য আছে)। -আনওয়ারুল ইসলাম : পৃষ্ঠা ৩১ : দ্রষ্টব্য-
রুহানী খাযাফিন : নবম খন্ড)

- চেয়ারম্যান : সাক্ষ্যদাতাকে কিতাব সরবরাহ করা হোক।
- এটর্নী জেনারেল : এই যে কিতাব। তিনি বলুন, আমাদের বিজয়' অর্থ কি?
- মির্খা নাসির : ইসলামের বিজয়।
- এটর্নী জেনারেল : একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে?
- মির্খা নাসির : হয়ে গেছে।
- এটর্নী জেনারেল : স্বীকারকারী তো ভবিষ্যতে হবে। প্রথম থেকে 'জারজ সন্তান
হওয়ার আগ্রহ, বলছেন-
- মির্খা নাসির : এই সমস্ত জবাব এক সাথে এসে যাবে।
- এটর্নী জেনারেল : "যে ব্যক্তি আনুগত্য করবেন না এজন্য তোমার (মির্খার)
বায়াআতে দাখিল হবে না সে খোদা ও খোদার রাসূলকে
অমান্যকারী জাহান্নামী।" (তাবলীগে রিসালাত : নবম খন্ড :
পৃষ্ঠা-২৭ : ; তায়কিরাহ : পৃষ্ঠা-৬০৭ : তৃতীয় মুদ্রণ)।
- মির্খা নাসির : কোথাকার রেফারেন্স?
- এটর্নী জেনারেল : 'তাবলীগে রিসালাত' -এর। একথা তো বলে দিয়েছি।
- মির্খা নাসির : এটা দেখে বলবো।
- চেয়ারম্যান : সাক্ষ্যদাতাকে কিতাবটি দিয়ে দিন। এটা তিনি মানেন, অথবা
প্রথম থেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন?
- মির্খা নাসির : ঠিক আছে।
- এটর্নী জেনারেল : যে মির্খা গোলাম আহমদকে মানে না?
- মির্খা নাসির : সে আল্লাহ্ রাসূলকে মানে না।
- এটর্নী জেনারেল : যে আল্লাহ্-রাসূলকে মানে না?
- মির্খা নাসির : সে মিল্লাতে ইসলামিয়া থেকে খারিজ, দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে
খারিজ, সে মুসলমান নয়।
- এটর্নী জেনারেল : এখন যে মির্খাকে মানে না?
- মির্খা নাসির : সেও অনুরূপ।
- মাওলানা গোলাম গাউছ : লজ্জা করবেন না,, পরিষ্কার বলে দিন যে, মির্খাকে-অস্বীকারকারী
যদি আল্লাহ্ও রাসূলের অস্বীকারকারী হয়, আর আল্লাহ-রাসূলের

অস্বীকারকারী যদি কাফির হয় তাহলে একথা তো পরিষ্কার যে, মির্যাকে অস্বীকারকারীও কাফির।

- মির্যা নাসির : মির্যার অস্বীকারকারীও তাই। [অট্টহাটি]।
- মির্যা নাসির : আপনারা কেন অট্টহাটি হাসছেন। আমি বলে দিয়েছি যে, সে (মির্যার অস্বীকারকারী) অনুরূপ।
- এটর্নী জেনারেল : কিভাবে?
- মির্যা নাসির : যেভাবে আল্লাহ-রাসুলের অস্বীকারকারী।
- চেয়ারম্যান : মির্যা সাহেব, আপনি পরিষ্কার বলুন যে, মির্যার অস্বীকারকারী মুসলমান কিংবা মুসলমান নয়? যখন মির্যাকে না মেনেও মানুষ মুসলমান থাকে তখন তাকে মানার কী প্রয়োজন? যদি তাকে মান্য করা ছাড়া মানুষ মুসলমান না হয় তাহলে আপনি (একথা) পরিষ্কার বলে দিন।
- মির্যা নাসির : মির্যাকে অমান্যকারী মুসলমান নয়।
- এটর্নী জেনারেল : সমগ্র গায়র-আহমদী মুসলমান নয়?
- মির্যা নাসির : সমগ্র কিভাবে?
- এটর্নী জেনারেল : “এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যে মূসাকে মানে কিন্তু ঈসাকে মানে না, কিংবা ঈসাকে মানে কিন্তু মুহাম্মদকে মানে না, কিংবা মুহাম্মদকে মানে কিন্তু মাসীহ মাওউদ (মির্যা)-ক মানে না সে শুধু কাফির নয় বরং পাক্কা কাফির এবং দায়রা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ। (কালিমাতুল ফসল : পৃষ্ঠা ১১০)। এ-ই আপনাদের কিতাব সারমর্ম হলো সমগ্র গায়র-আহমদী (কাফির)।
- মির্যা নাসির : জ্বী হ্যাঁ, যাদের উপর ‘ইতমামে হুজ্জাত’ হয়ে গেছে এবং যারা (মির্যাকে) মানে নি তারা সকলেই (কাফির)।
- এটর্নী জেনারেল : যাবতীয় আহমদী, যাদের উপর ‘ইতমামে হুজ্জাত’ হয়ে গেছে তারা কাফির?
- মির্যা নাসির : বলে দিয়েছি। আর কতবার বলবো?
- চেয়ারম্যান : ঠিক আছে, আগে চলুন।
- এটর্নী জেনারেল : মাসীহ মাওউদ, গায়র-আহমদীদের সাথে শুধুমাত্র সেই আচরণ বৈধ রেখেছেন, যা নবী করীম ঈসায়ীদের সাথে রেখেছিলেন। (রিভিউ অব রিলিজিয়নস্ : পৃষ্ঠা-১২৯) এই রেফারেন্স আপনি চেক করে নিয়েছেন। প্রথমেও এ বিষয়টি আপনাকে নোট করিয়ে দিয়ে ছিলাম, যাতে আপনি এর উপর চিন্তা ভাবনা করেন।

- মির্য়া নাসির : আমি অত্যন্ত লজ্জিত যে, এটা লিখিত ছিল এবং গিয়ে চেক করিনি।
- এটর্নী জেনারেল : আমি কিছু শুনিয়ে দিচ্ছি, মির্য়া গোলাম আহমদ 'গায়র আহমদীদের সাথে শুধুমাত্র সেই আচরণ বৈধ রেখেছেন যতটুকু আচরণ নবী করীম ঈসায়ীদের সাথে রেখেছিলেন। ওদের থেকে আমাদের নামায সমূহ পৃথক করা হয়েছে।'
- মির্য়া নাসির : আপনি থামুন, আমি বুঝে গেছি, আমার স্মরণ হয়ে গেছে। আমি তো একথার উপর ওয়র পেশ করছি যে, আমি নোট করেছিলাম, কিন্তু চেক করিনি। এজন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমি এখনি গিয়ে একাজ করবো।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব পরিষ্কার বলেছেন যে, তাকে (মির্য়া সাহেবকে) মান্য করা ছাড়া পরিত্রান নেই ('আরবায়ীন : নং-৪ পৃষ্ঠা-৬ দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা-৩৫ : সপ্তদশ খন্ড)। অতঃপর মির্য়া মাহমুদ বলেছেন যে, গায়র-আহমদীদেরকে অযথা মুসলমান প্রমাণ করার চেষ্টা করো না। কেননা ওরা মুসলমান নয়।
- মির্য়া নাসির : আমি বুঝে নিয়েছি যে, যা আমি বলছিলাম এবং যা দ্বিতীয় খলীফা বলেছিলেন তার মধ্যে আপনি কোন সামঞ্জস্য দেখতে পাচ্ছেন না।
- এটর্নী জেনারেল : একজন অপর জনের অবস্থানের বিরুদ্ধে ছিলেন।
- চেয়ারম্যান : ব্যস যথেষ্ট। প্রতিনিধিদলকে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া গেল। সন্ধ্যা ছ'টায় তারা ফিরে আসবেন।
- মাওলানা আবদুল মুস্তাফা আযহরী : মাওলানা গোলাম গাউছের কাছে রেফারেন্স আছে। জনাব চেয়ারম্যান তা লক্ষ্য করুন।
- মাওলানা গোলাম গাউছ : ঐ 'গান্দী' (দুর্গন্ধযুক্ত) জায়গার নাম মির্য়ায়ীর বড় করে লিখেছে।
- চেয়ারম্যান : আমি দেখেছি, আমি প্রত্যাখ্যান করেছি, ছেড়ে দাও, ওদের মানসিকতাই এইরূপ।
- মাওলানা গোলাম গাউছ : আজ নাসির খুব ফেঁসেছে। আজ চেক টেকের পরিবর্তে নিজেই চেক হয়ে গেছে এবং তার ভিতরে কি আছে তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। [অটহাসি]
- চেয়ারম্যান : সন্ধ্যা ছ'টায়।
- (সন্ধ্যা ছ'টায় সাহেববাদা ফারুক আলী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।)

- মিঃ চেয়ারম্যান : প্রতিনিধিদলকে আহ্বান করা হোক।
(প্রতিনিধিদলের হলে প্রবেশ)
- এটর্নী জেনারেল : ই্যা, মির্ষা সাহেব, (বলুন,)
- মির্ষা নাসির : একে তো আমাকে 'ইতমামে হুজ্জাত' -এর বিশ্লেষণ করতে হবে। 'ইতমামে হুজ্জাত' -এর পর এক ব্যক্তি বিদ্রোহী পন্থা অবলম্বন করে এই ঘোষণা করে দিল যে, খোদা ও রাসুলের তো হুকুম আছে, 'মানো'; আমি স্বীকার করে নিলাম, কিন্তু মানি না সে তো দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ। যে ব্যক্তি এই বলে যে, আমি বুঝিই না খোদা ও রাসুলের কি হুকুম-সে দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ হয় নি। সে মিথ্যাত ইসলামিয়া থেকেও খারিজ হয় নি।
- এটর্নী জেনারেল : যে সমস্ত রেফারেন্স বিশ্লেষণ করার ছিল সেদিকে তো আপনি আসেন নি। সকালে আপনি বলেছেন যে, মির্ষার অস্বীকারকারী কাফির। এখান থেকে যাওয়ার পর প্রতিনিধিদলের সদস্যরা আপনাকে বুঝিয়ে থাকবে যে, আপনি কী বলে এসেছেন? এতে তো সমগ্র ব্যাপার ভ্রান্তিপূর্ণ হয়ে গেছে - তাই এখন আপনি 'ইতমামে হুজ্জাত' এর বিতর্ক জুড়ে দিয়েছেন। তাহলে আমি নিবেদন করব যে, আপনি আমাদের সাথে সহযোগিতা করছেন না। দ্বিতীয়তঃ আপনি আমাদের 'ইতমামে হুজ্জাত' -এর এই যে সংজ্ঞা দিলেন তা বিশ্বের কোন্ অভিধানে আছে? 'ইতমামে হুজ্জাত' এর এই অর্থ যে, 'সে স্বীকার ও করে নেয়' - একথা কোথাও লেখা নেই। এই আমার কাছে অভিধানে আছে।
- মির্ষা নাসির : কোন অভিধান?
- এটর্নী জেনারেল : ফীরুযুল লুগাত।
- মির্ষা নাসির : এটা তো কোন স্টান্ডার্ড অভিধান নয়।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি স্টান্ডার্ড অভিধান নিয়ে আসুন, তা দেখে নেব। 'ইতমামে হুজ্জাত' -এর অর্থ হুজ্জাত (প্রমাণ) পুরা করা, কোন বিষয়কে শেষ বারের মত বুঝিয়ে দেওয়া এবং ব্যাপারটিকে শেষ মেস করার চেষ্টা করা।
- মির্ষা নাসির : এর (ফীরুযুল লুগাতের) তো উদুই ঠিক নয়। অভিধান কোথা থেকে ঠিক হবে।
- এটর্নী জেনারেল : হুজ্জাত পুরা করা -এর মধ্যে কি ভ্রান্তি আছে?
- মির্ষা নাসির : এই সব ঠিক নয়। হুজ্জাত পুরা করার কি অর্থ?

- এটর্নী জেনারেল : দলীল পরিপূর্ণ করা। আপনি কোন অভিধান নিয়ে আসুন।
- মির্ষা নাসির : 'বুঝিয়ে দেওয়া' -এর বিশ্লেষণ আমি করছি। এর অর্থ হলো, যিনি বুঝাচ্ছেন তিনি আশ্বস্ত হলেন এই মর্মে যে, আমি বুঝিয়ে দিয়েছি, 'হুজ্জাত (প্রমাণ পেশ) করেছি। যাকে বুঝানো হলো সে আশ্বস্ত হলো না- তাহলে এটা 'ইতমামে হুজ্জাত' এর অর্থ নয়, বরং এটা ভাঁড়ামি।
- মাওলানা গোলাম গাউছ : শ্রাবণের অঙ্কের কাছে সমগ্র বিশ্ব সবুজ দেখায়। ভাঁড়দের কাছে সমগ্র বিশ্ব ভাঁড়ামি রূপেই পরিদৃষ্ট হয়। বুঝানে ওয়ালা 'ইতমামে হুজ্জাত' করে দিলেন, দলীল সমূহ পরিপূর্ণ করে দিলে। (এমতাবস্থায়) যদি বুঝানেওয়ালা আশ্বস্ত হয়ে যায় তাহলে স্বীকার করবেনা কেন? বুঝানেওয়ালার আশ্বস্ত হওয়ার নাম 'ইতমামে হুজ্জাত' নয়, বরং, বুঝানে ওয়ালা চেষ্টা করে দলীল সমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, হুজ্জাত পুরা করে দিয়েছেন -এটা ইতমামে হুজ্জাত।
- এটর্নী জেনারেল : আশ্বস্ত হয়ে গেলে এই চেষ্টা বুঝানেওয়ালা হলো, নাকি বুঝানে ওয়ালার হলো?
- মির্ষা নাসির : বুঝানেওয়ালার।
- এটর্নী জেনারেল : ইতমামে হুজ্জাত তাহলে বুঝানেওয়ালা করলেন না, বরং বুঝানেওয়ালাই করলে (অট্টহাসি)।
- চেয়ারম্যান : ওকে ছেড়ে দিন।
- মাওলানা আব্দুল হক : ইতমামে হুজ্জাত হয়ে গেল।
- এটর্নী জেনারেল : অন্যকিছু তৈরী থাকলে বলুন।
- মির্ষা নাসির : ঐ যিল্ল ও বুরুয (-এর ব্যাপার)।
- এটর্নী জেনারেল : লিখিত কিছু যদি আপনার পড়ার থাকে তাহলে জামা দিয়ে দিন। আর যদি উদ্ধৃতি পড়ার থাকে তাহলে পড়তে পারেন।
- মির্ষা নাসির : উদ্ধৃতিসমূহও লিখিত আলোচনার মধ্যে আছে। আপনি জমা নিয়ে নিন। আর এই 'মজলিসে খিলাফত' -এর ব্যাপারও। এটাকেও নথিভুক্ত করে নিন।
- জনাব চেয়ারম্যান : দলীল হিসাবে এটাকে নথিভুক্ত করা হোক।
- মির্ষা নাসির : 'দায়রা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ' -এর অর্থ মৌখিকভাবে নিবেদন করছি। আর তা এই যে, ইসলামের কয়েকটি দায়েরা আছে। কিছু বড় ও কিছু ছোট। মানুষ তার কোন কর্মের ফলে ছোট

দায়েরা থেকে খারিজ হয়ে যায় বটে, কিন্তু বড় দায়েরা থেকে খারিজ হয় না, (বরং) তার ভিতরেই থাকে।

- এটর্নী জেনারেল : তাহলে ইসলামের একটি বড় বৃত্ত (circle) এই যে, পাপী, গায়র মুখলিস (অবিভুদ্ধচিত্ত), কাফির সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত থাকে?
- মির্খা নাসির : জী, সম্পূর্ণ ঠিক।
- এটর্নী জেনারেল : এই দর্শন বুঝে নিয়েছি। আর কোন কথা?
- মির্খা নাসির : 'ইতমামে হুজ্জাত' -এর কথা বলার ছিল।
- এটর্নী জেনারেল : যদি কিছু রয়ে গিয়ে থাকে তাহলে বলুন।
- মির্খা নাসির : যে স্বয়ং বলল যে, আমার উপর 'ইতমামে হুজ্জাত' হয়ে গেছে, আমি মানি না?
- এটর্নী জেনারেল : এই ক্যাটাগরীর মধ্যে সে একশ ভাগ কাফির।
- মির্খা নাসির : সে কাফির, দায়ের-ই-ইসলাম থেকে খারিজ। সে মুসলমানই নয়, (বরং) অমুসলিম।
- এটর্নী জেনারেল : আপনারাও তো এ ধরনের লোককে গায়র মুসলিম বলছেন। আপনারা আমাদেরকেও কি এই অধিকার দেন যে, আমরাও কাউকে গায়র-মুসলিম ঘোষণা করি?
- মির্খা নাসির : আমি তো আমার ইল্‌মের (জানার) কথা বলছি। আমি কাউকে গায়র-মুসলিম বলছি না।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার ইল্‌মে (জানার মধ্যে) সমগ্র বিশ্বের কেউ গায়র-মুসলিম নয়?
- মির্খা নাসির : জী, আমার মতে—
- এটর্নী জেনারেল : সমগ্র বিশ্ব মুসলমান?
- মির্খা নাসির : গায়র-মুসলিম কেউ নয়।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন, মির্খা সাহেব, আপনি কি বলে যাচ্ছেন।
- মির্খা নাসির : আমাদের যে আলোচনা হয়েছিল আমি সেদিকে আসছি। এ থেকে আমি যা বুঝেছি, যে উপসংহার টেনেছি, যেখানে আপনি সঠিক বুঝেছেন এবং আমি ভুল করেছি আপনি পয়েন্ট আউট করবেন।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের মতে, যার উপর 'ইতমামে হুজ্জাত' হয়ে যায়, এর পরও সে মির্খাকে মানে না সে দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ -বড় বৃত্ত (circle) থেকে খারিজ।

- মির্যা নাসির : 'দায়েরা-ই-ইসলাম' কথা ছেড়ে দিন। এ থেকে সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হয়। 'ইতমামে হুজ্জাত' সত্ত্বেও যে মির্যা সাহেবকে মানে না সে কাফির।
- এটর্নী জেনারেল : এবার দেখুন, একজন ব্যক্তি উপর 'ইতমামে হুজ্জাত' হলো, সে খোদা ও রাসূলকে মানে এবং মির্যা সাহেবকেও মানে, আপনার মতে সে শতকরা শত ভাগ মুসলমান এবং শতকরা শত ভাগ গায়র-কাফির। আর যে ব্যক্তি ইতমামে হুজ্জাত সত্ত্বেও মির্যা সাহেবকে মানে না সে কাফির। একব্যক্তি গায়র-আহমদী, যার উপর ইতিমামে হুজ্জাত হয় নি এবং যে মির্যাকে মানে না, আপনি বলেন যে, সে গায়র-আহমদী মুসলমানদের দায়রার অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু মির্যা বশীর বলেন যে, 'তোমরা অযথা গায়র-আহমদীদেরকে মুসলমান প্রমাণ করার চেষ্টা কেন কর? (কালিমাতুল ফসল : পৃষ্ঠা-১২৯)।
- মির্যা নাসির : এটা আপনি ছেড়ে দিন। আমি আমার অভিমত দিচ্ছি। আমার মতে তো এর অর্থ এই যে, সেই किसिम (শ্রেণী), যার সম্পর্কে আমি বলেছিলাম, তারা মিল্লাতে ইসলামিয়া থেকে বাইরে নয়। ওদেরকে গায়র মুসলিম বলা যেতে পারে না।
- মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী : এবার ব্যাপারে কটিন হয়ে দাঁড়াল। পিতা বলেন একটা, পুত্র বলেন অন্যটা - এদের মধ্যে কে সত্য? পিতা না পুত্র? এটা আমরা কিভাবে নির্ধারণ করবো? চাচা বলেন একটা, ভাতিজা বলে অন্যটা।
- মাওলানা গোলাম গাউছ : এরা সবাই মিথ্যাবাদী। [অউহাসি]
- মির্যা নাসির : ঐ কোন রেফারেন্স? প্রথমে 'কালিমাতুল ফসল'-এর রেফারেন্স নিয়ে আলোচনা করবো। তাকে আছে, মাসীহ মাওউদকে মান্য করা ব্যতিরেকে নাজাত পাওয়ার যেতে পারে না। তাহলে কেন গায়র আহমদীদেরকে মুসলমান প্রমাণিত করার চেষ্টা করবো? (কালিমাতুল ফসল : পৃষ্ঠা-১২৯) একথা পরিষ্কার যে, এবিসয়টি নাজাত সম্পর্কিত। শেষ পর্যন্ত অপরাধ কিংবা অপরাধীকে কিভাবে নির্দোষ প্রমাণিত করবো?
- এটর্নী জেনারেল : মাফ করুন, গোনাহ্‌গার (অপরাধী) তো সবার মধ্যে আছে। কিন্তু এখানে আলোচনা (হচ্ছে) কুফর ও ইসলাম সম্পর্কে, পরিত্রাণ পাওয়া-না পাওয়া সম্পর্কে। (এখানে) গায়র-আহমদীদেরকে গায়র মুসলিম প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাক্য উর্দুভাষার,

আপনি এরূপ করবেন না। এতে (শ্রোতার) মনোভাব আপনার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। আপনি এ কী করছেন!

- মির্য়া নাসির : জ্বী, কিন্তু 'কালিমাতুল ফসল' -এর লেখক তো খলীফা নন।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি তাকে অস্বীকার করুন এই মর্মে যে, তার উক্তি আমাদের উপর হুজ্জাত নয়।
- মির্য়া নাসির : কিন্তু তিনি আমাদের জামাআতের মান্যবর ব্যক্তি। আমাদের সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরতের (মির্য়া গোলাম আহমদের) পুত্র, কিন্তু খলীফা নন।
- এটর্নী জেনারেল : আমি তো তার খিলাফত নিয়ে আপনার সাথে তর্ক করছি না। এটা আপনাদের বই পুস্তকের, আপনাদের মান্যবর ব্যক্তির উক্তি। এর বিরুদ্ধে যদি খলিফা সাহেবের উক্তি দেখান তাহলে আমি মেনে নেব। কিন্তু খলীফাও যে তাকে সমর্থন করেন এই বলে যে, 'সমগ্র মুসলমান - চাই তারা মির্য়া সাহেবের নাম পর্যন্ত না শুনুক-তারা কাফির।' এই বশীর সাহেব এবং মাহমুদ উভয়ই এক জোট। আপনি একা দ্বিমত পোষন করছেন।
- মির্য়া নাসির : কিন্তু আমার কী ক্ষমতা আছে যে, আমি দ্বিমত পোষন করবো?
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে আপনাদের সকলের মতেই সমগ্র মুসলমান কাফির। অতঃপর আপনি আমদেরকে ঘুরাচ্ছেন কেন?
- চৌধুরী যুহুরে ইলাহী : নামাযের সময় হচ্ছে, বরং দেরী হয়ে যাচ্ছে।
- চেয়ারম্যান : বহুত আচ্ছা। প্রতিনিধিদল চলে যান। রাত আটটায় পুনরায় ফিরে আসুন। মাগরিবের নামাযের জন্য অধিবেশন মুলতবী রাখা হবে।
(প্রতিনিধিদলের হলে প্রবেশ)
- এটর্নী জেনারেল : ঐ প্রশ্ন যে, 'আমি একজন পার্সীর মুকাবালায় দু'জন আহমদী পেশ করবো' -এর দ্বারা তিনি অর্থাৎ মির্য়া মাহমুদ নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য মুসলমানদের থেকে পৃথক হওয়ার মনোভাব প্রকাশ করছেন।
- মির্য়া নাসির : আমি এ সম্পর্কে পরে নিবেদন করব যে, পাকিস্তানের ব্যাপারে আমাদের কি কি অবদান রয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : আমার প্রশ্ন এই ছিল যে, যতক্ষণ ৩ জুন, ১৯৪৭ সন -এর ঘোষণা প্রকাশিত হয় নি, ততক্ষণ জামাআতে আহমদীয়া অখন্ড ভারতের পক্ষে ছিল। আর একথাই মুনীর তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট আছে।
- মির্য়া নাসির : পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সর্বপ্রথম মুবারকবাদ আমরা দিয়েছি।

- এটর্নী জেনারেল : আমার প্রশ্ন তো এর পূর্ববর্তী সময়ের। মির্খা সাহেব, আমি কি সামনের দিকে অগ্রসর হবো?
- মির্খা নাসির : হ্যাঁ, হ্যাঁ।
- এটর্নী জেনারেল : 'খাতামুন নবীয়ীন' প্রসঙ্গে আবুল আতা কাদিয়ানীর একটি কিতাব আছে, যা মাওলানা মাওদুদীর কিতাবের উত্তরে লিখা হয়েছে। তাতে আছে, 'আঁ হযরত (সাঃ)-এর 'খাতামিয়ত' অন্যান্য নবীদের ফায়যসমূহ বন্দ করে 'ফায়যানে মুহাম্মদী' -এর প্রশস্ত দরজা খুলে দিয়েছে।
- চেয়ারম্যান : পৃষ্ঠা নম্বর?
- এটর্নী জেনারেল : পৃষ্ঠা নম্বর-৮। 'ফায়যানে মুহাম্মদী' -এর প্রশস্ত দরজা খুলে দিয়েছে।
- মির্খা নাসির : তাঁর উম্মত সমগ্র উঁচু স্তরের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল, যা বনী ইসরাঈল কিংবা পূর্বেকার উম্মতরা পাচ্ছিলো। এখন এথেকে আমি যা বুঝেছি তা এই যে, আঁ হযরত (আঃ) -এর পর, যাকে বলে উম্মতী নবী, তিনি আসবেন, আর এটা হচ্ছে ফায়যের একটা দরজা, যা বন্দ হয় নি এবং অন্যরা বলে যে, এই ফায়যের দরজা বন্দ হয়ে গেছে।
- এটর্নী জেনারেল : আমি পুনরায় একটি প্রশ্ন নিচ্ছি। আর তা এই যে, চৌদ্দ'শ বছরের মধ্যে -আঁ হযরত (সাঃ)-এর পরে এবং মির্খা গোলাম আহমদের জন্মের পূর্বে কি কোন নবী এসেছেন? এই সময়কালের মধ্যে ফায়যের দরজা এক মিনিটের জন্যও কি উন্মুক্ত হয়েছে?
- মির্খা নাসির : এটি একটি দার্শনিক প্রশ্ন। মোক্কা আলী কারী, 'মাওযুআতে কাবীর' -এর ৬১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, হযর (সাঃ)-এর পুত্র হযরত ইবরাহীম 'উম্মতী নবী' হয়ে যেতেন, কিংবা হযরত উমর উম্মতী নবী হয়ে যেতেন।
- এটর্নী জেনারেল : তারা কি হয়েছিলেন?
- মাওলানা আবদুল হক : আমি আবেদন করছি যে, মাওযুআতে কবীর -এ ঐ সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা মাউযু বা জাল। এই সমস্ত মাউযু হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা দুঃসাহসিকতাই বটে। যেখানে 'যদি ইবরাহীম জীবিত থাকতেন' -এই মর্মের যে হাদীসটি রয়েছে তার 'রাভী' (বর্ণনাকারী) দুর্বল এবং অনির্ভরযোগ্য। আকীদা সমূহকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'নুসূসে কেত্‌ইয়া'

(অকাটা দলীল সমূহ)-এর মুকাবালায় এর দ্বারা দলীল পেশ করা একটি বিরাট অবিচার ছাড়া কিছু নয়।

হযূর (সাঃ)-এর পুত্র হযরত ইবরাহীম যদি জীবিত থাকতেন তাহলে দুটি অবস্থার যে কোন একটি হত। একটি এই যে, নুবুওয়াত তিনি পেতেন। অপরটি এই যে, তিনি নুবুওয়াত পেতেন না। যদি তিনি নুবুওয়াত পেতেন তাহলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'খাতামুলবীয়ীন' থাকতেন না। আর যদি নুবুওয়াত না পেতেন তাহলে হযূর (সাঃ)-এর এই মর্মে আপত্তি উত্থাপিত হত যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্র হযরত ইসমাঈল নবী, হযরত ইয়াকুবের পুত্র হযরত ইউসূফ নবী, অথচ হযূর (সাঃ)-এর পুত্র নবী নন। তাই আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সকল পুত্র-সন্তানকে শৈশবেই মৃত্যু দান করেছেন, যাতে হযূর (সাঃ)-এর উপর কোন আপত্তি উত্থাপিত না হয় এবং তার খতমে নুবুওয়াতের উপরেও কোন আঘাত না লাগে। হযরত ইমাম বুখারী, তার সহীহ বুখারী শরীফে (পৃষ্ঠা-৯১৪) বলেছেন, যদি হযূর (সাঃ)-এর পর কারো নুবুওয়াত পাওয়ার থাকত তাহলে তাঁর পুত্র ইবরাহীম জীবিত থাকতেন।

তাহলে হযরত ইবরাহীমের ওফাত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খতমে নুবুওয়াতের প্রমাণ। অথচ মির্থা সাহেব এর ভ্রান্ত অর্থ করে এর দ্বারা নুবুওয়াতের দরজা উন্মুক্ত করছেন।

- এটর্নী জেনারেল : হযূর (সাঃ) 'রাহমাতুল লিল আলামীন' (বিশ্বজগতের রহমত)। আল্লাহ তাআলার রহমতের দরজা বন্দ হয় নি। আপনাদের আকীদা অনুযায়ী এটা তেরশ বছর ধরে খোলা আছে, না নেই? রহমত এসেছে, না আসে নি? যদি উত্তর দেন, দরজা বন্দ হয় নি-নবী এসেছেন তাহলে আমার নিবেদন, তাহলে কি মির্থা সাহেবের জনৈর পূর্বে চৌদ্দ শ বছরের মধ্যে কোন নবী আসেন নি?
- মির্থা নাসির : এই তের চৌদ্দ শ বছরের মধ্যে তো উম্মতী নবী কেউ আসেন নি। এমনিতে তো শত শত নবী এসেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : ওরা কে কে?
- মির্থা নাসির : আমি কী জানি? [অটহাসি]

- এটর্নী জেনারেল : অনুগ্রহ করে কোন একজনের নাম বলে দিন ।
- মির্থা নাসির : আমি এই অবস্থানে নেই । কিন্তু উম্মতী নবী কেউ আসেন নি ।
- মাওলানা আবদুল মুক্তাফা : জনাব চেয়ারম্যান, সাক্ষ্যদাতা গড়িমসি করছেন ।
- চেয়ারম্যান : সবার সামনে একথা পরিষ্কার যে, ইনি পরস্পর-বিরোধী বর্ণনা দিচ্ছেন, কিন্তু—
- এটর্নী জেনারেল : আমার প্রশ্ন এই যে, তার আকীদা অনুযায়ী নবী আসতে পারেন, না পারেন না? একথা পরিষ্কার যে, তারা গোলাম আহমদ কে 'উম্মতী নবী' মনে করেন ।
- মির্থা নাসির : আপনার প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে । আমাদের আকীদা এই যে, উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে শুধুমাত্র সেই নবী আসতে পারেন, যার সুসংবাদ আঁ হযরত (সাঃ) দিয়েছেন ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের আকীদা মতে ঐ সুসংবাদ শুধুমাত্র মির্থা গোলাম আহমদ মাসীহ মাওউদ সম্পর্কে এবং অন্য কারো সম্পর্কে নয় ।
- মির্থা নাসির : হ্যাঁ, আমাদের আকীদা অনুযায়ী শুধুমাত্র হযরত মাসীহ সম্পর্কে ।
- এটর্নী জেনারেল : কোন্ হাদীসের রেফারেন্সে?
- মির্থা নাসির : অনেক হাদীসের রেফারেন্সে বলছি ।
- এটর্নী জেনারেল : শুধুমাত্র একজন নবী আসবেন । এতদ্বিধা অন্য কোন নবী আসবেন না । মির্থা গোলাম আহমদের পূর্বে কোন উম্মতী নবী আসেন নি—শুধুমাত্র একজন । তার পরেও কোন নবী আসবেন না । অর্থাৎ ফায়যের দরজা বন্দ । শুধুমাত্র কিছুক্ষণের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল । একজন নবীর জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল । অতঃপর রুদ্ধ হয়ে গেছে । এর পূর্বেও রুদ্ধ ছিল ।
- মির্থা নাসির : ফায়যের দরজা উন্মুক্ত আছে—শহীদ, সালিহু সিদ্দীক এসেছেন এবং আসবেন ।
- এটর্নী জেনারেল : কতজন?
- মির্থা নাসির : হাজার হাজার ।
- এটর্নী জেনারেল : আর উম্মতী নবী শুধুমাত্র একজন—তাইনা?
- মির্থা নাসির : হুযূর (সাঃ)-এর ফায়যের দরজা উন্মুক্ত রয়েছে । তিনি তার 'জাল্‌ওয়া (দাপট) দেখাচ্ছেন ।
- মিঃ চেয়ারম্যান : এটর্নী জেনারেলের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি ।
- এটর্নী জেনারেল : যদি আপনি অনুমতি দিন তাহলে আমি অন্য পদ্ধতিতে আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করবো ।

- চেয়ারম্যান : অনুমতি দেওয়া গেল। প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি। এটর্নী জেনারেল পুনরায় প্রশ্ন করুন।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের দর্শন অনুযায়ী মির্খা গোলাম আহমদ ব্যতীত অন্য কোন নবী আসতে পারেন, না পারেন না?
- মির্খা নাসির : আসতে পারেন।
- এটর্নী জেনারেল : আসতে পারেন?
- মির্খা নাসির : আসতে পারেন।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র একজন এসেছেন।
- মির্খা নাসির : কিন্তু কার্যতঃ তিনিই আসতে পারেন যার সুসংবাদ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দিয়েছেন।
- এটর্নী জেনারেল : আকীদা অনুযায়ী আসতে পারেন, কিন্তু কার্যতঃ আসেন নি।
- মির্খা নাসির : জী।
- এটর্নী জেনারেল : এটা তো আকীদা ও আমলের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা হলো। হযূর (সাঃ) কি মির্খা গোলাম আহমদ ভিন্ন অন্য কারো সুসংবাদ দেন নি? অর্থাৎ এ সম্পর্কে কি আপনি জ্ঞাত আছেন?
- মির্খা নাসির : আমার জানা মতে, না। (অন্য কারো সুসংবাদ দেন নি)
- এটর্নী জেনারেল : আল্লাহর রহমতের ভান্ডার রুদ্ধ হয় নি। তের'শ বছর কোন ব্যাপারই নয়। তেরো হাজার বছরও অতিক্রান্ত হবে। হাজার হাজার নবী আসতে পারেন। কিন্তু আপনারা বলেন যে, শুধুমাত্র একজন নবীই আসবেন। উম্মতী নবী একজনই এসেছেন, আর কেউ আসবেন না। আমি কি আপনার মতলব (মনের কথা) বুঝতে পেরেছি?
- মির্খা নাসির : এ বিষয়টি পরিষ্কার নয় - শুধু একটি মাত্র সুসংবাদ (আছে)।
- এটর্নী জেনারেল : আমি পুনরায় নিবেদন করছি-
- মির্খা নাসির : আমি বলেছি, সুসংবাদ শুধুমাত্র একটিই আছে। সেই উম্মতী নবী ছাড়া, যার সুসংবাদ খোদ হযূর (সাঃ) দিয়েছেন, আর কেউ আসতে পারেন না। এটা আমাদের আকীদা।
- এটর্নী জেনারেল : তিনি ছাড়া অন্যকেউ আসেন নি, আসবেনও না।
- মির্খা নাসির : না, শুধুমাত্র তিনিই আসতে পারেন, যার সুসংবাদ হযূর (সাঃ) দিয়েছেন।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে তিনি (সাঃ) শুধুমাত্র একটি সুসংবাদ দিয়েছেন?

- মির্থা নাসির : আমাদের মতে, আমাদের আকীদা অনুযায়ী, উম্মতী নবীর শুধুমাত্র একটিই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : তিনি ছাড়া কেউ আসতে পারেন না?
- মির্থা নাসির : তিনি ছাড়া কেউ আসতে পারেন না। কিন্তু 'আম্বিয়া-ই-বনী ইসরাঈল' সদৃশ হাজার হাজার (নবী) আসতে পারেন।
- এটর্নী জেনারেল : ওরা তো উলামা, নবী নন - নবী শুধু একজন।
- মির্থা নাসির : জ্বী, শুধুমাত্র একজন।
- এটর্নী জেনারেল : আঁ হযরত (সাঃ)-এর পর শুধুমাত্র একজন নবী, যিনি মাসীহ মাওউদ, তিনিই এসেছেন, পরে আর কেউ আসতে পারেন না।
- মির্থা নাসির : আমাদের আকীদা অনুযায়ী।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু আমি 'আনওয়ারে খিলাফত' থেকে একটি রেফারেন্স পড়ে শুনাচ্ছি-

“আর ওরা আল্লাহুর ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য বুঝেনি এবং এটা বুঝে নিয়েছে যে, (খোদার ভাভার শেষ হয়ে গেছে বিধায়) তিনি কাউকে কিছু দিতে পারেন না। অনুরূপভাবে এরা বলে যে, কোনব্যক্তির 'যুহুদ' (সংসার বিমুখতা) 'ও ইরতিকা' (ধর্মীয় উন্নতি) যতই বৃদ্ধি পাক, তাকওয়া ও পরহেযগারীর ক্ষেত্রে সে কয়েকজন নবীর আগেই চলে যাক, অনুরূপভাবে সে যতই মারিফাত (তত্ত্বজ্ঞান) অর্জন করুক-কিন্তু খোদা তাকে কখনো নবী বানাবেন না। আর তাদের এই বুঝটা আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য না বুঝার কারনেই হয়ে থাকে। অন্যথায় এক নবী কেন, আমি তো বলি যে, হাজার হাজার নবী হবেন।”

- মির্থা নাসির : ইনি কে?
- এটর্নী জেনারেল : মির্থা মাহমুদ (আনওয়ারে খিলাফত : পৃষ্ঠা-৬২) এই সাথে পৃষ্ঠা-৬৫ পড়ে দিচ্ছি।

“ওরা তো বিরোধিতাকে ভয় করে। কিন্তু যদি আমার গর্দানের উভয় দিকে তরবারিও ধরে রাখা হয় এবং আমাকে বলা হয় : তুমি একথা বল যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর পর কোন নবী আসবেন না-তা হলে আমি তাকে বলবো, তুই মিথ্যাবাদী, কায্যাব। তাঁর (হযূরের) পর নবী আসতে পারেন এবং অবশ্যই আসতে পারেন।”

- মিঃ চেয়ারম্যান : সাক্ষ্যদাতাকে (উদ্ধৃতিটি) দেখিয়ে দিন যাতে তিনি তা সত্যায়ন করতে পারেন।

- মির্থা নাসির : রেফারেন্স ঠিক আছে। এখানে সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : আমি আপনার কাছে নিবেদন করবো যে, হুয়র (সাঃ) এর সুসংবাদ দানের কথা মির্থা মাহমুদের জানা ছিল, না ছিল না?
- মির্থা নাসির : এটা সম্ভাবনার কথা।
- এটর্নী জেনারেল : তিনি এটা বলেন নি যে, 'আসতে পারেন', বরং বলেছেন 'আসবেন'। আপনি একটু মনোযোগ সহকারে তার উক্তিটি পড়ুন।
- মির্থা নাসির : মুনীর তদন্ত কমিশনেও এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এখানে ব্যাপারে হচ্ছে সম্ভাবনার।
- এটর্নী জেনারেল : এই সম্ভাবনাও তো রয়েছে যে, আল্লাহ্ 'সাহিবে শরীয়ত' (শরীয়তধারী) নবী, পাঠাবেন। তিনি তো এর উপর ক্ষমতা রাখেন।
- মির্থা নাসির : না, এর সম্ভাবনা তো মোটেই নেই।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি বলেন যে, শুধুমাত্র একজন মাসীহ মাওউদ আসবেন। তিনি এসে গেছেন। মির্থা মাহমুদ বলেন যে, আরো নবী আসবেন। আপনি কি এ সম্পর্কে জ্ঞাত যে, হুয়র (সাঃ)-এর ভবিষ্যৎবাণীর কথা মির্থা মাহমুদের জানা ছিল না। পুনরায় রেফারেন্স পড়ে দিচ্ছি।
- মির্থা নাসির : না, প্রয়োজন নেই। এটা তো স্পষ্ট।
- মিঃ চেয়ারম্যান : তিনি সম্পূর্ণ যাকীন ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে কলছেন।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে অতঃপর চিন্তা করুন।
- মির্থা নাসির : আপনি প্রশ্ন করুন।
- এটর্নী জেনারেল : শুধু সম্ভাবনার কথা বলেন নি যে, আল্লাহ্ তাআলা আরো কোন আহকাম নাযিল করবেন, আরো কোন অহী প্রেরণ করবেন। আমরা তো বলি যে, কোন একজন নবীর উপর আল্লাহ্ তাআলার শেষ হুকুম এসে গেছে। এটা আমাদের আকীদা এবং আপনাদেরও। কিন্তু আপনি বলেন যে, শুধুমাত্র একজন আসবেন এবং তিনি এসে গেছেন। কিন্তু মির্থা মাহমুদ বলেন যে, হাজার হাজার (নবী) আসবেন। এর উপর আপনি কিছু বলুন।
- মির্থা নাসির : আমি বলে ফেলেছি।
- এটর্নী জেনারেল : এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, মির্থা গোলাম আহমদের পর অন্য কোন নবী আসতে পারেন না। তাহলে অতঃপর মির্থা সাহেব খাতামুননবীয়েন হয়ে গেলেন, শেষ নবী তিনিই হয়ে গেলেন - আমি এই বুঝেছি।

- মির্য়া নাসির : তিনি (মির্য়া) তার [হযূর (সাঃ)-এর] গোলাম ।
- এটর্নী জেনারেল : (এখানে) ক্ষমতার ব্যাপারে নয়, বরং ঘটনার ব্যাপার ।
- চেয়ারম্যান : আপনি প্রশ্নের উত্তর দিন । পরিষ্কার কথা এই যে, হযূর (সাঃ)-এর পর শুধুমাত্র একজন আসবেন এবং তিনি মির্য়া । তাহলে মির্য়া সাহেব শেষ নবী হলেন, তার খাতামুন্নবীয়ীন হওয়াটা সম্ভাবনার কথা নয় ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার আকীদা এই যে, সুসংবাদ শুধু একটি?
- মির্য়া নাসির : সুসংবাদ একটি ।
- এটর্নী জেনারেল : আর তিনি শুধু মির্য়া সাহেব । তাহলে তিনি খাতামুন্নবীয়ীন হয়ে গেলেন -মাসীহ মাওউদ?
- মির্য়া নাসির : মাসীহ মাওউদকে ছেড়ে দিন । সকলেরই আকীদা এই যে, মাসীহ নাথিল হবেনা ।
- মাওলা শাহ্ আহমদ নূরানী : জনাব 'খাতামুন্নবীয়ীন' -এর অর্থ হচ্ছে : হযূর (সাঃ)-এর পরে কোন ব্যক্তিকে নবী বানানো হবে না । আর ঈসা (আঃ) হচ্ছেন ঐ নবী, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পূর্বেই নবী হয়েছিলেন ।
- এটর্নী জেনারেল : নিন্ । মির্য়া নাসির সাহেব, একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ঈসা (আঃ) হযূর (সাঃ)-এর পূর্বে নবী ছিলেন । রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর খতমে নুবুওয়াতের পর তাকে নবী বানানো হয় নি । মির্য়া সাহেব তো পরে নবী হয়েছেন । তাহলে হযূর (সাঃ)-এর পরে মির্য়া সাহেবই কেন খাতামুন্নবীয়ীন হলেন?
- মির্য়া নাসির : ইসলামে চারটি রুকন আছে ।
- চেয়ারম্যান : প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি ।
- এটর্নী জেনারেল : আমি জিজ্ঞাসা করি, আর কি কোন নবী আসবেন, যখন ইনিই (মির্য়াই) হচ্ছেন আখিরী নবী আপনাদের দৃষ্টিতে?
- মির্য়া নাসির : যিনি বলেছেন আপনি তাকেই জিজ্ঞাসা করুন, আমি কী বলবো?
- চেয়ারম্যান : এটর্নী জেনারেলের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি ।
- এটর্নী জেনারেল : আমি আপনাদের আকীদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি । মির্য়া সাহেব কি প্রথম ও শেষ উম্মতী নবী?
- মির্য়া নাসির : শেষ নবী হচ্ছেন হযূর (সাঃ) ।
- এটর্নী জেনারেল : শেষ শরয়ী নবী হযূর (সাঃ) এবং শেষ উম্মতী নবী মির্য়া সাহেব?
- মির্য়া নাসির : তিনি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরে ছিলেন না ।

- এটর্নী জেনারেল : পূর্বে ছিলেন?
- চেয়ারম্যান : মির্য়া সাহেব এ কী বলছেন?
- জনাব আব্দুল আযীয ভাট্ট : প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি।
- চেয়ারম্যান : আপনি বসে পড়ুন।
- মির্য়া নাসির : ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব গতকালও বলেছিলেন যে, তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।
- মির্য়া নাসির : আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আগামী কাল শুক্রবার।
- এটর্নী জেনারেল : আমাকে কাল ডিফেন্স কলেজে বক্তৃতা দিতে হবে।
- মির্য়া নাসির : কাল জুম'আও।
- চেয়ারম্যান : প্রতিনিধিদলকে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া গেল। পরবর্তী কর্মসূচী এখনই নির্ধারণ করা হবে।
- মিয়া আতাউল্লাহ : আমি এটর্নী জেনারেলকে সালাম জানাই। জনাব, আমার নগণ্য অভিমত এই যে, আগামীকাল এখান থেকেই প্রশ্ন শুরু করা হোক, যেখানে আজকের প্রশ্ন শেষ হয়েছে।
- চেয়ারম্যান : এ ব্যাপারটি এটর্নী জেনারেলের উপরই ছেড়ে দিন। কাল যদি এটর্নী সাহেব না আসতে পারেন তাহলে মাওলানা যাক্বার আহমদ আনসারী এবং আইনমন্ত্রী পীরযাদা (তার কাজ চালাবেন)।
- মিঃ আব্দুল হাকীম পীরযাদা : আমার বেশ কয়েকটি বিষয় দেখাশুনার আছে।
- সরদার ঝাওলা বখ্শ সুমরো : জনাব, আজকের কর্মতৎপরতার জন্য এটর্নী জেনারেল সাহেব আমাদের সকলের শুকরিয়া ও প্রশংসা পাবার যোগ্য।
- মিঃ চেয়ারম্যান : কর্ম-কৌশল এটর্নী জেনারেলের উপর ছেড়ে দিন। একটি পয়েন্টের জন্য চার ঘন্টা পরিশ্রম করতে হলো।
- চৌধুরী বরকতুল্লাহ : মাওলানা যাক্বার আহমদ আনসারী কিংবা পীরযাদা সাহেব ঠিকই আছেন। কিন্তু এটর্নী জেনারেলের (উপস্থিত) থাকাকাটা আমার মতে জরুরী।
- মিঃ আবদুল হাকীম পীরযাদা : সম্মানিত সদস্য ঠিক বলেছেন। তার কথার মধ্যে ওজন আছে। আগামী কাল দশটায় (অধিবেশন) শুরু করা হলে এটর্নী জেনারেল সাহেব হাযির থাকতে পারেন।
- চেয়ারম্যান : ঠিক আছে। প্রতিনিধিদলকে জানিয়ে দেওয়া হোক, কাল দশটায় (অধিবেশন বসবে)।
- (অধিবেশন মূলতবী। পুনরায় ৯ আগষ্ট সকাল দশটায়।)

৯ আগষ্ট, ১৯৭৪ ইং-এর কার্য-বিবরণী

সকাল ১০ টায় জাতীয় সংসদের স্পীকার সাহেবযাদা ফারুক আলী সাহেবের সভাপতিত্বে বিশেষ কমিটির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। (কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের পর)

মিঃ চেয়ারম্যান : আমরা বিশেষ কমিটি হিসেবে অধিবেশন করছি। তাই প্রতিদিনই কর্মসূচীর কর্মধারা যাঁচাই করি।

সাহেবযাদা আহমদ রেখা কাসুরী : জনাব, যদি কিছু দিনের জন্য কমিটির অধিবেশন মূলতবী রাখা হয় তাহলে সমগ্র কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হয়ে যাবে, যাতে আমরা (সংসদ সদস্যরা) ছুটির মধ্যে এর উপর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি। আমরা ঘরে গেলেও যেন কার্যবিবরণী আমাদের সাথে থাকে।

মিঃ চেয়ারম্যান : এ অনুযায়ী কাজ করছি। আর ঐ দৃষ্টিভঙ্গিতেই দু'শ কপি তৈরী করাচ্ছি। ইন্শাআল্লাহ সকলের কাছে তা পৌঁছে যাবে।

আহমদ রেখা কাসুরী : ধন্যবাদ স্যার।

মিঃ মুহাম্মদ হানীফ খান : আমি একথা রেকর্ডে আনতে চাই যে, কমিটি এখন পর্যন্ত কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের মন একেবারে খোলা। সাক্ষ্যদাতা, যার বর্ণনা অব্যাহত আছে আমরা তাকে আমাদের দলীল দ্বারা 'কায়িল' (convince) করতে পারি কিংবা না পারি, কোন রায় আমরা এখনো কায়িম করি নি। আমি মনে করি, একথা বলে, আমি সমগ্র সংসদের কথাই তুলে ধরছি। সকলেই আমার সাথে একমত হবেন যে, এই সাক্ষ্যদাতার বর্ণনা থেকে কিংবা অন্যান্য সাক্ষ্যদাতা, যারা পরে আসবেন তাদের (বর্ণনা) থেকে কায়িল হওয়া কিংবা না হওয়ার ব্যাপারে আমাদের মন সম্পূর্ণ পরিষ্কার।

মিঃ চেয়ারম্যান : জ্বী হ্যাঁ, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

চৌধুরী জাহাঙ্গীর আলী : স্যার, আমি 'আনওয়ারে খিলাফত' শীর্ষক কিতাবের কয়েকটি প্রশ্ন পেশ করেছিলাম। কিতাব আমার কাছে আছে। এটানী সাহেব চাইলে তা নিতে পারেন।

মিঃ চেয়ারম্যান : এটানী সাহেব যেভাবে সমীচীন মনে করেন, (করুন)।

এটানী জেনারেল : স্যার, আমি তৈরী আছি, প্রতিনিধি দলকে আহ্বান করা যেতে পারে।

[প্রতিনিধি দলের হলে প্রবেশ]

- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব, আজ পর্যন্ত উত্থাপিত প্রশ্নাদি এবং সেগুলোর উত্তরে আপনি যা বলছিলেন তা আমি সংক্ষেপে নিবেদন করছি। একটি প্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, মির্য়া গোলাম আহমদ নবী, কিন্তু আপনি বললেন, উম্মতী নবী। অতঃপর আমি বলেছিলাম যে খতমে নুবুওয়াত সম্পর্কে আমার দর্শন এই যে, শরয়ী ও গায়র-শারয়ী, উম্মতী কিংবা গায়র-উম্মতী কোন প্রকার নবীই আসবেন না। আর আপনাদের দর্শন এই যে, এটা (নুবুওয়াত) আব্দুল্লাহ তাআলার ফায়য এবং ফায়যের দরজা বন্ধ হয় না বা হবে না, (বরং) তা অব্যাহত থাকবে। একজন নয়, বরং হাজার হাজার নবী আসবেন। আমি কিছু রেফারেন্স আপনাকে পড়িয়ে শুনিয়েছি এবং আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, মির্য়া গোলাম আহমদের পূর্বে কি কোন উম্মতী নবী আসেন নি? অতঃপর জিজ্ঞাসা করেছি যে, মির্য়া গোলাম আহমদের পর কি কোন উম্মতী নবী আসবেন? আপনি বলেছেন, না। আমি নিবেদন করছি যে, কুরআন ও হাদীসের আকীদা অনুযায়ী, আপনাদের মতে, কি কোন নবী এসেছেন কিংবা আসতে পারেন-মির্য়া সাহেবের পূর্বে কিংবা তার পরে?
- মির্য়া নাসির : আগমনকারী মাসীহ সম্পর্কে একথা আছে যে, তিনি আব্দুল্লাহর নবী হবেন। সমগ্র উম্মত তার অপেক্ষা করছে। আমাদের মতে, তিনি এসে গেছেন। এই উম্মতের আকীদা এই যে, উম্মতের মধ্যেই একজন নবী জন্মগ্রহণ করবেন।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের মতে, গোলাম আহমদ সেই মাসীহ ছিলেন, তিনি এসে গেছেন?
- মির্য়া নাসির : আমাদের আকীদা মতে, মাহদী এবং মাসীহ, তেরশ' বছর থেকে যার অপেক্ষা করা হচ্ছে, তিনি এসে গেলেন-মির্য়া গোলাম আহমদের অন্তিতে (অবয়বে)।
- এটর্নী জেনারেল : উম্মতে মুহাম্মদীয়ার আকীদা এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) যিনি হযূর (সাঃ)-এর পূর্বকার নবী ছিলেন, তিনি উম্মতী নবী হিসাবে আসবেন। তাকে হযূর (সাঃ)-এর পূর্বে নবী বানানো হয়ে গেছে। আপনাদের মতে, মির্য়া গোলাম আহমদ সেই মাসীহ। ব্যাপারটি এমন যেন, তিনি (মির্য়া গোলাম আহমদ) হযূর (আঃ)-এর পরে নবী হয়েছেন?

- মির্য়া নাসির : আমি এ ঘোষণা দিচ্ছি যে, আমাদের মতে, এখন আব্বাহ তাআলার সমগ্র ইন্‌আমের (পুরস্কারের) দরজা মুহাম্মদের অনুসরণ ব্যতিরেকে বন্ধ।
- এটর্নী জেনারেল : অনুসরণ ব্যতিরেকে সব দরজা বন্ধ। -এই ভিত্তিতে কি অন্য নবী আসতে পারেন? কিংবা এই ভিত্তির উপর মির্য়া গোলাম আহমদ নবী ছিলেন?
- মির্য়া নাসির : শুধুমাত্র মির্য়া গোলাম আহমদই।
- এটর্নী জেনারেল : লাহোর হাইকোর্টে তদন্ত কমিশন গঠিত আছে। আপনি সেখানে হাযির হয়েছেন। সেখানে আপনাকে নানা প্রশ্ন করা হয়েছিল। আমি পুনরায় ঐ প্রশ্ন পেশ করছি যাতে আপনি তা সত্যায়ন করেন।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া গোলাম আহমদকে কি আপনারা নবী মানেন?
- মির্য়া নাসির : না, কিন্তু উম্মতী নবী।
- এটর্নী জেনারেল : তার (মির্য়া গোলাম আহমদের) সাথে আপনার সম্বন্ধ কি?
- মির্য়া নাসির : আমি তার নাতি (পুত্রের পুত্র)
- এটর্নী জেনারেল : তিনি কি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পর উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে প্রথম নবী ছিলেন?
- মির্য়া নাসির : আমার ইতিকাদ মতে, তিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে প্রথম উম্মতি নবী ছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : এ ধরনের আরো নবী আসতে পারেন?
- মির্য়া নাসির : আসতে পারেন, কিন্তু হয়ত আসেন নি। এটা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে লেখা হয়েছে, আমি সত্যায়ন করছি।
- এটর্নী জেনারেল : প্রশ্ন এই যে, কেন নয়? আর আপনার উত্তর এই যে, যেহেতু আমার আকীদা অনুযায়ী, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একের অধিক উম্মতী নবীর ভবিষ্যৎবাণী করেন নি কিংবা অন্য উম্মতী নবীর ভবিষ্যৎবাণী করেন নি তাই আমার ঈমান এই যে, অন্য কেউ (কোন উম্মতী নবী) আসবেন না।
- মির্য়া নাসির : জী হ্যাঁ, এটা সঠিকভাবে রেকর্ড হয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে জনাব, আপনি বলেন যে, তিনি উম্মতি নবী ছিলেন এবং আপনি এও বলেন যে, শুধুমাত্র তিনিই উম্মতী নবী ছিলেন এবং আপনাদের আকীদা অনুযায়ী অন্য কোন উম্মতী নবী আসতে পারেন না। গতকালও আমি আমার প্রশ্ন সীমিত রেখেছিলাম

এবং অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আজও আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করছি যে, যদি অন্য কোন উম্মতী নবী না হতে পারেন তাহলে কি এর অর্থ এই নয় যে, তিনি (মির্থা গোলাম আহমদ) শেষ নবী?

মির্থা নাসির : জী, ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী মির্থা গোলাম আহমদই (শেষ নবী)।

এটর্নী জেনারেল : ‘দাফিউল বাল্লা’ গ্রন্থ, যা গোলাম আহমদের লিখিত, তার ১১ পৃষ্ঠায় আছে, ‘সত্য খোদা তিনি, যিনি কাদিয়ানে আপন রাসূল প্রেরণ করছেন (রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা ২৩১ : অষ্টাদশ খন্ড) এখানে আল্লাহর উদ্দেশ্য আপন নবী প্রেরণ করার না উম্মতী নবী প্রেরণ করার?

মির্থা নাসির : কোন্ পৃষ্ঠা?

এটর্নী জেনারেল : পৃষ্ঠা-১১ এবং এর উপরই প্যারা শেষ হচ্ছে।

মির্থা নাসির : এখানে ‘রাসূল’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

এটর্নী জেনারেল : এখন অপর একটি প্রশ্ন নিবেদন করবো। মির্থা সাহেব তার ‘হাকীকাতুল অহী’ গ্রন্থের ৩৯১ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, ‘নবী’ নাম পাওয়ার জন্য আমাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে অন্য লোক এর যোগ্য নয়। (দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা- ৪০৭ : দ্বাবিংশ অধ্যায়)। এটাও আপনি সত্যায়ন করবেন।

মির্থা নাসির : উম্মতে মুহাম্মদিয়া তেরশ বছর পূর্ব পর্যন্ত এটাই বুঝে আসছিলো।

এটর্নী জেনারেল : না, উম্মতে মুহাম্মদিয়া এটা বুঝে আসছিলো না যে, কাদিয়ানে গোলাম আহমদ আসবেন।

মির্থা নাসির : উম্মত যা বুঝে (তা হলো), এটি একটি সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল।

এটর্নী জেনারেল : ‘নবী’ নাম পাওয়ার জন্য আমাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে অন্য লোক এর যোগ্য নয় -এটা (গোলাম আহমদ কি)- নিজের সম্পর্কে বলেছেন?

মির্থা নাসির : হ্যাঁ, নিজের সম্পর্কে।

এটর্নী জেনারেল : এখন আর একটি রেফারেন্স।

انبيا گرچه بوده اند بسے

من به عرفان نه کمترم زکسے

آنچه داد است هر نبی را جام

داد آن جام را مر بتمام.

“এই দুনিয়ায় যদিও অনেক নবী এসেছেন আমি ইরফানে (মা’রিফতে) কারো চাইতে কম নই। যিনি প্রত্যেক নবীকে প্রেমসুধার পেয়ালা দিয়েছেন, তিনি আমাকেও পেয়ালা ভরে দিয়েছেন।” (নুযুল মাসীহ : পৃষ্ঠা ৯৯ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িল : পৃষ্ঠা ৪৭৭ : অষ্টাদশ খত) তিনি (মির্য়া গোলাম আহমদ) কি তার নিজের সম্পর্কে বলেছেন যে আমি কারো চাইতে কম নই।

- মির্য়া নাসির : ঠিক আছে, নিজের সম্পর্কে বলেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের পুস্তিকা ‘তাশহীযুল আযহান’ -এর রেফারেন্স - ১৯১৭ইং সনের একটি এবং ১৯১৪ইং সনের আপরটি। তাতে আছে যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর পর শুধুমাত্র একজন নবী হওয়া আবশ্যিক। অনেক নবী হওয়াটা আল্লাহর হিকমত ও কৌশলের মধ্যে ফাটলের সৃষ্টি করে। মির্য়া সাহেব, এখন এখানে আপনাদের এবং বাকী মুসলমানদের দৃষ্টি ভঙ্গির মধ্যে এই পার্থক্য কি নয় যে, মুসলমানরা মনে করে, আঁ হযরতের পর কোন নবী আসবেন না। আল্লাহর হিকমত ও ইচ্ছা এই ছিল যে, আসবেন না। এমতাবস্থায় যদি আসেন তাহলে তা আল্লাহ তাআলার হিকমতের মধ্যে ফাটলের সৃষ্টি করে। আপনার মতে, একজন নবী আসতে পারেন। একজন পর্যন্ত তো কোন ফাটলের সৃষ্টি হবে না। যদি এর চাইতে অধিক আসেন তাহলে ফাটলের সৃষ্টি হবে। এটা কেন?
- মির্য়া নাসির : এই ‘কেন’ এর প্রশ্ন দার্শনিক।
- এটর্নী জেনারেল : আপনারা বলেন যে, একজন এবং শুধু একজন?
- মির্য়া নাসির : আপনাদের মতে তিনি আসবেন। আমরা বলি যে, তিনি এসে গেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : দু’টি কথা। একটি তো এই যে, সকলের আকীদা হচ্ছে, মাসীহ আসবেন। এর মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। তিনি তো পূর্বেকার নবী সাব্যস্ত হলেন। এটা প্রকৃত ব্যাপার কি না। শুধু এটাকেই ধরুন।
- মির্য়া নাসির : জী, তিনি পূর্বেকার নবী ছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : আমি তো নিবেদন করবো যে, এখানে ‘মাসীহ’ এর প্রশ্ন নয়। এখানে তো পরিষ্কার বলেছেন যে, আঁ হযরতের পর শুধুমাত্র একজন নবী হওয়া আবশ্যিক। এখন ‘তাশহীযুল আযহান’ -এর বাক্যটি পড়ুন। এই জায়গায় আছে -এই নিন পুস্তিকা।
- মির্য়া নাসির : বাক্য তো তা-ই যা আপনি বলেছেন।

- এটর্নী জেনারেল : এখানে মাসীহ -এর প্রশ্ন নয়। তিনি ইবনে মারইয়াম হবেন। আমি এর ব্যাখ্যায় যাব না। আপনারা বলেন যে, একজন উম্মতী নবী আসবেন?
- মির্খা নাসির : আমাদের মতে, ইনিই মাসীহ এবং ইনিই উম্মতি নবী।
- এটর্নী জেনারেল : সব কিছু ছেড়ে এবার মির্খা সাহেবের পুস্তিকা 'এক গালতী কা ইয়ালা' -এর কথা ধরুন। তাতে আছে, আমি বায়তুল্লায় দাঁড়িয়ে কসম খেয়ে বলতে পারি যে, সেই পবিত্র অহী, যা আমার উপর নাযিল হয়, তা সেই খোদার বাণী, যিনি হযরত মুসা, হযরত ঈসা এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর আপন বাণী নাযিল করেছিলেন (এক গালতী কা ইয়ালাঃ পৃষ্ঠা ৬ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা : ২১০ : অষ্টাদশ অধ্যায়)। এটা কি ঠিক?
- মির্খা নাসির : বাক্যটি সত্যায়িত করছি। তা ঠিক।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে এই তিন জনের উল্লেখ করে তিনি বলছেন, আমি চতুর্থ ছিলাম। ঐ তিনজন উম্মতী নবী ছিলেন? বাক্যতঃ নয়, বরং 'সাহিবে শরীয়ত' (শরীয়তধারী) ছিলেন। এখন তাহলে মির্খা সাহেব উম্মতী নবী হলেন না, বরং ঐ তিনজন যেমনঃ তাদের পর (তিনি) চতুর্থ?
- মির্খা নাসির : আমার অহী শয়তানী নয়, বরং ইলাহী (আল্লাহ প্রদত্ত)। ওদের মত -ওদের সমতুল্য নয়। সমতুল্য যদি বলি তাহলে আমি কাফিরদের চাইতেও জঘন্য কাফির হয়ে যাব।
- এটর্নী জেনারেল : এটাতো আল্লাহ তাআলার দিক থেকে এসেছে। -তিনি কি এটা বলছেন?
- মির্খা নাসির : ঐ রকমই সত্য।
- এটর্নী জেনারেল : আমার পয়েন্ট এই ছিল যে, এটি একটি ভিন্ন অহী, যা একজন ভিন্ন নবীর উপর এসেছে। এ বিষয়বস্তু তা প্রকাশ করছে, না করছে না?
- মির্খা নাসির : অহীর উৎস এক। যদি এটা আল্লাহর বাণী হয় তাহলে আল্লাহর বাণী সমূহের মধ্যে এই মর্মে পার্থক্য করতে হবে যে, কিছু বেশী পবিত্র এবং কিছু কম পবিত্র। আমাদের বুদ্ধিতে তো একথা আসে না। আপন পবিত্র উৎসের কারণে একই রকম। কিন্তু অবস্থার মধ্যে বিভিন্ণতা আছে।
- এটর্নী জেনারেল : মাফ করুন, এই বিষয়বস্তু প্রকাশ করছে তার (গোলাম আহমদের) উপর একটি ভিন্ন অহী এসেছিল-একজন ভিন্ন নবী হিসাবে।

- মির্খা নাসির : হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর যে অহী এসছিল তা মূসার শরীয়তকে সুদৃঢ় করার জন্য। তার কোন নতুন শরীয়ত ছিল না।
- এটর্নী জেনারেল : আমি বলি না যে, নতুন শরীয়ত ছিল; কিন্তু আমি বলি যে, ঈসা (আঃ) একজন ভিন্ন নবী ছিলেন এবং মূসা (আঃ) এর উপর যে অহী আসত তার চাইতে ভিন্ন অহী আসত তার (ঈসার) উপর। আর এই প্রশ্নই এখানে সৃষ্টি হয়। মির্খা সাহেবের উদ্দেশ্য এই যে, তিনি স্বয়ং (মির্খা) এবং মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে পাথ্যক্য আছে। 'আমার (মির্খা সাহেব) উপর যে অহী আসে তা সেটা নয়, যা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর আসত, কিন্তু সেরকমই পবিত্র—(কিন্তু) আলাদা।'
- মির্খা নাসির : শাদ্দিক বিভিন্নতা। হ্যাঁ ঠিক আছেন। 'ইউকিমুদ্দীন'— তিনি দ্বীনের প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন— শরীয়তে মুহাম্মদীয়াকে জীবন দানকারী। তার যিম্মায় এই কাজ ছিল সমর্পিত। এই পদমর্যাদার অধীনে আব্দুল্লাহর অহী এসেছিল। মানুষের কাছে শরীয়তের মুহাম্মদীয়ার যে উজ্জ্বল শিক্ষাসমূহ ছিল তিনি তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করবেন এবং নতুন যুগের নতুন মাসআলারসমূহ শরীয়তে মুহাম্মদিয়া তথা কুরআনের শরীয়তে মুহাম্মদিয়া তথা কুরআনের আলোকে অহী প্রাপ্ত হয়ে সমগ্র বিশ্বের কাছে প্রমাণ করবেন যে, দ্বীন ইসলাম সত্য। অহীর উপর আপনি (এত) জোর দিচ্ছেন কেন? অহীতো বুয়ুর্গদের উপরও হয়।
- এটর্নী জেনারেল : নবী হওয়ার দাবী না করে কোন মানুষ কি দ্বীন কায়েম করতে পারে?
- মির্খা নাসির : করতে পারে।
- এটর্নী জেনারেল : করতে পারে?
- মির্খা নাসির : বিলকুল করতে পারে—এটাই তো আমি বলছি।
- এটর্নী জেনারেল : যদি শরীয়তে মুহাম্মদীয়া তাই হয়, (তিনি) ঐকাজ করার জন্য শুধুমাত্র আসেন— যা অলী হিসাবে, মুহাম্মদাস হিসাবে বুয়ুর্গ হিসাবে এবং আপনার ধারণা মতে, অহী লাভ করার পর করতে পারতেন— তাহলে অতঃপর এই নুবুওয়াতের দাবীর মধ্যে কি ফায়দা ছিল? এর কি মতলব ছিল?
- (এই সময়ে প্রিসাইডিং অফিসার প্রফেসর গাফুর আহমদ সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন)।
- মির্খা নাসির : আব্দুল্লাহ তাঁকে নবী বলেছেন এই আমাদের আকীদা। দেখুন না,

এই আকীদার পর আমরা কিভাবে এই কথা বলার দুঃসাহস করতে পারি যে, আল্লাহ্ তাআলা কেন এরূপ করেছেন? এটা তো আল্লাহই বলতে পারেন।

এটর্নী জেনারেল : বহুত আশ্চর্য। আপনি বলেছেন যে, বুয়ুর্গদের অহী হয়। তাহলে কি বুয়ুর্গদের অহীর মধ্যে ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে?

মির্যা নাসির : থাকতে পারে।

এটর্নী জেনারেল : নবীর অহী এবং বুয়ুর্গদের অহী একরূপ হল না। মির্যা সাহেবের অহী নবীদের অহীর মত ভুল ভ্রান্তি থেকে পবিত্র এবং আল্লাহ্ তাআলার কালাম কুরআন, তাওরাত, ইনজীলের মত। (মুঘল মাসীহ : পৃষ্ঠা-৯৯ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা ৪৭৭ : অষ্টাদশ খন্ড) এটাই তো ভাষ্য? 'হ্যা' অথবা 'না' জবাব দিন।

মির্যা নাসির : ভাষ্যের মধ্যে কোথায়?

এটর্নী জেনারেল : যে জিনিষের প্রতি আমার ইঙ্গিত তা আপনি বুঝছেন না। পড়ে দেব?

মির্যা নাসির : হ্যাঁ, ভাষ্য এটাই আমি বিলকুল বুঝে গেছি। আপনি, ঐ অপর কিতাব -হ্যাঁ মোটেই পড়ার প্রয়োজন নেই।

এটর্নী জেনারেল : আমি এই পর্যায়ে অতঃপর প্রথম দিক্কার আরো একটি প্রশ্নের দিকে আসবো। (আর তা হলো) আপনারা নিজেরদেরকে মুসলমানদের থেকে পৃথক মনে করতেন। পৃথক হয়ে যাওয়ার প্রতি আপনাদের ঝোক ছিল। মির্যা মাহমুদ বলেন, 'মানুষ (আহমদীরা) ভীতিগ্রস্ত হয় এই ভেবে যে, কেন ওদের বিরোধিতা করার হয়, কেন ওদেরকে উপহাস করা হয়, কেন ওদের শত্রুতা করা হয়, কেন ওদেরকে দুঃখ দেওয়া হয়? যদি দুঃখ দেওয়ার কারণ এই হয় যে, ওরা আমাদের শিকার তাহলে অতঃপর না আমাদের ভয় করা উচিত, আর না কোন প্রকার চিন্তা করা উচিত, বরং আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত (এই ভেবে) যে, শত্রুরা (গায়র-আহমদী মুসলমানরা) এটা অনুভব করে যে, আমাদের মধ্যে কোন নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, এবং (এর মাধ্যমে) আমরা ওদের ধর্মকে গ্রাস করে ফেলব। 'শত্রু' দ্বারা তিনি কী অর্থ নিয়েছিলেন? এর দ্বারা কি তিনি (মির্যা মাহমুদ) নিজেকে মুসলমানদের থেকে পৃথক সাব্যস্ত করছেন না?

মির্যা নাসির : হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা চেক করে, যখন সন্ধ্যা ছুটায় আমরা মিলিত হব তখন পুনরায় আমি এর উপর আলোকপাত করবো।

এটর্নী জেনারেল : এই সাথে ৩রা জুলাই, ৫২ইং এর 'আল ফযল' সংখ্যা আপনার কাছে চেয়েছিলাম। কিন্তু হযরত আপনি তা আমাদের কাছে পৌছাতে পারেন নি। এর মধ্যে বিশেষ রেফারেন্স আছে—“আমরা বিজয়ী হব। অবশ্যই তোমরা অপরাধীদের মত আমাদের সামনে উপস্থাপিত হবে এবং তখন তোমাদের পরিণাম তা-ই হবে, যা মক্কা বিজয়ের দিন আবু জাহ্ল এবং তার দলের হয়েছিল।” মির্য়া সাহেব, আমি নিবেদন করছি যে, ‘মক্কা বিজয়’-এর অর্থ কি? ‘অপরাধীদের’-এর অর্থ কি? কা’দের প্রতি এই ইঙ্গিত যে, তোমাদের পরিণাম তা-ই হবে, যা মক্কা বিজয়ের দিন আবু জাহ্ল এবং তার দলের হয়েছিল?

মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, দেখে নেব।

এটর্নী জেনারেল : অতঃপর আল ফযল, ১৬ জানুয়ারী, ১৯৫২ ইং সংখ্যার কথা বলছি। এর আর একটি উদ্ধৃতি পড়ছি। বলেছেন, “১৯৫২ সন অতিক্রান্ত হতে দেবেন না যতক্ষণ না ‘আহমদিয়ত’-এর পরাক্রম শত্রুরা এই রংয়ে অনুভব না করে যে, এখন আহমদিয়তকে (আর) মেটানো যেতে পারে না। ওরা বাধ্য হয়ে ‘আহমদিয়ত’-এর কোলে এসে যেন পতিত হয়।” ‘আহমদিয়ত’-এর পরাক্রম কি? ‘শত্রুরা কে? আর, ‘পরাক্রম ঢালা’ কিরূপ?

মির্য়া নাসির : হ্যাঁ চেক করে নেব। মতন (বচন) এর মধ্যে দেখে নেব।

এটর্নী জেনারেল : “১৫ জুলাই, ১৯৫২ইং খুনী মোল্লার শেষ দিন। ওদের খুনের বদলা নেব, যাদেরকে প্রথম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত খুনী মোল্লারা হত্যা করিয়ে আসছে। প্রতিশোধ নেওয়া হবে মাওলানা আবুল হাসানাত, সাইয়িদ আতাউল্লাহ্ শাহ বুখারী, মাওলানা মুহাম্মদ শফী, মাওলানা এহুতে শামুল হক এবং পঞ্চম শাহ্‌সওয়ার মাওলানা মাওদুদী থেকে।

মির্য়া নাসির : আমি দেখে নেব—‘খুনী মোল্লা,’ ‘বদলা’ এগুলো কি।

এটর্নী জেনারেল : ১৩ নভেম্বর, ১৯৪৬ইং-এর ‘আলফযল’-এর আছে, এক পার্সীর মুকাবালায় দু’আহমদী পেশ করে যাব। ঈসায়ী ও পার্সী ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের ন্যায় আহমদীদের পৃথক অধিকার সম্পর্কিত কথা (এখানে বলা হচ্ছে)–

মির্য়া নাসির : ‘আল ফযল’ এর রেফারেন্স। সন্ধ্যায় (এরও মিটমাট) হয়ে যাবে।

এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব, আপনাদের আকীদা অনুযায়ী, ইংরেজদের আনুগত্য ও কি ইসলামের অংশ? ইংরেজ দ্বারা আমি বৃটিশ গভর্নমেন্টকে বুঝাচ্ছি।

- میریا ناسیر : यदि अमुसलیم सरकार धर्मीय व्यापारे हस्तक्षेप ना करे ताहले तार विरुद्धे विद्रोह करा ठिक नय ।
- एटर्नी जेनारेल : 'धर्मे हस्तक्षेप ना करे' - एर अर्थ कि 'नामाय-रोयार अनुमति दान करे'?
- मिर्या नसिर : जी बिलकुल ।
- एटर्नी जेनारेल : आपनादेर आकीदा अनुयायी, मुसलमानदेरके से यदि दासे परिणत करे एवं नामाय-रोयार अनुमति दान करे ताहलेओ कि तादेर आनुगत्य इसलामेर अंश?
- मिर्या नसिर : 'गैलाम' - एर अर्थ नागरिकतु ग्रहण करा ।
- एटर्नी जेनारेल : नागरिक ग्रहण करा नय-वरण आपनि ये देशे बसवास करछेन, जनुग्रहण करेछेन सेथाने यदि बाहरे थेके कोन विजयी आसे, देशके दखल करे फेले एवं ए समस्त लोक अमुसलیم हय एवं राष्ट्र परिचालना करे ताहले स्वाधीनता अर्जनेर जन्य तादेर विरुद्धे यदि कोन संग्राम परिचालना करा हय ताहले सेटाके कि विद्रोह बला हवे?
- मिर्या नसिर : आइनेर मध्ये थेके यदि संग्राम परिचालना करा हय ताहले सेटा विद्रोह हवे ना । यदि तारा (लोकैरा) फित्नार सृष्टि करे, खुन खाराबी हय ताहले एकाज करा उचित नय ।
- एटर्नी जेनारेल : आइनेर मध्ये थेके तारा संग्राम करे, किन्तु एक पर्याये गिये सरकार स्वयं एमन पदक्षेप ग्रहण करे ये, तारा बाध्य हये सेई स्तरे गिये उपनीत हय येथाने स्वयं कायेदे आयम प्रत्यक्ष संग्रामेर डाक दियेछिलेन, ताहले एटा कि (तादेर जन्य) वैध हवे?
- मिर्या नसिर : कायेदे आयमेर प्रत्यक्ष संग्राम-
- एटर्नी जेनारेल : एवं सेडावे, येडावे माहात्मा गान्धीर 'भारत छोड़ो' आन्दोलन । तिनि तो अहिंस आन्दोलनेर समर्थक छिलेन एवं तारई प्रचार करतैन, किन्तु जालिग्यानग्याला बागेर घटना यখন घटलो- (तखन तिनि 'भारत छोड़ो आन्दोलन शुरु करलेन) । आपनि एर की व्याख्या दिबैन? - अन्यथाय आपनार स्वाधीनतार कथा, यार उपर आत्मा ईकबाल बलेछेन-

ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت

نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

“মোল্লার যখন হিন্দুস্তানে সিজদার অনুমতি আছে তখন অধম (মোল্লা) এই মনে করে যে, ইসলাম (তাহলে) স্বাধীন।”

- মিঃ নাসির : আমি বুঝার চেষ্টা করছি।
- এটর্নী জেনারেল : কংগ্রেসীরা একটি হুকুম জারী করল, ‘ভারত ছাড়ে।
- মিঃ নাসির : এর সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই।
- এটর্নী জেনারেল : “আপনি বলছেন) স্বদেশ প্রেমের উদ্দীপনা নিয়ে আইনের বৃত্তের মধ্যে থেকে সংগ্রাম পরিচালনা। কিন্তু কখনো এমনো পরিস্থিতি আসে-যাকে বলে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করা, যেমন কায়েদে আযম প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় করেছিলেন।
- মিঃ নাসির : আমরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম লীগের সাথে সংগ্রাম করেছি।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর ঐ গুরুদাসপুর, বাইভারী কমিশন, কাশ্মীরের ঘটনা, দু’পার্সী এক আহমদী ইত্যাদি ব্যাপার এসে যাবে। (অতএব) আপনি আপনার কথাকে, আমার প্রশ্ন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখুন- অন্যথায় তো আপনাদের অখন্ড ভারতের আকীদা কয়েকটি বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হবে।
- মিঃ চেয়ারম্যান : এটর্নী জেনারেলের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি।
- এটর্নী জেনারেল : আমি প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলছি যে, যদি আইনের আওতাধীন প্রচেষ্টা অসম্ভব হয়ে পড়ে, মুসলমানরা এটা মনে করে যে, তারা আইনের আওতাধীন মাধ্যমগুলো ছেড়ে অন্যান্য মাধ্যম গ্রহণ না করলে নিজেদের দেশকে স্বাধীন করতে পারবে না। (তখন?)—
- মিঃ নাসির : (যদি) আইন ভঙ্গ করে, হত্যা করে, লুটপাট চালায় (তাহলে?)—
- এটর্নী জেনারেল : হত্যা করার কথা আমি বলি নি। ধরুন, ১৪৪ ধারা জারী করা হলো, তারা (জনসাধারণ) তা অমান্য করল এবং মিছিল বের করল; ফলে লাঠিচার্জ হল। এমতাবস্থায় মূল লক্ষ্য হয় সরকারের কর্মসূচীসমূহকে অকেজো করে দেওয়া।
- মিঃ নাসির : সরকারকে অকেজো করে দেওয়া হলো— আইনগত দিক দিয়ে আমি ওদেরকে দোষী সাব্যস্ত করব না।
- এটর্নী জেনারেল : শরীয়তের দৃষ্টিতে, ঐ সমস্ত বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার অনুমতি আছে, না ওদের আনুগত্য ফরয?
- মিঃ নাসির : আমার মস্তিষ্ক বলছে যে, ওদেরকে আইনের মাধ্যমে—
- এটর্নী জেনারেল : আমি কি এটা বুঝব যে, আপনি এর উত্তর দিচ্ছেন না।

- মিঃ চেয়ারম্যান : সামনে চলুন।
- মির্থা নাসির : পাঁচ মিনিট রয়ে গেছে।
- এটর্নী জেনারেল : ১৯৫৭ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ (কি?)
- মির্থা নাসির : স্যার, অধিবেশন মূলতবী করে দিন।
- চেয়ারম্যান : সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত অধিবেশন মূলতবী। (চেয়ারম্যান সাহেবের সভাপতিত্বে সন্ধ্যা ছ'টায় বিশেষ কমিটির অধিবেশন শুরু হয়)।
- এটর্নী জেনারেল : গতকাল আমি এমন কয়েকটি রেফারেন্সের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, যেগুলোর মধ্যে মির্থা (গোলাম আহমদ) সাহেব আপন বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে মানহানিকর বাক্য ব্যবহার করেছেন।
- মির্থা নাসির : দেখুন, সত্তর বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন আমাদেরকে ঐ পরিবেশে ফিরে যেতে হবে যে, ঐ যুগে বিরুদ্ধবাদীরা কিভাবে একে অন্যকে (এমন কি) উলামরাও, (একে অন্যকে) গালি দিচ্ছিলেন। ইতিহাসের ঐ পরিবেশকে সামনে রাখা জরুরী। আমি বলেছি, (তখন) কটু কথা বলার এক তুফান ছিল এবং পরস্পর বাড়াবাড়ি ছিল। এর মধ্যে কোনটি ১০০ বছর, ২০০ বছর পূর্ব থেকে শুরু হয়েছিল। এর মধ্যে থেকে আমি তিনটি দৃষ্টান্ত বেছে নিয়েছি। এই 'রান্দুর রাওয়াকিফ' ১৯০২ সনে ছাপা হয়। হাজী মুশতাক এন্ড সন্স, আন্দুরনে বাওহাঢ় গেট, মুলতান—এটা প্রকাশ করেছিল।
- এটর্নী জেনারেল : এ বিষয়টি (পুস্তকটি) কার (লেখা)?
- মির্থা নাসির : বেরেলভী উলামারা শীআ' উলামাদের উপর ফতওয়া লাগিয়েছেন।
- এটর্নী জেনারেল : আমি বলেছি যে, মির্থা সাহেব এই তিন জন আলিমকে গালি দিয়েছেন। আপনি এর উত্তরে উলামাদের বিভিন্ন ফতওয়ার উল্লেখ করছেন। আমার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হলো, মির্থা সাহেব কি এই সব আলিমকে গালি দিয়েছেন?
- মির্থা নাসির : যদি আমি বলি যে, ঐ পরিবেশ ও পটভূমিকে সামনে রাখা ছাড়া আপনার প্রশ্নের কোন সংক্ষিপ্ত জবাব আমি দিতে পারব না, তাহলে অতঃপর ?
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর যেকোন আপনার মর্জি। আমি তো আবেদন করেছিলাম।
- এটর্নী জেনারেল : আমি শত শত ফতওয়া থেকে তিনটি ফতওয়া নির্বাচন করেছি। অপর ফতওয়া হচ্ছে 'নয়রাতুল মুয়ীন'।

- মাওলানা গোলাম গাউছ : উলামা, মৌলভী (ওরা) হচ্ছেন উম্মতী । ওরা ফতওয়া দিয়েছেন । তাহলে ওদের উপর মির্যা সাহেবকে যিনি নবী হওয়ার দাবীদার, তাকে কিভাবে কিয়াস করা যেতে পারে? মওলভীর কর্ম ও কটু বাক্য শরীয়তের দৃষ্টিতে হুজ্জাত নয়, (কিন্তু) নবীর কর্ম ও আমল তো হুজ্জাত ।
- মিঃ চেয়ারম্যান : মাওলানা, এটর্নী জেনারেলের মাধ্যমে (কথা বলুন) । কিন্তু সাক্ষ্যদাতা চাইলে (আপনার একথার) জবাব দিতে পারেন ।
- মির্যা নাসির : আমাকে এ উদ্ধৃতিগুলো পড়তে হবে । পড়া শুরু করেছি । রাফযুর রাওয়াফিয, নামরাতুল মুয়ীন, কালামে সালীম বাহু দাফয়ে' বুহতানে আযীম, মাতবা' আনসারী (কর্তৃক মুদ্রিত) -এ তিনটি নমুনা (স্বরূপ) আমাকে পড়তে হবে । (এগুলো পড়তে গিয়ে বেশ সময় অতিবাহিত হয় ।)
- এটর্নী জেনারেল : আপনি বেশ সময় নিয়েছেন । এইসব কথা সম্পর্কহীন । আমি আপনাকে বাধা দেই নি । যাতে আপনি (এটাকে) অকারণে ওজর না বানিয়ে ফেলেন । মির্যা সাহেব এই সব উলামাকে গালি দিয়েছিলেন । ওরাও তাকে গালি দিতেন । আর গালি দিতেন বলে কি এটা তার জন্যও গালি দেওয়ার বৈধতার কারণে পরিনত হতে পারে? এর উপর আপনি কিছু বলেন নি, অথচ আমার প্রশ্ন এতটুকু ছিল ।
- মির্যা নাসির : আপনি যা কিছুই বলুন, পরিবেশকে সামনে রেখে বলুন ।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেবের পরিবেশ ছিল গালাগালির পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই (তিনি) গালি দিয়েছিলেন ।
- মিঃ চেয়ারম্যান : নামাযের বিরতি । মাগরিবের নামাযের জন্য রাত আটটা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবী রাখা হলো ।
(মাগরিবের নামাযের পর অধিবেশন শুরু হয় ।)
- মিঃ চেয়ারম্যান : প্রতিনিধি দলকে কি আহ্বান করবো?
- এটর্নী জেনারেল : আহ্বান করুন ।
(প্রতিনিধি দলের হলে প্রবেশ)
- এটর্নী জেনারেল : অন্ধ শয়তান, দৈত্য, পথভ্রষ্ট, অভিশপ্ত, অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্যতম-মওলভী সা'দুল্লাকে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের পুত্র এগুলো কি? মির্যা সাহেব, যিনি নুবুওয়াতের দাবীদার তার এই বুলি?
- মির্যা নাসির : 'ইবনে বিগায়ী' 'সারকাশ আওরাত কা বেটা' (বলেছেন) ।

এটর্নী জেনারেল : 'ইয়া ইবনা বাগায়া' -এর অনুবাদ 'হে দুশ্চরিত্রের বংশ'। এ অনুবাদ আপনাদের কিতাবে আছে।

মির্খা নাসির : কিন্তু এটা 'বানীয়ে সিলসিলা (গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) -এর অনুবাদ নয়।

এটর্নী জেনারেল : আপনাদেরই প্রকাশিত (পুস্তকে আছে)।

মির্খা নাসির : অনুবাদ আমরাই প্রকাশ করেছি। আমাদের কিতাব। অনুবাদ ও আমাদের দ্বারা হয়েছে, কিন্তু 'ইবনে বাগায়া।' এর ভুল অনুবাদ (করা হয়েছে)-

এটর্নী জেনারেল : কুরআন শরীফে বলা হয়েছে-

مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوًى وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا-

"তোমার পিতা অসৎব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাও ছিল না ব্যভিচারিণী।" - (১৯ঃ'১৮)

তাফসীরে কাবীরে লেখা হয়েছে,

لَمْ أَكْ بَغِيَّةً

(এর অর্থ 'আমি কখনো দুষ্টর্মে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হইনি।' ... এটাও আপনি দেখে নিন্।

মির্খা নাসির : এটা আরবী শব্দ। এর কয়েকটি অর্থ হয়। 'বিগা' এর অর্থ দুশ্চরিত্র (ব্যভিচারী) নয়। 'বাগিয়াতুন' এক জিনিস, 'ইবনে বিগা' অন্য জিনিস।

এটর্নী জেনারেল : মাওলানা মুফতী মাহমুদ, আপনি (বিষয়টির প্রতি চেয়ারম্যান সাহেবের) দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।

মাওলানা মুফতী মাহমুদ : কুরআন মজীদে আছে-

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ ارَدْتُمْ حُسْنًا

এখানে (বিগা) অর্থ কি? (২৩ : ৩৩)

মির্খা নাসির : আরবী শব্দের কয়েকটি ধরনের অনুবাদ (অর্থ) হয়ে থাকে।

জনাব চেয়ারম্যান : এর অর্থ কি, যা মুফতী সাহেব জিজ্ঞাসা করেছেন?

মির্খা নাসির : 'ইবনে বিগা' যখন এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হারামযাদা (জারজ সন্তান) নয়, বরং হিদায়াত থেকে দূরে, অবাধ্য।

- মাওলানা মুফতী মাহমুদ : আমি তো শুধুমাত্র কুরআন মজীদেদের আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, কুরআন কারীমে যে 'বিগা' শব্দ আছে তার অর্থ কি?
- মির্যা নাসির : কুরআন মজীদ, 'ইবনে বিগা' শব্দ ব্যবহারই করে নি।
- চেয়ারম্যান : যে আয়াত মুফতী সাহেব পড়েছেন তার অনুবাদ করে দিন। মুফতী সাহেব (আয়াতটি) আর একবার পড়ুন।

মাওলানা মুফতী মাহমুদ :

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ مُحَصِّنًا

জনাব চেয়ারম্যান : শাদিক অনুবাদ করুন। (সবাই) এক মিনিট একটু থামুন। সাক্ষ্যদাতাকে আয়াতটির অনুবাদ করতে দিন।

মির্যা নাসির : অভিধানে যখন এটা বিজয়ীদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় লাম্পট।

জনাব চেয়ারম্যান : তাফসীর নয়, অনুবাদ জিজ্ঞাসা করেছি।

মির্যা নাসির : "তোমাদের ঘরে তোমাদের যে দাসীরা রয়েছে তাদেরকে লাম্পট (ব্যভিচারিণী) হতে বাধ্য করো না।"

এটর্নী জেনারেল : এটাকে ছাড়ুন। 'ইয়াল-ই-আওহাম' পুস্তকে মির্যা সাহেব লিখেছেন, 'এই সমস্ত লোকেরা চোর, ডাকাত এবং হারামী (জারজ)দের মত আপন উপকারী সরকারের উপর হামলা করেছে এবং এর নাম দিয়েছে জিহাদ (ইয়াল-ই-আওহাম : দ্রষ্টব্য-রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা ৪৯০ : তৃতীয় খণ্ড)। এখানে চোর, হারামী এই সব গালি আছে কিংবা এ ধরনের কিছু আছে?

মির্যা নাসির : আমি চেক করবো।

এটর্নী জেনারেল : গালি দেওয়া, আপনি বলেছেন, ঐ যুগে এক ধরনের ফ্যাশন ছিল, (তখন লোকেরা) একে অন্যের বিরুদ্ধে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করত।

মির্যা নাসির : আমি বলেছি, ওদের এ ধরনের ব্যবহার করার স্বভাব গড়ে উঠেছিল।

এটর্নী জেনারেল : তাহলে এখন প্রশ্ন উঠে যে, একদিকে সাধারণ গুনাহ্গার মানুষ, অন্য দিকে নবী-এমন নবী, যার কতই না ভাবমূর্তি রয়েছে আপনাদের কাছে - তিনি এই ভাষা ব্যবহার করেন (বরং) কোন কোন স্থলে এর চাইতেও শক্ত ভাষা ব্যবহার করেন। অতএব মির্যা সাহেব আমি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে বলছি, আপনি এর জবাব দিন।

- মির্ষা নাসির : পূর্বেকার নবীগণ?
- এটর্নী জেনারেল : আপনি বলতে চান যে, নবীদের জন্য এরূপ ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি আছে?
- মির্ষা নাসির : গালি নয়, বরং সার্জন হিসাবে ছুরি (lancet) চালানোর শুধু অনুমতিই নয়, বরং কোন কোন স্থলে (তা করা) অপরিহার্য হয়ে পড়ে। চোর, ছুরি ব্যবহার করলে হয় অপরাধী, কিন্তু সার্জনের, রোগীর সম্পূর্ণ ফুসফুস বের করে ফেলার অনুমতি আছে। অনুরূপভাবে (আপনি) যদি কাউকে চোর বলেন তাহলো তা গালি, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট (বিচারক) যদি কাউকে চোর বলে দেন তাহলে তা শুধু বৈধ নয় বরং যাকে তিনি (ম্যাজিস্ট্রেট) চোর বলেছেন সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।
- এটর্নী জেনারেল : অর্থাৎ মির্ষা সাহেব যে গালি দিয়েছেন তা সঠিক এবং বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অপয়া, অভিশপ্ত, শয়তান, দৈত্য পথভ্রষ্ট, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের পুত্র, বেশ্যাদের সম্ভান- এগুলো গালি ছিল না?
- মির্ষা নাসির : সঠিক অর্থে এগুলো গালি ছিল না।
- এটর্নী জেনারেল : ব্যস, ঠিক আছে জনাব, আপনি বিষয়টির সমাধান করে দিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : মির্ষা সাহেব বলেছেন, ‘আমার শত্রুরা জঙ্গলের গুয়ার এবং তাদের স্ত্রীলোকেরা কুত্তী (নাজমুল হুদা : উল্লেখিত - ‘রূহানী খাযায়িন’ : পৃষ্ঠা-৫৩ : চতুর্দশ খন্ড)।’
- মির্ষা নাসির : এগুলো ঈসায়ীদেরকে বলেছেন। ‘শত্রুরা’ বলতে ঈসায়ীদেরকে বুঝানো হয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : ওদেরকে গালি দেওয়া জায়িয়?
- মির্ষা নাসির : ওরা হযূর (সাঃ)কে গালি দিত।
- এটর্নী জেনারেল : গালি দ্বারা গালির জবাব -আর তাও এই যে, তিনি হযূর (সাঃ) এর শত্রুদেরকে নয়, বরং আপন শত্রুদেরকে বলেছেন, ‘আমার শত্রুরা জঙ্গলের গুয়ার এবং তাদের স্ত্রীলোকেরা কুত্তী।’
- মির্ষা নাসির : ঈসায়ীদেরকে বলেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : এই ‘নাজমুল হুদা’ -এর ১৮ পৃষ্ঠা ও ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য- রূহানী খাযায়িন : চতুর্দশ খন্ড) আছে, ‘এবং আমি এই পুস্তিকাটি হুজ্জাত পুরা করার জন্য লিখেছি এবং এই উম্মতের গাফিলদের প্রতি সহানুভূতি থাকার কারণে আমি দ্রুত এই কাজ করেছি।’ অতঃপর বলেছেন ‘আমার এই পুস্তিকাটি আমার কাওমের জন্য

নির্দিষ্ট,' (অথচ) আপনি বলছেন যে, তিনি (গোলাম আহমদ) এটা ঈসায়ীদের জন্য বলেছেন (এ মুহূর্তে বেগম আশরাফ খাতুন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।)

- মির্থা নাসির : কিন্তু এটা ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে।
- চেয়ারম্যান : সামনে চলুন। বুঝে গেছি তিনি কি বলেছেন বা বলবেন। যা হোক, সামনে চলুন।
- এটর্নী জেনারেল : মির্থা গোলাম আহমদ বলেছেন, 'সমগ্র মুসলমান আমাদের গ্রহণ করেছে এবং আমার দাওয়াত স্বীকার করে নিয়েছে (কিন্তু) বেশ্যাদের সন্তানেরা মানে নি।' (আয়ন-ই-কামালত : পৃষ্ঠা-৫৪৭)
- মির্থা নাসির : কিন্তু এখানে 'যুররিয়াতুল বাগায়া' শব্দ আছে।
- এটর্নী জেনারেল : 'বাগায়া' এর অর্থ কি?
- মাওলানা মুফতী মাহমুদ : 'বাগায়া' হচ্ছে 'বাগিয়াহ' -এর বহু বচন। 'বাগিয়াহ' হচ্ছে এক বচন।
- মির্থা নাসির : আমাদের বলা হয়েছিল যে, শুধু আমিই আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব।
- এটর্নী জেনারেল : কিছু জিনিষ সম্পর্কে আমি অবহিত নই। কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, মাওলানা আনসারী কিংবা অন্য কেউ আমাদের সাহায্য করবেন এবং কোন কোন বিষয়ের উপর কমিটির মধ্য থেকে মাওলানাই আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। এটা কমিটির বিধিসংগত ক্ষমতা অনুযায়ী করা হয়েছে।
- মির্থা নাসির : আমাদের তো এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাকে অবহিত করা জরুরীও নয়। কিন্তু এটর্নী জেনারেল যার কাছ থেকে ইচ্ছা সাহায্য নিতে পারেন। তাই মুফতী সাহেব যা কিছু বলেছেন সে সম্পর্কে আপনি বলুন।
- মির্থা নাসির : আমি অত্যন্ত শিষ্টতার সাথে মুফতী সাহেবকে বলব যে, 'যুররিয়াতুল বাগায়া' সম্পর্কিত আলোচনা যেহেতু আরবী অভিধানে সাথে সম্পর্ক রাখে—
- মাওলানা মুফতী মাহমুদ : 'বাগায়া' হচ্ছে 'বাগিয়াতুন' এর বহু বচন। অভিধানে কুরআন মজীদে সর্বত্রই বাগিয়া অর্থ ব্যভিচারিণী।
- এটর্নী জেনারেল : মির্থা সাহেব বলেন যে, সমগ্র মুসলমান আমাদের গ্রহণ করেছে। তাহলে তার যুগের অর্থাৎ ১৯০৮ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী কাদিয়ানীদের সংখ্যা ছিল উনিশ হাজার। তাহলে সমগ্র মুসলমানের সংখ্যা কি এই ছিল? কিংবা যারা তাকে মানে না তারা মুসলমান নয়?

- মির্যা নাসির : এটা অন্য দিকে চলে যাচ্ছে।
- এটর্নী জেনারেল : অন্যদিকে নয়; মির্যা মাহমুদ ও এই লিখেছেন যে, যেখানেই মির্যা সাহেব 'মুসলমান' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তার অর্থ 'বাহ্যিক মুসলমান', আর মির্যাও লিখেছেন যে, যারা ইসলামের দাবীদার, প্রকৃতপক্ষে ওরা মুসলমান নয়।
- মির্যা নাসির : এটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে।
- চেয়ারম্যান : সামনে চলুন।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেব বলেছেন, যে আমার বিজয় স্বীকার করবে না তার, 'জারজ সন্তান' হওয়ার ইচ্ছা আছে।
- মির্যা নাসির : 'বিজয়' অর্থ ইসলামের বিজয়।
- এটর্নী জেনারেল : আমাদের বিজয় স্বীকার করবে না। অন্য কথায়, যে ইসলামের বিজয় স্বীকার করবে না সে জারজ সন্তান?
- মির্যা নাসির : (এটা) ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে (বলা হয়েছে)।
- এটর্নী জেনারেল : 'মুহাম্মদ অতঃপর নেমে এসেছেন'—আমরা বলছি যে, এই কবিতা মির্যা সাহেবের উপস্থিতিতে পড়া হয় এবং তিনি (কবিকে সম্বোধন করে) বলেন, 'আল্লাহ্ তোমাকে প্রতিদান দিন।' আপনি বলেছেন, 'না'। কিন্তু পত্রিকা যে আমার কাছে আছে। মির্যা সাহেব সুন্দর হস্তাক্ষরে ঐ কবিতাটি লিখিয়ে আপন ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন।
- মির্যা নাসির : এটা রদ করা হয়ে গেছে।
- এটর্নী জেনারেল : কে রদ করেছে?
- মির্যা নাসির : দ্বিতীয় খলীফা, যিনি অথরিটি ছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : নবী সাহেব সমর্থন করেন এবং খলীফা সাহেব প্রত্যাখ্যান (রদ) করেন—তাহলে কে সত্য?
- মির্যা নাসির : দ্বিতীয় খলীফা বলেছেন, এটা কুফর।
- এটর্নী জেনারেল : আমার প্রশ্ন এই যে, মির্যার উপস্থিতিতে এই কবিতা পড়া হয়েছে, তিনি তা সমর্থন করেছেন এবং একথা মির্যা সাহেবের যুগে ছাপাও হয়ে গিয়েছিল।
- মির্যা নাসির : কোন সংখ্যা?
- এটর্নী জেনারেল : আল ফযল, ২২ আগস্ট, ১৯৪৪ইং। শিরোনাম ছিল 'মওলভী মুহাম্মদ আলী সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রত্যাহার করে

নেবেন।' আল বদর, ২৫ অক্টোবর, ১৯০৬ইং সংখ্যায় কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। আমাদের কাছে উভয় পত্রিকা বিদ্যমান আছে দেখে নিন্।

- চেয়ারম্যান : সাক্ষ্যদাতাকে দেখান।
- এটর্নী জেনারেল : স্যার, ইতিপূর্বে (তিনি তা) দেখে নিয়েছেন।
- মির্ষা নাসির : 'আল বদর' যাতে এই কবিতা ছাপা হয়েছে তাতে নোট (মন্তব্য) নেই।
- চেয়ারম্যান : এটর্নী সাহেবও বলেছেন যে, 'আল বদর' -এ কবিতা আছে। এর উপর আপত্তি উঠেছে যে, এর মধ্যে 'তাওহীন' (হেয়করণ) রয়েছে এবং মওলভী মুহাম্মদ আলী যখন আপত্তি উত্থাপন করেন তখন কবি আকমল উত্তর দেন, মুহাম্মদ আলী কে যে, এর উপর আপত্তি উত্থাপন করবে? এই কবিতাটি মির্ষা গোলাম আহমদ গুনেছিলেন, (কবিকে সম্বোধন করে) 'আল্লাহ্ তোমাকে প্রতিদান দিন' বলেছিলেন এবং সুন্দর হস্তাক্ষরে তা লিখিয়ে আপন ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন।' তাহলে এই কবিতা সঠিক। অতএব মুহাম্মদ আলী তার সম্পূর্ণ ভুল ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেবেন।' - এটা আলফযলে প্রকাশিত মন্তব্য।
- মির্ষা নাসির : আমি আগামীকাল -এর জবাব দেব।
- চেয়ারম্যান : কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। একটি কবিতা প্রকাশিত হওয়ার কথা তিনি স্বীকার করছেন। মন্তব্যের জবাব আগামীকাল দেবেন। প্রতিনিধিদলকে (চলে যাবার) অনুমতি দেওয়া গেল।

১০ আগষ্ট, ১৯৭৪ইং -এর কার্য বিবরণী

আজ শনিবার পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সকল সদস্যের সম্মুখে গঠিত বিশেষ কমিটির অধিবেশন সকাল দশটায় স্পীকার সাহেবযাদা ফারুক আলীর সভাপতিত্বে এসেম্বলী হলে (স্টেট ব্যাংক বিল্ডিং-এ) অনুষ্ঠিত হয়।

(প্রতিনিধিদলের হলে প্রবেশ)

কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের মাধ্যমে অধিবেশনের কজ শুরু হয়।

- এটর্নী জেনারেল : অন্যান্য কর্মসূচী শুরু করার পূর্বে আমি নিবেদন করব যে, সম্ভবতঃ চার পাঁচ দিন পূর্বে আমি মির্থা সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম, ব্লেক বার্ণ-এর, তাদের জামাআত একটি প্রস্তাব পাশ করেছে। তিনি বলেছেন যে, এটি একটি ছোট জামাআত। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, লন্ডনের আহমদিয়া ইবাদতগাহের নির্দেশ অনুযায়ী এই প্রস্তাব একই শব্দে এবং একই ভাষায় সমগ্র বৃটেনে গৃহীত হয়েছে। এটা কোন ক্ষুদ্র শাখা এককভাবে গ্রহণ করে নি, বরং সমগ্র জামাআত যথারীতি ও যথা নিয়মে তা গ্রহণ করেছে। অতএব এটা নিশ্চয়ই কোন রেফারেন্সের ভিত্তিতে হয়েছে। যদি তিনি তৈরী থাকেন তাহলে এখন এ সম্পর্কে বলুন।
- মির্থা নাসির : ঐ 'ঘুররিয়াতুল বাগায়া' সম্পর্কিত অভিধানের রেফারেন্সসমূহ এখনো তৈরী করা সম্ভব হয় নি। অবশ্য আজ সন্ধ্যায় তা পেশ করবো।
- এটর্নী জেনারেল : এজন্য ব্যাখ্যাদানের প্রয়োজন নেই। ধীরে সুস্থে যখন তা তৈরী হয়ে যাবে তখনই পেশ করবেন।
- মির্থা নাসির : সিলসিলার (সিলসিলা-ই-আহমদিয়ার) প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত জীবনী নথিভুক্ত করার জন্য দু'পৃষ্ঠার মধ্যে তা তৈরী করা হয়েছে। এটাকে রেকর্ড করাতে হবে।
- এটর্নী জেনারেল : ঠিক আছে, নোট করে নিলাম। জমা দিয়ে দিন, রেকর্ডে এসে যাবে।
- মির্থা নাসির : আমি বলেছিলাম, আশিয়া (আঃ) কোন কোন সময় বাহ্যতঃ রুক্ষ শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। কুরআন মজীদেও বাহ্যতঃ রুক্ষ ভাষা রয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : এ বিষয়টির দিকে না গেলে ভাল হয়।
- মির্থা নাসির : ১৬ জানুয়ারী, ১৯৫২ সনে শরফা বাধ্য হয়ে আহমদিয়াতের

কোলের মধ্যে এসে পতিত হয়। আপনার প্রশ্ন ছিল ‘শত্রু’ এবং ‘কোল’ -এর অর্থ কি? এটা হচ্ছে ১৯৫২-৫৩ সনের কথা। এটা সমগ্র মুসলমানকে সম্বোধন করে বলা হয় নি, বরং তাদেরকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যারা ফ্যাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ‘কোলের মধ্যে পতিত হওয়া’-এর অর্থ বন্ধু হওয়ার জন্য এগিয়ে আসা। এ কথাটি আমাদের যুব সংস্থার প্রচার বিভাগের মুহতাসিম (সম্পাদক) বলেছিল।

- এটর্নী জেনারেল : (তার একথা বলার) অর্থটি আছে, না নেই?
- মির্খা নাসির : ওটা একটা বিভাগ।
- এটর্নী জেনারেল : যিনি এই বিভাগের প্রধান এটা তার বর্ণনা। আর তা উর্দু ভাষায় (প্রচারিত)। আপনার ব্যাখ্যা ঐ বাক্যও গ্রহণ করে কি না তা বিশেষ কমিটির সদস্যদের উপর ছেড়ে দিন।
- মির্খা নাসির : একটি বর্ণনা হলো, ‘আলফয়ল’ পত্রিকার ১৫ জুলাই, ১৯৫২ইং সংখ্যার। ‘খুনী মোল্লা’ শিরোনামে এটি ছিল একটি সম্পাদকীয়। এটি জামাআতের কোন বর্ণনা-বিবৃতি ছিল না, বরং ছিল সম্পাদকের অভিমত। তাতে ‘খুনী’ শব্দটি না থাকাই ছিল বাঞ্ছনীয়। কেননা এর দ্বারা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি এর নিন্দা করি।
- এটর্নী জেনারেল : হ্যাঁ, এই ‘খুনী মোল্লা’ সম্পর্কে মুনীর তদন্ত কমিশনেও প্রশ্ন করা হয়েছিল। আপনি মূল (রিপোর্টটি) পড়ুন।
- মির্খা নাসির : উকীল দ্বিতীয় খলীফাকে প্রশ্ন করেছিলেন : আপনি কি ‘আলফয়ল’ পত্রিকায় ‘খুনীমোল্লা’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন? দেখা যায়, তাতে কয়েকটি অন্য ধরনের শব্দ এসেছে। শব্দগুলো (হলো) যা আপনি শুনেছেন -হ্যাঁ এই সমগ্র ‘উলামা-ই-হক’-এর খুনের বদলা নেওয়ার শেষ মুহূর্তটি এসে গেছে, যে সমস্ত খুন করা হয়েছে গত তের শ বছরে-যেগুলো সুচনাকাল থেকেই খুনী মোল্লারা করিয়ে আসছে। ওদেরই খুনের বদলা নেওয়া হবে- আতা উল্লাহ শাহ বুখারী থেকে, মোল্লা বাদাযুনী থেকে, মোল্লা ইহতিশামুল হক থেকে, মোল্লা মুহাম্মদ শফী থেকে এবং মোল্লা মাওদুদী থেকে। উত্তর : হ্যাঁ, এই লেখা সম্পর্কে একটি অভিযোগ মন্টগোমারীর জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে আমার কাছে এসে পৌঁছেছিল এবং আমি সংশ্লিষ্ট নাথিরের কাছে এর ব্যাখ্যা চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি সম্পাদককে এটা রদ (খণ্ডন) করার

নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশ্নঃ ঐ রদ করা সম্পর্কে কি আপনাকে অবহিত করা হয়েছে? উত্তরঃ না, কিন্তু এখনি আমাকে 'আল ফযল' -এর ৭ আগস্ট ১৯৫২ ইং সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাতে 'একটি ভুল সংশোধন' - শিরোনামে একটি লেখা ছাপা হয়েছে এবং এই লেখায় উল্লেখিত প্রবন্ধের (সম্পাদকীয় -এর) ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সে সব মৌলভীকে 'মোল্লা' বলা হয়েছে তাদের সবাইকে মোল্লা বলা হয় নি। প্রশ্নঃ যাদেরকে বলা হয়েছে তার কি এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, আহমদীরা মুরতাদ এবং 'ওয়াজিবুল কাতল' (হত্যাযোগ্য অপরাধী)? উত্তরঃ আমি শুধু এইটুকু জানি যে, মাওলানা মাওদুদী এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তার সম্পর্কেই এই যাবতীয় বর্ণনা এবং যা কিছু লেখা হয়েছে। আমি অত্যন্ত লজ্জিত। বিষয়টি তো নোট করাই আছে।

এটর্নী জেনারেল : আর এই যে কথা - 'অপরাধীদের মত তোমরা উপস্থাপিত হবে।' আর ঐ যে আবু জাহল সম্পর্কিত কথা। আপনি এগুলো সত্যায়িত করে নিন।

মির্খা নাসির : আমি আরো কিছুটা সান্ত্বনা দান করবো। টেপ এসে গেছে। আমি খুতবা লিখে - অতঃপর এর উপর আরো খুতবা আসুক, আমরা গরীব মানুষ।

এটর্নী জেনারেল : এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, কোটি কোটি টাকা হাতানোর - আর আপনি বলছেন, আমরা গরীব। যাক, আমি (এ ব্যাপারে আর) এগুতে চাই না।

মির্খা নাসির : আমিও জবাব প্রদানের দিকে যেতে চাই না - কিন্তু আমরা গরীব জামাআত বটে।

এটর্নী জেনারেল : আর ঐ যে কথা, 'আমার বিরোধিতাকারী ঈসায়ী, মুশরিক এবং জাহান্নামী'।

মির্খা নাসির : কোন্ রেফারেন্স?

এটর্নী জেনারেল : 'নুযুল মাসীহ' এবং 'তায়কিরাহ' -এর রেফারেন্স, যা দুদফা আমি নোট করিয়েছি।

মির্খা নাসির : এটা চেক করা বাকি রয়ে গেছে।

এটর্নী জেনারেল : আর ঐ অখন্ড হিন্দুস্তান সম্পর্কিত রেফারেন্স -

মির্খা নাসির : আমার ধারণা, তা তৈরী আছে। উত্তর অখন্ড হিন্দুস্তানের -সন্ধ্যা দেখে নেব।

এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব, 'কালিমা তুল ফসল' -এর ১২৬ পৃষ্ঠায় এই রেফারেন্স- "যেমন সিরাজুদ্দীন নামীয় কোন ব্যক্তি যদি মুসলমান থেকে খ্রীষ্টান হয়ে যায় তা সত্ত্বেও তাকে সিরাজুদ্দীনই বলবো- অথচ খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়ার কারণে সে আর সিরাজুদ্দীন থাকল না বরং অন্য একটা কিছু হয়ে গেল। কিন্তু 'উরফে আম' এর কারণে (সাধারণে) তার যে পরিচিতি রয়েছে সে কারণে) তাকে অন্য একটা কিছু ডাকা হবে। (এ থেকে) জানা যাচ্ছে যে, মাসীহ মাওউদের চিন্তায়ও একথা এসেছিল যে, না জানি, আমার লেখার মধ্যে, গায়র- আহমদীদের সম্পর্কে 'মুসলমান' শব্দের যে ব্যবহার রয়েছে তা দেখে কেউ (এই মর্মে) ধোকা খেয়ে বসে (যে, ওরাও তাহলে মুসলমান), তাই এই সন্দেহ নিরসনের জন্যই গায়র-আহমদীদের সম্পর্কে তিনি এই মর্মে কিছু শব্দ লিখে দিয়েছেন যে,- "এই সমস্ত লোক, যারা ইসলামের দাবী করে- (তাদের সম্পর্কে) যেখানেই মুসলমান শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা দ্বারা 'মুদ্দায়ী'য়ে ইসলাম' (ইসলামের দাবীকারী) মনে করা হবে- প্রকৃত মুসলমান মনে করা হবে না।" এর দ্বারা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যারা গায়র-আহমদী তারা মুসলমান হবার দাবী করে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলমান নয়। আপনি সমগ্র বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দিন।

মির্য়া নাসির : আমার লিখিত বিবৃতির ২৩ পৃষ্ঠায় এর জনাব রয়েছে।

এটর্নী জেনারেল : জনৈক পাঠান একজন মৌলভীর কাছে গেল। আমিও কিছু একজন পাঠান। যাহোক, সে মৌলভীকে জিজ্ঞাসা করলো, জান্নাতে যাওয়ার পথ কি? মৌলভী প্রথমে তো বললো, জান্নাতে যাওয়ার জন্য নামায পড়, রোযা রাখ, আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর ঈমান আন। তখন পাঠান বললো, যদি এই সব কাজ আমার দ্বারা হয়ে যায় তাহলে কি জান্নাতে যেতে পারবো? তখন মৌলভী বললো, (আখিরাতে) একটি পুলসিরাত থাকবে, যা তরবারির চাইতে তীক্ষ্ণ এবং চুলের চাইতে সূক্ষ্ম। পাঠান তখন বললো, আপনি কেন পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন না যে, জান্নাতে যাওয়ার কোন পথই নেই। আমি মৌলভী ও পাঠানের কথা বললাম, আপনি প্রকৃত মুসলমানের সংজ্ঞা দিলেন, (এবার বলুন) এই অনুযায়ী দুনিয়ায় কতজন মুসলমান আপনার চোখে পড়ে?

মির্য়া নাসির : প্রকৃত মুসলমান-

- এটর্নী জেনারেল : হয় মুসলমান, নয় তো মোটেই মুসলমান নয় -এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ।
- মির্থা নাসির : হাজার হাজার লাখ লাখ আমার চোখে পড়ে । আমার ধারণা অনুযায়ী যেন আমাকে বুঝা হয় । আমি আপন মতাদর্শের অঙ্গ অনুরাগী ।
- এটর্নী জেনারেল : দ্বিতীয় প্রশ্ন এই দেখা দেয় যে, আপনার ধারণা মতে সকল আহমদী কি এর আওতায় আসতে পারে?
- মির্থা নাসির : আসতে পারে না, আমি বলেছি ।
- এটর্নী জেনারেল : সেখানে এই প্রশ্ন নয় যে, ইসলামের দাবীকারী কে এবং প্রকৃত মুসলমান কে । বরং প্রশ্ন এই যে, গায়র-আহমদীদের সম্পর্কে 'মুসলমান' শব্দের ব্যবহার দেখে কেউ যেন ধোকা খেয়ে না বসেন ।
- মির্থা নাসির : হ্যাঁ, ঠিক আছে ।
- এটর্নী জেনারেল : এটা কি শুধু গায়র-আহমদীদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে?
- মির্থা নাসির : কেউ একমত হোন অথবা না হোন, এখানে এই বলা হয়েছে যে, আমার মতে, যাবতীয় ঐ সমস্ত লোক যারা আহমদী নয় তারা ইসলামের (স্রেফ) দাবীকারী ।
- এটর্নী জেনারেল : 'ইসলামের দাবীকারী (মুন্দায়ীয়ে ইসলাম) মনে করা হবে, প্রকৃত মুসলমান মনে করা হবে না ।' (অতএব) এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, (তারা) ইসলামের দায়েরা থেকে খারিজ । আপনার জানা মতে, কোন গায়র-আহমদীও কি প্রকৃত মুসলমান (আছে)?
- মির্থা নাসির : আমার আকীদা অনুযায়ী অত্যন্ত পরিষ্কার প্রশ্ন । আমার আকীদা মতে, কোন গায়র-আহমদী, যে ইসলামের সাথে সম্পর্ক রাখে (সে) এই মাপকাঠিতে টেকে না ।
- এটর্নী জেনারেল : কেউ প্রকৃত মুসলমান নয় । (এই) উত্তর আদায় করার জন্য আমাকে এক ঘণ্টা ব্যয় করতে হল । এখন চা-পানের বিরতি হতে পারে ।
- মিঃ চেয়ারম্যান : প্রতিনিধিদলকে সোয়া বারোটো পর্যন্ত সময়ের জন্য এখানে থেকে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া গেল । সদস্যবৃন্দ অনুগ্রহপূর্বক বসুন ।
- মালেক আবদুল মুত্তালা আবহরী : জনাব চেয়ারম্যান সাহেব, আমি আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি এইজন্য যে, আপনি প্রকৃত মুসলমান নন ।

মিঃ চেয়ারম্যান : কোন মন্তব্য যেন করা না হয়। অধিবেশন সোয়া বারোট্টা পর্যন্ত মূলতবী থাকবে।

(বিরতির পর কমিটির অধিবেশন পুনরায় শুরু হয়)

মিঃ চেয়ারম্যান : সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে কার্যসূচী সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। ছয় দিন কমিটির অধিবেশন হলো। এবার পরবর্তী কর্মপন্থার প্রস্তুতির জন্য এটর্নী জেনারেল সাহেবের এক সপ্তাহের অবকাশ প্রয়োজন। রেকর্ড তৈরী করতে আমাদেরও এক সপ্তাহ লাগবে। পরবর্তী কর্মতৎপরতা ও কর্মসূচীর ব্যাপারে সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হবে। বিরতির পর, সাক্ষীদাতার উপর জেরা অব্যাহতি থাকবে। আগামীকাল রোববার। ১২ ও ১৩ তারিখ আমরা জাতীয় সংসদের অনুরূপ কর্মসূচী জারী রাখবো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটি অধিবেশন হবে।

এটর্নী জেনারেল : যেহেতু একথার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কিছু দিনের জন্য অধিবেশন মূলতবী রাখা হবে, তাই আমি কোন নতুন বিষয় সম্পর্কে আলোচনার সূচনা করবো না। আমি পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের পরিসমাপ্তি টানবো—নতুন কোন বিষয় উত্থাপন করব না।

মিঃ চেয়ারম্যান : এটাই ঠিক। প্রতিনিধিদলকে আহ্বান জানানো হোক।
(প্রতিনিধিদলকে আহ্বান জানানো হয়।)

এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেব, আমি এই মর্মে প্রশ্ন করেছিলাম যে, মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার প্রতিই আপনার জামাআতের বোঁক ছিল। (আপনার জামাআতের দাবী ছিল) আদমশুমারীতে যেন তাদের নাম পৃথকভাবে রেকর্ড করা হয়। মির্যা মাহমুদ (তৎকালীন বৃটিশ সরকারের কাছে) এই বলে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন, 'যেখানে পার্সী ও ঈসায়ীদেরকে পৃথকভাবে গণনা করা হয়ে তাকে সেখানে আমাদেরকেও যেন পৃথকভাবে গণনা করা হয়।' মির্যা সাহেব, আপনি জানেন যে, ঈসায়ী, মুসলমান ও হিন্দুদের পৃথক পৃথক ক্যালেন্ডার রয়েছে। ঈসায়ীদের ঈসায়ী ক্যালেন্ডার যা এখন ১৯৭৪ সনে পড়েছে। আর মুসলমানদের হিজরী ক্যালেন্ডার রয়েছে, যা এখন ১৩৯৪ সনে পড়েছে। তাহলে আহমদীদের ও কিছু কোন ক্যালেন্ডার আছে?

মির্যা নাসির : নেই।

- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের পত্রিকাসমূহে, হিজরী সনের সাথে আপনাদের নিজস্ব একটি সনের উল্লেখ দেখা যায় (মির্খায়াীদের বারোমাসের নাম হচ্ছে- সুলেহ, তাবলীগ, আমান, শাহাদত, হিজরত, ইহসান, ওয়াফা, যুহর, তাবুক, ইখা, নুবুওয়াত, ফাত্হ) এটা কি?
- মির্খা নাসির : হিজরী ক্যালেন্ডার। আফগানিস্থানে একটি ক্যালেন্ডার প্রচলিত আছে। আহমদীদেরও মন চাইলে একটি ক্যালেন্ডারের সূচনা করতে -তাই এই সমস্ত মাসের নামকরণ করলো। এগুলো আমাদের পত্রপত্রিকায় চলছে। কিন্তু এটি একটি প্রচেষ্টা মাত্র; অন্যথায় আমাদের পৃথক কোন ক্যালেন্ডার নেই।
- এটর্নী জেনারেল : মন চাইল (তাই) বারো মাসের নামকরণ করলেন এবং সন ও পৃথক করলেন। আচ্ছা, এবার বলুন তো, কাদিয়ানে 'মিয়াউল ইসলাম' নামীয় কোন প্রেস ছিল?
- মির্খা নাসির : জ্বী, কাদিয়ানে 'মিয়াউল ইসলাম' প্রেস ছিল।
- এটর্নী জেনারেল : তাতে দুরুদ শরীফ সম্পর্কে একটি পুস্তিকা ছাপা হয়েছিল। তা কি আপনি দেখেছেন?
- মির্খা নাসির : আমি পড়ি নি, (তবে) দেখছি।
- এটর্নী জেনারেল : আমরা নামাযে যে দুরুদ শরীফ পড়ি যেমন 'আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহম্মদ'- ঐ পুস্তিকার মধ্যে তাতে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। সেখানে 'মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরে 'আহমদ' এসেছে এবং 'আলে মুহাম্মদ' এর পরে এসেছে 'আলে আহমদ'। এটা কি ঠিক?
- মির্খা নাসির : আমার জামাআতের এরূপ কোন দুরুদ নেই।
- এটর্নী জেনারেল : আমি জিজ্ঞাসা করছি যে-
- মির্খা নাসির : না, নেই।
- এটর্নী জেনারেল : আমি আপনাকে একটি ফটোকটি দিচ্ছি, চোখ বুলিয়ে নিন-
- মির্খা নাসির : আমি জানি যে, এটা কিতাবে আছে।
- এটর্নী জেনারেল : ঐ কিতাবে আছে?
- মির্খা নাসির : কিন্তু (তা) জামাআতের (কিতাব) নয়।
- এটর্নী জেনারেল : কাদিয়ানের ঐ 'মিয়াউল ইসলাম' প্রেসের সাথে কি আপনাদের কোন সম্পর্ক নেই?
- মির্খা নাসির : প্রত্যেক ব্যক্তি বই-পুস্তক প্রকাশ করতে পারে।
- এটর্নী জেনারেল : এই প্রেস আপনাদের বই পুস্তক প্রকাশ করে?

- মির্থা নাসির : প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু আমাদের প্রকাশনা, 'মীম-শীন'-এর আখবারও লাহোরে করে। আরো অনেক আখবার এবং প্রেসও করে থাকে।
- এটর্নী জেনারেল : সেটা তো ঠিক। কিন্তু এই প্রেসের সাথে আপনাদের কিরূপ সম্পর্ক ছিল বা আছে?
- মির্থা নাসির : জনৈক আহমদী এর স্বত্বাধিকারী।
- এটর্নী জেনারেল : আর দ্বিতীয় কথা এই যে, প্রেসটি আপনাদের বই প্রস্তুত প্রকাশ করে আসছে।
- মির্থা নাসির : হ্যাঁ, আমাদের বই পুস্তক প্রকাশ করছে।
- এটর্নী জেনারেল : দুরূদ শরীফ সম্পর্কিত এই পুস্তিকাটি আপনাদের প্রকাশনা নয়?
- মির্থা নাসির : হ্যাঁ, আহমদী প্রকাশনা।
- এটর্নী জেনারেল : আনসারী সাহেব, আপনি এটা পড়ে দিন।
- মাওলানা হাফিজ আহমদ আনসারী : এটা হচ্ছে 'যা মীমা-ই-রিসালা-ই-দুরূদ শরীফ' এর ১৪৪ পৃষ্ঠা "আর তিনি ভোরের নামায়ে আবশ্যিক ভাবে, দ্বিতীয় রাকাআতের রুকুর পর দুআ'-ই-কুনূত' পড়তেন। তাতে প্রত্যহ দুরূদ শরীফ এই সমস্ত শব্দ দ্বারা পড়তেন। আব্বাহুমা সালি আলা মুহাম্মদ ওয়া আহমদ ও আলা আলো আহমদ। আব্বাহুমা বারিক আলা মুহাম্মদ ও আহমদ, ও আলা আলে মুহাম্মদ ও আলে আহমদ।
- এটা হচ্ছে আনুমানিক ১৩১৬ হিজরী অর্থাৎ ১৮৯৮ ইংরেজী, কিংবা এর নিকটবর্তী সময়ের ঘটনা। তিনি তিন চার মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে নামায পড়িয়েছিলেন। হযরত মাসীহ মাওউদও নামায়ে শরীক হতেন এবং তিনি (মির্থা কাদিয়ানী) হাফিয মুহাম্মদ সাহেবকে এভাবে দুরূদ শরীফ পড়া সম্পর্কে কিছু বলেন নি। একদা কাযী আহমদ হুসাইন, হাফিয রহমাতুল্লাহ খান, চৌধুরী আল মারুফ, ভাই আব্দুর রহীম সাহেবও প্রাক্তন জগত সিং সাহেব তাকে বলেন, এই দুরূদ শরীফ এভাবে নয় (বরং) সেভাবেই পড়া চাই যেভাবে হাদীসে এসেছে এবং তাশাহুদের পর যেভাবে নামায়ে পড়া হয়। হাফিয মুহাম্মদ সাহেব কিছুটা তেজী স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি একথার জবাবে বলেন, 'আমাকে এ থেকে বিরত রাখার কোন অধিকার আপনাদের নেই। যদি কেউ নিষেধ করে তাহলে স্বয়ং হযরত সাহেবই আমাকে নিষেধ করবেন।' কিন্তু হযুর কখনো (তাকে) এ থেকে নিষেধ করেন নি। আর ঐ মান্যবর ব্যক্তিরও এ বিষয়টি হযুরের (মির্থা কাদিয়ানীর)

খিদমতে পেশ করেন নি। এই ভোরের নামাযে 'দুআ-ই-কুনূত'-এর মধ্যে উপরে উল্লেখিত শব্দ দ্বারা দুরুদ শরীফ পড়বেন। তখনো হযরত মৌলভী আবদুর করীম শিয়ালকোটী হযরত করে কাদিয়ানি আসেন নি। (এবং পুস্তিকায় পরবর্তীতে অতঃপর ঐ সমস্ত শব্দ রয়েছে যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে)। এর মধ্যে একটি জিনিষ লক্ষ্যণীয় যে, তিনি তা 'বিল জেহুর' অর্থাৎ উচ্চস্বরে পড়তেন। মির্যা সাহেব শরীক হতেন এবং দুরুদ শরীফের মধ্যে এই পরিবর্তন করা থেকে তিনি কখনো তাকে বাধা দেন নি।

মির্যা নাসির : কিতাবে থাকতে পারে, কিন্তু এটা আমাদের দুরুদ নয়- আমরা এটা পড়ি না।

এটর্নী জেনারেল : কিন্তু বড় মির্যা সাহেব তো বাধা দেন নি।

মির্যা নাসির : কথা শুনুন জনাব, আমরা পড়ি না- না, না, না।

এটর্নী জেনারেল : আল ফযল পত্রিকার একটি রেফারেন্স-

মির্যা নাসির : মাসীহ নাসিরী কি আপন অনুসারীদেরকে যাহুদীদের থেকে পৃথক করেন নি? ঐ সব নবী, যাদের জীবন কথা আমাদের কাছে পৌছেছে এবং যাদের সাথে আমরা দলে দলে লোকও দেখতে পাই, তারা কি আপন আপন জামাআতকে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করেন নি? প্রত্যেকটি লোককেই একথা স্বীকার করতে হবে যে, নিঃসন্দেহে তারা তা-ই করেছেন। (এমতাবস্থায়) হযরত মির্যা সাহেব, যিনি নবী ও রাসূল, তিনি যদি আপন জামাআতকে 'মিনহাজে নুবুওয়াত' নুবুওয়াতে স্পষ্ট পন্থা অনুযায়ী অন্যান্যদের থেকে পৃথক করেন তাহলে তাতে বিশ্বয়ের ব্যাপার কী থাকতে পারে?

এটর্নী জেনারেল : জী আচ্ছা, 'মালাইকাতুল্লাহ' শীর্ষক কিতাব, যা মির্যা মাহমুদের লেখা, তার ৪৭ ও ৪৮ পৃষ্ঠায় আছে 'কিন্তু যেদিন থেকে তুমি আহমদী হলে সেদিন থেকে তোমার জাতীয়তা আহমদীয়ত' হয়ে গেল। পরিচয় ও পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য যদি কেউ (তোমাকে) জিজ্ঞাসা করে; তাহলে তুমি আপন সত্তা অথবা জাতির কথা বলতে পার- অন্যথায় এখন তোমার গোত্র ও তোমার জাতির আহমদী বটে। অতঃপর আহমদীদেরকে ছেড়ে গায়র-আহমদীদের মধ্যে তুমি কেন আপন জাতি তালাশ কর?

মির্যা নাসির : আত্মীয়তার জন্য এখন 'সাইয়িদ' ইত্যাদির কয়েদ বা বাধ্যবাধকতা নেই। আহমদী সাইয়িদ, সাইয়িদকেই (তার মেয়ে) দেবে, বরং আহমদী আহমদীকে (দেবে) চাই যে কেউ হোক।

- এটর্নী জেনারেল : আপন জাতি ও গোত্রের পার্থক্য নির্ণয় ও পরিচিতির জন্য এ-ই যে ট্রায়েল সিস্টেম' (পরীক্ষামূলক পদ্ধতি) চলছে তাতে এখন আহমদীদের মধ্যে পৃথক হয়ে যাওয়ার ঝোঁকই পরিলক্ষিত হচ্ছে।
- মির্থা নাসির : কিন্তু সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে নয়।
- এটর্নী জেনারেল : না হোক। কিন্তু জাতি, গোত্র, সত্তা এখন আহমদী বটে। এভাবে নামায ও বিবাহের ব্যাপারটি আমি আলাদা করে দিলাম (এই মর্মে) যে, এটাও মুসলমানদের থেকে আলাদা।
- মির্থা নাসির : হ্যাঁ, আপনি (একথা) বলেছিলেন। আমি চেক করে নেব।
- এটর্নী জেনারেল : আমার কাছে যে প্রশ্ন কিংবা আপনাদের যে লিটারেচার বইপত্র এসেছে সে অনুযায়ী আহমদীরা নিজেদেরকে পৃথক উম্মত ও পৃথক জাতির মনে করে এবং বলে যে, (এটা ঠিক সেরূপ) যেকোন অন্যান্য নবীগণ করেছেন। আপনি মনে করেন যে, গোলাম আহমদের যে উম্মত তারা ওদের থেকে পৃথক, তাদের এরূপ করার অধিকার রয়েছে। (আপনাদের) বইপুস্তকে কি এই প্রভাব বিদ্যমান?
- মির্থা নাসির : হ্যাঁ, ঠিক।
- এটর্নী জেনারেল : এই প্রসঙ্গেই যাবতীয় প্রশ্ন আসে ওদের সাথে বিয়ে-শাদী করো না, ওদের পিছনে নামায পড়ো না। এই সমস্ত জিনিষ ঐ পৃথক হওয়ার প্রবণতাকেই সমর্থন করেছে। এর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন আছে কি?
- মির্থা নাসির : ঠিক আছে।
- এটর্নী জেনারেল : মির্থা বশীরুদ্দীনের একটি ইংরেজী পুস্তক শিকাগো থেকে—
- মির্থা নাসির : সেটি একটি বক্তৃতা, ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : তাতে আছে, 'আহমদীদেরকে বাকি মুসলমানদের থেকে একটি পৃথক জাতি জামাআত হিসাবে পড়ে তুলতে হবে। তাহলে বাকি মুসলমানরা কি দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ?
- মির্থা নাসির : আমার জানা নেই তাতে কি লিখা হয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : এই ফটোকপি নিন। এতে এও রয়েছে যে, ১৯০১ সন ছিল সাফল্যের বছর। আহমদীদের উচিত তাদের অনুসারীদেরকে একথা বলে দেওয়া, যেন তারা আহমদী মুসলমান হিসাবে নিজেদের নাম রেজিস্টারভুক্ত করিয়ে নেয়। কেননা এটা ছিল ঐ

সন, যে সনে তিনি (মির্ষা সাহেব) প্রথমবারের মত তার আনুগত্যকারীদেরকে, 'আহমদী' নাম দিয়ে অন্যান্য মুসলমানদের থেকে পৃথক করে নিয়েছিলেন।

- মির্ষা নাসির : আপনি শিরোণাম পড়েছেন। এটা (কিন্তু) তা রদ করছে।
- এটর্নী জেনারেল : মির্ষা সাহেব রদ করছেন অথবা সমর্থন করছেন— আমার ধারণা মতে, তো এটা পুরাপুরি তাকে সমর্থন করছে। এজন্য আমি ধৈর্য ধারনের আবেদন জানাচ্ছি। আপনি একটু দেখে নিন।
- মির্ষা নাসির : এটা তো আমার জন্য আকর্ষণীয়।
- এটর্নী জেনারেল : প্রকৃতই?
- মির্ষা নাসির : (এটি) একটি বক্তৃতা ছিল ১৯২৬ সনে, খুব সম্ভবতঃ গ্রীষ্ম মওসুমে। যাক, ঠিক আছে।
- এটর্নী জেনারেল : আমার এক আহমদী বন্ধু আমাকে এই পুস্তকটি দিয়েছিল। আপনার কাছেও থেকে থাকবে।
- মির্ষা নাসির : এমন কোন পুস্তক নেই যা ছাপা হয়েছে অথচ আমার লাইব্রেরীতে নেই।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু আপনি কোন কোন রেফারেন্স সম্পর্কে তো বলে দেন? ... যাক।
- মির্ষা নাসির : আপনার কাছে ফটোকপি আছে?
- এটর্নী জেনারেল : মূল কপি আছে। আপনাকে ফটোকপি দিয়েছি।
- মির্ষা নাসির : আচ্ছা, চেক করে নেব।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি আপনার লিখিত বিবৃতিতে পৃথক হওয়ার ঝোঁক প্রসঙ্গে কি বলেছেন, 'আমরা ওদের জানাযা পড়ি না, যারা ফতওয়া দিয়েছে'?
- মির্ষা নাসির : আমার লিখিত বিবৃতির কোন পৃষ্ঠায় আছে তা তো আমার স্বরণ নেই।
- এটর্নী জেনারেল : আমি পড়ে দেব?
- মির্ষা নাসির : না। এতটুকু স্বরণ আছে যে, আমি তা লিখেছি।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে জানাযা না পড়ার কারণ হচ্ছে ফতওয়া। যদি অন্য কোন কারণও থাকে তাহলে বলে দিন যাতে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।
- মির্ষা নাসির : না। আমি যা বলে দিয়েছি তাই যথেষ্ট। ঐ লোক, যে ফতওয়া দেয়—

- এটর্নী জেনারেল : মির্ষা সাহেবের কি এক পুত্র ছিলেন, যিনি আহমদী হন নি?
- মির্ষা নাসির : হ্যাঁ, (তিনি) বায়আ'তও করেন নি।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে তার মৃত্যুর পর কি (মির্ষা সাহেব) তার জানাযা পড়েন নি?
- মির্ষা নাসির : আমার স্মরণ নেই। (মির্ষা সাহেব তার এক সংগীকে জিজ্ঞাসা করেন, তার জানাযা কি পড়েন নি? তিনি উত্তরে বলেন, পড়েন নি। অতঃপর নাসির সাহেবও বলেন, পড়েন নি।)
- এটর্নী জেনারেল : মির্ষা গোলাম আহমদ বলেছেন যে, আমার এই পুত্র অত্যন্ত অনুগত ছিল। কিন্তু আহমদী হয় নি, তাই আমি তার জানাযা পড়ি নি। তাহলে কি তিনি মির্ষা সাহেবের বিরুদ্ধে কোন ফতওয়া দিয়েছিলেন?
- মির্ষা নাসির : না।
- এটর্নী জেনারেল : শুকরিয়া। জনাব, আমাদের পরবর্তী বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটাকে পরে নেওয়া হলে ভাল হয়।
- মিঃ চেয়ারম্যান : অধিবেশন মূলতবী ঘোষণা করা হলো। পুনরায় যখন অধিবেশন আহ্বান করবো, প্রতিনিধিদলকে তার দু'দিন পূর্বেই সে সম্পর্কে অবহিত করা হবে।
- মির্ষা নাসির : শুকরিয়া।
- মিঃ চেয়ারম্যান : সম্ভবতঃ ১৮, ১৯ কিংবা ২০ তারিখে অধিবেশন আহ্বান করা হবে। মোটকথা যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হোক না কেন, আপনাদেরকে সে সম্পর্কে অবহিত করা হবে।
(প্রতিনিধিদল চলে গেল এবং অধিবেশন মূলতবী রইলো)

২০ আগষ্ট, ১৯৭৪ইং -এর কার্য বিবরণী

সমগ্র সংসদ সম্বলিত বিশেষ কমিটির অধিবেশন জাতীয় সংসদের স্পীকার সাহেববাদা ফারুক আলীর সভাপতিত্বে মঙ্গলবার সকাল দশটায় অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াতের পর প্রতিনিধিদলকে আহ্বান জানানো হয়।

এটর্নী জেনারেল : মির্ষা সাহেব, যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তৈরী আছে অনুগ্রহপূর্বক তা বলুন।

মির্ষা নাসির : ‘আমরা জয়যুক্ত হবো, শক্ররা আবু জাহলের ন্যায় উপস্থাপিত হবে’ – এই রেফারেন্স আমি বের করতে পারি নি।

এটর্নী জেনারেল : যে সমস্ত রেফারেন্স পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করুন।

মির্ষা নাসির : ‘যামীমা-ই-তুহফা-ই-গোল ডভিয়া’ -এর ২৭ পৃষ্ঠায় আছে, ‘খোদা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, “আমাকে অস্বীকারকারী আমার প্রতি মিথ্যা আরোপকারী কিংবা সন্দেহপোষনকারীর পিছনে নামায পূড়া তোমাদের উপর হারাম এবং অকাটা হারাম। আপনি এর এই ফলশ্রুতি বের করেছেন যে, আহমদিয়ত, মিল্লাতে ইসলামিয়া থেকে পৃথক বস্তু বানাবার চেষ্টা করেছে। প্রকৃত অবস্থা এই যে, এটি ছিল একটি খোদায়ী (খোদা প্রদত্ত) বিষয়। তাছাড়া হাদীসেও আছে, ‘ইমামুকুম মিনকুম’ অর্থাৎ তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকে হবে। (কেননা) ‘যখন মাসীহ অবতরণ করবেন তখন অন্যান্য ফিরকাকে, যারা ইসলামের দাবী করে, সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে।’

‘আনওয়ারুল ইসলাম’ -এর ৩০ পৃষ্ঠায় আছে -যে ব্যক্তি আমার বিজয় স্বীকার করবে না- বুঝে নিতে হবে যে, তার অবৈধ সন্তান’ হওয়ার খায়েশ আছে।’ একথাটি তিনি (মির্ষা কাদিয়ানী) ঈসায়ীদেরকে বলেছেন।

এটর্নী জেনারেল : আপনি এখন দু’টি রেফারেন্সের বিশ্লেষণ প্রদান করলেন। খোদায়ী নির্দেশের অধীন আপনারা মুসলমানদের থেকে পৃথক, নামায প্রভৃতি বিষয়ে। দ্বিতীয়তঃ ‘অবৈধ সন্তান’ -একথাটি তিনি (মির্ষা কাদিয়ানী) ঈসায়ীদেরকে বলেছেন। অথচ বাক্যটি হলো, ‘যে আমার বিজয় স্বীকার করবে না ...।’ যাক, সামনে চলুন।

মির্ষা নাসির : ‘তাশহীযুল আযহান’, মার্চ ১৯১৪ইং সংখ্যায় যে আছে, ‘মির্ষা সাহেবের হাতে যে বায়আত করবে না সে জাহান্নামী’ - তার মূলকথা এই যে, ইলহাম সমূহের মধ্যে পরস্পর বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয়

না। এটি (নিছক) বাদানুবাদ। দেখুন, খোদা তাআলা এক ব্যক্তিকে (মির্যাকে) এই মর্মে ইলহাম করলেন যে, “তুমি আল্লাহর মনোনীত (বান্দা), এ যুগের সকল মুমিনের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃষ্ট, নবীদের মাসীহ, মাসীহ মাওউদ, চৌদ্দশ' শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, আল্লাহর প্রিয় (বান্দা), আপন মর্যাদায় নবীদের তুল্য, খোদার প্রেরিত, তার দরবারে সম্মানিত, নৈকট্য প্রাপ্ত এবং মাসীহ বিন মারইয়ামের মত। যে ব্যক্তি তোমার আনুগত্য করবে না, তোমার বায়আতে দাখিল হবে না এবং তোমার বিরোধিতা করবে সে আল্লাহর রাসুলের অবাধ্য এবং জাহান্নামী।” এই ইলহামের পর এর বিপরীত ইলহাম হবে না। অতএব এটা বাদানুবাদ বটে।

এটর্নী জেনারেল : বাদানুবাদ যাই হোক, মির্যা সাহেবের কাছে ইলহাম হলো -যার মধ্যে, তিনি তার বিরোধিতাকারীদেরকে, তার হাতে যারা বায়আত করবে না তাদেরকে জাহান্নামী বলেছেন। আপনি আপনার এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে কয়েকটি বিষয়েরই সমাধান করে দিলেন। সামনে চলুন।

মির্যা নাসির : ‘তাহযীযুল আয্হান’, আগষ্ট, ১৯১৭ইং সংখ্যার ৫৭ ও ৫৮ পৃষ্ঠায় আছে, “ঐ সমস্ত লোক বার বার বলে যে, ইসলামে মাত্র একজন নবী কেন হলো, অনেক নবী হওয়া চাই, তাদের উচিত খতমে নুবুওয়াতের ঐ পার্থক্য নির্ধরক নিদর্শনকে মনের মধ্যে রাখা যে, আঁ হযরত (সাঃ) হচ্ছেন খোদার মুহর। খোদা আপন মুহরের মধ্যে যে কাউকে নবী হওয়ার জন্য সত্যায়ন করেছেন তিনিই নবী হতে পারেন। বাকী রইলো এই প্রশ্ন যে, কেন আল্লাহ তাআলার মুহর শুধুমাত্র একজন নবীর কথা ঘোষণা করলো? (এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হলো) এখন যখন আল্লাহর মুহর মাত্র একজনকেই নবী হওয়ার ঘোষণা দেয় তখন আমরা কারা যে, একথা বলবো, শুধুমাত্র একজন কেন নবী হলো?” অতঃপর হযরত মাসীহ মাওউদের উদ্ধৃতি রয়েছে। প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল যে, যদি ইসলামের মধ্যে একধরনের নবী হতে পারেন তাহলে আপনার পূর্বে (গত তেরশ বছরে আর) কে নবী হয়েছেন? হযরত (মির্যা কাদিয়ানী) উত্তর দেন, এ প্রশ্ন আমার উপর নয়, বরং আঁ হযরত (সাঃ) এর উপর আসে। তিনি শুধুমাত্র এক ব্যক্তিকে তার পরে নবী হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন, তার নাম নবী রেখেছেন। সেখানে যাবতীয় এই সব আলোচনা রয়েছে।

আলফযল, ১৩ নভেম্বর, ১৯৪৬ইং সংখ্যায় আছে, 'তুমি একজন পার্সী পেশ কর আমি দু'জন আহমদী পেশ করবো।' আপনি বলেছেন, এর মধ্যে মুসলমানদের থেকে পৃথক হওয়ার বোঁক পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেখুন জনাব, এ বিষয়টি 'আল ফযল' -এর সম্পূর্ণ খুতবা অধ্যয়ন করার সাথে সম্পর্ক রাখে। এটাকে নথিযুক্ত করিয়ে দিচ্ছি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই খুতবার মধ্যে যে কথাটি রয়েছে তা হলো, যখন এই বিতর্ক শুরু হলো যে, কোন্ কোন্ অঞ্চল পাকিস্তানের মধ্যে আসবে, কোন্ কোন্টি অন্যদিকে (হিন্দুস্থানে) যাবে তখন এই ফিত্নার সৃষ্টি হলো যে, (যেহেতু) আহমদীরা নিজেরা নিজেদেরকে (মুসলমানদের থেকে) পৃথক মনে করে (তাই) এদেরকে মিল্লাত ইসলামিয়ার দায়েরাভুক্ত মনে করা যায় না এবং (এর ফলে) সংখ্যানুপাতে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর বিশেষ করে গুরুদাসপুরের যে এলাকা, তার মধ্যে মুসলিম ও গায়র মুসলিমের সংখ্যানুপাত হচ্ছে যথাক্রমে ৫১ ও ৪৯। হিন্দুরাই এচাল চালিয়েছিল। তখন মুসলিম লীগের হাতকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় খলীফা মুসলিম লীগের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য একটি প্লান তৈরী করেন এই মর্মে যে, যদি পার্সীদের অধিকার থাকে তাহলে আহমদীদেরকেও অধিকার দাও- যাবতীয় এই সব কথা এই খুতবার মধ্যেই আছে। আমি এটা নথিভুক্ত করিয়ে দিচ্ছি।

এটর্নী জেনারেল : হিন্দুরা মুখে বলল, আহমদীরা মুসলমানদের থেকে আলাদা। আপনারাও বাস্তবে মুসলিম লীগ থেকে আলাদা মেমোরেণ্ডাম পেশ করে দিলেন। আর এতে মুসলমানদের সংখ্যানুপাত ৫১ থেকে ৪৯-এর নেমে গেল। আপনার ধারণা যে, এর দ্বারা আপনারা মুসলিম লীগকে মজবুত করছেন। ঠিক আছে, এটাকে নথিভুক্ত করিয়ে দিন এবং সামনে চলুন।

মির্খা নাসির : 'আমরা তার ধর্মকে খেয়ে ফেলব' - একথা আলফযল, ২৫ জুলাই, ১৯৪৯ইং সংখ্যায় আছে। "আমাদের ঘাবড়ানো উচিত নয়, বরং সন্তুষ্ট হওয়া উচিত যে, ইসলামের শত্রু অনুভব করছে যে, আমাদের মধ্যে কোন নতুন আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে" - একথা খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

এটর্নী জেনারেল : ১৯৪৯ সনে কি খ্রীষ্টান মিশনারীরা ইসলামের বিরুদ্ধে এমন কোন আন্দোলন শুরু করেছিল যে, তার জবাবে বলা হয়েছিল, আমরা ওদেরকে খেয়ে ফেলবো?

- মির্য়া নাসির : খ্রীষ্টানরা তো চৌদ্দ শ বছর ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আসছে।
- এটর্নী জেনারেল : ১৯৪৯ সনে কি কোন (বিশেষ) ঘটনা ঘটেছিল? ঐ শত্রু কে?
- মির্য়া নাসির : এই শত্রু স্পষ্ট। এর মধ্যে অস্পষ্টতা বা সন্দেহের কিছু নেই।
- এটর্নী জেনারেল : সন্দেহের ব্যাপারে আছে এই মর্মে যে, একটি আন্দোলন চৌদ্দ শ বছর যাবত চলছে, আর সেই আন্দোলনকে উপলক্ষ করে ১৯৪৯ সনে বলা হচ্ছে, আমরা শত্রুকে খেয়ে ফেলব। এটা কি পুরাতন শত্রু, না কোন নতুন শত্রু, যাকে লক্ষ্য করে আপনারা একথা বলছেন?
- মির্য়া নাসির : না-না। তিনি (মির্য়া কাদিয়ানী) তো বলেন যে, আমি 'ফানা ফির রাসূল'।
- এটর্নী জেনারেল : এ মির্য়া সাহেব বলেন যে, আমি মুহাম্মদে ছানী (দ্বিতীয় মুহাম্মদ) (এতদসত্ত্বেও) তিনি কি তার শত্রুদেরকে বলেন, 'আমরা তোমাদেরকে খেয়ে ফেলবো?'
- মির্য়া নাসির : খ্রীষ্টানদেরকে (বলেছেন)।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি কি কোন খ্রীষ্টানের প্রবন্ধ কিংবা বক্তৃতা-বিবৃতির কথা বলতে পারেন যার জবাবে তিনি একথা বলেছিলেন? ১৯৪৯ সনে কি কোন নতুন ঘটনা ঘটেছিল?
- মির্য়া নাসির : খ্রীষ্টানরা যে সমস্ত গালি দিয়েছিল তা শুনিয়ে দেব?
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব, আমার প্রশ্ন হলো, ১৯৪৯ সনে মির্য়া মাহমুদ সাহেব এই খুতবা দেন এবং বলেন, 'শত্রুরা আমাদের শিকার।' কে এই শত্রু? কী প্রয়োজন ছিল যে, তিনি তখন খুতবার মধ্যে একথা বললেন? কী ছিল সেই প্রয়োজন?
- মির্য়া নাসির : মির্য়া সাহেব খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান শুরু করে রেখেছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : আমার প্রশ্ন হলো, কোন বিশেষ ঘটনার কথা কি আপনি বলতে পারেন? খ্রীষ্টানদের ঐ সময়কার কোন বিশেষ কথা, বিশেষ বক্তৃতা বা বিশেষ লেখা -যার উত্তরে তিনি একথা বলেছিলেন?
- মির্য়া নাসির : ওরা তো সব সময় বলত। প্রত্যেক শতাব্দীতেই ওরা ইসলামের বিরুদ্ধে এরূপ বলে আসছে।
- এটর্নী জেনারেল : প্রথম শতাব্দীতে ওরা যে কথা বলেছিল আজ ১৯৪৯ সনে তিনি তার জবাব দিচ্ছেন?

- মিঃ চেয়ারম্যান : এটর্নী জেনারেলের প্রশ্ন এই যে, খুতবা দেওয়ার তাত্ক্ষণিক কারণ কি ছিল? সাক্ষ্যদাতাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, তিনি যেন তার উত্তরকে এই প্রশ্ন পর্যন্ত সীমিত রাখেন।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি কি এমন কোন বিশেষ ঘটনার কথা বলতে পারেন যার কারণে তিনি একথা বলেছিলেন?
- মিঃ চেয়ারম্যান : উত্তর যেন সাধারণ ধরনের না হয় বরং বিশেষভাবে যেন তার এই প্রশ্নেরই উত্তর হয়।
- মির্ষা নাসির : উত্তর তৈরী আছে। কিন্তু পৌনে চৌদ্দ শ' বছরের সময়কাল - যার মধ্যে শত্রুরা ইসলামের বিরোধিতা করেছে।
- এটর্নী জেনারেল : আর কোন বিশেষ ঘটনা নেই?
- মির্ষা নাসির : এই মুহূর্তে বলতে পারব না।
- এটর্নী জেনারেল : বিষয় একদম পরিষ্কার। আপনি জানতে পারছেন যে, এটা (জানা) আমার কর্তব্য (duty)। (কিন্তু) আমি পরিষ্কার জানতে পারছি না। কেননা এখন পর্যন্ত আপনি যে সমস্ত দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন এবং যে সমস্ত প্রশ্ন আমি আপনাকে করছি তার প্রেক্ষিতে ইসলাম সম্পর্কে আপনার যে ধারণা তা ভিন্ন হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে নবী সম্পর্কে আপনার যে ধারণা (conception) তাও (আমাদের থেকে) ভিন্ন হয়ে গেছে। সেজন্যই আমি জিজ্ঞাসা করছি, শত্রু কে ছিল?
- মির্ষা নাসির : হিন্দু, আর্য, খ্রীষ্টান - এবং এখন নাস্তিকরাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন তো কোন হিন্দু কিংবা খ্রীষ্টানের মধ্যে এই দুঃসাহস ছিল না যে, ইসলামের নবী সম্পর্কে সে কোন অশিষ্ট উক্ত করে।
- মির্ষা নাসির : এটা মুশকিলের কথা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও অমুসলিমদের সাথে আমাদের জিহাদ ছিল (এবং) তা সেভাবেই অব্যাহত ছিল যেভাবে অব্যাহত ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে।
- এটর্নী জেনারেল : আমরা শত্রুদের খেয়ে ফেলব (এর মানে কি)?
- মির্ষা নাসির : আমরা ফকীর ও অসহায়দের একটি দল, (অতএব) কিভাবে খেয়ে ফেলব?
- এটর্নী জেনারেল : ঠিক আছে, এটা নথিভুক্ত করিয়ে দিন। অন্য কোন জবাব তৈরী আছে?

মির্য়া নাসির : (মির্য়া কাদিয়ানী) ১৮৫৭ সনের মুজাহিদদেরকে চোর, ডাকাত এবং হারামী (অবৈধ সন্তান) তুল্য বলেছেন এবং এর নাম বিদ্রোহ রেখেছেন। কিন্তু এটাও দেখুন যে, ১৮৫৭ সনের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যরা কি লিখেছেন। নায়ীর হোসেন দেহলভীও এটাকে শরীয়ত সম্মত জিহাদ মনে করতেন না। বরং এটাকে বেঈমানী, অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং ফাসাদ ও শত্রুতা বলে ধরনা করতেন। খাজা হাসান নিযামী, স্যার সাইয়িদ আহমদ খান, মওলভী মুহাম্মদ হুসায়ন বাটালভী, সামসুল উলামা মুহাম্মদ যাকাউল্লাহ, শায়খ আবদুল কাদির (প্রমুখও তাই ধারণা করতেন) - ।

এটর্নী জেনারেল : যত ইংরেজ পূজারী ছিল তারা সকলেই ১৮৫৭ সনের যুদ্ধকে বিদ্রোহ বলেছে, আপনারাও বলেছেন। ঠিক আছে, সামনে চলুন।

মির্য়া নাসির : محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں

اور آگے سے ہیں بڑہ کر اپنی شان میں

“মুহাম্মদ অতঃপর আমাদের মধ্যে অবতরণ করেছেন, এবং তিনি তার শান ও মর্যাদায় পূর্বের চাইতে অগ্রণী।”

এটি ছিল একটি কবিতা। আপনি বলেছিলেন, যে, মির্য়া (কাদিয়ানী) সাহেবের উপস্থিতিতে এটি পড়া হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, না। আপনি বলেছিলেন, মির্য়া সাহেব বর্তমান থাকা অবস্থায় এটি ছাপা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম হ্যাঁ। আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তাকে (কবিকে) কি তিনি জামাআত থেকে বের করে দিয়েছিলেন? আমি বলেছিলাম, না।

এটর্নী জেনারেল : এক সেকেন্ড (থামুন)। আমি বলেছিলাম যে, এই কবিতা শুনে মির্য়া গোলাম আহমদ ‘জাযাকাল্লাহ’ (আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন) - একথা বলেছিলাম। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এই ছন্দটি শুনে-যাতে কবি বলেছিলেন, মির্য়া গোলাম আহমদ তার শান ও মর্যাদায় মুহাম্মদের চাইতেও অগ্রণী। আমি একথা বলতে চাই যে, এটা ‘আল বদর’ -এ ছাপা হয়েছিল। তখন মির্য়া সাহেব জীবিত ছিলেন। তিনি এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। আমাদের কাছে এমন কোন রেকর্ড নেই, যার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, মির্য়া সাহেব এটাকে পছন্দ করেন নি। অপর দিকে যা রেকর্ড আছে তা হলো কবি বলছেন, তাকে ‘জাযাকাল্লাহ’ বলেছেন এবং (কবিতা শুনে) আনন্দিত হয়েছেন।

- মির্ষা নাসির : এবং পরিণাম স্বরূপ ১৯১১ সনে, স্বয়ং কবি তার কবিতা থেকে এ ছন্দগুলো বাদ দিয়েছেন।
- এটর্নী জেনারেল : কোন ছন্দ?
- মির্ষা নাসির : ঐ টি।
- এটর্নী জেনারেল : কোন্টি? পড়ে দিন।
- মির্ষা নাসির : মুহাম্মদ ফের উত্তর আয়ে হুঁয় হাম মৈ,
আন্তর আগে সে বাড় কর হুঁয় আপনি, শান মে।
মুহাম্মদ দেখনে হৌ জিস নে আকমল,
গোলাম আহমদ কো দেখে কাদিয়ান মৈ।
- এটর্নী জেনারেল : ১৯১১ সনে আপন কবিতা থেকে এই ছন্দগুলো বাদ দিলেন –
কিন্তু গোলাম আহমদের মৃত্যুর পর কি বলা হচ্ছে যে, গোলাম
আহমদ এগুলো পছন্দ করেছিলেন এবং এগুলো শুনে আনন্দিত
হয়েছিলেন?
- মির্ষা নাসির : আমাদের রেকর্ডে একথা নেই যে, ‘বানিয়ে সিসিলা’ (আহমদিয়া
সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা তথা মির্ষা কাদিয়ানী) এই কবিতা
পড়েছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের পত্রিকা ‘আল ফযল’। তাতে কবি আকমল বলেন,
আমি (কবিতাটি) পড়েছি – মির্ষা সাহেবের উপস্থিতিতে পড়েছি
এবং তিনি (মির্ষা সাহেব) আনন্দিত হয়েছেন এবং ‘জাযাকাল্লাহু’
বলেছেন।
- মির্ষা নাসির : ‘আল ফযল’ আমাদের পত্রিকা নয়, আহমদিয়া জাকাতাতের
কোন খলীফার (পত্রিকা) নয়।
- এটর্নী জেনারেল : (এটা কি) আহমদিয়া জামাতাতের পত্রিকা?
- মির্ষা নাসির : জামাতাতেরও পত্রিকা নয়, বরং জামাতাতে আহমদিয়ার একটি
সংগঠনের (পত্রিকা)।
- এটর্নী জেনারেল : ওদের আওয়াজ (মুখপত্র); ওদেরই অভিমত দেয়, (এতদাবৃত্তও)
ওদের পক্ষের নয়?
- মির্ষা নাসির : এটা খলীফার আওয়াজ নয়। ‘আল ফযল’ জামাতাতের আওয়াজ
নয়।
- এটর্নী জেনারেল : এটা তো খুব ভাল হয়, আপনি যদি এরূপ বলে দেন। (কেননা)
আমরা তো সব ঝগড়াই ‘আল ফযল’ এর সাথে করছি।
- মির্ষা নাসির : মোটেই জামাতাতের পত্রিকা নয়। অতঃপর তো সব ঝগড়াই
শেষ হয়ে গেল।

- এটর্নী জেনারেল : (তাহলে) কোন্ জামাআতের (পত্রিকা)?
- মির্থা নাসির : কোন জামাআতের নয়।
- এটর্নী জেনারেল : 'ডন' পত্রিকা প্রথমে প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সনে। সারা দুনিয়া বলত যে, এটা মুসলিম লীগের (পত্রিকা)। আর 'জাসারত' পত্রিকা, সারা দুনিয়া বলে যে, এটা জামাআতে ইসলামীর (পত্রিকা)। আর মুসাওয়াত পত্রিকা, সারা দুনিয়া বলে যে, এটা পিপল্‌স্ পার্টির (পত্রিকা) (এবার বলুন) 'আল ফযল' কোন্ জামাআতের (পত্রিকা)?
- মির্থা নাসির : যারই হোক, আমার নয়।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার জামাআতের আওয়াজ (মুখপত্র)?
- মির্থা নাসির : ওটা না (আমার) জামাআতের, না আমার আওয়াজ। আমার আওয়াজের কিছু অংশ নকল করে মাত্র, (এতে) আমার আওয়াজ হয়ে গেল কিভাবে?
- এটর্নী জেনারেল : আপনি চিন্তা করে দেখুন, কাল আপনার জামাআত যদি জানে যে, আপনি এই উত্তর দিয়েছেন তাহলে অতঃপর। এটা (আল ফযল) কি আপনার আওয়াজ (কথা)-কে মুচড়ে দিয়ে (বিকৃত করে) প্রকাশ করে?
- মির্থা নাসির : কাতিব (লিপিকার) ভুলভ্রান্তি করে।
- এটর্নী জেনারেল : কাতিবের ভুলভ্রান্তি, আর দুমড়ানো মুচড়ানো - দু'টি পৃথক কথা।
- মির্থা নাসির : মুচড়ানো (বিকৃত) হয়ে যায়।
- এটর্নী জেনারেল : 'আল ফযল' পত্রিকায় আছে যে, মির্থা গোলাম আহমদ এই কবিতা শুনে আনন্দিত হন, 'জাযাকাল্লাহু' (আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন) বলেন। ঠিক আছে, সামনে চলুন। আর কোন রেফারেন্স' (আছে)?
- মির্থা নাসির : কাযী আকমল এটা বলেছেন; কিন্তু আমাদের রেকর্ডে নেই।
- এটর্নী জেনারেল : 'আল ফযল' (কাদিয়ান) পত্রিকায় আকমল মিথ্যা বলেছেন?
- মির্থা নাসির : মিথ্যা বলেছেন। তার যা খুশী বলুন, আমাদের ইতিহাস এ ঘটনাকে রেকর্ড করে নি। আকমল বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। জানি না তিনি কি বলতে কি বলে ফেলেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : 'আল ফযল' (কাদিয়ান) এটা রেকর্ড করেছে। ঐ আকমল মির্থা সাহেব সম্পর্কে - আপন নবী সম্পর্কে বলেছেন, তিনি (মির্থা সাহেব) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মির্থা সাহেব তার (কবির) প্রশংসা করেছেন একথা কি কোন আহমদী ভুলতে পারে?

- মির্থা নাসির : মির্থা সাহেব স্বয়ং বলেন, কেউ কেউ কবিতা আবৃত্তি করতে থাকত, আমি তা জানতাম না। সে তার কাজে ব্যাপৃত থাকত, আমি ধ্যানে মগ্ন থাকতাম। আমি কিছু শুনতামই না।
- এটর্নী জেনারেল : শুনেছেন, 'জাযাকাল্লাহ' বলেছেন, আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং (কবিতাটি) সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিয়ে ঘরে নিয়ে গেছেন। আচ্ছা, একথা বলুন, 'আলবদর' আপনার জামাআতের পত্রিকা ছিল, না ছিল না?
- মির্থা নাসির : সেটাও (আমাদের পত্রিকা) ছিল না।
- এটর্নী জেনারেল : (বলুন,) 'আল ফযল' আপনার জামাআতের কোন্ শাখার (পত্রিকা), যাতে এটাও রেকর্ডে এসে যায়।
- মির্থা নাসির : 'সদরে আনজুমানে আহমদিয়া' এটা দেখাশুনা করে।
- এটর্নী জেনারেল : কে এর পৃষ্ঠপোষকতা করে?
- মির্থা নাসির : সে স্বয়ং করে, (সে) নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না।
- মির্থা নাসির : আমি বুঝি নি।
- এটর্নী জেনারেল : কোন কোম্পানী কি আছে, যে এটাকে চালায়?
- মির্থা নাসির : কোন কোম্পানী নেই।
- এটর্নী জেনারেল : কে অর্থ বিনিয়োগ করেছে? কে ডিক্লারেশন ফাইল করেছে?
- মির্থা নাসির : এটা পুরাতন হিন্দি। খলীল-ই-ছানী (দ্বিতীয় খলীফা) এটা শুরু করেছিলেন খলীফা-ই-আউয়ালের সময়ে। তাতে তিনি আপন ব্যক্তিগত অর্থ বিনিয়োগ করেন, অতঃপর সদর আনজুমানে আহমদীয়াকে দিয়ে দেন। সদরে আনজুমানে আহমদীয়া তা দেখাশুনা করে।
- এটর্নী জেনারেল : যদি এতে কোন ভুল কথা ছাপা হয়ে যায় তাহলে আপনি কি সেজন্য কৈফিয়ত তলব করেন?
- মির্থা নাসির : এটি একটি টেকনিক্যাল ব্যাপারে। তাই আমি (এ সম্পর্কে) কিছু বলতে পারি না।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি এটাকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করতে পারেন যে, এ জিনিষটি জামাআতের বিরুদ্ধে (যাচ্ছে)। অতএব এটাকে সংশোধন করে নাও।
- মির্থা নাসির : এটা তো অন্য কথা।
- এটর্নী জেনারেল : ফার্ম আছে, কোম্পানী আছে, ট্রাস্ট আছে?

- মির্থা নাসির : কিছুই নেই।
- এটর্নী জেনারেল : খলীফা-ই-হানী মির্থা মাহমুদ পত্রিকাটি জারী করেন, পুঁজি বিনিয়োগ করেন, অতঃপর কি জামাআতকে তা উপহার স্বরূপ দিয়ে দেন এই বলে যে, এখন আমি শুধু দেখা শুনা করবো?
- মির্থা নাসির : আমাদের আহমদীদের (পারস্পারিক) সম্পর্ক কিছুটা 'নিরালা' (স্বতন্ত্র)।
- এটর্নী জেনারেল : এটাই তো 'রোলা' (ঘোরচক্র)।
- মির্থা নাসির : আমাদের সম্পর্ক 'নিরালা' (স্বতন্ত্র)। এর মধ্যে আইনগত অবস্থা (প্রাপ্ত হওয়া) কঠিন।
- এটর্নী জেনারেল : এটাই তো 'রোনা' (রোদন)।
- মির্থা নাসির : একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সম্পর্কে। কিন্তু এটা তো কবিতা।
- এটর্নী জেনারেল : মির্থা সাহেব এর দ্বারা এটাই বলতে চান যে, একটি জিনিষ কিংবা একটি রেফারেন্স আপনাআপনি ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে, কিন্তু কয়েকটি রেফারেন্স যখন একত্রে পড়বেন - যেমন আপনি কোন মানুষের গায়ে একটি যখম (ক্ষত) করবেন তখন তা হবে একটি মামুলী আঘাত। এভাবে যখন একশটি যখম করবেন তখন ঐ মানুষটি মরে যাবে। এখন তো এগুলো আপনা আপনি এক ছোট আঘাত। আর আমরা দেখি যে, (অতঃপর) মির্থা সাহেব আপন শান ও মর্যাদায় অগ্রণী। অতঃপর তিনি বলেন, আমার যুগ চতুর্দশীর চন্দ্র। অতঃপর (তার) আর একটি (বৈশিষ্ট্য) হলো, 'হুযূর (সাঃ) -এর জন্য তিন হাজার মুজিয়া, আর আমার (মির্থা কাদিয়ানীর) জন্য তিন লাখ। এসব কথা যখন সকলে পড়েন তখন এগুলো জানা যায়। আপনাকে একথা স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি, যাতে আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আমি কি জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি। আব্বাস ইকবাল বলেন, 'যখন আমি জানতে পারলাম যে, ইনি (মির্থা কাদিয়ানী) হুযূর (সাঃ) -এর চাইতেও নিজেকে উৎকৃষ্টতর মনে করেন যাক, এই শেষোক্ত জিনিষগুলো সাধারণ মুসলমানদেরকে এই ধারণা (impréssion) দিচ্ছে যে, মির্থা সাহেব শুধু নুবুওয়াতের দাবী করেন নি, তিনি উম্মতী নবী কিংবা নিম্ন শ্রেণীর নবী নন, বরং তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর সাথে প্রতিযোগিতায়

- মির্য়া নাসির : হুযূর (সাঃ)-এর সময়ে ইসলাম আরবে ছিল। এখন আফ্রিকা-
আস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত পৌছে গেছে।
- এটর্নী জেনারেল : এটাই আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে, চন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র হয়ে গেছে।
- মির্য়া নাসির : ইসলাম (পূর্ণ চন্দ্রের আকার ধারণ করেছে)।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেবের বর্তমানে (জীবদ্দশায়) ইসলাম পরিপূর্ণ হয়ে
গেছে?
- মির্য়া নাসির : হয়ে যাবে-
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু এখন তো মির্য়া সাহেব বর্তমান নেই।
- মির্য়া নাসির : আমার যুগে (পরিপূর্ণ হয়ে যাবে)। মির্য়া সাহেব তো হুযূর (সাঃ)-
এর কমান্ডার ছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : হুযূর (সাঃ)-এর যুগ পর্যন্ত দ্বীনের সম্পর্ক এক্সপ ছিল যে, তা ছিল
রাতের চন্দ্রের মত।
- মির্য়া নাসির : না, কিয়ামত পর্যন্ত।
- এটর্নী জেনারেল : কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের উন্নতি হুযূর (সাঃ) এর উন্নতি হিসাবে
পরিগণিত হবে। কিন্তু আপনি তো বলেন যে, তাঁর (হুযূরের) যুগে
ইসলাম আরব উপদ্বীপ থেকে বের হয় নি।
- মির্য়া নাসির : আমি পাপী। একটি কথা বানিয়ে ফেলেছি। আমি যে কথা বলেছি
আল্লাহ তাআলা তা মার্জনা করুন।
- এটর্নী জেনারেল : আমি ব্যাখ্যা চাচ্ছি যে, হুযূর (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়-
- মির্য়া নাসির : কিয়ামত পর্যন্ত।
- এটর্নী জেনারেল : আমি একথার ব্যাখ্যা চাচ্ছি যে, 'হুযূর (সাঃ)-এর যুগে ইসলাম
'হিলাল' তথা প্রথম রাতের চাঁদের মত ছিল এবং মির্য়া সাহেবের
যুগে 'বদ্রে কামিল' তথা চতুর্দশ রাতের চাঁদের মত পরিপূর্ণ
হয়ে গেছে।
- মির্য়া নাসির : আপনি কিতাব দিন।
- এটর্নী জেনারেল : মাওলানা যাকর আহমদ 'খুতবা-ই-ইলহামিয়া এর বাক্য শুনিয়ে
দিন এবং কিতাব দিয়ে দিন।
- মির্য়া নাসির : কিতাব দিয়ে দিন-তাহলে অপর অধিবেশনে আপনাকে বলে
দেব।
- মিঃ চেয়ারম্যান : সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় পুনরায় অধিবেশন বসবে।

দাঁড়িয়ে গেছেন, প্রতিযোগিতা করেছেন, অতঃপর বলেছেন, আমি উৎকৃষ্টতর নবী। এটি এমন একটি ধারণা (impression) আমি যার ব্যাখ্যা চাই।

মির্খা নাসির : আপনার এই যুক্তি যথাযথ যে, পঞ্চাশটি রেফারেন্স থেকে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু পঞ্চাশের মুকাবালায় পঞ্চাশ হাজার এরূপ বাক্য যদি থাকে, যাতে তিনি নিজেকে হযূরের (রাসূলুল্লাহর) খাদিম বলেছেন তাহলে?

এটর্নী জেনারেল : মির্খা সাহেব ভুল ত্রুটি মাফ করবেন। আশাকরি আপনি খারাপ ভাববেন না যে, এখানে পঞ্চাশ হাজার' এবং 'এক' -এর প্রশ্ন উঠে না। শয়তান পঞ্চাশ হাজার সিদজা করেছিল, কিন্তু একটি সিজদা না করার কারণে মারা পড়ল। সে যদি হাজার হাজার বছর সিজদার মধ্যে মাথা কুটে মরে তাতে কি হবে? মানুষ যদি শত বৎসর ইবাদত করতে থাকে, (কিন্তু) শুধু একবার অস্বীকার করে দেয় তাহলে কাফির হয়ে যায়।

মির্খা নাসির : কিন্তু এক সিজদার পর যদি পঞ্চাশ হাজার পুণ্যের সিজদা হয়?

এটর্নী জেনারেল : এক সিজদাকে অস্বীকার করার পর শয়তান যদি পঞ্চাশ হাজার বার সিজদা করে তবুও সে শয়তান, যতক্ষণ না তাওবা করে। জাতীয় সংসদ নিজেরাও এই সব রেফারেন্স পড়ে কোন একটি সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারে, কিন্তু আপনাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে -তাহলে এর অর্থ?

মির্খা নাসির : আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত।

এটর্নী জেনারেল : আপনি চন্দ্রের উল্লেখ করেছেন। মির্খা সাহেব বলেন, হযূর (সাঃ)-এর জন্য শুধু সূর্য গ্রহণ এবং আমার জন্য চন্দ্র গ্রহণ সূর্য গ্রহণ-উভয়ই।' কিংবা (তিনি বলেন,) তাঁর (রাসূলুল্লাহর) যুগ ছিল 'হিলাল' তথা প্রথম রাতের চাঁদের এবং আমার যুগ হচ্ছে চতুর্দশ রাতের চাঁদের।

মির্খা নাসির : এটা তো একটা ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, ইসলামের প্রথম শতাব্দী প্রথম রাতের চাঁদের মত এবং চতুর্দশ শতাব্দী চতুর্দশ রাতের চাঁদের মত। আপন উন্নতির ক্ষেত্রে চাঁদ চতুর্দশী পর্যন্ত পৌছবে, কি পৌছবে না?

এটর্নী জেনারেল : আমার প্রশ্ন ছিল এই যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর সময়ে চন্দ্রের অবস্থা প্রথম রাতের চন্দ্রের মত ছিল, কিন্তু মির্খা সাহেবের সময়ে চতুর্দশ রাতের চন্দ্র তথা পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হয়।

[সন্ধ্যায় অধিবেশন শুরু হয়]

- মির্থা নাসির : 'খুতবাতুল ইলহামিয়া' -এর মধ্যে 'বদর' (পূর্ণচন্দ্র) এবং প্রথম রাতের চন্দ্রের যে কথা বলা হয়েছে তাতে তিনি (মির্থা সাহেব) হযূর (সাঃ)-কে প্রথম রাতের চন্দ্র বলেন নি, বরং ইসলামকে বলেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : হযূর (সাঃ)-এর যুগে ইসলামের দৃষ্টান্ত প্রথম রাতের চাঁদের মত এবং মির্থা সাহেবের যুগে চতুর্দশ রাতের চাঁদের মত 'বদরে কামিল' (পূর্ণচন্দ্র)। কিন্তু আল ফযল, '১লা জানুয়ারী, ১৯১৬ইং সংখ্যায় দ্বিতীয় খলীফা মির্থা মাহমুদ বলেন, তিনি (মির্থা) 'হিলাল' (প্রথম রাতের চন্দ্র), 'বদর' (চতুর্দশ রাতের চন্দ্র) দ্বারা এই সূক্ষ্ম, বিষয়টিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে জ্ঞানী-মূর্খ সকলেরই বোধগম্য করে দিয়েছেন যে, চতুর্দশ রাতের চাঁদ মাসীহ মাওউদই বটে। যে চাঁদ রাতের বেলা ছিল অর্থাৎ রাসূলে করীম (সাঃ) তাঁর প্রথম অবস্থা থেকে, আরো অধিক জাঁকজমকপূর্ণ হওয়াটা কী করে আপত্তির কারণ হতে পারে?
- মির্থা নাসির : আপনি 'খুতবা-ই-ইলহামিয়া' সম্পর্কে বলুন। দুটি পূর্ণচন্দ্র। হযূর (সাঃ)-ও পূর্ণচন্দ্র ছিলেন। ইসলামের যুগ প্রথমার চাঁদ থেকে চতুর্দশীর চাঁদে পরিণত হবে—
- এটর্নী জেনারেল : এর মধ্যে গোলাম আহমদের উল্লেখ নেই।
- মির্থা নাসির : এটা আমি বলিনি। না, না।
- এটর্নী জেনারেল : এখন মির্থা মাহমুদ বলছেন যে, মাসীহ মাওউদই তো চতুর্দশ রাতের চাঁদ।
- মির্থা নাসির : ১ জানুয়ারী, ১৯১৬ইং সংখ্যা চেক করবো। কিন্তু হযূর (সাঃ)-এর দ্বীন মাসীহ মাওউদ এবং মাহদী মাওউদের যুগে যদি পূর্ণচন্দ্র হয়ে যায় তাহলে হযূর (সাঃ)-ই তো দ্বিতীয়বার ঝলকিয়ে উঠবেন।
- এটর্নী জেনারেল : এখন আপনার মতে মির্থা সাহেব মাহদী এবং মাসীহ মাওউদ। তার ঝলকিয়ে উঠা ও আবির্ভাব হওয়া হযূর (সাঃ)-এরই ঝলকিয়ে উঠা ও আবির্ভূত হওয়া হযূর (সাঃ) এরই ঝলকিয়ে উঠা ও আবির্ভূত হওয়ার নামান্তর। যেন মির্থা সাহেব নয় বরং হযূর (সাঃ)-ই আসলেন।
- মির্থা নাসির : শেষ যুগের কথা বলা হয়েছে।

- এটর্নী জেনারেল : ঠিক আছে, মির্য়া সাহেবের যুগ শেষ যুগ। তার যুগে চতুর্দশ রাতের চাঁদ হয়েছে কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, হিন্দুস্তান থেকে মুসলমানদের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, ইংরেজ এসে সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছে, মধ্য প্রাচ্যে মুসলমানদের রাজত্ব শেষ হয়েছে। আর আপনি বলছেন যে, চন্দ্র পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। মির্য়া সাহেবের যুগে ইসলাম কতদূর বিস্তার লাভ করেছে?
- মির্য়া নাসির : এটা মির্য়া সাহেবের যুগের কথা নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত মাসীহের যুগ প্রসারিত।
- এটর্নী জেনারেল : হযূর (সাঃ)-এর যুগ মাহদী ও মাসীহ পর্যন্ত। অর্থাৎ মাসীহ মাওউদ যখন আসবেন তখন ইসলাম বিস্তার লাভ করবে। এখন মাসীহ মাওউদ এসেছেন। (তার আগমনে) ইসলাম এভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে, হিন্দুস্তান থেকেও ইসলামী রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে। এখন বলুন, 'মাসীহ মাওউদের যুগ কিয়ামত পর্যন্ত' -এই দর্শন কী বলছে?
- মির্য়া নাসির : আপনি তার (মাসীহ মাওউদের) যুগকে সীমিত করবেন না। বরং যেমন হযূর (সাঃ)-এর খলীফাদের যুগ, তেমনি মাসীহ মাওউদের খলীফাদেরও যুগ। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, এখন থেকে তিন শতাব্দীর মধ্যেই আমেরিকাসহ সমগ্র বিশ্বে ইসলাম বিস্তার লাভ করবে। এটাই আমার ঈমান।
- এটর্নী জেনারেল : প্রথমে আপনি কিয়ামত পর্যন্ত বলেছেন। এখন তিন শতাব্দীর কথা বলছেন। ভাল কথা।
- মির্য়া নাসির : ইমামুদ্দীন পাদ্রী ছিল, যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে-
- এটর্নী জেনারেল : ১৯৪৯ সনের কোন বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করুন, যার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, আমরা শত্রুকে খেয়ে ফেলব। পাকিস্তানে (কি ঐ সময়ে) কোন বিশেষ ঘটনার ঘটেছিল (যাকে উপলক্ষ করে তিনি অনুরূপ কথা বলেছিলেন)?
- মির্য়া নাসির : আমরা সমগ্র বিশ্বে খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই। (অতএব) সমগ্র বিশ্বের জন্য এই ভাষণ।
- এটর্নী জেনারেল : আমি কি মনে করব যে, আপনি ১৯৪৯ সনের কোন ঘটনা খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে পেশ করতে পারেন নি। যার মানে হলো, মির্য়া মাহমুদ খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে নয়, বরং মুসলমানদের সম্পর্কে বলেছেন যে, এরা আমাদের শত্রু। আমরা এদেরকে খেয়ে

ফেলবো। কারণ ১৯৪৯ সনে আপনারা শক্তিশালী হচ্ছিলেন। তখন আপনারদের নেশা ছিল মুসলমানদের খতম করার। আপনি আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করুন এবং পরিষ্কার জবাব দিন। অতঃপর লাহোরী পার্টিকেও তো (জেরার জন্য) আহ্বান করতে হবে।

মির্য়া নাসির : যদি আপনি আজ শেষ করতে চান তাহলে আমার পক্ষ থেকে ঠিকই আছে।

এটর্নী জেনারেল : কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর তো দিন।

মির্য়া নাসির : ঐ 'নাহজুল মুসল্লী' আপত্তির বিষয় হতে পারে না। (কেননা) মুসলমানরাও তো একে অন্যের পিছনে নামায পড়ে না। 'ঐ মুসলমান খ্রীষ্টানদের মত' -একথার রেফারেন্স আমি পাই নি।

এটর্নী জেনারেল : আমার বিশ্বাস, দু একবার এ ধরনের কথা হয়েছিল, যার ফলে সংসদ সদস্যদের এই সন্দেহ হয়েছে যে, যে রেফারেন্সের আপনি ব্যাখ্যা দিতে পারেন তা অবশ্যই সংগে নিয়ে আসেন এবং পরিপূর্ণ জবাব দেবার চেষ্টা করেন। আর যা আপনার পক্ষে যায় না তা আপনি এড়িয়ে যান। মাফ করুন, একথা আমি এজন্য বলছি যে, আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম, মাহমুদ কিংবা গোলাম আহমদ কি একথা বলেছেন? আপনি উত্তর বললেন, আমি একথা না রদ করি, আর না সমর্থন করি।

মির্য়া নাসির : আমি একথাও বলেছিলাম যে, আমি যতক্ষণ না দেখে নেব।

এটর্নী জেনারেল : অতঃপর আমি বললাম, মির্য়া সাহেব, এই হচ্ছে রেফারেন্স। আপনি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ সম্পর্কে মুন্সীর কমিটিও আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিল। আমরা এই জবাব দিয়েছি। জবাব তৈরী আছে। এর অর্থ হলো, জবাব তৈরী ছিল। তারপরও আপনি বলেছিলেন, আমি না সমর্থন করি, আর না রদ করি।

মির্য়া নাসির : না, না।

এটর্নী জেনারেল : এটা রেকর্ডে বিদ্যমান আছে। বিশেষ কমিটির জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নেই, কাউকে ডেকে পাঠাবে, কারো সাথে কথা বলবে। জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। আদালত সমূহে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডেকে পাঠানো হয়। (এখানে) না আপনি অভিযুক্ত, না অন্য কেউ অভিযুক্ত।

মির্য়া নাসির : এটা আপনার বিরাট অনুগ্রহ। ঐ কবিতা, যা আলবদর, ১৯০৬ সংখ্যার ছাপা হয়েছিল এবং যাতে বলা হয়েছিল, মির্য়া গোলাম

আহমদ মর্যাদার দিক দিয়ে হযূর (সাঃ)-এরও আগে -তাতে 'জাযাকাল্লাহ' কথাটি নেই।

এটর্নী জেনারেল : 'জাযাকাল্লাহ' কথাটি তো 'আল ফযল' -এ আছে। আল বদরে যখন কবিতাটি ছাপা হয়েছিল তখন আমার এ ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক হবে যে, মির্যা সাহেব 'আল বদর' পত্রিকা অবশ্যই পড়ে থাকবেন। তাহলে মির্যা সাহেব কি আল বদরে এই কবিতা ছাপা হওয়ার পর তার প্রতিবাদ করেছিলেন?

মির্যা নাসির : আমার চোখে পড়ে নি।

এটর্নী জেনারেল : ঠিক আছে, ১৯০৬ সনে এই কবিতা ছাপা হয়েছিল। ১৯৪৪ সন পর্যন্ত কেউ 'আল ফযল' -এ এর প্রতিবাদ করেছিল? - করে নি। ১৯৪৪ সনে লাহোরী পার্টির মুহাম্মদ আলী যখন এর বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেন তখন তার উত্তরে (কবি) বলেন, 'সে কে যে আপত্তি উত্থাপন করবে? এটা তো খোদ মির্যা গোলাম আহমদ গুনেছিলেন। এই কবিতা তার (মির্যার) শ্রবণে ধন্য হয়েছে। মির্যা গোলাম আহমদ 'জাযাকাল্লাহ' বলেছেন। পরবর্তীকালে আপনারা এটাকে রদ করছেন। তার (মির্যার) উপস্থিতিতে যে পড়া হয়েছে এটা রেকর্ডে আছে। আচ্ছা, তিনি (কবি) এই যে বললেন, মির্যা গোলাম আহমদ হযূর (সাঃ) থেকে মর্যাদায় অগ্রণী -এজন্য কি আপনারা তাকে জামাআত থেকে বের করে দিয়েছেন?

মির্যা নাসির : বের করি নি। (কেননা) তিনি কসম করে বলেছেন যে, আমি এ অর্থে তা বলি নি।

এটর্নী জেনারেল : তিনি তো বলেছেন, 'আমি মির্যা সাহেবের উপস্থিতিতে পড়েছি। এই মুহাম্মদ আলী লাহোরী আপত্তি উত্থাপন করার কে?'

মির্যা নাসির : যদি মুজাদ্দিদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাহলে অন্য কথা। আর যদি হযূর (সাঃ)-এর সাথে মুকাবালা করেন তাহলে মিথ্যাবাদী, কাফির।

এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেব (কবিকে সম্বোধন করে) বলেছেন, 'জাযাকাল্লাহ' - আর আপনি বলছেন কাফির। ঠিক আছে, সামনে চলুন। মির্যা সাহেব এই বলেছেন যে, আমি ইংরেজদের প্রশংসায় পঞ্চাশ আলামারী পুস্তক লিখেছি (তিরইয়াকুল কলুবঃ পৃষ্ঠা-১৫ঃ দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িনঃ পৃষ্ঠা-১৫৫ঃ পঞ্চদশ খন্ড) তাহলে এই সমস্ত পুস্তক নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে আছে।

মির্যা নাসির : মির্যা সাহেবের সমগ্র কিতাব আমাদের কাছে মওজুদ আছে।

- এটর্নী জেনারেল : সেগুলোর সংখ্যা কত?
- মির্ষা নাসির : আশি (৮০) -এর মত।
- এটর্নী জেনারেল : এই আশিটি কিতাবকে আপনারা ২৩ খন্ডে প্রকাশ করেছেন। তার উক্তিসমূহ দশ খন্ডে ও ইশতিহারসমূহ তিন খন্ডে। এই সমগ্র খন্ডগুলো তো একটি আলমারীর দুটি শেলফেই রাখা যেতে পারে। (তাহলে) ঐ পঞ্চাশ আলমারী সম্পর্কিত কথা কিভাবে সঠিক হতে পারে?
- মির্ষা নাসির : এত বেশী পরিমাণে যে, তাতে পঞ্চাশটি আলমারী ভরে যাবে।
- এটর্নী জেনারেল : যদি আপনারা একটি কিতাবের এক লক্ষ কপি প্রকাশ করেন তাহলে তাতে এক হাজার আলমারী ভরবে, কিন্তু তিনি (মির্ষা কাদিয়ানী) তো বলছেন যে, তিনি ইংরেজদের প্রশংসায় এত কিতাব লিখেছেন যে, তাতে পঞ্চাশ আলমারী ভরে যাবে। এতে তিনি তার কিতাবের গ্রন্থনার আধিক্যের যুক্তি পেশ করছেন -কিংবা যদি আলমারী সমূহের আকার ছোট করেন এই লক্ষ্যে যে, (বড় আকারের) অর্ধেক আলমারীর কিতাব (ছোট আকারের) পঞ্চাশ আলমারীর মধ্যে রাখবেন -তাহলে এই অবস্থায় ঐ (ছোট) আলমারীগুলোকে (প্রকৃত অর্থে) আলমারী বলা যাবে না। যদি পঞ্চাশ আলমারী সম্পর্কিত কথা সত্যি হয় তাহলে ঐ কিতাবগুলো কোথায়? এবার আমাদের বলুন, এর মধ্যে কী গোলক ধাঁধা রয়েছে?
- মির্ষা নাসির : এখন আর কিছু বলার আছে?
- এটর্নী জেনারেল : লাহোরী পার্টির লিখিত বিবৃতি এসেছে। তারা বলেন যে, মির্ষা সাহেব কখনো নুবুওয়াতের দাবী করেন নি। (তাদের লিখিত বিবৃতির মধ্যে) এমন কিছু জিনিস আছে, যেগুলোর ব্যাখ্যা আমি আপনার কাছে চাইবো।
- মির্ষা নাসির : তাদের যে লিখিত বিবৃতি তার ব্যাখ্যা তরাই করবেন।
- এটর্নী জেনারেল : মির্ষা সাহেবের কিছু রেফারেন্স (সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাইবো)।
- মির্ষা সাহেব : তাদের বিবৃতি আমাদেরকে দেওয়া হোক। আমরা লিখিতভাবে তার জবাব দিয়ে দেব।
- এটর্নী জেনারেল : না, কিছু রেফারেন্স এমন আছে, যেগুলো ব্যাখ্যা (ওনা) কমিটির জন্য অপরিহার্য।

- মির্য়া নাসির : আমাদের এবং লাহোরীদের মত -পার্থক্যের দ্বারা কমিটির কি লাভ হবে?
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন- যেমন ওরা বলে, মির্য়া সাহেব কখনো নুবুওয়াতের দাবী করেন নি, রাব্ওয়া ওয়ালারা যা বলে ভুল বলে। তারা একটি (পৃথক) অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং তার সমর্থনে তারা মির্য়া সাহেবের রেফারেন্সসমূহ পেশ করে। তারা সন্তর জন লোকের শপথকৃত বর্ণনা এই মর্মে নথিভুক্ত করেছে যে, মির্য়া সাহেব ১৯০১ সনে নুবুওয়াতের দাবী করেন নি। (অথচ) মির্য়া মাহমুদ বলেন যে, তিনি (মির্য়া কাদিয়ানী) ১৯০১ সনে নুবুওয়াতের দাবী করেছেন।
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ করেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু লাহোরীরা (তাদের উক্তির সমর্থনে) মির্য়া সাহেবের ১৯০৭ ও ১৯০৮ সনের রেফারেন্স পেশ করেছে। আপনি তা দেখে নিন। তাতে মির্য়া সাহেব নুবুওয়াতের দাবী অস্বীকার করেছেন।
- মির্য়া নাসির : বিবৃতিটি দিন। আমি কিন্তু শুধু রেফারেন্সের মধ্যেই উত্তর সীমিত রাখবো।
- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, আল ফযল : পঞ্চম খন্ড সংখ্যা-৪৯ সম্পর্কে বলুন। (তাতে বলা হয়েছে) ‘মাসীহ নাসিরী কি তার অনুসারীদেরকে যাহুদীদের থেকে পৃথক করেন নি? আর অপর ঐ রেফারেন্স (যাতে বলা হয়েছে) -“মাসীহের চালচলন কি ছিল - শুধু খাও, পান কর, না আবিদ (ইবাদতকারী), না যাহিদ (সংসার-বিমুখ), না সত্যের পূজারী -(বরং) দাষ্টিক, খোদায়ীর দাবীকারী।”
- মির্য়া নাসির : এর উপর আমি অতিরিক্ত কিছু বলছি না। এটা তো হয়ে গেছে।
- এটর্নী জেনারেল : যেমন, আদালতে আমার উপর একটি অপরাধ চাপলো। কিন্তু আমি বললাম যে, এমন অপরাধ তো স্যার সাইয়িদও করেছেন। এ ব্যাপারটি মির্য়া সাহেবের দৃষ্টিতে তো সঠিক হতে পারে, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে হতে পারে না। কেননা মির্য়া সাহেবের অবস্থান (পদমর্যাদা) তো এখানে ভিন্ন।
- মির্য়া নাসির : এটা ফৌজদারী অপরাধের কথা বলছেন। আমরা কি ফৌজদারী অপরাধ করেছি?
- এটর্নী জেনারেল : আমি আমার বক্তব্যকে বুঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দিয়েছি এই মর্মে যে, আপনি শুধু এজন্য কোন কাজ করতে পারেন না

যে, সে কাজটি অন্যরা করেছে। এটা বৈধতার কোন যুক্তি নয়, আর না এর দ্বারা বক্তব্য পরিষ্কার হবে।

- মিঃ নাসির : আমি পরিবেশের কথা বলেছি যে, সকলে ১৮৫৭ সনের যুদ্ধকে 'বিদ্রোহ' বলেছে।
- এটর্নী জেনারেল : এই স্রোতে মিঃ সাহেবও ভেসে গেছেন। এটা কি নুবুওয়াতের মর্যাদার জন্য মানানসই?
- মিঃ নাসির : জনাব সদর (সভাপতি), আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।
- মিঃ চেয়ারম্যান : সাক্ষ্যদাতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন তাহলে অতঃপর কর্মসূচী অব্যাহত রাখার প্রশ্নই উঠে না। আগামী কাল সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় (অধিবেশন পুনরায় বসবে)।

২১ আগষ্ট, ১৯৭৪ইং -এর কার্য বিবরণী

স্পীকার সাহেবের সভাপতিত্বে বিশেষ কমিটির অধিবেশন সন্ধ্যা পাঁচটায় বসে। প্রথমে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা হয়।

এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও কি আমরা এই চেষ্টা করবো যে, ভারত-বিভক্তি খতম হয়ে যাক এবং অখন্ড ভারত কায়ম হোক। আল ফযল, ৫ই এপ্রিল, ১৯৪৭ইং সংখ্যা ১৭ই মে ১৯৪৭ইং সংখ্যা, ১২ই এপ্রিল ১৯৪৭ইং, অতঃপর ১৭ই জুন ১৯৪৭ইং সংখ্যায় প্রকাশিত মির্য়া মাহমুদ সাহেবের খুতবায় আছে, “শেষ পর্যন্ত আমি দু’আ’ করি, ‘হে আমার প্রভু, আমার দেশকে তো এই বুঝ (সুবুদ্ধি) দিন— প্রথমতঃ দেশ যেন বিভক্ত না হয়। যদি বিভক্ত হয়ে যায় তাহলে অতঃপর মিলে যাবার পথ যেন খোলা থাকে। এটা হচ্ছে তিন দিন পরের ভাষণ, যখন পাকিস্তানের দাবী স্বীকৃত হয়ে গেছে। মুসলিম লীগ তাদের জয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু আপনারা এই জয়ের সাথে শরীক ছিলেন না। এজন্য আপনাকে এই ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে যে, আপনারা এজন্য নিন্দাযোগ্য ছিলেন না, অথবা আপনারা মুসলিমলীগের সহযোগী ছিলেন।

মির্য়া নাসির : এটা দেখবো।

এটর্নী জেনারেল : ইসরাঈলে আপনাদের মিশন আছে?

মির্য়া সাহেব : সেখানে আমাদের জামাআত আছে।

এটর্নী জেনারেল : মিশন আছে। মিশন অর্থ জামাআতের কর্মতৎপরতার স্থান। আর আপনাদের পুস্তক ‘দি আওয়ার মিশন’ - এতেও ইসরাঈলে অবস্থিত আপনাদের মিশনের উল্লেখ আছে। আমি পড়ছি। “আপনি নিজেই বলেছেন যে, ইসরাঈলে আপনাদের মিশন আছে, যা মাউন্ট কারমল হাইফায় অবস্থিত। সেখানে আপনাদের একটি ইবাদতগাহ আছে। একটি প্রচারকেন্দ্র, একটি লাইব্রেরী এবং একটি স্কুল আছে। মিশন ‘আল বুশরা’ নামীয় একটি মাসিক প্রকাশ করে, যা আরবী হস্তাক্ষরে তেরটি আরব দেশে পাঠানো হয়ে থাকে। এই মিশন জামাআতের অনেকগুলো কিতাব আরবীতে অনুবাদ করেছে। কিছুদিন পূর্বে মিশন-প্রধান হাইফার মেয়রের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। তখন মেয়র আমাদের জন্য কাবাবীলে একটি স্কুল নির্মাণ করার প্রস্তাব দেন। কাবাবীলে

আমাদের জামাআত বিদ্যমান আছে। মেয়র প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি কাবাবীলে আমাদের মিশন দেখতে আসবেন এবং তিনি তার এই প্রতিশ্রুতি পূরণও করেন। আহমদীয়া জামাআতের সদস্যবৃন্দ এবং স্কুলের ছাত্ররা মেয়রকে স্বাগতম জানান। তাকে অভ্যর্থনা প্রদান করা হয়। বিদায় গ্রহণকালে মেয়র পরিদর্শন বইতে তার মনোভাবের কথা ব্যক্ত করেন। ছোট আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি, যা পাঠ করে ইসরাঈলী মিশনের গুরুত্বের কথা অনুধাবন করা যাবে। ১৯৫৬ সনে যখন আমাদের মিশন-প্রধান চৌধুরী মুহাম্মদ আশরাফ ফিরে আসেন।" এবার দেখুন, মির্য়া সাহেব, চৌধুরী মুহাম্মদ আশরাফের ফিরে আসার অর্থ হলো এই যে, এই ব্যক্তি পাকিস্তানী, একে আপনি (ইসরাঈলে) পাঠিয়ে ছিলেন এবং তিনি সেখানে ইসরাঈলী মিশনের প্রধান ছিলেন। ফিরে আসার সময় তিনি ইসরাঈলের প্রধান মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন। এখন পাকিস্তানী জাতি এর দ্বারা কি বুঝবে যে, যে রাষ্ট্রের সাথে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নেই এবং কোন পাকিস্তানী সেখানে যেতেই পারে না, আপনি কিভাবে পাকিস্তানীদেরকে বৃটেনে নিয়ে গিয়ে অতঃপর বৃটিশ পাসপোর্ট দিয়ে ইসরাঈলে পাঠিয়ে থাকেন। এর দ্বারা আপনাদের সম্পর্কে এই ধারণা জন্মে যে, ইসরাঈলের সাথে আপনাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া ইসরাঈলী মিশন-প্রধান আশরাফের সাক্ষাতকার ইসরাঈলী টিভিতে প্রদর্শিত হয় এবং রেডিওতেও প্রচার করা হয়। এটাকে লোক ভীষণভাবে অনুভব করে।

মির্য়া নাসির : ইসরাঈলে আমাদের জামাআত বিদ্যমান আছে এবং দীর্ঘদিন থেকে আছে। আর মুসলমান লোকেরাও তো সেখানে বসবাস করে।

এটর্নী জেনারেল : যে সমস্ত মুসলমান বসবাস করে তারা তো ফিলিস্তিনী মুসলমান। কিন্তু ইসরাঈলের সাথে তো তাদের সম্বন্ধ মোটেই সুখকর নয়। তারা স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, আর আপনার প্রতিনিধি ইসরাঈলী ওয়ীরে আযম, প্রেসিডেন্ট ও মেয়রের সাথে সাক্ষাত করছে। অপরাপর মুসলমানের উপর ইসরাঈলীরা জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে, আর আপনাদের উপর এই অনুগ্রহ করছে। শেষ পর্যন্ত এর কারণটা কি?

মির্য়া নাসির : এতে তো অন্য প্রশ্ন এসে যায়। ইসরাঈলের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক বিদ্যমান।

- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, ঐ বিবাহ-সম্বন্ধ সম্পর্কিত কথাটি কি ছিল?
- মির্খা নাসির : হযরত মসীহ মাওউদ আপন জামাআতের বন্ধন সুদৃঢ়করণ এবং বিশেষভাবে সিলসিলাকে কায়ম রাখার জন্য জামাআতের বৈবাহিক সম্বন্ধ এবং সামাজিক শৃঙ্খলার আন্দোলন সুসংহত করণের উদ্দেশ্যে জামাআতকে নির্দেশ দেন যে, আহমদীরা যেন তাদের মেয়েদেরকে গায়র-আহমদীদের কাছে বিবাহ না দেয়। এই হচ্ছে রেফারেন্স।
- এটর্নী জেনারেল : তিনি হেদায়াত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন সে, গায়র-আহমদীদের কাছে যেন আহমদী মেয়েদেরকে বিবাহ না দেয়। আচ্ছা, ঐ ‘মালাইকাতুল্লাহ’ গ্রন্থের রেফারেন্সে কি ছিল?
- মির্খা নাসির : ওটা আর একটি প্রশ্ন ছিল—যখন এই যুগে আমাদের জামাআতের জন্য গায়র-আহমদীর কাছে মেয়ের বিবাহ না দেওয়ার যারপর নেই জরুরী। যে ব্যক্তি গায়র-আহমদীর সাথে মেয়ে বিবাহ দেয় সে নিশ্চিতভাবে মাসীহ মাওউদকে বুঝে না। সে এও জানে না যে, আহমদিয়ত কি বস্তু। গায়র-আহমদীদের মধ্যে এমন কোন বেদ্বীন, যে কোন হিন্দু কিংবা খ্রীষ্টানের সাথে আপন মেয়ের বিবাহ দিয়ে দেয়, তাকে তোমরা কাফির বল। কিন্তু এ ব্যাপারে ওরা তোমাদের চেয়ে ভাল যে, তারা কোন কাফিরের সাথে তাদের মেয়েকে বিবাহ দেয় না। কিন্তু তোমরা নিজেদেরকে আহমদী পরিচয় দিয়ে কাফিরের কাছে আপন মেয়েকে বিবাহ দিয়ে দাও। এজন্য কি তোমরা বিয়ে দাও যে, সে তোমাদের জাতির অন্তর্ভুক্ত? কিন্তু (আসল ব্যাপার এই যে,) যেদিন থেকে তোমরা আহমদী হয়েছ সেদিন থেকে তোমাদের জাতীয়তা আহমদিয়াত হয়ে গেছে।
- এটর্নী জেনারেল : এ আলোচনা হয়ে গিয়েছিল। এই রেফারেন্স যে, মির্খা গোলাম আহমদ বলেন, আমার বিরোধিতাকারী জাহান্নামী, কাফির ইত্যাদি এবং কোন কোন জায়গায় তিনি (মির্খা কাদিয়ানী) অবৈধ সন্তানও বলেছেন। যাক, আপনি তো এই বলে এর উত্তরে দিয়েছেন যে, এর দ্বারা খ্রীষ্টানদের বুঝানো হয়েছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি যে, মির্খা গোলাম আহমদ একবার দিল্লী সফর করেছিলেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা আপনার জামাআত লিপিবদ্ধ করেছে। খোদ মির্খা সাহেবও লিপিবদ্ধ করেছেন। “দিল্লীর জামে মসজিদের ভিতর-বাহির ছিল পরিপূর্ণ, এমন কি সিড়িসমূহের উপরও ছিল জনসমুদ্র, যারা ঘৃণা ও রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠছিলেন

এবং তাদের চোখে রক্ত চড়ে গিয়েছিল। মাসীহ মাওউদ এবং তার সংক্ষিপ্ত জামাআত কষ্টে সৃষ্টি মিহরাব পর্যন্ত পৌছে।” একথা পরিষ্কার যে, মসজিদের ভিতরের এই জনসমুদ্র মুসলমানদেরই ছিল, যারা ছিল মির্খার বিরোধী, (তারা) খ্রীষ্টান ছিল না।

মির্খা নাসির : ঘোষণা প্রদানের পর বিরোধিতা ঝড় উঠে। ঐ সমস্ত আলিম যারা ইতিপূর্বে (মির্খা সাহেবের) প্রশংসা করত তারা তাকে ধিক্কার দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। তাদের মধ্যে মওলভী মুহাম্মদ হুসায়ন বাটালভী প্রমুখ (রয়েছেন)।

এটর্নী জেনারেল : তাহলে যখন মির্খা সাহেব আপন বিরোধিতাকারীদেরকে জাহান্নামী বলেন তখন কি তিনি তার মধ্যে মুসলিম বিরোধিতাকারী সমেত সবাইকে -যারা মির্খাকে মানে না -অন্তর্ভুক্ত করেন এবং মুসলিম জাতিকে আপন বিরোধিতার ভিত্তিতে জাহান্নামী সাব্যস্ত করেন? মির্খা সাহেব সর্বত্র যেতেন -দিল্লীতে, অমৃতস্বরে, লাহোরে এবং শিয়ালকোট ও ঝিলামে। (এসব জায়গায়) মুসলিম জনসাধারণ এবং উলামাবৃন্দ তার বিরোধিতা করতেন। তাহলে ‘বিরোধিতা কারী’ শব্দটি এদের সকলকেই অন্তর্ভুক্ত রাখে তার এই কথায় যে, ‘আমার বিরোধিতাকারী জাহান্নামী, জঙ্গলের গুয়ার এবং তাদের নারীরা কুকুরী।’ অপর এক জায়গায় আপনাদের রচনায় আছে, “মির্খা সাহেবের চাচাত ভাই এবং আরো কিছু সংখ্যক আত্মীয় স্বজন -যারা মির্খা সাহেবের বিরোধী ছিল -সম্মুখে দেওয়াল খাড়া করে দেয়। বিরোধিতার মধ্যে যাবতীয় এই সব লোক এসে গেল -একমাত্র খ্রীষ্টানই (বিরোধিতার মধ্যে) এল না।

মির্খা নাসির : একথা তো আমি স্বীকার করে নিয়েছি যে, প্রত্যেক ফিরকার কিছুলোক বিপক্ষে এবং কিছু লোক পক্ষে (থাকে)-

এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, কালামুল্লাহর ন্যায় মির্খা সাহেবের ইলহামসমূহ এবং কালামও কি ভুলত্রুটি থেকে পবিত্র? (অন্য কথায়) মির্খা সাহেবের কালাম কি কুরআন মজীদের ন্যায় আল্লাহর কালাম?

মির্খা নাসির : উভয়েরই উৎস এক।

এটর্নী জেনারেল : আর উভয়টির লেভেল (সাধারণ মান) ও কি এক?

মির্খা নাসির : হ্যাঁ।

এটর্নী জেনারেল : কেননা উভয়টিই আল্লাহর কালাম। আপনাদের দৃষ্টিতে উভয়টিই ‘সহীহ’ (নির্ভুল) কালাম?

মির্খা নাসির : উভয়টিই আল্লাহর কালাম।

- এটর্নী জেনারেল : আর যত হাদীস আছে সেগুলো প্রকৃতিগতভাবে কুরআনের লেভেলে আসতে পারে না। একারণে মির্যা সাহেবের অহীকে আপনারা হাদীস সমূহের চাইতে উচ্চমানের মনে করেন। এটি একটি রেফারেন্স মির্যা মাহমুদের যা আল ফযল, ২৫ এপ্রিল ১৯১৫ইং সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। “হাদীস তো বিশ (কুড়িজন) রাভীর (বর্ণনাকারীর) চক্রের মধ্যদিয়ে আমাদের কাছে পৌছেছে। (কিন্তু) ইলহাম আমাদের কাছে পৌছেছে সরাসরি। তাই ইলহাম অগ্রণী।” এখানে তো কথাটি একদম পরিষ্কার। অতঃপর তিনি বলছেন, “মাসীহ মাওউদ যে সমস্ত কথা আমাদের বলেছেন তা হাদীস ও রেওয়ায়াত সমূহের চাইতে অধিক নির্ভরযোগ্য। হাদীস আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখ থেকে শুনি নি।” শুধু ইলহাম নয়, বরং মির্যা সাহেবের কথাবার্তাও, আপনারদের মতে হাদীসের চাইতে উৎকৃষ্ট, এবং সেগুলোর লেভেল (সাধারণমান) হাদীসের উপরে।
- মির্যা নাসির : এখানে প্রকৃতপক্ষে যে প্রতিবন্ধক রয়েছে তা লক্ষ্য করুন। ইমাম বুখারীর কাছে ছয় লক্ষ হাদীস ছিল। তিনি শুধুমাত্র ছয় হাজার রেওয়ায়াত আপন কিভাবে অস্তর্ভুক্ত করেছেন। তাহলে (বলতে হয়,) সহীহ হাদীস সমূহকে তিনি নাকচ করেন নি। বরং এ প্রসঙ্গে রাভীদের (বর্ণনাকারীদের) কথা এসে পড়ে।
- এটর্নী জেনারেল : আমি আপনার কথা বুঝে গেছি। আপনি কারণ বর্ণনা করছেন দুর্বলতার – অর্থাৎ হাদীস সমূহ কেন দুর্বল এবং মির্যা সাহেবের কথাগুলো হাদীস সমূহ থেকে কেন শক্তিশালী। হাদীস সমূহ তো অনেক রাভীর চক্রের মধ্যদিয়ে মানুষের কাছে পৌছেছে অথচ মির্যা সাহেবের ইলহাম পৌছেছে সরাসরি। এজন্য মির্যা সাহেবের ইলহাম হাদীস সমূহ থেকে অগ্রণী।
- মির্যা নাসির : জী হ্যাঁ।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু এরপর মির্যা মাহমুদ বলছেন, “মাসীহ মাওউদ থেকে যে সমস্ত কথা আমরা শুনেছি তা হাদীসের রেওয়ায়াতের চাইতে (নির্ভরযোগ্য)।”
- মির্যা নাসির : কিতাবে আছে, হাদীসের রেওয়ায়াত থেকে—
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেব, এখন আমার পয়েন্ট এই যে, হাদীস -চাই তা শতগুণ বেশী সহীহ হোক—ইমাম বুখারীর হোক, বা অন্য কারো হোক – তা মির্যা সাহেবের কালামের উপরে নয়। এর লেভেল এবং সাধারণ মান মির্যা সাহেবের কালামের

নীচে । একারণে যে, তা (হাদীস) রাভীদের মাধ্যমে এসেছে, আর এটা আপনারা মির্যা গোলাম আহমদের মুখ থেকে শুনছেন । একারণে মির্যা সাহেবের কালাম হাদীস সমূহের চাইতে অগ্রণী (উৎকৃষ্ট) ।

- মির্যা নাসির : এই অর্থ তো অষ্টম শ্রেণীর একটি শিশুও গ্রহণ করতে পারে না ।
- এটর্নী জেনারেল : আমি নির্বোধ । মোটা মস্তিষ্কের মানুষ । কিন্তু আপনার কাছে নিবেদন করছি যে, আপনাদের আকায়িদ থেকে এই সিদ্ধান্তই বের হয় ।
- মির্যা নাসির : আমার মাযহাবের ব্যাপার হলে আমিই আপনাকে বলবো ।
- এটর্নী জেনারেল : এজন্যই তো আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি ।
- মির্যা নাসির : ওসব কিছু আমি বলছি । এটা যদি আপনি গ্রহণ না করেন তাহলে সবকিছু (এখানেই) খতম ।
- এটর্নী জেনারেল : গ্রহণ না করার কথা নয় । আমি তো ব্যাখ্যা চাচ্ছি । অন্যথায় কমিটি তো রেফারেন্স সমূহ পড়েই একটি সিদ্ধান্তে পৌছতে পারত ।
- মির্যা নাসির : ঠিক আছে ।
- এটর্নী জেনারেল : আমি একটি কঠিন দায়িত্ব পালন করছি । অতএব বিষয়টির বিশ্লেষণ হওয়া চাই ।
- মির্যা নাসির : আমি তা অত্যন্ত ভালভাবে বুঝি ।
- এটর্নী জেনারেল : একটি হাদীস কিংবা রেওয়াত রাভীদের মাধ্যমে পৌছল, আর একটি কথা খোদ নবীর (মির্যা সাহেবের) মুখ থেকে শুনা গেল, (অতএব) তা স্বভাবতই উৎকৃষ্ট ও অগ্রণী হলো (তাই তো?) ।
- মির্যা নাসির : হযূর (সাঃ)-এর কালাম এবং মির্যা সাহেবের কালামের পরস্পর তুলনা করবেন না ।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু আপনাদের বই পুস্তক ও বর্ণনাসমূহ থেকে যে সিদ্ধান্ত বের হয় তার ব্যাখ্যা তো জরুরী । কিন্তু আপনি তো (ব্যাখ্যা চাইলে) নারাজ হয়ে যান ।
- মির্যা নাসির : না, নারাজ নয় । আমি তো আপনার খাদিম ।
- এটর্নী জেনারেল : সংসদের খাদিম তো আমি । সংসদ যা নির্দেশ দেয় আমি তা পালন করি । আচ্ছা আপনার লিখিত বিবৃতির ১২ পৃষ্ঠায় কি আছে?

- মির্খা নাসির : হ্যাঁ, আইনের একটি অংশ (portion) এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি, আপন ধর্মীয় সংস্থা কয়েম করার স্বাধীনতা পাবে। একে অন্যকে কেন কাফির বলবে? প্রত্যেক ব্যক্তি আপন ধর্মের নাম যা চায় তাই রাখবে, যেকোন ইচ্ছা ঘোষণা দেবে। এটা হলো ধর্মীয় স্বাধীনতা, যা আইন মানুষকে দিয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : প্রত্যেক নাগরিকের ধর্ম—না মিঃ ভুট্টোর, অথবা মাওলানা মুফতী মাহমুদের অথবা মাওলানা মাওদুদীর ধর্ম— যা সে নিজের জন্য নির্বাচন করবে। সে ধর্মই কোন নাগরিক নিজের জন্য নির্বাচন করবে সে তার ঘোষণা দিতে পারে। আইন প্রত্যেক নাগরিককে একথা ঘোষণা করার অধিকার দেয় যে, সে মুসলমান অথবা মুসলমান নয়। আর যদি সে তার মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দেয় তাহলে অতঃপর এটা (এমন একটা) আইন, যার উপর পিপলস পার্টি গর্ব করে এবং যার উপর আমরা সবাই গর্ব করি। কেননা এটা আইনের এমন একটি অংশ, যা প্রত্যেক নাগরিককে, নিজেকে মুসলমান বলার অধিকার দেয়— চাই সে ওহাবী হোক, আহলে হাদীস হোক, আহলে কুরআন হোক, বেরেলভী হোক, অথবা আহমদী। আমি যা বুঝি তা এই যে, আপনারা নিজেদেরকে মুসলমানদের একটি ফিরকা মনে করেন। প্রথম থেকেই কি আপনারা এই বিধান মেনে আসছেন যে, আপনারা একটি ফিরকা, কিংবা আপনারা এই ধারণা ছিল যে, আপনারাই মুসলমান এবং আপনারাই প্রকৃত ইসলামের অনুসারী, এবং ইসলামের অন্য কোন ফিরকা টিরকা নেই?
- মির্খা নাসির : আপনি ঠিকই বলেছেন যে, ইসলামের আরও ফিরকা আছে। আমরাও ইসলামেরই একটি ফিরকা। আমরা নিজেদেরকে সব সময় একটি ফিরকা মনে করে আসছি।
- এটর্নী জেনারেল : ‘আহমদিয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম’—এটা হচ্ছে মির্খা মাহমুদের একটি বক্তৃতা, যা পুস্তকাকারে আপনারা প্রকাশ করেছেন। তাতে আছে যে, তিনি অপবিত্র পানিকে পাক-পবিত্র করেছেন, গোপন নদীসমূহ উদ্ভাবন করেছেন, আমাদের চোখে যে পর্দা পড়েছিল তা দূর করেছেন এবং গবেষণা ও জ্ঞান আহরণের বিস্তৃত ক্ষেত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। অনুরূপভাবে তিনি কুরআনী শিক্ষা ও নবী (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী নীলনল্লার সীমারেখার মধ্যে থেকেই মানবতার, দিনের পর দিন ক্রবর্ধনশীল প্রয়োজনাদির একটা সুরাহা করে দিয়েছেন। আহমদিয়া জামাআত

কুরআন করীমের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং এটি হচ্ছে মুসলমানদের একটি জামাআত। কিন্তু এটিকে ইসলামের একটি ফিরকা বলা যেতে পারে না- বরং এর বিপরীতে, আহমদিয়া জামাআতের অবস্থান এই যে, শুধুমাত্র এটিই বিশ্বে সত্যিকার ইসলাম পেশ করে।

- মির্য়া নাসির : আপনার প্রশ্নটা কি?
- এটর্নী জেনারেল : আপনি বললেন, আমরা ইসলামের একটি ফিরকা। কিন্তু মির্য়া মাহমুদ বলেন যে, আমাদেরকে যেন ইসলামের একটি ফিরকা মনে করা না হয়- বরং আমরা হচ্ছি প্রকৃত ইসলামের অনুসারী।
- মির্য়া নাসির : প্রত্যেক ফিরকা একথাই বলে।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু আপনাদের মির্য়া মাহমুদ তো আপন জামাআতের খলীফা। যাক, এবার বলুন, আঁ হযরত (সাঃ) এর পূর্বে কি কোন নবী এসেছেন?
- মির্য়া নাসির : অর্থাৎ মূসা (আঃ) অথবা অন্য কোন নবীর উন্মত থেকে তো মোটেই আসেন নি।
- এটর্নী জেনারেল : হ্যাঁ।
- মির্য়া নাসির : নবী আকরাম (আঃ) এর পূর্বে না কোন উন্মতী নবী এসেছেন, আর না আসতে পারেন। এজন্য আমাদের ঈমান এই যে, শুধুমাত্র নবী আকরাম (সাঃ)-এরই উন্মতী নবী হতে পারেন। হযরত মূসা (আঃ) শরীয়তধারী নবী ছিলেন। তারপরে যে সকল নবী এসেছেন তারা তার অনুসারী ছিলেন; কিন্তু তারা (নিয়মকানুনে) কিছু কিছু পার্থক্য করতেন।
- এটর্নী জেনারেল : হযরত ঈসা (আঃ) ও কি শরীয়তধারী নবী ছিলেন না?
- মির্য়া নাসির : না।
- এটর্নী জেনারেল : আমি (একথাই) জিজ্ঞাসা করছিলাম।
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের মতে শরীয়তধারী নবী ছিলেন না। তিনি গায়র শারয়ী (শরীয়তবিহীন) নবী ছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : হ্যাঁ, তাহলে শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, মির্য়া গোলাম আহমদের মর্যাদা মুসলমান ফিরকা সমূহের মধ্যে ঠিক সেরূপ হয়ে গেল -যে রূপ ছিল ঈসা (আঃ) এর মর্যাদা যাহুদী ফিরকাসমূহের মধ্যে।

- মির্য়া নাসির : কিন্তু ঈসা (আঃ) এবং মির্য়া গোলাম আহমদের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : ঈসা (আঃ) ও গায়র-শারয়ী (শারীয়ত বিহীন)। (অনুরূপভাবে) মির্য়া সাহেব ও গায়র-শারয়ী।
- মির্য়া নাসির : গায়র-শারয়ী হওয়ার দিক দিয়ে ঈসা (আঃ) সহ ঐ হাজার হাজার নবী, যারা হযরত মুসা (আঃ) -এর পর এসেছিলেন তার গায়র শারয়ী ছিলেন, আর হযরত মাসীহ মাওউদও গায়র-শারয়ী।
- এটর্নী জেনারেল : এখন ঐ কিতাব থেকে এ রেফারেন্সটি আমাকে পড়তে দিন, যাতে বলা হয়েছে যেভাবে তিনি [ঈসা (আঃ)] মুসা (আঃ) কর্তৃক অনীত শরীয়তের শেষ খলীফা ছিলেন সেভাবে তিনি (মির্য়া গোলাম আহমদ) ইসলামী শরীয়তের শেষ খলীফা ছিলেন। একারণে সমগ্র ইসলাম ফিরকাসমূহের মুকাবালায় 'আহমদিয়া আন্দোলন -এর সেই স্থান, যে স্থানে ঈসাইয়ত -এর- 'য়াহুদিয়ত এর অন্যান্য ফিরকার মুকাবালায় (আহমদিয়া ইয়ানে হাকীকী ইসলামঃ পৃষ্ঠা-১৮) এর দ্বারা কি অপরিহার্যভাবে একথা প্রকাশ পায় না যে, ঈসায়ী মাযহাব য়াহুদী মাযহাবের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন? এটা হচ্ছে মির্য়া মাহমুদের উক্তি। আমি আপনার দ্বারা এর বিশ্লেষণ করাতে চাই।
- মির্য়া নাসির : আমি আপনার কথা বুঝতে পারি নি।
- এটর্নী জেনারেল : আমি এই কিতাব (পৃষ্ঠা-১৯ঃ ইংরেজী থেকে অনূদিত) থেকে পড়ে দিচ্ছি- "হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও হযরত মুসা (আঃ) এর উপর করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার রহমত ও বরকত নাযিল হোক। এটা অপরিহার্য ছিল যে, ইসলামী শরীয়তের মাসীহ তার (মুহাম্মদ (সাঃ)-এর) মান্যকারীদের মধ্য থেকে হবেন, তিনি কুরআনের আইনকে সুদৃঢ় করবেন, এবং তা প্রচার করবেন - যেমন হযরত ঈসা (আঃ) নতুন শরীয়ত (ইনজীল) নিয়ে আসেন, যা তাওরাতকেও সত্যায়িত (সমর্থন) করে। আমি প্রথমেই একথার দিকে ইঙ্গিত করেছি যে, যিনি নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন না তার একটি কর্তব্য এই হয় যে, তিনি ঐ সমস্ত ভুলভ্রান্তির সংস্কার ও সংশোধন করবেন, যা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে ধর্মীয় বিষয়াদিতে পরিলক্ষিত হয়। আর এটা একটা বিরাট কাজ। হারানো সরল সত্যপথ খুঁজে বের করে পুনরায় তা প্রতিষ্ঠা করা ঠিক সেরূপ বিরাট কৃতিত্বেও কাজ,

যে রূপ কৃতিত্বেও কাজ নতুন শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের ঈমান এই যে, মাসীহ মাওউদ (মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) এর চাইতেও বিরাট কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। একথা বুঝার জন্য যে, এ কাজের প্রয়োজনীয়তা কেন ছিল, মাসীহ মাওউদ (মির্য়া) কুরআন করীম থেকে যুক্তি পেশ করেছেন।” শত্বেদ্বয় জনাব, আমি আপনার কাছে একথা পরিস্কার করে দিতে চাই যে, মির্য়া মাহমুদ হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে মাসীহ মাওউদের (মির্য়ার) তুলনা করেছেন এবং পর পরই একথা বলা হয়েছে। আপনিও পড়ে থাকবেন এবং একথা আপনি আমার চাইতে ভাল বুঝেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) কিছু কিছু বিষয় অদলবদলও করেছিলেন। একজন গায়র-শারীয়ী (শরীয়তবিহীন) নবী হিসাবে তিনি একটি নতুন উম্মতের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এটি কি একটি হাকীকত (বাস্তব ঘটনা), না হাকীকত নয়? যদি আপনি তুলনা করেন তাহলে এটিকে একটি হাকীকত বলেই মনে হয় যে, ‘আহমাদিয়ত’ একটি নতুন মাযহাব (ধর্ম)।

- মির্য়া নাসির : তিনি নতুন কোন তুলনা করেন নি। তিনি কুরআনী আয়াতের রেফারেন্স দিয়েছেন। সেজন্য আমি নীরব রয়েছি। আগামীকাল কুরআন করীমের আয়াত লিখে নিয়ে অনুবাদসহ তা আপনাকে বলে দেব।
- এটর্নী জেনারেল : আমি সংসদকে পড়ে শুনাচ্ছি এবং আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি; কিন্তু আপনি নারাজ হয়ে যাচ্ছেন।
- মির্য়া নাসির : আমি নারাজ হই নি।
- এটর্নী জেনারেল : এই সমস্ত জিনিস আমার চোখে পড়ে। এর দ্বারা এই অর্থই গ্রহণ করা হয়।
- মির্য়া নাসির : কিন্তু কুরআন করীমের দৃষ্টিতে—
- এটর্নী জেনারেল : তিনিও গায়র-শারীয়ী নবী; ইনি ও গায়র-শারীয়ী নবী। তিনি পুরাতন কানুন প্রতিষ্ঠা করেছেন, ইনিও প্রতিষ্ঠা করছেন। কিন্তু উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে, তার (মির্য়ার) স্থান তা-ই, যা ছিল যাহুদীদের মুকাবালায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর, আর আমাদের (আহমাদীদের) স্থান ও মুসলমানদের মুকাবালায় তা-ই। অতঃপর তিনি (মির্য়া মাহমুদ) পৃথক হয়ে যাওয়ার প্রবণতার মধ্যে সব জিনিস বলে যাচ্ছেন, যা ওদেরকে বলার জন্যও হিদায়াত করছেন এবং পথ-নির্দেশ দিচ্ছেন।

মির্য়া নাসির : পৃথক হয়ে যাওয়ার প্রবণতা একটি বড় বিষয়, আমার কাছে (এর ব্যাখ্যা) আছে।

এটর্নী জেনারেল : ৩২ পৃষ্ঠায় বলছেন, “কুরআন মজীদ পরিবর্তনশীল অবস্থা সমূহের অধীন ভবিষ্যতের সর্বযুগের যাবতীয় সন্দেহ সংশয়ের মূল্যোৎপাটন করছে। কেননা নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং নতুন নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবনের ভিত্তিতে এর সমালোচনা করা সম্ভব ছিল। পবিত্র কুরআনের এই বিরাট মুজিয়ার কথা বলে মাসীহ মাওউদ (মির্য়া সাহেব) রূহানী বিপ্লব ছড়িয়ে দিয়েছেন। নিশ্চিতভাবে মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে, কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু গত তেরশ বছরের মধ্যে কেউ একথা চিন্তা করেন নি যে, কুরআন শুধুমাত্র একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা নয়, বরং আগত সমগ্র যুগ সমূহের জন্য এমন একটি বিরাট ভান্ডার, যা কখনো শেষ হবার নয় এবং পরিশ্রম ও চিন্তাগবেষণা করলে এ থেকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অমূল্য উপাদানরাজি লাভ করা যেতে পারে।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে প্রথম কথা, যা আমার মনে আসে তা এই যে, কুরআনের ভিতর থেকে মির্য়া সাহেব এমন কোন জিনিষটি খুঁজে বের করেছিলেন, যা গত তেরশ বছর যাবত খুঁজে বের করতে মুসলমানরা ছিল অপারগ। এই লুক্কায়িত ভান্ডার, যা মির্য়া সাহেব খুঁজে বের করেন, মূলতঃ ছিল একটি বিপ্লব। এবার আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিবেদন করবো যে, মির্য়া সাহেবের কুরআনী দূরদৃষ্টিকে আমি সেরূপ বুঝি না -যে রূপ আপনি বুঝেন। কুরআনের ঐ সমস্ত আয়াত ব্যতীত - যেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাহদী কিংবা হযরত ঈসার আগমন বা প্রত্যাবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত - আর কোন্ কোন্ আয়াত এমন আছে যেগুলোর তাফসীর (ব্যাখ্যা) মির্য়া সাহেব করেছেন এবং ইতিপূর্বে কেউই এগুলোর তাফসীর করতে পারে নি? অতঃপর মির্য়া সাহেবের ‘জিহাদ’ এর তাফসীর ‘খতমে নুবুওয়াত -এর তাফসীর হযরত ঈসা (আঃ) এর ইনতিকাল, নিজের নুবুওয়াতের পক্ষে যুক্তি পেশ অথবা কুরআন থেকে নিজের মাসীহ হওয়ার প্রমাণ উপস্থাপন অথবা জিহাদ রহিতকরণ ছাড়া আর কোন্ ভান্ডারটি ছিল, যা তেরশ বছরে যাবত মুসলমানদের হস্তগত হয়নি এবং মির্য়া সাহেব তা তাদের সামনে এনে রেখে দিয়েছেন?

মির্য়া নাসির : কুরআন করীম একটি সুরক্ষিত গ্রন্থ। এর মধ্যে এমন কিছু কিছু রহানী রহস্য এবং সূক্ষ্ম জ্ঞান লুক্কায়িত আছে, যা যুগের চাহিদা অনুযায়ী, খোদা তাআলার প্রিয় বান্দারা তারই কাছ থেকে লাভ করেন এবং সে অনুযায়ী তারা তাফসীর লিখে সংশ্লিষ্ট যুগের মানুষকে সে সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন। আমাদের লিখিত বিবৃতিতে একটি পুস্তিকা আছে। আমি দূরে দেখার চশমা চোখে লাগিয়ে রেখেছি এবং নিকটের পড়া শুরু করে দিয়েছি। মানুষ বড় দুর্বল। পুস্তিকাটির নাম হচ্ছে ‘মুকাররিবানে ইলাহী কে সুরুখরুফী রুহে কাফির গিরী কি ইবতিদা মে’। সেটা এবং সেটা ছাড়াও গত বছর, ১৯৭৩ সনে আমি ইউরোপ গিয়েছিলাম। কমিউনিজম সম্পর্কে আমি বলেছিলাম যে, এর চাইতে এই সমস্ত (পার্থিব) বিষয়ের ভাল সমাধান ইসলামের কাছে রয়েছে। (বলুন,) এগুলো নতুন জ্ঞান নয়ত কি?

এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব, আমি তো বলেছি যে, ঐ সমস্ত আয়াত যেগুলো তাফসীর শুধু মির্য়া সাহেব (মির্য়া গোলাম আহমদ) করেছেন এবং ইতিপূর্বে আর কেউ করেন নি সেগুলো সম্পর্কে বলুন। কিন্তু আপনি তা বলছেন না। কমিউনিজমের কথা তো আপনি ছাড়া-বরং আপনার পূর্বেই, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর অনেক (গবেষণামূলক) কাজ হয়ে গেছে। আপনি কুরআন করীমের ঐ সমস্ত আয়াত সম্পর্কে বলুন, যে গুলোর তাফসীর মির্য়া সাহেব ছাড়া আর কেউ করেন নি।

মির্য়া নাসির : এখনি একটি কমিউনিজম সম্পর্কিত কথা—

এটর্নী জেনারেল : আমি তো মির্য়া সাহেব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি।

মির্য়া নাসির : আহা! আমিও; এটাতো মির্য়া সাহেবেরই কথা।

এটর্নী জেনারেল : আরো আছে?

মির্য়া নাসির : কাল বলবো।

এটর্নী জেনারেল : আর আজ?

মির্য়া নাসির : মির্য়া সাহেব (মির্য়া কাদিয়ানী) সূরা ফাতিহার তাফসীর লিখেছেন।

এটর্নী জেনারেল : অন্য কেউ কি আজ পর্যন্ত এর তাফসীর লিখে নি?

মির্য়া নাসির : কিন্তু এটা অভিনব।

এটর্নী জেনারেল : ঠিক আছে অভিনব। কিন্তু এই তাফসীর নবী ছাড়া একজন মুসলমানও কি লিখতে পারত, না পারত না?

- মির্য়া নাসির : আল্লাহর বান্দারা লিখতে পারেন ।
- এটর্নী জেনারেল : বাকীরাও লিখছিলেন ।
- মির্য়া নাসির : লিখছিলেন ।
- এটর্নী জেনারেল : এটা অপরিহার্য নয় যে, (শুধু) নবীই তাফসীর করতে পারেন । বাকি মুসলমান পূন্যবান বান্দা- আল্লাহর অলীগণ (কি পারেন না)?
- মির্য়া নাসির : আল্লাহর অলীগণ আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে শেখে (তাদের) শত শত, হাজার হাজার সম্ভবতঃ লক্ষ লক্ষ জন এ পর্যন্ত এই পরিমাণ যোগ্যতা অর্জন করেছেন যে, তারা নতুন তাফসীর লিখেছেন ।
- এটর্নী জেনারেল : আগামীতেও করতে পারবেন ।
- মির্য়া নাসির : আগামীতেও করতে পারবেন ।
- এটর্নী জেনারেল : এজন্য নবী আসার তো প্রয়োজন থাকে নি?
- মির্য়া নাসির : এটা (এ আলোচনা) বাদ দিচ্ছি ।
- এটর্নী জেনারেল : তার পূর্বে কেউ আসেন নি । মির্য়া সাহেবের পরে কি অন্য কেউ আসতে পারবেন না?
- মির্য়া নাসির : শুধুমাত্র একজনের (আসার) সুসংবাদ আছে ।
- এটর্নী জেনারেল : এই সুসংবাদ যে, (অতঃপর) আর কেউ আসবেন না?
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, আর কারো সুসংবাদ নেই ।
- এটর্নী জেনারেল : মুহর শুধুমাত্র একবার ব্যবহৃত হয়েছে?
- মির্য়া নাসির : এমনি ধরনের কোটি কোটি মানুষ জগৎগ্রহণ করেছেন, যারা 'ফায়যে মুহাম্মদী' লাভ করে দুনিয়ার সংস্কার, উন্নয়ন ও সাফল্যের ক্ষেত্রে কাজ করে গেছেন ।
- এটর্নী জেনারেল : (আমি কিছু) 'খতমে নুবুওয়াত' -এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলছি?
- মির্য়া নাসির : 'খতমে নুবুওয়াত' -এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা অনুযায়ী ওরা লাখে লাখে জগৎগ্রহণ করেছেন ।
- এটর্নী জেনারেল : লাখ লাখ নবী?
- মির্য়া নাসির : নবী নয় ।
- এটর্নী জেনারেল : আমি নবীর কথা বলছি । মির্য়া সাহেব ছাড়া আর কেউ নেই?

- মির্খা নাসির : আর কারো সংবাদ নেই। ব্যস, আমার উত্তরের ইতি এখানেই।
- এটর্নী জেনারেল : ‘আহমদিয়ত আওর সাক্ষা ইসলাম’ পুস্তকের ১০ পৃষ্ঠা দেখুন। “আমাদের বিশ্বাস এই যে, অতীতে যেমন হয়ে এসেছে, ভবিষ্যতে ও তেমন নবীদের স্থলাভিষিক্তি অব্যাহত থাকবে। কেননা নুবুওয়াত্বের ধারার স্থায়ী পরিসমাপ্তিকে বিবেক সমর্থন করে না।”
- মির্খা নাসির : এটা দেখে আগামীকাল বলবো।
- এটর্নী জেনারেল : জিহাদ সম্পর্কে আপনাদের আকীদা কি?
- মির্খা নাসির : জিহাদের কিছু শর্তাবলী আছে। হযূর (সাঃ) বলেছেন, ‘তিনি (মাসীহ) যুদ্ধ স্থগিত রাখবেন।’ – যার অর্থ মাসীহের যুগে জিহাদ হবে না।
- এটর্নী জেনারেল : মাসীহ (আঃ) কি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবেন না- অর্থাৎ তরবারির যুদ্ধ?
- মির্খা নাসির : আমাদের লিখিত বিবৃতি দেখে নিন। তাতে এই আলোচনা আছে। পৃষ্ঠা-১১৫ থেকে ১১৭ পর্যন্ত।
- এটর্নী জেনারেল : ইংরেজের যুগে জিহাদ মূলতবী?
- মির্খা নাসির : জ্বী হ্যাঁ, তিনি (মির্খা কাদিয়ানী) আপন এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : সাধারণ লোকের কথা অন্য। যিনি নুবুওয়াতের দাবীদার তিনি বলেছেন যে, ইংরেজের যুগ জিহাদ মূলতবী – অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে। আচ্ছা, যদি শর্তাবলী বিদ্যমান থাকে তাহলে জিহাদ কলমের হবে, না তরবারির?
- মির্খা নাসির : তরবারির জিহাদ মানসূখ (রহিত)। তরবারির জিহাদ তো ‘জিহাদে সাগীর’ (ছোটযুদ্ধ); আর কলমের জিহাদ ‘জিহাদে কবীর’ (বড় যুদ্ধ)।
- এটর্নী জেনারেল : তরবারির যুদ্ধ অর্থাৎ ‘জিহাদে সাগীর’ ইংরেজদের যুগে শর্তাবলী পাওয়া গেলে হবে – অন্যথায় নয়; তবে জিহাদে কবীর অর্থাৎ কলমের যুদ্ধ চলতে থাকবে?
- মির্খা নাসির : জিহাদে কবীর অর্থাৎ কলমের যুদ্ধ তো প্রত্যেক যুগে ছিল এবং থাকবে।
- এটর্নী জেনারেল : যদি মুসলমানদের ইসলামী হুকুমত থাকে তাহলেও (শুধু) ‘জিহাদে কবীর, জারী থাকবে?

- মির্যা নাসির : বিধর্মীরা যদি আক্রমণ করে তাহলে 'জিহাদে কবীর' জারী থাকে ।
- এটর্নী জেনারেল : এটা হচ্ছে মির্যা সাহেবের পুস্তক তাবলীগে রিসালত : সপ্তম খন্ড : পৃষ্ঠা-১৭ । এতে আছে, "যতই আমার 'মুরীদ' (শিষ্য) বাড়তে থাকবে ততই 'জিহাদে বিশ্বাসী' লোকের সংখ্যা কমতে থাকবে । কেননা আমাকেই মাসীহ ও মাহদী স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ হলো জিহাদের মাসআলা অস্বীকার করা ।" (রুহানী খায়ায়িন : পৃষ্ঠা - ৩৪৭ : ত্রয়োদশ খন্ড) । আপনি এর বিশ্লেষণ করুন । আপনি বলেন যে, (জিহাদের) অবস্থা এবং শর্তাদি নেই । কিন্তু তিনি বলেন যে, আমাকে স্বীকার করার অর্থই হলো জিহাদের মাসআলা অস্বীকার করা ।
- মির্যা নাসির : এক রেফারেন্সে মাসআলার সমাধান হয় না । আরো রেফারেন্স দেখতে হবে ।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা গোলাম আহমদ বলেন, "সুতরাং আজ থেকে ধর্মের জন্য লড়াই হারাম করা হলো ।" তাহলে তো এটা মূলতবী নয়, বরং হারামই করা হয়েছে?
- মির্যা নাসির : না, না, দ্বীনের জন্য (লড়াই) মূলতবী করা হয়েছে ।
- এটর্নী জেনারেল : জিহাদ হয়েই থাকে দ্বীনের জন্য । আপনি বলেন মূলতবী । তিনি (মির্যা কাদিয়ানী) বলেন হারাম?
- মির্যা নাসির : এখানে হারাম, কিন্তু এর অর্থ মূলতবী ।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেব বলেন, "তৃতীয়তঃ ঐ ঘড়ি, যা এই মীনারের দেওয়ালের কোন অংশে স্থাপন করা হয়, তার মধ্যে এই হাকীকত লুক্কায়িত যে, সমগ্র লোক আপন সময় জেনে নেয় অর্থাৎ বুঝে নেয় যে, আসমানের দরজাসমূহ খোলার সময় এসে গেছে । এখন থেকে যমীনী (পার্থিব) জিহাদ বন্ধ করা হলো এবং যুদ্ধসমূহের অবসান ঘটলো । সুতরাং আজ থেকে দ্বীনের জন্য লড়াই, হারাম করা হলো ।" (পরিশিষ্ট 'খুতবা-ই-ইলহামিয়া' : পৃষ্ঠা-১৭ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খায়ায়িন : পৃষ্ঠা-১৭ : ষোড়শ খন্ড) ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি জিহাদ ছিল?
- মির্যা নাসির : আমাদের মতে জিহাদ ছিল না ।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর তো প্রশ্নই বাকি থাকলো না ।
- মির্যা নাসির : আমি ক্ষমা চাচ্ছি । আমি পরিষদের সময় নষ্ট করেছি ।
- এটর্নী জেনারেল : জিহাদ হারাম এজন্য যে, মাসীহ এসে গেছেন, মাহদী এসে গেছেন, কিন্তু সুদানী মাহদী এসে যে জিহাদ করেছেন?

- মির্য়া নাসির : সময়কাল ভিন্ন ভিন্ন ।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু তার পরে জিহাদ হয়েছে। তিনি তো মির্য়া সাহেবের সময়কালীন ।
- মির্য়া নাসির : কিছুটা (সমকালীন) ।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব এসে গেছেন, মাসীহ এসে গেছেন, এখন জিহাদ শেষ । তিনি মৃত্যু বরণ করলেন, এবার (তাহলে) জিহাদ জারী?
- মির্য়া নাসির : চিরদিনের জন্য মানসুখ (রহিত) । হাদীস শরীফে আছে কিয়ামত পর্যন্ত । কিন্তু আমি তো সঠিক সময়কাল বলতে পারি না ।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেবের আরো একটি রেফারেন্স আছে, “জিহাদ অর্থাৎ দ্বীনী যুদ্ধসমূহের কঠোরতা খোদাতাআলা আন্তে আন্তে হাস করে আসছেন । হযরত মুসার সময়ে এই পরিমাণ কঠোরতা ছিল যে, ঈমান আনাও হত্যা থেকে বাঁচাতে পারত না এবং দুধের শিশুকেও হত্যা করা হত । অতঃপর আমাদের নবী (সাঃ)-এর সময়ে শিশু, বৃদ্ধ এবং স্ত্রী লোকদেরকে হত্যা করা হারাম হলো । অতঃপর মাসীহ মাওউদের সময়ে অকাট্যভাবে জিহাদের হুকুম মওকুফ (রহিত) করে দেওয়া হলো । (আরবায়ীন : নং-৪ : টীকা -পৃষ্ঠা-১৫ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা-৪৪৩ : সপ্তদশ খন্ড) ।
- মির্য়া নাসির : মওকুফ হয়ে গেছে ।
- এটর্নী জেনারেল : মূলতবী হয়ে গেছে, মওকুফ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে, হারাম হয়ে গেছে- এসবের অর্থ কি ‘মূলতবী হয়ে গেছে’?
- মির্য়া নাসির : মাসীহের আগমানে মূলতবী ও মওকুফ (হয়ে গেছে) ।
- এটর্নী জেনারেল : তার ওফাতের পর?
- মির্য়া নাসির : শীঘ্র শুরু হবে না ।
- এটর্নী জেনারেল : কখন? তার মৃত্যুর পর তো কিয়ামত আসার কথা?
- মির্য়া নাসির : এটা আমি বলতে পারব না যে, কখন? আর তা এজন্য যে, তার ওফাতের পর ৬২ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু কিয়ামত আসে নি ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনারা তো তাকে ‘মাসীহে আখিরু যামান’ বলেন?
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, আখিরী যামানা-
- এটর্নী জেনারেল : আমরা ঐ আখিরী যামানা অতিক্রম করছি?
- মির্য়া নাসির : জী হ্যাঁ ।

- এটর্নী জেনারেল : এরপর তো জিহাদের প্রশ্নই উঠবে না। শান্তি আসবে—যুদ্ধ হবে না।
- মিঃ নাসির : না, হবে না, হতে পারে না।
- এটর্নী জেনারেল : তার ওফাতের পর যদি শর্তাদি পূরণ হয়ে যায় তাহলে অতঃপর জিহাদ শুরু। (অথচ) আপনি তো বলেন, হাদীসে আছে যে, তার আগমনে জিহাদের অবসান ঘটবে?
- মিঃ চেয়ারম্যান : আগামীকাল দশটায় (পুনরায় অধিবেশন বসবে)।

২২ আগষ্ট, ১৯৭৪ ইং -এর কার্য বিবরণী

আজ সকাল দশটায় সাহেববাদা ফারুক আলীর সভাপতিত্বে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটির অধিবেশন বসে।

- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব, আপনি বলছিলেন, “মির্য়া (গোলাম আহমদ) সাহেবের জীবনকালে শর্তসমূহ পূরণ হবে না। এটাকে আপনি মূলতবী অথবা মানসুখ (রহিত) মনে করুন। তার জীবনকালে হারাম শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। (অতএব) তার জীবনকালে এটা হারাম।”
- মির্য়া নাসির : তার জন্মগ্রহণকালীন সময়ে নয়, (বরং) ‘মাসীহিয়ত’ (মাসীহ হওয়ার) দাবী উত্থাপন এবং মৃত্যুর সময়ে।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব ‘মাসীহিয়ত’ -এর দাবী কখন করেছিলেন?
- মির্য়া নাসির : ইং ১৮৯১ সনে।
- এটর্নী জেনারেল : এর পূর্বে মুজাদ্দিদ অথবা ‘মুহান্দাস’ হওয়ার দাবী করেছিলেন?
- মির্য়া নাসির : এ থেকে দু’বছর পূর্বেকার, ইং ১৮৮৯ সন ছিল বায়আতের বছর।
- এটর্নী জেনারেল : ‘উম্মতী নবী’ হওয়ার দাবী কখন করেছিলেন?
- মির্য়া নাসির : ঐ যে, মাসীহ উম্মতী নবী হবেন - ১৮৯১ সনে ‘মাসীহিয়ত’ এর দাবী অর্থাৎ উম্মতী নবী হওয়ারও দাবী করেন)।
- এটর্নী জেনারেল : তার দাবীর সময় অর্থাৎ ১৮৯১ সন থেকে তার মৃত্যু অর্থাৎ ১৯০৮ সন পর্যন্ত -এই সময়কালে তার দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদের শর্তসমূহ ছিল না?
- মির্য়া নাসির : না হতে পারত, (আর) না হিন্দুস্তানে হয়েছিল।
- এটর্নী জেনারেল : সমগ্র বিশ্ব অথবা শুধু হিন্দুস্তান?
- মির্য়া নাসির : শুধু হিন্দুস্তান।
- এটর্নী জেনারেল : তিনি কি শুধুমাত্র হিন্দুস্তানের মাসীহ ছিলেন?
- মির্য়া নাসির : দুনিয়ার ইতিহাস দেখতে হবে এই পটভূমিতে যে, অবশিষ্ট দুনিয়ায় জিহাদের শর্তসমূহ ছিল, না ছিল না?
- এটর্নী জেনারেল : যদি অবশিষ্ট দুনিয়ায় জিহাদের শর্তসমূহ থেকে থাকে - এমতাবস্থায় তিনি (গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) শুধুমাত্র হিন্দুস্তানের মাসীহ, না সমগ্র বিশ্বের?
- মির্য়া নাসির : আপনার এ ধরনের যুক্তি ভিত্তিক উপসংহার মেনে নিতে পারি না।

- এটর্নী জেনারেল : ঐ সময়ে আর একজন মাহদী জিহাদের ঘোষণা দিচ্ছিলেন। আর এই মাহদী (গোলাম আহমদ) জিহাদ রহিত করণ ও অবৈধতার ফতওয়া দিচ্ছিলেন। মির্যা সাহেব বলেন, জিহাদ হারাম। তিনি তো দেহত্যাগ করেছেন। এখন তার জামাআতের উপর এই নির্দেশ কি কার্যকর নয়?
- মির্যা নাসির : এটা সম্ভব যে, আমাদের জীবনকালে অথবা আমাদের সন্তান-সন্ততি কিংবা ভবিষ্যতে আগত বংশধরদের মধ্যে জিহাদের শর্তসমূহ পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন মুসলমানদের সাথে মিলেমিলে (তারাও) জিহাদ করবে।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর জিহাদ হারাম হওয়ার এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে না। তাহলে ১৯০৮ সন পর্যন্ত যা ছিল-অতঃপর পুনরায় তা হারাম নয়। কিন্তু যদি অবস্থা সেরূপ এসে যায় তাহলে-
- মির্যা নাসির : যখন শান্তি-শৃঙ্খলা থাকবে না তখন-
- এটর্নী জেনারেল : অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তা- তাও ঐ সময়ের জন্য।
- মির্যা নাসির : দুনিয়ায় শান্তি বিস্তার লাভ করবে। অর্থাৎ জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে কাউকে মুসলমান বানানো যাবে না। তখন মানব জাতির মন-মানসিকতা মূলতঃ এই পর্যায়ে গিয়ে পৌছবে।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর শান্তি-নিরাপত্তা থাকবে না। অর্থাৎ মানুষ এই আদর্শ পরিত্যাগ করে জোর-জবরদস্তি শুরু করে দেবে। তখন যুদ্ধের সূচনা হবে।
- মির্যা নাসির : জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে অন্তরের আকীদাসমূহ পরিবর্তন করার ধারণা মূর্খতা বটে।
- এটর্নী জেনারেল : এটাই আমি বলছিলাম। ১৯০৮ সনের পর এই অবস্থা-দি-
- মির্যা নাসির : অবস্থা-দি বিদ্যমান আছে। কিন্তু তা বদলে যাবার সম্ভাবনাও আছে।
- এটর্নী জেনারেল : জিহাদ হারাম। এই হুকুম শুধুমাত্র সত্যোরো আঠারো বছরের মধ্যে সীমিত। পরবর্তীতে অবস্থা বদলাতে পারে এবং জিহাদ বৈধ হতে পারে?
- মির্যা নাসির : জী।
- এটর্নী জেনারেল : আর এই যে (মির্যা গোলাম আহমদ) বলেছেন, জিহাদ হারাম এবং আগামী দিনের জন্য (এটা পরিবর্তনের অপেক্ষা করো না। এই ইশতিহার অবশ্যই প্রকাশযোগ্য আপন জামাআত এবং

সদাশয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। (আর তা হলো,) “স্মরণ থাকে যে, মুসলমানদের ফিরকাসমূহের মধ্যে এই ফিরকা-খোদা যার ইমাম, নেতা ও পথ-প্রদর্শক আমাদের নিয়োগ করেছেন - নিজের মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য নির্ণয়কারী বৈশিষ্ট্য রাখে। এই ফিরকার মধ্যে তরবারির যুদ্ধ মোটেই নেই এবং এর জন্য কোন অপেক্ষাও নেই, বরং এই মহান ফিরকা প্রকাশ্যভাবে- গোপনভাবে নয়, জিহাদের শিক্ষাকে কখনো বৈধ মনে করে না (ইশতিহার : দ্রষ্টব্য- তিরইয়াকুল কুলুব : পৃষ্ঠা - ৩৯৮ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খায়রিন : পৃষ্ঠা-৫১৯ : পঞ্চদশ বক্তৃতা)।

- মির্যা নাসির : এটা (মির্যা সাহেবের) আপন যুগের জন্য।
- এটর্নী জেনারেল : অর্থাৎ ১৯০৮ সন পর্যন্ত সময়ের জন্য। আচ্ছা, এই যে একটি কথা আছে, ‘যখন মাসীহ ও মাহদী আসবেন তখন ইসলাম সমগ্র দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করবে’ (এর অর্থ কি?)।
- মির্যা নাসির : তিন শতাব্দীর মধ্যে।
- এটর্নী জেনারেল : জিহাদের সাথে যে পরিমাণ সম্পর্ক, তাতে মির্যা সাহেবের যে যুগ তা শুধুমাত্র আঠারো বছর কিংবা সতেরো বছরের মধ্যে সীমিত। অনুগ্রহভাবে তিন শ বছরের মধ্যেও সীমিত। দেখুন মির্যা সাহেব, আমরা এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে, যখন বলা হবে মির্যা সাহেবের যুগ তখন এর অর্থ এই হয় যে, যখন ইসলাম সমগ্র দুনিয়াকে পরিবেষ্টন করবে, সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। এই যুগ অর্থ তিন শ বছর। তার (মির্যা কাদিয়ানীর নুবুওয়াতের) দাবী থেকে নিয়ে তিন শ বছর পর্যন্ত এই যুগ। (আর) তার অপর যুগ - যা জিহাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত - তার অর্থ ১৮৯১ সন থেকে ১৯০৮ সন পর্যন্ত সময়কাল।
- মির্যা নাসির : এটা আপনার একটা নতুন যুক্তি প্রদর্শন।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেব, একটি জিনিষ হারাম। অতএব তার অপেক্ষাই করো না।
- মির্যা নাসির : অপেক্ষা নয়। এটা কোথায় আছে যে, অপেক্ষা করো না।
- এটর্নী জেনারেল : অপেক্ষা তো ভবিষ্যতের জন্য হয়।
- মির্যা নাসির : আহা! ভবিষ্যতের জন্য হয়, কিন্তু অর্থ ভিন্ন না?
- এটর্নী জেনারেল : এক ফিরকার উপর তরবারির জিহাদ নয়, (আর) না এর জন্য অপেক্ষা।
- মির্যা নাসির : শর্তাদির কথা আছে।

- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, যখন মাহদী আবিস্কৃত হবেন তখন সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। (তিনি) ক্রশ ভেঙ্গে ফেলবেন, গুয়ার হত্যা করবেন। এর অর্থ সবাই মুসলমান হয়ে যাবেন।
- মির্খা নাসির : কতদিনের মধ্যে?
- এটর্নী জেনারেল : তার জীবন কালের মধ্যে। (কিন্তু) আপনি বলছেন, না তিনশ বছরের মধ্যে।
- মির্খা নাসির : এটা তো আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গি।
- এটর্নী জেনারেল : মির্খা গোলাম আহমদ বলেছেন, এখন বন্ধুরা, যুদ্ধের চিন্তা ছেড়ে দাও - এখন দ্বীনের জন্য যুদ্ধ ও হত্যা হারাম (পরিশিষ্ট 'তুহফা-ই-গুলড়ভিয়া : পৃষ্ঠা-৪১ : দ্রষ্টব্য - রুহানী খায়মিন : পৃষ্ঠা-৭৭ : সপ্তদশ খন্ড)।
- মির্খা নাসির : এর মধ্যে পরবর্তীতে আছে, ঈসা মাসীহ যুদ্ধ সমূহ মূলতবী করে দেবেন। তাহলে এটা হচ্ছে মূলতবীকরণ।
- এটর্নী জেনারেল : (এর) অর্থ এই যে, ঈসা (আঃ) ও বিফলকাম হন।
- মির্খা নাসির : হন।
- এটর্নী জেনারেল : বিফলকাম তো হয়ে গেলেন। এই কাজ অতঃপর সম্পূর্ণ করতে পারলেন না। অর্থাৎ যুদ্ধাদি শেষ করার ছিল, তাও মূলতবী করে দিলেন, শেষ করলেন না। যুদ্ধাদির পরিসমাপ্তির জন্য অন্যের অপেক্ষা করতে হলো। ইসলামও জয়যুক্ত হলো না। এজন্যও অতিরিক্ত আরো তিন শ বছরের অপেক্ষা। যখন ঈসা আসবেন, দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যুদ্ধাদি শেষ হয়ে যাবে, ইসলাম বিস্তার লাভ করবে। কিন্তু (তার দ্বারা) একাজ তো হলো না। তিনি তো (যুদ্ধাদি) শুধু মূলতবী করে চলে গেলেন।
- মির্খা নাসির : তার জীবনকালে কোন ধরনের দ্বীনীযুদ্ধ হবে না।
- এটর্নী জেনারেল : আর তাও শুধু হিন্দুস্তানে। আপনি কিছু মনে করবেন না। যখন তিনি (ঈসা) আসবেন তখন ইসলাম বিস্তার লাভ করবে। অতঃপর যুদ্ধবিগ্রহ, জিহাদ ইত্যাদি - যেমন আপনি বলছিলেন 'যুদ্ধ রহিত করবেন' - এই মর্মে হাদীস আছে - এই সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু আপনি (এখন) বলছেন, না, তিনি শুধু আঠারো বছরের জন্য (জিহাদ) মূলতবী করেছেন। অতঃপর পুনরায় যুদ্ধ শুরু হবে।
- মির্খা নাসির : দেখুন না, ইসলাম জয়যুক্ত হবে - ১০ বছর, ২০ বছর - হাদীস সমূহ দেখুন।

এটর্নী জেনারেল : দু'শ কিংবা তিনশ বছরেরও কি কোন হাদীস আছে যে, মাসীহের আগমনের এই সময়কাল পর। তার পরে তো কিয়ামত আসার কথা। আপনি বলেন, 'না'। তাহলে এ সম্পর্কে কোন হাদীস (আছে কি?)।

মির্যা নাসির : রেফারেন্সসমূহ, এগুলো তা দেখতে হবে।

এটর্নী জেনারেল : এজন্য কে কতদিন জীবিত থাকবে? এখন তো দু'শ বছরের ব্যাপার এসে পড়লো। মির্যা (গোলাম আহমদ) সাহেব বলেছেন।

اب آگیا مسیح جو دین کا امام ہے

دین کی تمام جنگوں کا اختتام ہے

“এখন মাসীহ এসে গেছেন

যিনি হচ্ছেন দ্বীনের ইমাম,

(এখন) দ্বীনের যাবতীয় যুদ্ধ বিশ্বের

অবসান ঘটলো।”

(পরিশিষ্ট - 'তুহফা-ই-গোলডভিয়া : পৃষ্ঠ-৪১ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠ-৭৭ : সপ্তদশ খন্ড)

এতে যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মাসীহ দ্বীনের ইমাম ততক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র যুদ্ধ বিশ্বের পরিসমাপ্তি। তাহলে আঠারো বছর পর কি তিনি ইমাম রইলেন না?

মির্যা নাসির : যদি এই অর্থ হত তাহলে 'ইলতেওয়া' (মূলতবী হওয়া) শব্দটি আসত না। যাহোক, আমি আমার আকীদার কথা বলে দিয়েছি।

এটর্নী জেনারেল : এভাবেই মির্যা সাহেব বলেন,

اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے

اب دین اور جہاد فتویٰ فضول ہے

“এখন আসমান থেকে খোদার নূর

নাযিল হওয়ার সময়,

এখন দ্বীন ও জিহাদের ফতওয়া

ফালতু ব্যাপার।।”

(যামীমা-ই-তুহফা-ই-গোলডভিয়া)

অর্থাৎ ফতওয়া তো এই সময়কালের জন্য হবে না, বরং ভবিষ্যতের জন্য হবে?

- মির্যা নাসির : প্রথম কবিতা পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, এখন খোদার নূর নাযিল হওয়ার সময় ।
- এটর্নী জেনারেল : খোদার নূর নাযিল তো হয়ে গেছে ।
- মির্যা নাসির : না, না, এই নাযিল হওয়াটা মাহদীর জীবনকাল পর্যন্ত ।
- এটর্নী জেনারেল : যেমন ধরুন, আমি আহমদী । তাহলে কি আমার আকীদা এই হবে যে, ঐ নাযিল হওয়াটা শেষ হয়ে গেছে? এটা নয় যে, আঠারো বছর পর্যন্ত নাযিল হওয়ার সময় ছিল । এখন তা (আর নাযিল) হবে না ।
- মির্যা নাসির : কিন্তু আমি আহমদী । আমি আহমদী সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতার শিক্ষা থেকে এটা বুঝেছি যে, আগামীতে জিহাদ হবে ।
- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, এটা ছেড়ে দিচ্ছি । এটা 'তাবলীগে রিসালাত' এর কথা । তাতে মির্যা সাহেব লিখেছেন, "যখন আমি ষোল বছর থেকে আপন বই পুস্তকে অনবরতঃ একথার উপর জোর দিয়ে আসছি যে, বৃটিশ সরকারের আনুগত্য হিন্দুস্তানের মুসলমানদের উপর ফরয এবং জিহাদ হারাম ।" এ ইশতিহারটি হচ্ছে ১০ ডিসেম্বর, ১৮৯৯ সনের (তাবলীগে রিসালাত : তৃতীয় খন্ড : পৃষ্ঠা - ২০০) । যখন বৃটিশ সরকারের আনুগত্য ফরয হয়ে গেল তখন তার বিরুদ্ধে জিহাদ করার প্রশ্নই উঠে না, (বরং) তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম হবে ।
- মির্যা নাসির : 'হারাম' -এর অর্থ এখানে সীমিত ।
- এটর্নী জেনারেল : ইংরেজের আনুগত্য ফরয, (অতএব) জিহাদ হারাম ।
- মির্যা নাসির : জিহাদের কিছু শর্তাদি হয়ে থাকে ।
- এটর্নী জেনারেল : আমি বুঝে নিয়েছি । বৃটিশ সরকারের আনুগত্য আপনাদের মতে ইসলামেরই একটি অংশে পরিণত হয়েছে । মির্যা সাহেব লিখেছেন যে, আমি জিহাদের বিরুদ্ধে শত শত কিতাব লিখে আরব দেশসমূহ, মিসর, সিরিয়া ও আফগানিস্তানের (ইংরেজ) সরকারের সমর্থনে প্রকাশ করেছি ।
- মির্যা নাসির : ইংরেজ ধর্মের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে না । অতএব জিহাদের শর্তাদি পূরণ হলো না ।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু আরব, মিসর, সিরিয়া ও আফগানিস্তানে ইংরেজের প্রোপাগান্ডা কেন করা হচ্ছে? এর জবাব কি?

[চা পানের জন্য পনেরো মিনিটের বিরতি]

(অধিবেশন পুনরায় শুরু হয়)

মাওলানা আবদুল হক : জনাব চেয়ারম্যান সাহেব, আমার একটি নিবেদন, মির্খা নাসির একটি হাদীস পাঠ করেছিলেন, যাতে আছে, 'তিনি (ঈসা) যুদ্ধ রহিত করবেন।' এটি হচ্ছে বুখারী শরীফের হাদীস। এতে একথাও আছে যে, ঈসা (আঃ) ন্যায় বিচারক ইমাম (নেতা) হবেন, শাসনকর্তা হবেন। (অথচ) মির্খা ইংরেজের গোলাম ছিলেন। ঈসা (আঃ)-এর আগমনের পর ঈসাইয়তের পরিসমাপ্তি ঘটবে, (অথচ) মির্খার আগমনের পর "ঈসাইয়ত" বিস্তার লাভ করেছে। এবার নিবেদন এই যে, যদি কোন সুযোগ মিলে তাহলে আমাদের হযরত মুফতী সাহেবকে কিংবা আনিসারী সাহেবকে, কিংবা আমাকে যেন হুকুম দেওয়া হয় যাবতীয় ঐ সমস্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করতে, যেগুলো মর্মার্থ সাক্ষ্যদাতা (মির্খা নাসির) বিকৃত করে দিচ্ছেন।

চেয়ারম্যান : মাওলানা, আমি জ্ঞাত আছি যে, তিনি (এই সমস্ত বিষয়) গোলমালে করে ফেলছেন। তার ভাবভঙ্গি থেকেই এটা ধরা পড়ছে। আমি আপনাকে সমর্থন করছি। কিন্তু বর্ণনা শেষ করতে দিন।

[প্রতিনিধিদলকে অনুমতি দেওয়া হলো, যেন তারা এসে পড়েন]

এটর্নী জেনারেল : মির্খা সাহেব, আমি প্রশ্ন করছিলাম যে, ইংরেজের সমর্থনে আরব দেশসমূহে কিতাবসমূহ কেন পাঠানো হয়েছিল? পরবর্তীতে স্বয়ং মির্খা একথাও লিখেছেন যে, ২২ বছর থেকে আমি আমার জন্য এটা ফরয করে নিয়েছি যে, এমন ধরনের গ্রন্থাদি, যেগুলোতে জিহাদের বিরোধিতা করা হয়েছে, ইসলামী দেশসমূহে অবশ্যই পাঠাতে থাকবে। একারণে আরবে আমার কিতাবসমূহ অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছে। -এখানে তো বলছেন যে, ২২ বছর থেকে এই দায়িত্ব আমি আমার কাঁধে তুলে নিয়েছি- অর্থাৎ মুসলমানদের অন্তর থেকে জিহাদের প্রেরণা খতম করে দেওয়া এবং ইংরেজদেরকে সহায়তার জন্য আরব-অনারবের মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব।

মির্খা নাসির : দেখুন, এটা ছিল ঐ যুগ, যখন মুসলমান মওলভী সাহেবরা ইংরেজকে মির্খা সাহেবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছিলেন। তখন মির্খা সাহেব আপন বিশ্বাসযোগ্যতা বহাল রাখার জন্য এমনটি

করেছিলেন। মির্ষা সাহেব এটাও লিখেছেন যে, হুযূর (সাঃ)ও নওশেরওয়ানের ন্যায় বিচারের প্রশংসা করেছিলেন। অতঃপর তিনি লিখেছেন, “মুসলমান যেন এই মহান, দয়ালু, ন্যায় পরায়ণ মহান বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য দু‘আ’ করে, তার যথাযথ প্রশংসা করে এবং তার সদাচারণের জন্য কৃতজ্ঞ থাকে।”

এটর্নী জেনারেল : নওশেরওয়ান পরলোকগমন করেছিলেন। তার ন্যায়-বিচারের প্রশংসা করা অন্য কথা। ইংরেজের এ ধরনের তোষামদ যে করে আমি তার কথা বলছি না। আমার প্রশ্ন অন্য।

মির্ষা নাসির : অন্যান্য লোকেরা তোষামদ করে নি?

এটর্নী জেনারেল : তোষামদকারীদের মধ্যে একজন মির্ষা সাহেবও। চলুন, এই প্রশ্ন নয়; বরং প্রশ্ন এই যে, বৃটেনের সম্রাট—তিনি হচ্ছেন ক্রুশের হিফাযতকারী, তার মুকুটে ক্রুশের চিহ্ন শোভা পাচ্ছে (আর) মির্ষা সাহেব মাসীহ, মাহদী (এবং) ক্রুশ ভেংগে ফেলবেন। অথচ এই মাসীহ মির্ষা সাহেব আফগানিস্তান ও মিসর পর্যন্ত এর (ক্রুশের) বিস্তার ঘটানো এবং ক্রুশের হিফাযতকারী বৃটিশ সরকারের প্রশংসা করেছেন। মুকুটের মধ্যে তার ক্রুশ রয়েছে। আর ইনি (মির্ষা সাহেবে) বলছেন যে, তার (বৃটিশের) আনুগত্য করো। ইনি কোন্ জাতের মাহদী তা আমাকে বলুন?

মির্ষা নাসির : ক্রুশ তো ভেংগে ফেলেছেন। তা এমনভাবে ভেংগে গেছে যে, ইউরোপ গিয়ে আপনি আলাপ করে দেখুন এটা ভেংগে পড়েছে কিনা। স্কটল্যান্ডে আমি প্রেস কনফারেন্স করেছি। আফ্রিকা গিয়েছি। যে মাসীহের আগমনে ঈসায়ীরা সন্তুষ্ট ছিল আমি বলে দিয়েছি যে, তিনি শেষ হয়ে গেছেন। (এবার বলুন,) ক্রুশ ভেংগেছে, না ভাংগে নি?

এটর্নী জেনারেল : যে মাসীহের ক্রুশ ধ্বংস করার কথা ছিল, তাকে তো আপনারা মেরে ফেলেছেন। আপনারাতো ক্রুশকে ভেংগে ফেলা থেকে রক্ষা করেছেন। স্বয়ং তার জায়গায় এসে গেছেন। ক্রুশ পূজারীদের সমর্থনে আরব-অনারব পর্যন্ত প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছেন। অথচ তাদের মুকুটে ক্রুশ চিহ্ন শোভা পাচ্ছে।

মির্ষা নাসির : মুকুটের উপর এটা সম্মানের চিহ্ন নয়, লাঞ্ছনার চিহ্ন।

এটর্নী জেনারেল : এই লাঞ্ছনার চিহ্নধারীদের আনুগত্য ফরয?

মির্ষা নাসির : আনুগত্য—ইন্সাল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

- এটর্নী জেনারেল : ক্রুশ লাঞ্ছনার চিহ্ন। আর এই মাসীহ (গোলাম আহমদ) বলেন যে, জিহাদের পরিবর্তে আপনারা এর আনুগত্য করুন।
- মির্য়া নাসির : অন্যরা ইংরেজের সহায়তা করে নি?
- এটর্নী জেনারেল : (কিছু) যে, মাসীহের ক্রুশ ভাংগার কথা ছিল তিনি ক্রুশ-পূজারীদের আনুগত্য ফরয বলে সাব্যস্ত করছেন।
- মির্য়া নাসির : না, এটা হচ্ছে সেই সরকারের (আনুগত্য), যে সরকার মুসলমানদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করে না।
- এটর্নী জেনারেল : আর যার মুকুটে ক্রুশ শোভা পাচ্ছে?
- মির্য়া নাসির : বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল। ওটা একটা পৃথক কথা, আর এটা পৃথক কথা।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব ঈসায়ীদেরকে শক্ত জবাব দিয়েছেন। এটা ঠিক যে, এই পদ্ধতি সঠিক ছিল অথবা ভ্রান্ত ছিল। কেননা মাসীহ (আঃ) সম্পর্কেও তিনি আশোভনীয় কথা বলেছেন, যা জায়য ছিল না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ক্রুশপূজারী সরকারের সহায়তা তিনি কীভাবে করেন, যার কাজ ছিল ক্রুশ ভেংগে ফেলা?
- মির্য়া নাসির : প্রশংসার কথা ছেড়ে দিন। এর কারণ ছিল অন্য। এটাকে বন্ধনীর মধ্যে রেখে দিন। ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানের প্রেক্ষিতেই এই প্রশংসা।
- এটর্নী জেনারেল : কিছু আফগানিস্তান ও মিশর পর্যন্ত এই ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রোপাগান্ডা, তাও নিজের জন্য একেবারে ফরয করে নেওয়া। আর এতে দু'টি কথা রয়েছে। একটি হলো, ইংরেজের আনুগত্য ফরয এবং অপরটি হলো জিহাদ হারাম। যে সমস্ত লোক দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছিলেন তার (মির্য়া সাহেবের) এই আচরণের মধ্যে ওদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্য (নিহিত) ছিল না তো?
- মির্য়া নাসির : জিহাদ এজন্য জায়য নয় যে, এরা (ইংরেজরা) ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করত।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন, আফগানিস্তানসহ যে সমস্ত দেশের লোক জিহাদের পতাকাবাহী ছিলেন তাদের মধ্যে জিহাদের শিক্ষার বিরুদ্ধে বই-পুস্তক পাঠানোর লক্ষ্য তো পরিষ্কার। কিন্তু আপনি একথায আসছেন না। এটা আপনার মর্জি। কিন্তু একটি সাময়িক আবেগ থাকে, উদ্দীপনা থাকে - যেমন, কোন ব্যক্তি যদি আমাদের নবী

(আঃ) এর বিরুদ্ধে কোন কথা বলে তাহলে সেকথার জবাব দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া ঈমানের কথা, আবেগ ও উদ্দীপনার কথা। মির্যা সাহেব মুসলমানদের এই ঈমানী উদ্দীপনাকেও শেষ করার তালে ছিলেন।

মির্যা নাসির : আপনার প্রশ্ন স্পষ্ট নয়।

এটর্নী জেনারেল : এটা হচ্ছে মির্যা সাহেবের কিতাব ‘তিরইয়াকুল কুলুব’। এতে আছে যে, মির্যা সাহেব লেফটেনেন্ট গভর্নরের কাছে অত্যন্ত বিনীত ভাষায় একটি দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন। এটা আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি না, বরং এর শিরোনামই হচ্ছে এই। এতে তিনি (মির্যা সাহেব) লিখেছেন, “আমি একথা স্বীকার করছি যে, কোন কোন পাদ্রী এবং খ্রীষ্টান মিশনারীর লেখা অত্যন্ত কঠোর এবং ন্যায়নিষ্ঠতার সীমা লংঘনকারী। বিশেষ করে ‘নূর আফশাঁ’ নামক যে খ্রীষ্টান-পত্রিকাটি বের হয় তাতে অত্যন্ত বিপ্লী অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে, (এই সমস্ত লেখা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কেননা আপনি ও তা ছেড়ে দিয়েছিলেন-এটর্নী জেনারেল) -যা আঁ হযরতের শানে পরিষ্কার অশিষ্টতা। সুতরাং এই সমস্ত পত্রিকা পাঠ করার পর আমার আশংকা হয়, না জানি মুসলমানদের অন্তরে-যারা আবেগ উচ্ছ্বাসের অধিকারী একটি জাতি -এই সমস্ত বাক্যের কারণে রোযানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে- তাই আমি তাদের এই সব আবেগ উচ্ছ্বাস প্রদমিত করার কার্যকরী কৌশল এই গ্রহণ করলাম যে, এই সমস্ত লেখার উত্তর কিছুটা কঠোর ভাষায় দিলাম। এটাই ছিল যথার্থ ও কার্যকরী কৌশল, যাতে হঠাৎ ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে এমন লোকদের আবেগ দমে যায় এবং দেশের মধ্যে কোন ধরনের অশান্তির সৃষ্টি না হয়। আমি এই সমস্ত বই পুস্তকের উত্তরে -যেগুলোর মধ্যে পরিপূর্ণ কঠোরতার সাথে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল -হয়টি এমন পুস্তক লিখি যে গুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কঠোরতা ছিল। কেননা আমার বিবেক (conscience) অকাট্যভাবে আমাকে এই ফতওয়া দিয়েছিল যে, ইসলামের মধ্যে যে সমস্ত পশুস্বভাবের মানুষ বিদ্যমান রয়েছে তাদের ক্রোধ ও রোযানল প্রদমনের জন্য এই পন্থা যথেষ্ট হবে। আমি দাবী করে বলছি যে, আমি সমগ্র মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজের প্রথম শ্রেণীর গুভাকাংখী।” অতএব মির্যা সাহেব, আমি এখানে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, মির্যা সাহেব (মির্যা গোলাম

আহমদ) এটা বলছেন না যে, আমি উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে পড়েছিলাম কিংবা ইসলামের আবেগ-উদ্দীপনার কারণে আমি এরূপ করেছিলাম। তিনি এটাও বলছেন না যে, 'জিহাদে কবীর' (বড় জিহাদ) এর উদ্দেশ্যে, বরং বলছেন ইংরেজ সরকারকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং (তাদের সাম্রাজ্যে) শান্তি-শৃঙ্খলা কয়েম রাখার জন্য আমি এরূপ করেছিলাম। পশুস্বভাবের মুসলমানদের মধ্যে আঁ হযরত (সাঃ) -এর শানে (পাদ্রীদের) অশিষ্টতা প্রদর্শনের কারণে যে আবেগ-উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হত (গুধুমাত্র) সেটাকে দমন করার জন্য- (তিরইয়াকুল কুলুব : পৃষ্ঠা- ৩৬২ : দ্রষ্টব্য রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা-৪৯০-৯১ : পঞ্চদশ খন্ড) যাতে এ বিষয়টি বৃটিশ সরকারের শান্তি-শৃঙ্খলায় কোন ধরনের অঘটনের সৃষ্টি করতে না পারে। এই খিদমত সুষ্ঠুভাবে আনজাম দেওয়ার জন্য মির্যা সাহেব এই সমস্ত কিতাব খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে লিখে আসছিলেন। এ থেকে এই মর্মই উদ্ঘাটিত হয়। পরবর্তীতে এই কিতাবের মধ্যে আছে, তিনি তাদেরকে (ইংরেজদেরকে) বলছেন যে, 'দেশে যাতে অশান্তির সৃষ্টি না হয় তাই আমি ঐ সমস্ত কিতাবের প্রত্যুত্তরে - যেগুলোর মধ্যে পরিপূর্ণ কঠোরতা সাথে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল- এ ধরনের কিছু কিতাব লিখেছি।' আমার মতলব এটা নয় যে, মির্যা সাহেবের সব বই-পুস্তকই এ ধরনের। বরং যে সমস্ত বই-পুস্তক ওদের প্রত্যুত্তরে তথা ঐ মিশনারীদের বিরুদ্ধে তিনি লিখেছিলেন তা এই আবেগের বশবর্তী হয়েই লিখেছিলেন।

মির্যা নাসির : যত মিশনারী এখানে আছেন, যারা কিছু সংখ্যক কিতাব লিখেছেন, সেগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক লাইন লিখেছেন (মাত্র)।

এটর্নী জেনারেল : এটা তো যা কিছু হবার হয়েছে। মির্যা সাহেব, এই যে আছে-

মির্যা নাসির : না, কয়েকটি কিতাব, সমগ্র নয়।

এটর্নী জেনারেল : এটাকে উপলক্ষ্য করে অন্য প্রশ্ন এসে যায়। তিনি (মির্যা কাদিয়ানী) বলছেন যে, 'আমি যত কিতাব লিখেছি ইংরেজদের সহায়তায়, পঞ্চাশটি আলমারীতে সেগুলোর স্থান সংকুলান হবে।' ঐ যে আপনি বলেছিলেন, আলমারীর সাইজ তিনি লিখেন নি।

মির্যা নাসির : আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, সাইজ ও যেন নির্ধারিত হয়ে যায়।

- এটর্নী জেনারেল : আমি বলেছিলাম যে, এখন সেগুলো মির্য়া সাহেবের ঘরের মধ্যে থেকে থাকবে। আর আপনি সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবেন যে, কতটিতে স্থান সংকুলান হয়েছিল- দশটিতে?
- মির্য়া নাসির : ওগুলো ছিল পাড়ুলিপি, যার কয়েকটির স্থান সংকুলান হয়েছিল আট দশটি আলমারীর মধ্যে। এর অর্থ কি এই যে, পঞ্চাশ হাজার হবে?
- এটর্নী জেনারেল : না, আমি সেটা বলছি না। প্রশ্ন তো এটা ছিল যে, তিনি পঞ্চাশটি আলমারী ভরে ফেলেছিলেন। অর্থাৎ সেগুলো প্যাম্পলেট হবে এবং কিছু কিছু বড় কিতাব হবে। এখন প্রশ্ন হলো, এই আলমারী দু'ফুট (আয়তনের) ছিল, না দশ ফুট (আয়তনের) ছিল। এটা তো আমার জানা নেই। সম্ভবতঃ আপনার জানা থাকবে।
- মির্য়া নাসির : না, আমি তো এটা বলছি যে, যে সমস্ত কিতাব তিনি লিখেছেন তা আমাদের কাছে মজুদ আছে।
- এটর্নী জেনারেল : তিনি বলছেন যে, পঞ্চাশটি আলমারী ভরে ফেলেছেন। মির্য়া (গোলাম আহমদ) তো এটা ভুল বলবেন না।
- মির্য়া নাসির : না, না। আমি কখন বলছি যে, তিনি ভুল বলেন। আমার জবাব তো শুনে নিন্ অনুগ্রহ করে। তিনি বলছেন, পঞ্চাশটি আলমারী যে আছে তা ভরে গেছে। এর অর্থ আমার মতে -আমি এ পর্যন্ত যে মোটামুটি (rough) অনুমান আমার মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছি -এই যে, সাধারণ সাইজের আলমারী হলে দু'আড়াই হাজার ভলিউম (volume) সেগুলোকে ভরে তুলবে।
- এটর্নী জেনারেল : যদি একই কিতাবের দু' হাজার কপি রাখেন?
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাই অর্থ। এই অর্থ তো নয় যে, দু'শ
- এটর্নী জেনারেল : না, না, মির্য়া সাহেব, এটা দেখুন যে
- মির্য়া নাসির : এতটা লিখেনই নি।
- এটর্নী জেনারেল : এই সমস্ত কিতাবের তালিকাও মজুদ আছে। এক কিতাব নয়, এখানে লিখছেন তিনি
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, ঐ কিতাবগুলোর তালিকা কোন্টি?
- এটর্নী জেনারেল : “আমার জীবনের বেশীর ভাগ অংশ ইংরেজদের সহায়তা ও পক্ষাবলম্বনে কেটেছে। বেশীর ভাগ সময় কেটেছে এভাবে যে, আমি জিহাদ বিরোধী ও ইংরেজী জিহাদ সম্পর্কে এই পরিমাণ পুস্তিকাদি লিখেছি এবং ইশতিহার ছাপিয়েছি যে, যদি ঐ সমস্ত

পুস্তিকা ও কিতাবাদি একত্রিত করা যায় তাহলে তা দ্বারা পঞ্চাশটি আলমারী ভরে উঠতে পারে ।’

মির্য়া নাসির : খন্ড সমূহ? আপনি কাল লিখেছেন যে, অষ্টাশিটি কিতাব এবং সেগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে এই রুঢ় শব্দাদিও নেই ।

এটর্নী জেনারেল : না, আমি তো এটা মির্য়া সাহেব

মির্য়া নাসির : ঘটনার সাথে সম্পর্কিত যে কিতাব আছে সেটাকে সামনে রেখে.....

এটর্নী জেনারেল : না, দেখুন মির্য়া সাহেব, আমি (বিষয়টিকে) স্পষ্ট করার জন্য এটা জরুরী মনে করি । এটা ছিল আমার কর্তব্য । কেননা তার কথা দ্বারা এই বুঝা যায় যে, মির্য়া সাহেব তার জীবনের বড় অংশ ইংরেজদের সমর্থনে ও প্রশংসায় বইপুস্তক লিখে কাটিয়েছেন । আর সেগুলোতে পঞ্চাশটি আলমারী ভরে উঠে । তিনি কি আল্লাহ্ তাআলার এর প্রশংসায়ও এই পরিমাণ কিতাব লিখেছেন যাতে পঞ্চাশটি আলমারী ভরে উঠে? তিনি কি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রশংসায় ও এই পরিমাণ কিতাব লিখেছেন যাতে পঞ্চাশটি আলমারী ভরে উঠে? না শুধু ইংরেজদের প্রশংসায়ই তিনি বইপুস্তক লিখতে থাকেন? এই জিজ্ঞাসা আসে মুসলমানদের উপর এবং এর জবাব আপনাকে দিতে হবে ।

মির্য়া নাসির : আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর তাফসীর বর্ণনা এই মর্মে যে, ইনি হচ্ছেন সেই খোদা, যা ইসলাম পেশ করেছে, কুরআন করীমের তাফসীর, কুরআন করীমের মাহাত্ম্যের বর্ণনা, নবী করীম (সাঃ) এর বিরাট, উচ্চতর, সুমহান মর্যাদা এবং তার পরাক্রম প্রকাশের জন্য যে সমস্ত কিতাব (মির্য়া সাহেব) লিখেছেন সেগুলোর জন্য পঞ্চাশটি আলমারী নয়, বরং পঞ্চাশ হাজার আলমারীও যথেষ্ট নয় ।

এটর্নী জেনারেল : যা মির্য়া সাহেব লিখেন নি?

মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, যা মির্য়া সাহেব লিখেন নি, খন্ড সমূহ—

এটর্নী জেনারেল : আপনি তো বলেন যে, অষ্টাশিটি কিতাব লিখেছেন ।

মির্য়া নাসির : আহা! এটাই তো বুঝাচ্ছিলাম । এখানে পঞ্চাশ আলমারী দ্বারা এটা বুঝায় না যে, প্রত্যেকটি নতুন কিতাবের এক একটি খন্ড করে (নেওয়া হবে) এবং পঞ্চাশে পরিণত হবে

এটর্নী জেনারেল : সম্পর্ক তো বড় জুড়ে দিয়েছেন এর উপর

- মির্থা নাসির : যদি অষ্টাশির চাইতে অধিক হয় তাহলে আমাকে বলুন। আমার তালিকার মধ্যে যে ঘাটতি আছে আমি তা পূরণ করে নেব।
- এটর্নী জেনারেল : না, ঐ চব্বিশটি কিতাব এখানে আছে এবং পুস্তিকাসমূহ, ইশতিহারাদি ইত্যাদি।
- মির্থা নাসির : চব্বিশটি কিতাবের মধ্য থেকে কেউ যদি এই কষ্টও স্বীকার করে যে, দেখে, (এগুলো) ঐ শত পাতুলিপির কিতাব, যে রকমের রেফারেন্স আছে।
- এটর্নী জেনারেল : মির্থা সাহেব, আপনি দেখুন, আপনি এটা মনে করবেন না যে, আমি দোষারূপ করছি। দয়া করে আমাকে বুঝার চেষ্টা করুন।
- মির্থা নাসির : না, না, আমি একটা কথা বলছি।
- এটর্নী জেনারেল : এখানে এমন সব শব্দ এসে গেছে যেগুলোকে একটি একটি করে যাচাই করতে হবে। পঞ্চাশটি আলমারী ভরে যাবে, এই ইশতিহারসমূহ, পুস্তিকাদি, কিতাবসমূহ— তিনি এভাবে উল্লেখ করেছেন, পরিষ্কার ভাষায়—যেগুলো দ্বারা পঞ্চাশ আলমারী ভরে যাবে।
- মির্থা নাসির : ঠিকই তো—আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন (এর) অর্থ কি?
- এটর্নী জেনারেল : হ্যাঁ, এজন্যই তো আমি বলছি যে, অর্থ তো এই নয় যে, জীবনের বেশীর ভাগ অংশ ইংরেজদের সাহায্য - সহযোগিতার মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। পঞ্চাশটি আলমারী ভরে উঠেছে। আর (জীবনের) বাকি অংশ, যা আল্লাহর প্রশংসার মধ্যে অতিবাহিত করেছেন, (তাতে) কতটি আলমারী ভরেছে। এটি একটি প্রশ্ন যা আপনাকে যে কেউ জিজ্ঞাসা করবে।
- মির্থা নাসির : প্রত্যেকটি লোক এ প্রশ্ন করার অধিকার রাখে এবং আমারও অধিকার আছে। আর আমার ধারণা যে, আমারও দায়িত্ব আছে এর উত্তর দেবার।
- এটর্নী জেনারেল : হ্যাঁ, যখন আমাকে এটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তখনই তো আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।
- মির্থা নাসির : ‘পঞ্চাশটি আলমারী ভরে গেছে’—এই যে কথা, এর জন্য জরুরী যাবতীয় ঐ সব রেফারেন্স একত্রিত করা। এ ধরনের যে কিছু সংখ্যক মুসলমান আছে, যারা রাগান্বিত হয়ে উঠে, তাদের রাগ ঠান্ডা করার জন্য, তাদেরকে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করার জন্য, যার ফলে দেশে শান্তি

প্রতিষ্ঠিত হয়, বিদ্যমান সরকার বিশৃঙ্খল অবস্থায় না পড়ে এবং তাদের জন্য শান্তি-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কোন সমস্যার উদ্ভব না হয়। এর মুকাবালায় রেফারেন্স (সংগ্রহ করতে হবে) : আমি বাকি সমস্ত রেফারেন্সের কথা বলি না। আমি শুধুমাত্র একটি শিরোনামের অধীনে রেফারেন্সসমূহ একত্রিত করে এখানে আপনার সামনে পেশ করে দেব। সেগুলোর লাইনসমূহ গুনে নিন, পৃষ্ঠাসমূহ গুনে নিন, যেভাবে হোক নিজেকে আশ্বস্ত করুন। ... যারা লেখা লিখেন কিংবা তাকে মানেন না, তিনি যদি 'মামূর' (আদিষ্ট) হওয়ার দাবী করেন-মাহুদী মাওউদ (প্রতিশ্রুত) -এর কিতাব থেকে (উদ্ধৃতি নিয়ে) তার উপর প্রশ্ন তৈরী করা সর্বোত্তমভাবে বৈধ। প্রত্যেকের অধিকার আছে, যে বুঝতে পারে না সে যেন প্রশ্ন করে। কিন্তু আমি মনে করি, এটা সম্ভব যে, আমি ভ্রান্তির মধ্যে। (তবু) আমার এই দায়িত্ব যে, আমি পুরোপুরিভাবে জবাব দেব।

- এটর্নী জেনারেল : না জনাব, সে আমি বলি না।
- মির্খা নাসির : তাহলে এই জবাব যা আছে (তা-ই) এই জবাব। আপনি ঐমাত্র প্রশ্ন করেছেন যে, যা কিছু সমগ্র জীবনের বেশীর ভাগ অংশে লিখে (তিনি) ইংরেজের লাইব্রেরীর মধ্যে, পঞ্চাশটি আলমারী ভরেছেন তার মুকাবালায় আল্লাহ তাআলা তার রাসূল, ইসলাম এবং ঐ সময় ইসলামের যা কিছুর খুব প্রয়োজন ছিল এবং ইসলামের যে সমস্ত বিষয়াদি ছিল, ইসলামের জন্য চেষ্টা চরিত্র করার ছিল, ইসলামকে জয়যুক্ত করার জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা তৈরী করার ছিল সেগুলোর জন্য কোন সময়ই তিনি দেন নি। অতঃপর আমি এটা বলছি যে, এগুলোর পরস্পরের মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে তা নির্ণয়ের জন্য আপনি আমাকে সময় দিন। এখানে আমাদের কত বুয়ুর্গ বসে আছেন, আমি (এ বিষয়টির দায়িত্ব) তাদের কোন একজনের হাতে সোপর্দ করবো। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, ক্রোধ ঠান্ডা করার জন্য আমি আপনার এক একটি শব্দ উপস্থাপন (produce) করবো যার প্রতি (কোন না কোনভাবে) ইঙ্গিত রয়েছে।

- এটর্নী জেনারেল : আমি এই জাতীয় মুসলমান নই, (এখানে) ক্রোধের কথা নয়।
- মির্খা নাসির : না, না, আহা, আমি ক্ষমা চাচ্ছি। না, না, আমার কথার অর্থ মোটেই এটা ছিল না, আমার কথার অর্থ মোটেই এটা ছিল না। আমার কথার অর্থ এই যে, ঐ সময় যাদের সম্পর্কে এই ধারণা করা হয়েছিল

যে, রাগের বশবর্তী হয়ে তারা আবার শরীয়তে ইসলামের হিদায়তের বিরুদ্ধে কিছু করে না বসেন এবং (যার ফলে) ইংরেজ সরকারের জন্য ও শান্তি-শৃঙ্খলার প্রশ্ন দেখা না দেয়। আমার কথার ইঙ্গিত ছিল ঐ সমস্ত জিনিষের প্রতি, যা ওদের জন্য লেখা হয়েছে। আপনার তো কোন কথাই হচ্ছিলো না। আপনি তো অত্যন্ত দৈর্য্যশীল। আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

এটর্নী জেনারেল : না, না, মানুষ দুর্বল হয়ে থাকে। মানুষের মুখ থেকে কখনো কখনো ভুল কথা বেরিয়ে পড়ে। আমি এজন্য ক্ষমা চাচ্ছি – যদি কোন কথা হয়ে গিয়ে থাকে এবং আমার এটা বক্রোক্তি (insinuation) নয়, শুধু আমার সামনে যে সব প্রশ্ন এসেছে (তার জবাব দিয়েছি), হ্যাঁ, ঠিক আছে।

মির্ষা নাসির : আমার কথার অর্থ এই যে, যখন আমরা তুলনা করব তখন মূল বিষয়বস্তু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাহলে আমাকে তুলনা করার অনুমতি দিন।

এটর্নী জেনারেল : আমি তো একথা বলছি মির্ষা সাহেব, আপনি বলেছিলেন, তিনি (মির্ষা কাদিয়ানী) অষ্টাশিটি কিতাব লিখেছেন। কিন্তু অষ্টাশিটি কিতাবে তো পঞ্চাশটি আলমারী ভরে না।

মির্ষা নাসির : আসে না (ভরে না)?

এটর্নী জেনারেল : এগুলো তো একটি আলমারীর জিনিষ।

মির্ষা নাসির : যদি একটি করে কপি রাখা যায় তাহলে ভরে না।

এটর্নী জেনারেল : অর্থাৎ সাধারণতঃ এটাই নর্মাল (স্বাভাবিক)। আর এর অর্থ হচ্ছে অন্য কিছু। আরো কিছু কিতাব ছিল যার দ্বারা পঞ্চাশটি আলমারী ভরে গিয়েছিল।

মির্ষা নাসির : অর্থ অন্য কিছু।

এটর্নী জেনারেল : না, আমি বলি, সাধারণ মানুষ এই অনুমান করে যে, মির্ষা সাহেব পঞ্চাশটি আলমারী ভরে দিয়েছেন ইংরেজদের সহযোগিতায় ও প্রশংসায় বইপত্র লিখে। জীবনের বেশীর ভাগ অংশ তিনি এর মধ্যেই কাটিয়েছেন। অতঃপর জীবনের যে অংশটি অবশিষ্ট ছিল তাতে আল্লাহর প্রশংসায় তিনি এমন কিছু বই-পুস্তক লিখেছেন, যার দ্বারা পঞ্চাশটি আলমারী ভরে না। তাহলে এরপর তো খুব একটা সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজনই থাকে না। আপনি কি বলেন?

- মির্য়া নাসির : না, না, প্রয়োজন আছে। আর তা এই যে, তিনি লিখেছেন একটি সমুদ্র পরিমাণ খোদা তাআলার কালামের তাফসীর, যেগুলো আমার মত একজন মানুষের জীবনকালে অনুভূতির দ্বারা পুরোপুরিভাবে আয়ত্ত্ব করা, তার মর্মার্থ বুঝা এবং সেটাকে আপন করে নেওয়া সম্ভব নয়।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব, গতকালও আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম।
- মির্য়া নাসির : ওটা গতকালকের প্রশ্নের উত্তরেই (বলা হয়েছে)।
- এটর্নী জেনারেল : না, না, ওটা সম্ভবতঃ আপনার কাছে থেকে থাকবে। অন্য একটি উত্তর। প্রশ্নও ছিল অন্য। আমি আপনার কাছে নিবেদন করেছিলাম যে, 'ট্রু ইসলাম' (True Islam) নামক মির্য়া মাহমুদের যে কিতাব (মূলতঃ তার বক্তৃতা) আছে, তাতে তিনি বলেন, "কুরআন শরীফের মধ্যে যে সমস্ত ভাভার লুক্কায়িত ছিল মির্য়া সাহেব তা বের করে নিয়ে আসেন, সেগুলোকে বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ করেন, যা তের শ বছর পর্যন্ত প্রকাশ লাভ করে নি।" আমি নিবেদন করেছিলাম কুরআন শরীফের এমন কোন ব্যাখ্যা হয় নি, যে ব্যাখ্যা মির্য়া সাহেব করেছেন? - কিন্তু দু' তিনটি বিষয় ছাড়া (যেমন,) তার নুবুওয়াতের বিষয়, যেটাকে কোন না কোন পদ্ধতিতে প্রমাণ করার ক্ষেত্রে কুরআনের কোন না কোন আয়াত ব্যবহার করা হয়েছে; আর মাসীহ মাওউদের আগমনের বিষয়, (যা প্রমাণ করার জন্য কুরআনের কোন না কোন আয়াত ব্যবহার করা হয়েছে)।
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ প্রশ্নের কথা আমার স্মরণ আছে।
- এটর্নী জেনারেল : কিংবা জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতগুলো বাদ দিলে, আর কোন্ জায়গায় তিনি এমন ব্যাখ্যা করেছেন, যা ইতিপূর্বে আর কেউ করেন নি? আপনি বলেছেন যে, তিনি (মির্য়া কাদিয়ানী) শুধুমাত্র সূরা ফাতিহার যে ব্যাখ্যা করেছেন তার শতকরা সত্তর ভাগ ইতিপূর্বে করা হয়নি।
- মির্য়া নাসির : সম্পূর্ণ নতুন (তাফসীর)-
- এটর্নী জেনারেল : প্রথমবারের মত মির্য়া সাহেব (তাফসীর) করেছেন। এর মধ্যে থেকে শুধুমাত্র একটি আয়াতের কথা আপনি বলুন, যার এমন তাফসীর তিনি করেছেন, যা ইতিপূর্বে কেউ করেন নি। কেননা বিষয়টি অনেক বিরাট হয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনি শুধুমাত্র একটি আয়াত নির্বাচন (select) করুন, যার তাফসীরে তিনি এমন কথা বলেছেন, যা গত তেরশ' বছরের মধ্যে কেউ বলেন নি।

- মির্য়া নাসির : এটা আমি বলে দেব, পড়ে দেব, আগামী অধিবেশনে নিয়ে এসে পড়ে শুনাবো।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর ঐ চিঠিতে তিনি বলেন, দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, আমি আমার জীবনের সূচনা থেকে এই পর্যন্ত, যখন আমি আনুমানিক ষাট বছর বয়সে উপনীত হয়েছি, আপন মুখ দ্বারা, কলম দ্বারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছি, যাতে করে মুসলমানদের অন্তরকে ইংরেজ সরকারের ভালবাসা, শুভাকাংখা এবং সহানুভূতির দিকে ফিরিয়ে দিতে পারি-নিয়োজিত রয়েছি সমগ্র জীবনব্যাপী। অতঃপর সব শেষে তাদের কাছে আর একটি নিবেদন করছি।”
- মির্য়া নাসির : এর রেফারেন্স কি?
- এটর্নী জেনারেল : ঐ পত্র, যার সারমর্ম আমি পড়ছি। কেননা এটা খুবই দীর্ঘ।
- মির্য়া নাসির : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর বলছেন, “শুধুমাত্র প্রার্থনা এই যে, মহামান্য সরকার এমন একটি বংশ সম্পর্কে -যে বংশ একের পর এক পঞ্চাশ বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা নিজেকে একটি বিশ্বাসভাজন ও (সরকারের জন্য) উৎসর্গীকৃত প্রাণ (বংশ হিসাবে) প্রমাণিত করেছে এবং যার সম্পর্কে মহামান্য সরকারের সম্মানিত প্রশাসকবৃন্দ তাদের চিঠিতে, নিজেদের সুদৃঢ় অভিমতের মাধ্যমে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এই বংশ প্রাচীনকাল থেকে ইংরেজ সরকারের পাকা শুভাকাংখী এবং খেদমতগুয়ার-অর্থাৎ এই নিজের লাগানো চারার প্রতি যেন নেহাৎ মহানুভবতা, সতর্কতা ও সুদৃষ্টি রাখেন। আর আপন অধীনস্ত শাসনকর্তাদের প্রতি যেন এই মর্মে ইঙ্গিত প্রদান করেন যে, তারাও যেন এই বংশের সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে এবং আমার জামাআতকে করুণার দৃষ্টিতে দেখেন। কেননা আমার বংশ ইংরেজ সরকারের স্বার্থরক্ষার্থে নিজের রক্ত বহাতে এবং প্রাণ উৎসর্গ করতে কখনো দ্বিধা করে নি। আর না এখনও কোন দ্বিধা আছে। অতএব আমাদের অধিকার আছে যে, অতীতের খেদমতের প্রেক্ষিতে আমরা মহামান্য সরকারকে আমাদের প্রতি পরিপূর্ণ করুণা প্রদর্শন ও সবিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য আবেদন করব, যাতে করে প্রতিটি লোক বিনা কারণে আমাদের মানহানি করার দুঃসাহস করতে না পারে। আর আমি কিছুটা আপন জামাআতের নাম নীচে লিখছি।”

(কিতাবুল বারিয়াহ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা-৩৫০ : ত্রয়োদশ খন্ড) তাহলে মির্যা সাহেব, এখানে 'একটি নিজের লাগানো চারা ইংরেজ সরকারকে বলছে'- বলে যে, কথাটি আছে তার দ্বারা কাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

- মির্যা নাসির : নিজের ঐ বংশের প্রতি, যার উল্লেখ প্রথমে করা হয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : নাকি জামাআতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?
- মির্যা নাসির : না, না, জামাআত নয়। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তিনি ইংরেজদের কাছ থেকে একটি আধুলিও গ্রহণ করেন নি। আর না তার জামাআত কখনো চার চৌকা জমি গ্রহণ করেছে, যা অন্যান্য কোন কোন উলামা তখন গ্রহণ করেছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : জমি দ্বারা তো কাউকে
- মির্যা নাসির : দেখুন না, এই যে তার শেষ বাক্যগুলো আছে তা স্বয়ং তার জবাব।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেব, উভয় জিনিস আছে। আমি আপনাকে পড়ে শুনাই। আমি বলছি না যে, আমি সঠিক বুঝতে পারছি। একারণে আমি ব্যাখ্যা চাচ্ছিলাম যে, তিনি বংশের উল্লেখ করেন এবং অনেক বেশী উল্লেখ করেন।
- মির্যা নাসির : দাবী কি করেন?
- এটর্নী জেনারেল : সাথেই বলছেন।
- মির্যা নাসির : না, দাবী এই করেন যে, মানুষ যেন আমাদের মানহানি না করে।
- এটর্নী জেনারেল : প্রার্থনা এই যে, মহামান্য সরকার এমন বংশ সম্পর্কে-
- মির্যা নাসির : হ্যাঁ, সামনে পড়ুন।
- এটর্নী জেনারেল : "যে বংশ ক্রমাগত পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেকে একটি বিশ্বাসভাজন ও উৎসর্গীকৃত প্রাণ বংশ হিসেবে প্রমাণিত করেছে এবং যার সম্পর্কে মহামান্য সরকারের সম্মানিত প্রশাসকবৃন্দ সর্বদা নিজেদের সুদৃঢ় অভিমতের সাহায্যে আপন চিঠি পত্রাদিতে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সে (এই বংশ) প্রাচীনকাল থেকে ইংরেজ সরকারের পাকা শুভাকাংখী এবং খেদমত গুয়ার।" এটা তো.....
- মির্যা নাসির : দাবী কি?
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর বলছেন যে, এই নিজের লাগানো চারার প্রতি যেন অত্যন্ত মহানুভবতা, সতর্কতা ও সুদৃষ্টি রাখা হয় এবং আপন

অধীনস্থ প্রশাসকদের প্রতিও যেন এই মর্মে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়, যেন তারাও এই বংশের বিশ্বস্ততা ও বিশ্বদ্রুতিস্ততার প্রেক্ষিতে আমার এবং আমার জামাআত.....

- মির্ষা নাসির : আমাকে এবং আমার জামাআতকে কি করবে? সামনে পড়ুন তো-
- এটর্নী জেনারেল : আমার জামাআতকে একটি বিশেষ করুণা ও মেহেরবাণীর দৃষ্টিতে দেখবে।
- মির্ষা নাসির : না, না, সামনে এর জবাব রয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : আমার বংশ ইংরেজ সরকারের স্বার্থে আপন রক্ত বহাতে এবং প্রাণ উৎসর্গ করতে দ্বিধা করে নি। আর না এখনও কোন দ্বিধা আছে। অতএব অতীতের খেদমতের প্রেক্ষিতে মহামান্য সরকারের পরিপূর্ণ দয়া প্রদর্শনের এবং আমাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য প্রার্থনা জানানোর অধিকার আমাদের রয়েছে- যাতে করে প্রত্যেক ব্যক্তি অকারণে আমাদের মানহানির দুঃসাহস করতে না পারে।
- মির্ষা নাসির : অকারণে কেউ যাতে আমাদের মানহানির দুঃসাহস না করতে পারে- এটাই হলো দাবী।
- এটর্নী জেনারেল : না, কিছু পরিমাণ নিজের জামাআতের নাম নীচে লিখেছেন।
- মির্ষা নাসির : হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা তো পরের কথা। শুধুমাত্র সমগ্র ভূমিকার অর্থ এই যে, অকারণে যাতে কেউ আমাদের মানহানি না করে।
- এটর্নী জেনারেল : আপন বংশের জন্য সরকারের কাছ থেকে নিরাপত্তা চান।
- মির্ষা নাসির : যাতে কেউ অসম্মান না করে।
- এটর্নী জেনারেল : আমি এটাই বলছি যে, তিনি নিরাপত্তা চচ্ছেন।
- মির্ষা নাসির : না, না, এটর্নী জেনারেল, নিরাপত্তা অনেক ব্যাপক জিনিস।
- এটর্নী জেনারেল : অনুগ্রহ এবং আনুকূল্য চান।
- মির্ষা নাসির : অনুগ্রহ? এটাতো কৃতজ্ঞ মস্তিষ্কের কথা। এই পরিমাণ অনুগ্রহ যে, কেউ আমাদের মানহানি না করতে পারে। এটা তো মর্যাদার ব্যাপার। এক্ষেত্রে তো আপত্তি উত্থাপনের কোন সুযোগ নেই।
- এটর্নী জেনারেল : না, মির্ষা সাহেব।
- মির্ষা নাসির : কেউ জমি চাইল, কেউ পয়সা নিল, কেউ আনুকূল্য-অনুগ্রহ গ্রহণ করল, কেউ চাকুরী চাইল...

- এটর্নী জেনারেল : না, না, আমি বুঝি যে, আপনাদের ধারণা হলো, ইংরেজ সরকার ন্যায়বিচারক সরকার ছিল। তাদের রাজত্বে জুলুম-অত্যাচার হত না, ন্যায় বিচার হত, বিচারালয় ছিল, আইনের শাসন ছিল, তারা ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করত না।
- মির্থা নাসির : এর পরও আশংকা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর এত বেশী বংশগত খিদমত এবং তোষামদের কি প্রয়োজন ছিল? -যেহেতু আমরা এই পরিমাণ খেদমত করেছি, এই পরিমাণ প্রশংসা আপনাদের করেছি, আমার বংশ এই পরিমাণ কাজ করেছে (অতএব আপনাদের অনুগ্রহ ও আনুকূল্য চাই)।
- মিঃ চেয়ারম্যান : সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত অধিবেশন মূলতবী।
(স্পীকারের সভাপতিত্বে ছ'টায় পুনরায় অধিবেশন শুরু হয়)
- এটর্নী জেনারেল : মির্থা সাহেব, আমি মির্থা গোলাম আহমদের ঐ চিঠি পড়ছিলাম, যা তিনি সরকারকে লিখেছিলেন। এখানে প্রার্থনা ছিল এই যে, নিজের লাগানো চারার প্রতি যেন সতর্কতা অবলম্বন করা হয় এবং আপন অধীনস্থ প্রশাসকদেরকে যেন এই মর্মে ইঙ্গিত প্রদান করা হয় যে, তারা এই বংশের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বস্ততা এবং আচার - ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করে আমার এবং আমার জামাআতের প্রতি যেন দয়া ও অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখেন।
- মির্থা নাসির : এ ইঙ্গিত হচ্ছে বংশের প্রতি।
- এটর্নী জেনারেল : আমার এবং আমার জামাআতের প্রতি যেন একটি বিশেষ অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখেন। একথার ব্যাখ্যা দিন। 'নিজের লাগানো চারা' -এর অর্থ কি ঐ জামাআত কিংবা বংশ কিংবা মির্থা সাহেব স্বয়ং? আপনি বলেছেন যে, এই ইঙ্গিত বংশের দিকে। কিন্তু এই প্রশ্ন এসে যায় যে, তার বংশ একটি পুরাতন বংশ। সমরকন্দ থেকে মির্থা সাহেবের পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন। এটা ইংরেজের নিজের লাগানো চারা' হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ মির্থা সাহেব সম্পর্কে এটা বলতে পারেন না যে, তিনি ইংরেজের নিজের লাগানো চারা ছিলেন। এখন শুধুমাত্র জামাআত থেকে যায় এই অর্থে যে, তা ইংরেজের নিজের লাগানো চারা হতে পারে।
- মির্থা নাসির : আপনি কথাটি গুলিয়ে ফেললেন।
- এটর্নী জেনারেল : আমি শুধু আমার প্রশ্ন বিশ্লেষণ করছি। এই যে 'নিজের লাগানো চারা' -এটা বংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।

মুঘল পরিবার বিখ্যাত পরিবার, একটি সুখী ও সম্পাদশালী বংশ। এটা হচ্ছে ইংরেজের পূর্বকার। দ্বিতীয়তঃ মির্য়া সাহেবের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হতে পারে না। একমাত্র জামাআতের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা এটা ইংরেজের যুগে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এর ক্ষেত্রে ‘নিজের লাগানো চারা’ প্রযোজ্য হতে পারে এজন্য যে, এটাকে ইংরেজরা তৈরী করেছে অথবা তৈরী করিয়ে নিয়েছে। এই সন্দেহ দূর করার জন্য আপনি ব্যাখ্যা দিন। সরকারকে মির্য়া সাহেব সদাশয় সরকার লিখেছেন। এই সরকার কি ধরনের সদাশয় ছিল?

মির্য়া নাসির : “যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।”

এটর্নী জেনারেল : জুশের পূজারী, মুকুটের উপর জুশের চিহ্ন সম্পূর্ণকারী, মুসলমানদের শত্রু ইংরেজ, যারা হাজার হাজার নয় বরং লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন(?) – মির্য়া সাহেব বলেন, ‘আমাকে এবং আমার জামাআতকে যেন বিশেষ অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখা হয়।’ মাসীহ তাহলে তার জামাআতের প্রতি ইংরেজের বিশেষ কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন?

মির্য়া নাসির : (তার) বংশ এই সমস্ত খেদমত আনজাম দিয়েছে, তাদের জন্য রক্তপাত করেছে, তাদেরকে সহায়তা করেছে। এখন তার আবেদন এই যে, এখন তাকে এবং তার জামাআতকে যেন বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

এটর্নী জেনারেল : পরে তালিকা দিয়েছেন। ঐ তালিকা বংশের না জামাআতের সদস্যদের, যাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি আবেদন জানাচ্ছেন সদাশয় সরকারের কাছে, অত্যন্ত বিনীতভাবে ও তোষামদের সাথে?

মির্য়া নাসির : সরকারসমূহ কখনো কখনো নিজেদের দায়িত্ব ভুলে যায়। (অতএব) ইংরেজ সরকারের কাছে এই দাবী করা হয়েছে যে, আমাদের মানহানি যেন না হয় (সেদিকে যেন তারা সুদৃষ্টি রাখে)।

এটর্নী জেনারেল : প্রথমতঃ দেখতে হবে যে, খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে তিনি যা লিখেছেন তা পশুস্বভাবের মুসলমানদের আবেগ-উচ্ছাস ঠান্ডা করার জন্য এবং ইংরেজ সরকারের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের জন্য। দ্বিতীয়তঃ মাহদী ও মাসীহের কর্তব্য ছিল গুয়ের ধ্বংস করা, জুশকে ভেঙে

টুকরা টুকরা করা। (কিন্তু) এই ইংরেজ যারা ক্রুশ নিয়ে (হিন্দুস্থানে) এসেছে কিংবা যারা শুয়ার পালনকারী ও ভক্ষণকারী, তিনি (মির্য়া সাহেব) বলছেন, তাদেরই আনুগত্য করো। তিনি ইরান, মিসর ও আফগানিস্তান পর্যন্ত তাদের সমর্থনে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছেন। তাহলে আসন মাহ্‌দী ও মাসীহ এবং মির্য়া সাহেবের মধ্যে কতই না পার্থক্য!

মির্য়া নাসির : নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান এবং অন্যরা কি ইংরেজের সহায়তা করেন নি?

এটর্নী জেনারেল : লোকেরা ইংরেজের সহায়তা করেছে, তাই মির্য়া সাহেবও করেছেন। ঠিক আছে। কিন্তু পরবর্তীতে আরো একটি প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন, “চতুর্থ নিবেদন এই যে, যে সমস্ত লোক আমার জামাআতে দাখিল হয়েছে তাদের বেশীল ভাগই ইংরেজ সরকারের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ, দেশের স্বনামখ্যাত রয়ীস, তাদের কর্মচারী, বন্ধুবান্ধব, কিংবা বণিক, কিংবা আইনজীবী কিংবা নবশিক্ষিত ইংরেজী পড়ুয়া এবং এ ধরনের বিখ্যাত আলিম ও ফাযিল বৃন্দ।” (কিতাবুল বারিয়াহ : দ্রষ্টব্য রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা ৩৪৮-৪৯ : ত্রয়োদশ খন্ড)। এখানে এই প্রশ্ন জাগে যে, ইনি এমন এক আজব নবী যিনি বড় লোকদের পছন্দ করেন। তিনি বলেন যে, আমি বড় বড় লোকদের নবী।

মির্য়া নাসির : কিন্তু ওরা কতজন ছিল?

এটর্নী জেনারেল : এটাতো আপনি বলবেন। কিন্তু এখানে আরো একটি প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। আর তা এই যে, মির্য়া সাহেবকে মান্যকারী বেশীর ভাগ লোক ইংরেজ সরকারের চাকুরে ছিলেন। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কাদিয়ানী জামাআতের মধ্যে এই যে, অন্তর্ভুক্তিকরণ তা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

মির্য়া নাসির : কিন্তু খ্রীষ্টানদের বিরোধিতাও তো তিনি করেছেন।

এটর্নী জেনারেল : খ্রীষ্টান প্রচারকদের বিরোধিতা, আর খ্রীষ্টান সরকারের সহায়তা?

মির্য়া নাসির : কিন্তু খ্রীষ্টানদের আমরা যেভাবে পরাস্ত করেছি তা বিস্তারিতভাবে জ্ঞাত হলে আপনি বিস্মিত হবেন।

এটর্নী জেনারেল : আপনি লিখিত বিবরণ দাখিল করিয়ে দিন। এমনিতে এটা মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন।

মিঃ চেয়ারম্যান : আগামীকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অধিবেশন মূলতবী থাকবে।

২৩ আগষ্ট, ১৯৭৪ ইং-এর কার্য বিবরণী

পাকিস্তান জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটির অধিবেশন, সাহেববাদা ফারুক আলী খানের সভাপতিত্বে, সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় শুরু হয়।

সাহেববাদা সফিউল্লাহ : জনাব চেয়ারম্যান, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এইঅর্থে যে, সাক্ষ্যদাতা নানা টালবাহানার আশ্রয় নিচ্ছেন; অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট করছেন, (অতএব) তাকে যেন সংক্ষিপ্ত ও সোজাসুজি উত্তরদানে বাধ্য করা হয়।

জনাব চেয়ারম্যান : এটর্নী জেনারেল সাহেব বিষয়টি নোট করে রাখুন। দশ দিন থেকে যে কার্যপ্রণালী অনুসৃত হচ্ছে, দেখুন শেষ পর্যায়ে এ ব্যাপারে কি পস্থা অবলম্বন করা যায়।

মালিক সুলায়মান : জনাব চেয়ারম্যান, আমরা এই কমিটির ৫, ৬ ও ১০ আগষ্ট - এই তিন দিনের কার্য বিবরণীর কপি পেয়েছি। তাতে লেখা আছে, সমগ্র সংসদ সদস্যদের সম্মুখে গঠিত বিশেষ কমিটির কার্যপ্রণালীর প্রতিবেদন, যার অধিবেশন 'আহমদীয়া মাসআলা' সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার জন্য রুদ্ধদার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি আহমদী মাসআলা নয়, বরং কাদিয়ানী মাসআলা। এ শব্দটি যেন সংশোধন করা হয়। কেননা এ থেকে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। একথাটি সম্পূর্ণ ভুল। এটি হচ্ছে কাদিয়ানী মাসআলা। অতএব সেভাবেই এটাকে বিবেচনা করতে হবে। আমরা তো কখনো এই সিদ্ধান্ত নেই নি যে, এটি একটি আহমদী মাসআলা।

মালোনা শাহ্ আহমদ নূরানী সিদ্দীকী : কেননা দুটি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। একটি ছিল আমাদের দিক থেকে তাতে 'কাদিয়ানী' শব্দ লেখা হয়েছিল। অতএব মালিক সাহেব ঠিক কথাই বলছেন।

জনাব চেয়ারম্যান : প্রতিনিধিদলকে আহ্বান জানানো হোক (আহ্বান জানানো হয়।)

এটর্নী জেনারেল : হ্যাঁ মির্খা সাহেব, (বলুন,)

মির্খা নাসির : এটি হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। সায়মন কমিশন, স্যার, ফ্রান্স এ্যাংহ্যাণ্ডের সভাপতিত্বে আমাদের দ্বিতীয় খলীফা আরবদের অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে লন্ডনে মিটিং করেন। চৌধুরী যাক্বুল্লাহ্ খান মুসলিম লীগের বাউভারী কমিশনের উকীল ছিলেন। কাশ্মীর কমিটি, (এছাড়াও) কোন কাজটি এমন আছে যার মধ্যে আমরা শরীক ছিলাম না। আজ

আমাদেরকে তিরস্কৃত করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের ইতিহাসের প্রতিলক্ষ্য করুন, এর প্রতিটি অধ্যায়েই আমাদের খিদমতের সোনালী স্বাক্ষর আপনাদের দৃষ্টিগোচর হবে।

- এটর্নী জেনারেল : ঐ ‘ফুরকান ফোর্স’ কি?
- মির্খা নাসির : আমাদের স্বেচ্ছাসেবীদের সংস্থা, যা কাশ্মীরে স্বেচ্ছাকৃতভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য গঠিত হয়েছিল। আমাদের দ্বিতীয় খলীফা ছিলেন কাশ্মীর কমিটির প্রধান।
- এটর্নী জেনারেল : স্বাধীনতা সংগ্রামের এক পর্যায়ে বাউভারী কমিশন গঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে জাস্টিস মুনীর সাহেবের রেফারেন্সে যাক্বুল্লাহ খানের বিরাট খিদমতের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন এবং মুসলিম লীগের উকীল ছিলেন। কিন্তু জাস্টিস মুনীর সাহেব, যিনি বাউভারী কমিশনের সদস্য ছিলেন, পাকিস্তান টাইমসের ২৪শে জুন, ১৯৬৪ইং সংখ্যায় এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেন। তাতে এও ছিল, “পাকিস্তান টাইমস,” ২১শে জুন, ১৯৬৪ইং, “আমার স্মরণীয় দিন।” তাতে তিনি লিখেন, বিষয়টির এই অংশ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত অপ্রীতিকর ঘটনার উল্লেখ না করে আমি পারছি না। একথাটি আমি কখনো বুঝে উঠতে পারিনি যে, আহমদীরা কেন পৃথক স্মারকলিপি প্রদান করেছিল? এ ধরনের স্মারকলিপির প্রয়োজন তখনই হতে পারত যখন আহমদীরা না হত মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত, যা কিনা আপনা আপনি একটি আক্ষেপজনক পরিস্থিতির জন্ম দিত। হতে পারে, এভাবে আহমদীরা মুসলিমলীগের দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তা করতে চাচ্ছিল, কিন্তু এরূপ করতে গিয়ে তারা গড় শংকরের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে এমন পরিসংখ্যান পেশ করে, যাতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বীন নদী ও বসন্ত নদীর মধ্যবর্তী এলাকা অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট এলাকা। আর একথা সেই বিতর্কের দলীল হিসাবে পরিগণিত হচ্ছিলো যে, যদি আঁচ নদী ও বীন নদীর মধ্যবর্তী এলাকা হিন্দুস্তান পেয়ে যায় তাহলে বীন নদী ও বসন্ত নদীর মধ্যবর্তী এলাকা আপনা আপনি হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে— যেমনটি শেষপর্যন্ত হয়েও ছিল। আহমদীরা ঐ সময় যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল তা আমাদের জন্য গুরুদাসপুর সম্পর্কে একটি অতি বিব্রতকর অবস্থা বলে প্রমাণিত হয়।

মুসলমানরা ছিল শতকরা ৫১ ভাগ, হিন্দুরা ৪৯ ভাগ, আহমদীরা ২ ভাগ। যখন এরা (আহমদীরা) মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে

গেল তখন মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৫১ ভাগ থেকে শতকরা ৪৯ ভাগে নেমে গেল। এতে গুরুদাসপুর আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। এবং কাশ্মীর সমস্যারও উদ্ভব হলো। আপনি তো বলেন যে, আমরা মুসলিম লীগকে সহায়তা করেছি, কিন্তু এই ঘটনা তো আমাদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকে।

মির্য়া নাসির : জাস্টিস মুনীর সাহেব তার প্রতিবেদনে যাক্বুল্লাহ্ খানের খিদমতসমূহের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এখন এর সতেরো বছর পর, যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তখন এই বিবৃতি প্রদান করেছেন। তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন বাউভারী কমিশনের জজ। প্রথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং এখন এই সন্দেহ-সংশয়। সতেরো বছর পর যখন তিনি যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন হয়ত এটা সম্ভব যে, বাধ্যক্যের কারণে তিনি সেকথা বুঝে উঠতে পারেন নি, যা যুবা বয়সে বুঝতে পেরেছিলেন।

এটর্নী জেনারেল : এটা চমৎকার জবাব বটে। যাক্ব আমি যে বিষয়টির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছিলাম তা এই যে, আপনারা কেন পৃথক স্মারকলিপি প্রদান করেছিলেন?

মির্য়া নাসির : মুসলিম লীগের অনুমতিক্রমে। ওদের যে সময় ছিল তা থেকে এইটুকু সময় আমরা পেয়েছিলাম নিজেদের অনুকূলে কথা বলার জন্য।

এটর্নী জেনারেল : একথা বিষয়টিকে আরো পেঁচালো করে তুলেছে। যাক্বুল্লাহ্ মুসলিম লীগের ওকালতি করছিলেন। তিনিই ছিলেন সময় দেওয়ার অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তিনি মুসলিম লীগের সময় থেকে আপনাদেরকে সময় দিয়ে দিলেন। এটা তো আরো ভয়ংকর কথা যে, মুসলিম লীগের সময় থেকে আপনাদের মানুষ কিছু সময় কেটে বের করলেন, আর সে সময়ে আপনারা পৃথক স্মারক লিপি পেশ করে মুসলিম লীগের কেসটি দুর্বল করে দিলেন। যদি আপনারা যাক্বুল্লাহ্ খান চৌধুরীর অনুমতিক্রমে মুসলিম লীগের কেসটিকে দুর্বল করে থাকেন তাহলে চৌধুরী সাহেব (একজন উকীল হিসাবে তার মুয়াক্কিল) মুসলিম লীগের কেসের সাথে কী আচরণটি করেছিলেন (বলুন)?

মির্য়া নাসির : নিজের একটি অনুগ্রাহী সম্পর্কে, যিনি আপনাদেরকে পাকিস্তান এনে দিয়েছেন, এই অভিমত প্রদান – এটা আপনার মর্জি।

- এটর্নী জেনারেল : সম্প্রতি চৌধুরী যাক্বুল্লাহ খান লন্ডনে একটি বিবৃতি দিয়েছেন, যা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রস ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের কাছে এই মর্মে আপীল করেছেন যে, পাকিস্তানে আহমদীদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চলছে, (অতএব) তারা যেন সেখানে গিয়ে তা প্রত্যক্ষ করে। এধরনের কোন বিবৃতি সম্পর্কে আপনি কি জ্ঞাত আছেন?
- মির্য়া নাসির : কোন কোন অফিসারের কাছ থেকে আমি মৌখিকভাবে তা শুনেছি। যদি আপনার কাছে এর কোন কপি থাকে তাহলে আমাকে দিন।
- এটর্নী জেনারেল : এ-ই কপি, আপনি নিয়ে নিব। কিন্তু আমি অন্য একটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি। আর তা এই যে, তিনি (যাক্বুল্লাহ) যে, আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের কাছে এই আপীল করেছিলেন সে সম্পর্কে কি আপনি জ্ঞাত আছেন?
- মির্য়া নাসির : শুনেছি, কিন্তু কখন আপীল করেছিলেন?
- এটর্নী জেনারেল : রাবওয়্যার ঘটনার পর। আমি নিজেও বলি যে, আহমদীদের উপর যদি জুলুম-অত্যাচার হয়ে থাকে তাহলে আমি তার নিন্দা করি। আর যদি আহমদীরা রাবওয়্যার মুসলিমদের উপর জুলুম করে থাকে তাহলে আমি তারও নিন্দা করি। সকলের অধিকার সংরক্ষণ করা সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে, হিন্দুস্তানে মুসলমানদের উপর যে, জুলুম অত্যাচার হয়ে থাকে আপনিও কি তা স্বীকার করেন?
- মির্য়া নাসির : অবশ্যই জুলুম-অত্যাচার হয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে কি চৌধুরী সাহেব কখনো হিন্দুস্তানের ঐসব মুসলমানদের সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাছে এই মর্মে কোন আপীল করেছিলেন যে, তারা যেন হিন্দুস্তানে গিয়ে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের যে জুলুম-অত্যাচার চলছে তা প্রত্যক্ষ করে? তিনি কি এর উপর কোন প্রেস-কনফারেন্স আহ্বান করেছিলেন? তিনি কি ইন্টারন্যাশনাল এমিনেটি, ইন্টারম্যাশনাল রেডক্রস এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের কাছে এই মর্মে কোন আপীল করেছিলেন যে, হিন্দুস্তানে মুসলমানদের উপর জুলুম-অত্যাচার চলছে? নাকি তিনি শুধুমাত্র আহমদীদের কথাই চিন্তা করেন?

- মির্য়া নাসির : এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র চৌধুরী যাক্বুল্লাহ খান সাহেবই দিতে পারেন। আমি দেব না।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি বলছিলেন যে, তিনি মুসলমানদের অনুগ্রাহী (মুহসিন)। মির্য়া বশীর আহমদ 'কালিমা তুল ফসল' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, মির্য়া সাহেব তখনি নুবুওয়াত প্রাপ্ত হন যখন তিনি অর্জন করেন নুবুওয়াতে মুহাম্মদিয়ার যাবতীয় কামালাত ও প্রকৃষ্টতা এবং অর্জন করেন 'যিল্লীনবী' আখ্যায়িত হওয়ার মত যোগ্যতা। অতএব 'যিল্লী নুবুওয়াত', মাসীহ মাওউদকে পিছনে ঠেলে দেয়নি, বরং সেই পরিমাণ আগে বাড়িয়ে দিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একেবারে পাশাপাশি এনে দাঁড় করিয়েছে (কালিমা তুল ফসল : পৃষ্ঠা-১১৩)।
- মির্য়া নাসির : এটা 'মান তু শুদম, তু মান শূদী' (আমি তুমি হয়ে গেলাম, আর তুমি আমি হয়ে গেলে) - ধরনের কথা। সূর্যের প্রতিবিম্ব আয়নায় পতিত হলে এ ধরনের কথাই বলা হয়। মির্য়া সাহেব পৃথক কোন জিনিষ ছিলেন না। তিনি হযূর (সাঃ)-এর কামালাতের পরিপূর্ণ প্রতিবিম্ব এবং 'যিল্লেকামিল' ছিলেন। তিনি (মির্য়া বশীর) উপরোক্ত শব্দ দ্বারা এই হাকীকতই তুলে ধরছেন। হযূর (সাঃ) ছিলেন সমগ্র নবীদের তাজ (মুকুট)। যখন তার প্রতিবিম্ব 'মাসীহে মাওউদ' -এর উপর পতিত হলো তখন তিনিও একটি পরিপূর্ণ প্রতিবিম্বে পরিণত হলেন- এমন পরিপূর্ণ প্রতিবিম্বে পরিণত হলেন যে, স্বয়ং 'যিল্লী নবী' উপাধিতে ভূষিত হলেন। অতএব 'যিল্লী নুবুওয়াত' মাসীহ মাওউদকে পিছনে হাটিয়ে দেয় নি। এসব দলীলে মাধ্যমেই তিনি উপসংহার টেনেছেন। অতএব আমি এটুকু জবাবই দেব।
- এটর্নী জেনারেল : আপনারা বলেন, 'খাতামুন নবীয়েন' -এর 'খাতাম' এর অর্থ মুহূর। অর্থাৎ এখন তাঁর (রাসূলুল্লাহর) মুহূর দ্বারা মানুষ নবী হবে। এই প্রেক্ষিতে হযূর (সাঃ) অতীতযুগের নবীদের নন, বরং আপন পরবর্তী যুগের নবীদের 'খাতাম' (মুহূর) হলেন অথচ একথা কুরআনের মর্মার্থ-বিরোধী। কুরআনের মর্মার্থ তো এই যে, আঁ হযরত (সাঃ) ছিলেন অতীত যুগের নবীদের খাতাম তথা খাতামুন নবীয়েন। এর মধ্যে ভবিষ্যতের (নবীদের) কোন কথা নেই।
- মির্য়া নাসির : এটা তো হচ্ছে আপনার দৃষ্টিকোণ (view point) আমাদের দৃষ্টিকোণ এর বিপরীত।

- এটর্নী জেনারেল : অতপর আপনারা বলেন যে, পরবর্তীতে শুধুমাত্র মির্যা গোলাম আহমদের উপরই তার (রাসূলুল্লাহর) মুহুর পড়েছে – অর্থাৎ শুধুমাত্র তিনিই নবী হয়েছেন, আর কেউ নয়। এই অর্থ নিলে (তাঁর) হযরত (সাঃ) ‘খাতামুন্নবীন’ (নবীদের মুহুর) হলেন না, বরং ‘খাতামুন্নবী’ (একজন মাত্র নবীর মুহুর) হলেন।
- মির্যা নাসির : আঁ হযরত (সাঃ) অগ্রপশ্চাৎ (অতীত-ভবিষ্যৎ) সকলের জন্য খাতাম বা মুহুর।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা গোলাম আহমদের পর তার জামাআতের মধ্যে থেকেও কি কিছুলোক নুবুওয়াতের দাবী করেছেন?
- মির্যা নাসির : আমাদের জামাআতেরও অন্তর্ভুক্ত কিছু পাগল নুবুওয়াতের দাবী করেছে।
- এটর্নী জেনারেল : যখন মির্যা গোলাম আহমদ তার ‘এক গালতী কা ইয়ালা’ শীর্ষক পুস্তকে বলেন, ‘আমি নুবুওয়াতের একটি জানালা খুলেছি’ তখন ঐ ব্যক্তিও এই রাস্তা ধরে নুবুওয়াতের দাবী করতে লাগল। আমাকে এমন আট ন’জন ব্যক্তির তালিকা দেওয়া হয়েছে যারা আপনাদের জামাআতের লোক এবং যারা মির্যা গোলাম আহমদের দেখাদেখি এবং তার সংসর্গ লাভ করে নুবুওয়াতের দাবী করে বসেছে। তাদের মধ্যে চেরাগ দ্বীন জামুনী হচ্ছে অন্যতম। মির্যা সাহেব তার সম্পর্কে লিখেছেন, নাফসে আশ্মারার বিভ্রান্তির, তাকে আত্মপ্রশান্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। অতএব আজকের দিন থেকেই সে আমাদের জামাআত থেকে বহিষ্কৃত হলো যতক্ষণ না সে বিশদভাবে আপন তাওবানামা প্রকাশ করে এবং এই অপবিত্র রিসালতের দাবী থেকে ইস্তেফা দেয়। (দাফিউল বালা : পৃষ্ঠা-২২ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা-২৪২ : অষ্টাদশ খন্ড)।
- মির্যা নাসির : এটা এধরনের কাজ ছিল। ঐ ব্যক্তি, যে এরূপ বলেছিল, তার উপর আল্লাহর লা’নত নাখিল হয় এবং সে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।
- এটর্নী জেনারেল : তাকে ইস্তেফা দেওয়ার সুযোগ দেননি?
- মির্যা নাসির : জ্বী।
- এটর্নী জেনারেল : নুবুওয়াত থেকে ইস্তেফা দেওয়ার সুযোগ দেন নি?
- মির্যা নাসির : সে আল্লাহ তাআলার প্রেফতারীর মধ্যে এসে গেল। এমনিতে এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। অগ্রসংগে ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের কথা না আসা বাঞ্ছনীয়।

- এটর্নী জেনারেল : জানালা তো ছিল একটি, যার মধ্য দিয়ে চেরাগদীন এবং মির্যা সাহেব উভয়ই এসেছেন। কিন্তু আপনি বিষয়টিকে দেখছেন ভিন্ন দৃষ্টিতে। থাক, এবার এই ‘চশমা-ই-মারিফাত’ পুস্তকটি দেখুন, এতে মির্যা সাহেব লিখেছেন, “অর্থাৎ খোদা সেই খোদা, যিনি আপন রাসূলকে পরিপূর্ণ সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে এটাকে হরেক রকমের দ্বীনের উপর জয়ী করেন – অর্থাৎ তাকে একটি বিশ্বব্যাপী বিজয় দান করেন। যেহেতু এই বিশ্বব্যাপী বিজয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর যুগে পরিদৃষ্ট হয় নি, (আর) এটা সম্ভব নয় যে, খোদার ভবিষ্যৎবাণীর মধ্যে কোন সন্দেহ সংশয় থাকবে – তাই এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সমগ্র মুফাস্সির একমত যে, এই বিশ্বব্যাপী বিজয় মাসীহ মাওউদের যুগে আসবে (চশমা-ই-মারিফত : পৃষ্ঠা-৮৩ : দ্রষ্টব্য – রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা-৯১ : ২৩ শ খন্ড)।”
- মির্যা নাসির : আহ্লে সুন্নাত, শীআ – সকলের কাছেই একথা স্বীকৃত। আপনি কি কোন নতুন কথা বলছেন? – এটা তো সকলেরই আকীদা।
- এটর্নী জেনারেল : যদি মির্যা সাহেব মাসীহ মাওউদ হয়ে থাকেন তাহলে কি ঐ বিজয় মির্যা সাহেবের রূপে সমগ্র দুনিয়ায় পরিপূর্ণভাবে ছাড়িয়ে পড়েছে?
- মির্যা নাসির : মাসীহ মাওউদের আগমনের পর, তিন শ বছরের মধ্যে ঐ বিজয় আসবে।
- এটর্নী জেনারেল : হুযূর (সাঃ) -এর তেইশ বছরের মধ্যে আসে নি, মির্যা সাহেবের তিন শ বছরের মধ্যে এসে যাবে?
- মির্যা নাসির : এসে যাবে। এটা সমগ্র উম্মতের আকীদা।
- এটর্নী জেনারেল : উম্মতের আকীদা তো এই যে, মির্যা সাহেবের মাসীহ মাওউদ ছিলেন না, তাই বিজয় আসে নি; কিংবা বিজয় আসে নি এজন্য যে, তিনি মাসীহ মাওউদ ছিলেন না। কথাটি তো এভাবেই পরিষ্কার নজরে আসছে।
- মির্যা নাসির : এই যে যাবতীয় দ্বীনের কাজ, যা আমরা আমেরিকা-আফ্রিকায় করছি তা তো বিজয়ের দিকেই ধাবমান। আপনি অপেক্ষা করুন।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেব, সুদানী মাহদীর যামানা (সময়কাল) কি ছিল?
- মির্যা নাসির : ওকে আমি দেখে নিয়েছি। ইং ১৮৮৫ সনে তার মৃত্যু হয়।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা গোলাম আহমদের জন্য হয় ইং ১৮৪০ সনে। আপনার উক্তি মতে তো ওদের সময়কাল (যুগ) একই হল। আচ্ছা, মির্যা সাহেব

কি একবারেই নুবুওয়াত পেয়ে গিয়েছিলেন, না ক্রমান্বয়ে নুবুওয়াত পেয়েছিলেন? -এই প্রশ্ন হাজারভী সাহেবের।

মির্যা নাসির : সমগ্র সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনা ক্রমানুসারে পরিচালিত হচ্ছে। মানুষকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়।

এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেবকে বলা হয়েছিল, তুমি নবী; কিন্তু তিনি নিজেকে নবী বলতেন না?

মির্যা নাসির : এটা পৃথক কথা। তিনি প্রথমে নিজেকে 'আমার উম্মতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের 'আম্বিয়া সদৃশ' -এই (হাদীস) অনুযায়ী 'নবী সদৃশ আলিম' আখ্যা দিতেন।

এটর্নী জেনারেল : আল্লাহ্‌ মিয়া কি তাকে একথা স্পষ্ট করে বলেন নি যে, তুমি নবী?

মির্যা নাসির : না, এতে (আপনার এই কথায়) কিছু ব্যঙ্গ কৌতুক এসে যাচ্ছে।

এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেব, আমি ব্যঙ্গ-কৌতুক করছি না। মির্যা (গোলাম আহমদ) সাহেব লিখেছেন, 'প্রথমে আমি মনে করতাম যে, আমি নবী নই, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার একের পর এক অহী আমাকে ঐ ধারণার উপর থাকতে দেয় নি। (হাকীকাতুল ওয়াহী : পৃষ্ঠা-১৪৯-১৫০ : দ্রষ্টব্য রহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা-১৫৩-১৫৪ : ২২শ খন্ড) নবী তো সর্বপ্রথম নিজের নুবুওয়াতের উপর ঈমান আনেন, (কিন্তু) ইনি (মির্যা কাদিয়ানী) প্রথমে নিজের নুবুওয়াতকে অস্বীকার করেন। অতঃপর স্বীকার?

মির্যা নাসির : আমি এই রেফারেন্সের এই সমস্ত অর্থ অস্বীকার করছি। গমের দানা থেকে হীরা তৈরী হওয়া পর্যন্ত -এটা পর্যায়ক্রম নয়? আপনি এর কী নাম দেবেন?

এটর্নী জেনারেল : এই নিন আরবায়ীন : নম্বর - ২ : পৃষ্ঠা-২৭ : দ্রষ্টব্য-রহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা-৩৬৯ : সপ্তদশ খন্ড। এতে আছে, এই সব ইলহাম যদি আমার পক্ষ থেকে ঐ সময় প্রকাশ পেত যখন উলামা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন - (তাহলে) ঐ সমস্ত লোক হাজার রকমের আপত্তি উত্থাপন করতেন। কিন্তু এগুলো এমন এক সময়ে প্রচার করা হলো যখন এই সব উলামা আমার পক্ষে ছিলেন। একারণে এই পরিমাণ আবেগ-উদ্দীপনা সত্ত্বেও এই সমস্ত ইলহামের উপর ওরা কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। যেহেতু ওরা একবার এগুলোকে গ্রহণ করে নিয়েছিল এবং চিন্তা করলে প্রকাশ পাবে যে, আমার মাসীহ মাওউদ হওয়ার দাবীর

ভিত্তি এই সব ইলহামের উপরই স্থাপিত হয়েছে, এগুলোর মধ্যেই আল্লাহ আমার নাম ঈসা রেখেছেন এবং মাসীহ মাওউদ সম্পর্কে যে সব আয়াত ছিল সেগুলো আমার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। যদি আলিমরা টের পেয়ে যেতেন যে, এই সব ইলহামের মধ্যে এই ব্যক্তির মাসীহ মাওউদ হওয়াটা প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে ওরা কখনো এটাকে গ্রহণ করতেন না। এটা আল্লাহরই লীলা যে, ওরা এটাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং এই পৈচের মধ্যে অনায়াসে ফেসে গেছেন। এই বাক্য থেকে আমি যা বুঝি - আপনি মনে করবেন যে, বেয়াদবী করছি - তা এই যে, তার উপর এই সব আয়াত পূর্বেই এসে থাকবে এবং এ বিষয়টিও তার জানা থাকবে, কিন্তু যে সব আলিম সম্পর্কে তার এই আশংকা ছিল যে, তারা তার বিরোধিতা করবেন (তাদের দিকে চেয়ে) তিনি কিছুকাল নীরব থাকেন। (অন্যথায়) 'তাদের দ্বারা যখন স্বীকার করিয়ে নেওয়া হলো, (তাদেরকে) পৈচের মধ্যে ফাঁসিয়ে দেওয়া হলো- এসব কথার অর্থ কি?

- মির্যা নাসির : আপনি উপসংহার টানবেন না।
- এটর্নী জেনারেল : এটা আমার দায়িত্ব (duty) না?
- মির্যা নাসির : না, উপসংহার টানবেন না।
- এটর্নী জেনারেল : (তার ঐ উক্তি থেকে) এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, তার উপর আয়াতসমূহ এসে গিয়েছিল- ইলহামসমূহ এসে গিয়েছিল।
- মির্যা নাসির : ঠিক আছে, চেক করে নেব।
- এটর্নী জেনারেল : পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি এটা প্রকাশ করা সম্ভব মনে করেন নি।
- মির্যা নাসির : সবার জন্য ভিত্তি স্থাপিত হয়ে গেল।
- এটর্নী জেনারেল : লাহোরী পার্টি মির্যা সাহেবের কিছু রেফারেন্স দিয়েছিলেন। আমি আপনাকে ওদের লিখিত বিবৃতি দিয়েছিলাম। সেগুলো সম্পর্কে বলুন।
- মির্যা নাসির : আমি এগুলো উপর মন্তব্য করতে চাই না। ওদের বিবৃতিটি আমার কাছে রাখব, না আপনাকে ফেরত দিয়ে দেব?
- এটর্নী জেনারেল : ফেরত দিয়ে দিন।
- মির্যা নাসির : (নিজের সংগীদেরকে সম্বোধন করে বলেন,) ও জ্বী, বের করে দাও তো?

- এটর্নী জেনারেল : এগুলো হচ্ছে সরকারী রেকর্ড ।
- মিঃ নাসির : এটা (লিখিত বিবৃতি) ওখানে (ঘরে) রয়ে গেছে । আগামীকাল সকালে ইনশাল্লাহ পেশ করবো ।
- এটর্নী জেনারেল : হ্যাঁ, ঠিক আছে । একটি প্রশ্ন : মিঃ গোলাম আহমদ গুরুদাসপুর আদালতে একথাটি লিখিতভাবে দিয়েছিলেন যে, তিনি আগামীতে তার বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে এমন সব ইলহাম প্রচার করবেন না, যেগুলোর মধ্যে তার বিরুদ্ধবাদীদের মৃত্যু কিংবা ধ্বংসের উল্লেখ থাকে কিংবা যেগুলোকে তাদের উদ্দেশ্যে মন্দ বুলি (তিরস্কার, দুর্গাম) বলে মনে করা হয় ।
- মিঃ নাসির : আর কোন প্রশ্ন?
- এটর্নী জেনারেল : স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে ।
- মিঃ নাসির : অযথা মানুষের প্রাণহানি করা হয়েছে, চুরি হয়েছে, ডাকাতি হয়েছে ।
- এটর্নী জেনারেল : স্বাধীনতা আন্দোলন হোক অথবা পাকিস্তান আন্দোলন, প্রত্যেক আন্দোলনেই এটা ঘটেছে । কিন্তু আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীরা তো এটা করেন নি । যারা আন্দোলনকে আড় বানিয়ে একপ করে তাদেরকে ভিত্তি সাব্যস্ত করে আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীদেরকে চোর, হারামী, ডাকাত, আখ্যা দেওয়া কি ঠিক?
- মিঃ নাসির : আন্দোলন সমূহে যে এগুলো হয়েছে— তাহলে?
- এটর্নী জেনারেল : হয়েছে, কিন্তু (এতে) নেতৃত্বদানকারীদের কোন দোষ ছিল না ।
- মিঃ নাসির : আমি প্রশ্ন বুঝি নি ।
- এটর্নী জেনারেল : ইসলাম তো যুদ্ধের অনুমতি দেয় ।
- মিঃ নাসির : ধ্বনি যুদ্ধের ।
- এটর্নী জেনারেল : হ্যাঁ, ধ্বনি যুদ্ধের—দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তরবারি হতে উঠিয়ে নেওয়ার ।
- মিঃ নাসির : এই সময় এই আলোচনার আমার প্রয়োজন নেই ।
- মিঃ চেয়ারম্যান : এটর্নী জেনারেল পরবর্তী প্রশ্ন করুন । সাক্ষ্যদাতা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত নন ।
- এটর্নী জেনারেল : শ্রদ্ধেয় জনাব, আমি একবার এই প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করবো ।
- মিঃ চেয়ারম্যান : না, না, সাক্ষ্য দাতা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুতই নন । একথাটি রেকর্ডে এসে গেছে । অন্য প্রশ্ন করুন ।

- এটর্নী জেনারেল : সাক্ষ্যদাতা উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন। একবার হস্তক্ষেপ। প্রশ্ন বিশবার করা হয়েছে। কিন্তু সাক্ষ্যদাতা উত্তর দেন নি।
- মিঃ চেয়ারম্যান : পরবর্তী প্রশ্ন করুন। একথা রেকর্ডে এসে গেছে।
- এটর্নী জেনারেল : ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্যই আমরা যুদ্ধ করতে পারি?
- মির্থা নাসির : হ্যাঁ।
- এটর্নী জেনারেল : অন্যান্য স্বাধীনতার জন্য?
- মির্থা নাসির : অন্যান্য স্বাধীনতার নীতি বা আদর্শ কি?
- এটর্নী জেনারেল : আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।
- মির্থা নাসির : ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য।
- এটর্নী জেনারেল : আমি বিস্মিত যে, একদিকে আপনি বলেন, শাসকদের আনুগত্য কর—অপর দিকে বলেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জন করা যায়। এটা কী করে সম্ভব বলুন?
- মির্থা নাসির : ধর্মীয় স্বাধীনতা, হ্যাঁ এটা হচ্ছে—
- মিঃ চেয়ারম্যান : সামনে চলুন।
- এটর্নী জেনারেল : আবদুল্লাহ্ আথম এবং মাওলানা ছানাউল্লাহ্ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণীতে মির্থা যা বলেছিলেন তার বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। (তিনি বলেছিলেন) আবদুল্লাহ্ আথম পনেরো মাসের মধ্যে মারা যাবে, কিন্তু সে মারা যায় নি। মাওলানা ছানাউল্লাহ্ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, সে আমার জীবদ্দশার ধ্বংস হবে। কিন্তু মির্থা সাহেবের মৃত্যুর পর সে জীবিত ছিল।
- মির্থা নাসির : এ সম্পর্কে পরে বলবো।
- এটর্নী জেনারেল : মির্থা গোলাম আহমদের কাছে কোন্ কোন্ ভাষায় অহী আসতে থাকে? এক ভাষায়, না বিভিন্ন ভাষায়?
- মির্থা নাসির : আরবী, উর্দু কোন কোন সময় ইংরেজী, পাঞ্জাবী, ফারসী ভাষায়।
- এটর্নী জেনারেল : এগুলোকেও কি আপনারা অহী মনে করেন?
- মির্থা নাসির : হ্যাঁ, আমার মতে।
- এটর্নী জেনারেল : তাঁর অহীর এবং কুরআন মজীদের উৎস হচ্ছেন আল্লাহর সত্তা। তাই এগুলোও আপনার মতে কুরআন শরীফের ন্যায় পবিত্র।
- মির্থা নাসির : পবিত্র হওয়ার দিক দিয়ে সেরূপই, যে রূপ সত্য অহীসমূহ হয়ে থাকে।

এটর্নী জেনারেল : চশমা-ই-মারিফত : পৃষ্ঠা-২০৯ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খায়ামিন :
 পৃষ্ঠা-২১৮ : ২৩ শ -এর মির্থা সাহেব লিখেছেন, “এটা সম্পূর্ণ
 বিবেক বর্জিত ও বেহুদা কথা যে, মানুষের প্রথম ভাষা তো কিছু
 একটা হবে এবং ইলহাম অপর এমন কোন ভাষাতে হবে যেটাকে
 সে বুঝতেও পারে না।” উর্দু, আরবী, ফারসী, পাঞ্জাবীতে তো
 এসে থাকবে। ইংরেজী- কিন্তু তিনি তো হিন্দু ছেলেদের কাছে
 জিজ্ঞাসা করতেন, এর অনুবাদ ও মর্মার্থ কি?

মির্থা নাসির : এটি তো চিন্তা-ভাবনা করে দেখার মত একটি কথা।

এটর্নী জেনারেল : “হাকীকাতুল ওয়াহী : পৃষ্ঠা-৩০৩ : দ্রষ্টব্য-রুহানী খায়ামিন :
 পৃষ্ঠা-৩১৬ : ২২ শ খন্ড” -এ বর্ণিত আছে যে, ইংরেজী ভাষায়
 তার কাছে এই সব অহী এসেছিল :-

I love you. I am with you. Yes, I am happy life of pain.
 I shall help you. I can, but what I will do. We can, but
 what we will do. God is coming by his army. He is with
 you to kill enemy. The day shall come when God shall
 help you. Glory be you; the Lord God Maker of the earth
 and heaven.

মির্থা নাসির : সামনে নতুন বিষয় রয়েছে।

মিঃ চেয়ারম্যান : প্রশ্নসমূহের একটি খসড়া তাকে দিয়ে দিন এবং কালকের জন্য
 এগুলো রেখে দিন। (আগামীকাল সকাল দশটা পর্যন্ত অধিবেশন
 মূলতবী থাকবে)।

২৪ আগষ্ট, ১৯৭৪ ইং-এর কার্য বিবরণী

চেয়ারম্যান সাহেবযাদা ফারুক আলী খানের সভাপতিত্বে সংসদের বিশেষ কমিটির অধিবেশন সকাল সাড়ে দশটায় শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর প্রতিনিধিদলকে ডেকে পাঠানো হয়।

মির্য়া নাসির লাহোরী গ্রুপের লিখিত বিবৃতি (স্মারক লিপি) ফেরত দিচ্ছিলেন।

এটর্নী জেনারেল : ফারসী কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করবো। মির্য়া সাহেব ‘নুযুলুল মাসীহ’ -এর মধ্যে যে কবিতা লিপিবদ্ধ করেছেন তার অনুবাদ হলো, “যে পেয়ালা আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক নবীকে দান করেছিলেন সেই পেয়ালা তিনি আমাকে পরিপূর্ণভাবে দান করেছেন। যদিও অনেক নবী হয়েছেন, কিন্তু আমি মারিফত ও বিজ্ঞতার ক্ষেত্রে কারো চাইতে কম নই।” একটু আগে বেড়ে বলছেন, আমি ঐশ্বর্যশালী প্রভুর পক্ষ থেকে আয়না সদৃশ, ঐ মদীনার চাঁদের [মুহাম্মদ (সাঃ)] সূরত (চেহারা) দুনিয়াবাসীকে দেখাবার জন্য। (রাসূলুল্লাহ মাসীহ : পৃষ্ঠা - ৯৯-১০০ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা-৪৭৭-৭৮ : অষ্টাদশ খন্ড)। অতঃপর আমি এই প্রশ্নও করেছিলাম, মির্য়া সাহেব কি আদালতকে লিখে দিয়েছেন, ‘মৃত্যু সম্পর্কিত কোন ‘অহীয়ে ইলাহী’ আমি প্রকাশ করবো না।’

মির্য়া নাসির : দেখুন, আদালতের সামনে লিখে দিয়েছেন। কিন্তু মির্য়া সাহেব স্বয়ং (এর আগেই) ভয় প্রদর্শনমূলক ভবিষ্যৎবাণী প্রকাশ না করার অঙ্গীকার করেছিলেন, এবং ইতিপূর্বে এই কথা লিখেছিলেন।

এটর্নী জেনারেল : প্রথমেও লিখেছিলেন। এখন আদালতেও স্বীকার করলেন যে, নবীর জন্য অহীয়ে ইলাহী রূপে যে ভবিষ্যৎবাণী আসে যদি তা কারো মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে তা প্রকাশ করবো না। তিনি মেনে নিলেন যে, আমি অহীয়ে ইলাহী প্রকাশ করবো না।

মির্য়া নাসির : জ্বী হ্যাঁ।

এটর্নী জেনারেল : মাওলানা ছানাউল্লাহ সাহেবের সাথে, মুবাবালা সম্পর্কিত ইশতিহারে বলা হয়েছিল, মুবাহালাকারীদের মধ্যে যে, মিথ্যাবাদী সে সত্যবাদীর জীবনকালেই মারা যাবে (মালফুযাত : নবম খন্ড : পৃষ্ঠা-৪৪০)। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, খোদ মির্য়া সাহেবই মাওলানা সাহেবের জীবনকালে মারা গেলেন।

- মির্ষা নাসির : মাওলানা ছানাউল্লাহ্, ইশতিহারের উপর স্বাক্ষর করেন নি।
- এটর্নী জেনারেল : মির্ষা সাহেব বলেছিলেন, মিথ্যাবাদী, সত্যবাদীর জীবনকালে মারা যাবে। মাওলানা (ইশতিহারে) স্বাক্ষর করেন নি। সম্ভবতঃ তিনি এই নীতিকে সঠিক মনে করতেন না কিংবা এর অন্য কোন কারণও থাকতে পারে। কিন্তু মির্ষা সাহেব আপনাদের মতে তো নবী ছিলেন। একজন নবী স্বয়ং নীতি নির্ধারণ করলেন এবং সে অনুযায়ী তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন (তাই), মারা গেলেন। একজন মুনকির বা অস্বীকারকারী দ্বারা তো কোন জিনিষকে সত্যায়ন করা কিংবা তাতে তার স্বাক্ষর নেওয়া অপরিহার্য ছিল না।
- মির্ষা নাসির : এই প্রেক্ষিতে এটি পরীক্ষা করে দেখার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বটে। কিন্তু আহলে হাদীস পত্রিকার ফটো দেখুন। মাওলানা তা কবুল করেন নি।
- এটর্নী জেনারেল : আহলে হাদীস পত্রিকা, মির্ষা সাহেবের দু'আ'র ইশতিহার সব কিছু দিয়ে দিন। স্বীকার করা বা না করার কথা নয়। মির্ষা সাহেব নিজের নির্ণীত নীতি কিংবা দু'আ' অনুযায়ী মাওলানার জীবনকালে মারা গেছেন। তার পরে মাওলানা বহু বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আচ্ছা (বলুন তো,), মির্ষা সাহেব কি কলেরায় মারা গিয়েছিলেন?
- মির্ষা নাসির : না। চিকিৎসকরা সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তার অন্ত্রগুলির ব্যাধি ছিল। দান্ত ও বমি হয়েছিল। কিন্তু সেটা কলেরা ছিল না।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু 'হায়াতে নাসির' নামক আপনাদের একটি, পুস্তক আছে। তাতে লিখা হয়েছে, মির্ষা সাহেব আপন স্বস্তর মীর নাসিরকে বলেছিলেন, আমার মহামারী আকারের কলেরা হয়ে গেছে। মীর নাসির আপনার প্রমাতামহ, যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই মির্ষা সাহেবের শেষ উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করেছেন।
- মির্ষা নাসির : চিকিৎসকরা সার্টিফিকেট দিয়েছেন। চিকিৎসকদের কথা কি মিথ্যা?
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু আপনার মতে কি ডাক্তারদের কথা সত্য এবং মির্ষা সাহেবের কথা মিথ্যা?
- মির্ষা নাসির : আমি উত্তর দিয়ে ফেলেছি।
- এটর্নী জেনারেল : আথম সম্পর্কে মির্ষা সাহেব বলেছিলেন যে, 'সে পনেরো মাসের মধ্যে মারা যাবে' (জঙ্গ মুকাদ্দাস আখিরী : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা-২৯৩ : ষষ্ঠ খন্ড)। কিন্তু সে মারা যায় নি।

- মির্য়া নাসির : সে নতি স্বীকার করেছে।
- এটর্নী জেনারেল : তাওবা করেছে?
- মির্য়া নাসির : জ্বী।
- এটর্নী জেনারেল : পনেরো মাসের মধ্যে নতি স্বীকার করেছে কিংবা পরে। যদি পনেরো মাসের মধ্যে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করে থাকে তাহলে শেষ দিন পর্যন্ত মির্য়া সাহেব কেন তার মৃত্যুর অপেক্ষায় রইলেন? প্রথমেই ঘোষণা দিতেন যে, সে নতি স্বীকার করেছে। মীআ'দ (নির্ধারিত সময়) অতিক্রান্ত হওয়ার পর তো মৃত্যু আসার কথা। কিন্তু যখন সেরূপ কিন্তু ঘটল না তখন তিনি (মির্য়া সাহেব) বলে দিলেন যে, সে নতি স্বীকার করেছে। একথা কি কোন আদালতের সামনে পেশ করা যেতে পারে যে, শান্তির সময়কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু কথা পুরা (বাস্তবায়িত) হয় নি? এখন আপত্তি কিভাবে গ্রহণ করা হবে? বিচার করে দেখুন, একথা বিবেক গ্রহণ করে কি না।
- মির্য়া নাসির : সে ইসলামের বিরুদ্ধে, ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে অশিষ্টতা প্রদর্শন করত। পরে তওবা করে নিয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করল, মৃত্যু টলে গেল, (কিন্তু) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মির্য়া সাহেবকে একথা বলে দিলেন না যে, (যেহেতু) সে তওবা করে নিয়েছে, তাই এখন আর মরবে না। মির্য়া সাহেব শেষ দিন পর্যন্ত তার মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিলেন। যখন সে মরল না তখন এই রহস্য উদ্ঘাটিত হল যে, সে তওবা করে নিয়েছে। অতঃপর সে অমৃতসরে মিছিল বের করল-অতঃপর তওবা টুটে গেল।
- মির্য়া নাসির : নতি স্বীকার করাটা গোপন করেছিল।
- এটর্নী জেনারেল : (একথা বলা) আপনার মর্জি। কিন্তু তার নতি স্বীকার ও তাওবা করার কথা, ভবিষ্যৎবাণী ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ার পর আপনারা বলছেন - যা আপনাদের কোন উপকারে আসবে না। প্রথমে যদি একথা বলতেন তাহলে একটি কথা থেকে যেত। কিন্তু এখন বলে কী লাভ?
- মির্য়া নাসির : এই শর্তে তা ছিল যে, সত্যের কাছে সে নতি স্বীকার করবে না। একথা তো প্রথমেই লিখিতভাবে বিদ্যমান ছিল। যে শর্ত ছিল সে পূরণ করে ফেলল। ফলে ভবিষ্যৎবাণী (অনুযায়ী মৃত্যু) টলে গেল। অতঃপর মিছিল বের করে নতি স্বীকারের ব্যাপারটি গোপন করে ফেললো।

- এটর্নী জেনারেল : আল্লাহ তাআলা তো অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা । তার তো একথা জানা ছিল যে, সে (আথম) সত্যের প্রতি নতি স্বীকারকে গোপন করবে । তাহলে তিনি তাওবা কবুল করলেন কেন?
- মির্য়া নাসির : একথা আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞাসা করুন ।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব, আল্লাহ তাআলার কাছে তো তখনি জিজ্ঞাসা করব যখন কথা বুঝা যায় না । এখানে তো বুঝা যাচ্ছে যে, মির্য়া সাহেব বলেছেন, মারা যাবে; কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে মারা যায় নি ।
- মির্য়া নাসির : কিন্তু মির্য়া সাহেব পুনরায় তাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন ।
- এটর্নী জেনারেল : পনেরো মাসের মধ্যে যখন মরল না তখন পুনরায় এক বছরের জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিলেন । এখন চ্যালেঞ্জে কী ফায়দা? এটা তো পরবর্তী সময়ের কথা ।
- মির্য়া নাসির : কিন্তু সে এক বছরের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল না ।
- এটর্নী জেনারেল : এক বছরের সময় দিলেন । (বললেন,) যদি এক বছরের মধ্যে না মরে তাহলে এক হাজার দিয়ে দেব । মির্য়া সাহেবের যুগের লোক এমন কি তার আপন মুরীদ মুহাম্মদ আলী খান প্রমুখ স্বয়ং এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন । তারা আস্থা হারিয়ে ফেলেন এই মর্মে যে, আথম-সম্পর্কিত ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হয় নি ।
- মির্য়া নাসির : ওরা (বিষয়টি) বুঝতে পারে নি ।
- এটর্নী জেনারেল : গোলাম হুসায়ন নামীয় জনৈক ব্যক্তি ছিল । সে পঁচিশ বছর পর্যন্ত গায়িব (লাপাতা) ছিল । ফলে তার সম্পত্তি, তার স্ত্রীর নামে— যে মির্য়া আহমদ বেগের বোন ছিল— স্থানান্তরিত হয়ে যায় । এখন সে ঐ সম্পত্তি আপন পুত্রদের নামে ট্রান্সফার করতে চাচ্ছিলো । আহমদ বেগ মির্য়া সাহেবকে বলল, আইনতঃ মালিকানার অধিকার হিসাবে আপত্তি একটি বয়ান (বিবৃতি) দিয়ে দিন । মির্য়া সাহেব বললেন, ইস্তাখারা করে দেখবো । ইস্তাখারা এজন্য যে, যদি সে জীবিত থাকে তাহলে সে যেন আপন অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় । আর যদি গোলাম হুসায়ন জীবিত না থাকে তাহলে আপনি যেন আপনার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন । মির্য়া সাহেব ইস্তাখারা করার পর বলে দিলেন, তুমি আপন কন্যা মুহাম্মদী বেগমকে যদি আমার সাথে বিবাহ দাও তাহলে আমি বয়ান দিয়ে দেব । যদি মুহাম্মদী বেগম আমার হয়ে যায় তাহলে গোলাম হুসায়ন মরে গেছে— এই মর্মে বয়ান দিয়ে দেব আর যদি মুহাম্মদী বেগমকে আমার সাথে বিবাহ না দাও তাহলে গোলাম হুসায়ন

জীবিত । অতএব আমি কোন বয়ান দেব না । ইস্তাখারা তো গোলাম হুসায়ন সম্পর্কে, কিন্তু জবাব মুহাম্মদী বেগম সম্পর্কে । ব্যাপার কি বলুন তো?

মির্য়া নাসির : এটা কোন্ সনের কথা?

এটর্নী জেনারেল : ১৮৮৬ সনের । অতঃপর মির্য়া সাহেব বললেন, যদি মুহাম্মদী বেগমের বিয়ে আমার সাথে না হয় তাহলে তার স্বামী আড়াই বছরের মধ্যে মারা যাবে এবং তার বাবা আহমদ বেগ মারা যাবে তিন বছরের মধ্যে । মির্য়া সাহেব মুহাম্মদী বেগমকে পান নি । তিনি এই বিয়ের ব্যাপারে সহায়তা প্রদানের জন্য কয়েক ব্যক্তির কাছে চিঠি লিখেন । আপন পুত্রকে বলেন, চেষ্টা কর যাতে আমার বিয়ে হয়ে যায়- অন্যথায় তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণা করবো ।

মির্য়া নাসির : আমি শুনছি ।

এটর্নী জেনারেল : আপন পুত্র ফযলকে বললেন, যদি আহমদ বেগ আপন কন্যাকে আমার হাতে তুলে না দেয় তাহলে তুমি তোমার স্ত্রী-যে আহমদ বেগের অতি প্রিয়জন -তাকে তালাক দিয়ে দাও । মোট কথা, মুহাম্মদী বেগমের এই বিয়ে আসমানের উপরে, মির্য়া সাহেবের সাথে স্থিরীকৃত হয়েছিল, কিন্তু কার্যতঃ মির্য়া সুলতানের সাথে হয়ে গেল; অতঃপর আহমদ বেগের মরার কথা ছিল - তার আগে মরার কথা ছিল মুহাম্মদী বেগমের স্বামীর । কেননা বিয়ে হয়ে গেল, মির্য়া সাহেব স্বামীর মৃত্যুর জন্য আড়াই বছর এবং পিতা আহমদ বেগের মৃত্যুর জন্য তিন বছর নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন । কিন্তু আহমদ বেগ কার্যতঃ প্রথমে মরে গেল ।

মির্য়া নাসির : মরে গেছে না?

এটর্নী জেনারেল : দেখুন, যে আড়াই বছরে মরবে সে তো শঙ্কপ্রাণ প্রমাণিত হলো । অর্থাৎ সুলতান আহমদ তো মরলো না । আড়াই বছর অতিবাহিত হলো, ফ্রান্সে গেল, সেনাবাহিনীতে ভর্তি হলো, গুলীও খেল, যুদ্ধে শরীকও হলো, কিন্তু মরল না - আর মির্য়া সাহেবের সাথে মুহাম্মদী বেগমের বিয়েও হল না ।

মির্য়া নাসির : বড় সুন্দর কাহিনী বর্ণনা করলেন আপনি ।

এটর্নী জেনারেল : কাহিনী বর্ণনা করলাম মির্য়া সাহেবের ভবিষ্যৎবাণী ভ্রান্ত হওয়ার সম্পর্কিত । বলুন, মির্য়া সাহেব কি চিঠিপত্র লিখেন নি?

মির্য়া নাসির : লিখেছেন ।

- এটর্নী জেনারেল : সন্তানকে ত্যাগ্য করার কথা?
- মির্থা নাসির : জ্বী ।
- এটর্নী জেনারেল : বললেন, মুহাম্মদী বেগমের বিয়ে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে হবে, কিন্তু হয় নি ।
- মির্থা নাসির : জনাব পাবেন । জানা যাবে যে, মুহাম্মদী বেগমের পরিবার আহমদী হয়ে গিয়েছিল ।
- এটর্নী জেনারেল : আহমদী হওয়া অন্য কথা । খোদ মির্থা সাহেবের আপন পুত্র আহমদী হয় নি । আহমদী হওয়ার সাথে ভবিষ্যৎবাণীর কী সম্পর্ক?
- মির্থা নাসির : কিন্তু তার পরিবার আহমদী হয়ে গিয়েছিল ।
- এটর্নী জেনারেল : পরে ।
- মির্থা নাসির : ভবিষ্যৎবাণী বুঝে নিয়ে ।
- এটর্নী জেনারেল : এই অনুতত্ত্ব হওয়ার ব্যাপারটি বিশ্বয়কর বটে ।
- মির্থা নাসির : হ্যাঁ ।
- এটর্নী জেনারেল : বিয়ে হয়ে গেল এবং তাকে সুলতান মুহাম্মদ গ্রহণ করল । মির্থা সাহেব মুহাম্মদী বেগমকে পেলেন না, সে হাতছাড়া হয়ে গেল । অতঃপর আহমদী হওয়ার মধ্যে কী ফায়দা?
- মির্থা নাসির : এ ব্যাপারে হাস্য-রসিকতা করার কোন ব্যাপার নেই ।
- মিঃ চেয়ারম্যান : দশ মিনিট বিরতি ।

[বিরতির পর]

- এটর্নী জেনারেল : পূর্ববর্তী দিনগুলোতে অখন্ড ভারত সম্পর্কে রেফারেন্স দিয়েছিলাম । ‘আল ফযল’ -এর ঐ সংখ্যাগুলো এসে গেছে । ৫ এপ্রিল ’৪৭ইং, ১২ই এপ্রিল ’৪৭ইং, জুন ’৪৭ইং, ১৮ আগষ্ট ’৪৭ইং, ২৮ ডিসেম্বর ’৪৭ইং -এ সবগুলোই ১৯৪৭ সনের পত্রিকা । এরমধ্যে বিশেষভাবে এ রেফারেন্সটি আপনার কাছে ব্যাখ্যা চাচ্ছে ।

“হে আমার প্রভু, দেশবাসীকে সুবুদ্ধি দাও । প্রথমতঃ দেশ যেন বিভক্ত না হয় । যদি বিভক্ত হয় তাহলে এমনভাবে যেন (বিভক্ত) হয় যেন, পুনরায় তা একত্রিত হওয়ার পথ খোলা থাকে ।”

এ রেফারেন্সগুলো চেক করে নথিভুক্ত করিয়ে দিন ।

- মির্থা নাসির : ‘আল ফযল’ কিংবা এর ফটোস্টেট -যেটাই সম্ভব হয় ।

- এটর্নী জেনারেল : মির্ষা সাহেবের নুবুওয়াত সম্পর্কে একটি প্রশ্ন আছে।
- মির্ষা নাসির : এ প্রসঙ্গে আপনি আমাদের দ্বিতীয় খলীফার কিতাব 'হাকীকাতুন নুবুয়াত' এবং অপর কিতাব 'মুবাহাছা-ই-রাওয়ালপিভি' দেখে নিন। প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই।
- এটর্নী জেনারেল : গতকাল 'চশমা-ই-মারিফত' : পৃষ্ঠা-২১৯ -এর রেফারেন্স পেশ করা হয়েছিল। তাতে একথাটি একেবারেই বিবেক সম্মত নয় যে, 'নবীর ভাষা কিছু একটা হবে এবং ইলহাম হবে অন্য ভাষায়।"
- মির্ষা নাসির : মির্ষা সাহেব মূলতঃ হিন্দুদের বুঝাচ্ছিলেন : কষ্টকর কথা এই যে, মানুষ এই বোঝা বহন করতে পারে না, যা তার উপর জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর এই ইলহামের মধ্যে কী লাভ, যা মানুষের অবোধগম্য। এজন্য আর্যদের ভাষা ছিল বৈদিক -সংস্কৃত ছিল না।
- এটর্নী জেনারেল : এটাই তো আমি বলছি যে, মির্ষা সাহেব যে ভাষা বুঝতে পারতেন না সে ভাষায় তার কাছে ইলহাম এসেছে। যেমন ইংরেজী ভাষার একটি ইলহামের অর্থ বুঝার জন্য মির্ষা সাহেব একটি হিন্দু ছেলের কাছে গিয়েছিলেন এবং তাকে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সেও ঠিকভাবে তা বুঝিয়ে দিতে পারে নি।
- মির্ষা নাসির : তিনি হয়ত হিন্দু ছেলে দ্বারা একথা স্বীকার করিয়ে নিতে চাচ্ছিলেন যে, ইসলাম এতই বরকতময় ধর্ম যে, এর মধ্যে এখনো অহী আসছে।
- এটর্নী জেনারেল : অহী আসে, কিন্তু যার কাছে আসে সে বুঝতে পারে না। আল্লাহ্ মিয়া এমন অহী পাঠান যা মির্ষা সাহেব বুঝতে পারেন না।
- মির্ষা নাসির : আমরা তো আল্লাহ্‌র বিনীত বান্দা। অতএব তার কাছে গিয়ে তাকে তো বুঝতে পারি না?
- এটর্নী জেনারেল : মির্ষা সাহেব বলেছেন, "হযূর (সাঃ) -এর মুজিয়ার সংখ্যা তিন হাজার (তুহ্‌ফায়ে গুলডুভিয়া : পৃষ্ঠা -৬৭ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা-১৫৩ : ২১ শ খন্ড) আর আমার মুজিয়ার সংখ্যা কয়েক লক্ষ" (বারাহিনে আহমদিয়া : পৃষ্ঠা-৫৬ : পঞ্চম খন্ড : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা-৭২ : ২১ শ খন্ড)
- মির্ষা নাসির : মির্ষা সাহেবের মুজিয়া সমূহ তো হযূরেরই মুজিয়া।
- এটর্নী জেনারেল : আমি এটাই শুনে চাচ্ছিলাম যে, আপনাদের মতে মির্ষা কাদিয়ানী এবং হযূর (সাঃ)-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটাই

হলো সেই পয়েন্ট, যার উপর সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদিয়া আপনাদের প্রতি অসন্তুষ্ট যে, আপনারা মির্যাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমপর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছেন। আপনারা কি বাগদাদের পতন উপলক্ষে জাঁকজমকপূর্ণ আলোক সজ্জা করেছিলেন?

- মির্যা নাসির : একথা কোথায় লিখেছে?
- এটর্নী জেনারেল : মুনীর তদন্ত রিপোর্ট : পৃষ্ঠা-১৯৬। আচ্ছা মির্যা সাহেব কি আমেরিকার মিঃ ডুইকেও কিছু বলেছিলেন?
- মির্যা নাসির : চিঠি লিখেছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : সে যখন জবাব দিল না তখন কয়েকটি আমেরিকান পত্রিকা জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল যে, সে কেন জবাব দিল না? সে স্বয়ং আপন পত্রিকার ডিসেম্বর, ১৯০৩ইং সংখ্যায় লিখেছে : হিন্দুস্তানে একজন মুহাম্মদী মাসীহ আছে, যে কয়েকবার আমাকে লিখেছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) কাশ্মীরে সমাধিস্থ হয়েছেন। আর লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি তার উত্তর কেন দেই না। আপনারা কি মনে করেন যে, আমাকে এমনি ধরনের কদর্য মিথ্যার জবাব দিতে হবে। যদি আমি আমার পা তার উপর রাখি তাহলে আমি তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেব। (অতএব) আমি তাকে একটি সুযোগ দিচ্ছি যে, সে যেন পালিয়ে যায় এবং আপন প্রাণ রক্ষা করে।
- মির্যা নাসির : সে তার অশিষ্টতার শাস্তি পেয়েছে। মির্যা তার জন্য বদ দু'আ করেন এবং সে ব্যাধিগ্রস্ত ও জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ে।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে এখানেও মির্যা সাহেব বদ দু'আ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ছানাউল্লাহ মিথ্যাবাদী এবং যে, মিথ্যাবাদী সে সত্যবাদীর জীবনকালে মারা যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত। স্বয়ং মির্যা সাহেবই মারা গেলেন। মির্যা সাহেবের দু'আ আমেরিকায় তো কবুল হয়ে গেল, কিন্তু গুরুদাসপুর ও আমৃতসরে হলো না।
- মিঃ চেয়ারম্যান : এখন মাওলানা যাক্বর আহমদ আনসারী কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাইবেন। একজন যে, এটর্নী জেনারেল এ সম্পর্কে খুব ভালভাবে অবহিত নন। কেননা এগুলো একেবারে নিখাদ টেকনিক্যাল প্রশ্ন।
- মাওলানা যাক্বর আহমদ আনসারী : কুরআন মজীদেদে সূরা হচ্ছে-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ

(আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি)।

কিন্তু মির্যা সাহেব তার 'ইয়ালা-ই-আওহাম' গ্রন্থে قَبْلِكَ (তোমার পূর্বে) শব্দ মুছে ফেলেছেন। পরবর্তী সময়ে ঐ গ্রন্থের যত সংস্করণ ছাপা হয়েছে তাতে তিনি এই ভুলটি সংশোধন করেন নি। কিন্তু এতে আঁ হযরতের পূর্বকার রাসূলদের উল্লেখ নেই। মির্যা সাহেব কুরআন মজীদে আকীদার মধ্যে রদবদল করেছেন। কেননা তিনি যেহেতু আঁ হযরত (সাঃ)-এর পরে নবী হওয়ার দাবীদার।

- মির্যা নাসির : আমাদের মুদ্রিত লক্ষ লক্ষ কুরআন মজীদে মধ্যে قَبْلِكَ বিদ্যমান আছে। অতএব এতে কোন রদ বদল করা হয় নি।
- মাওলানা মুফতী মাহমুদ : জনাব চেয়ারম্যান সাহেব, আমার প্রশ্ন এই যে, তিনি কুরআনের আয়াত সঠিকভাবে উদ্ধৃত করেন নি এজন্য যে, এতে তার আকীদার মধ্যে ব্যত্যয় দেখা দিত। মির্যা সাহেব ইচ্ছানুক্রমেই এটা মুছে ফেলেন। এর উত্তর তো এই যে, তিনি এটা বলেন দিন, পরবর্তীকালে মুদ্রিত 'ইয়ালা-ই-আওহাম' - যেখানে থেকে আমি এই রেফারেন্স পেশ করেছি, সেখানে এটাকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা করা হয় নি। এটা একথারই প্রমাণ যে, কুরআনের যে আয়াত তার মতলব বা স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় মির্যা সাহেব তার মধ্যে রদবদল করে ফেলেন।

- মিঃ চেয়ারম্যান : ঠিক আছে, পরবর্তী প্রশ্ন করুন।
- মাওলানা ফাঈল আহমদ আনসারী : কুরআন মজীদে সূরা বাকারার প্রথম রুকুতে আছে-

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔

এখানে 'আখিরাত' অর্থ কিয়ামত)। কিন্তু মির্যা মাহমুদ 'আখিরাত'-এর অর্থ করেছেন 'মির্যার নুবুওয়াত'। এটা হচ্ছে অর্থগত বিকৃতি। আমার প্রশ্ন এই যে, আজ পর্যন্ত কোন মুফাস্সির কি 'আখিরাত' এর এই অর্থ করেছেন, যা করেছেন মির্যা মাহমুদ?

- মির্যা নাসির : এক শব্দের কয়েকটি অনুবাদ হতে পারে।
- মাওলানা আনসারী : 'আখিরাত', অর্থ কি কিয়ামত না মির্যার নুবুওয়াত? নবীর আগমনে উম্মত বদলে যায়। এটা এতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আজ পর্যন্ত কি কোন মুফাস্সির এই অনুবাদ করেছেন, যা আপনারা করে থাকেন?
- মিঃ চেয়ারম্যান : মির্যা সাহেব, শব্দের অনুবাদের কথা নয়। আপনারা যে, আয়াত দ্বারা মির্যা সাহেবের নুবুওয়াতের অর্থ গ্রহণ করে থাকেন সে অর্থ কি অন্য কেউ গ্রহণ করেছেন কিংবা.....

- میریا ناسیر : چک کرے دیکھتے ہوں ۔
- می: چہارمیان : آگے چلن، انیٰ پرسن کرک۔ ای ارف بیگت تیر ش بھریر مڈی کرا ہی نی ۔
- ماولانا آنساری : کورآن مجیدیر سؤرا آل ایمرانیر ۛۛ ۛ ۛۛۛ نڢ آیا تیر انوباد ہلو-

”سؤرڢ کر، یکن آلاہ نریدیر اسیکار نییہیلین، ’تو مادییر کی تاب ۛ ہیکم ت یا کیہی دییہی تار ش پث، آر تو مادییر کاہی یا آہی تار سمرثنررپہ یکن اکجن راسؤل آاسبہ تکن نیشی تو ماری تاکہ بیناس کرربہ ابرؑ تاکہ ساہای کرربہ۔‘ تینی بللین، ’تو ماری کی سیکار کررلہ؟ ابرؑ ای سمررکہ آمار اسیکار کی تو ماری اڑہڢ کررلہ؟ تارا بلل، ’آمارا سیکار کررلام۔‘ تینی بللین، ’تبہ تو ماری سانشی ثاکہ ابرؑ آمی ۛ تو مادییر ساثہ سانشی ریللام۔‘ ابرپر یارا مۇف فیرابہ تارای س تا پث تیاگی۔“

اٹاکہ ’آل فیل’ - کابیانوباد کرا ہییہی یمن-

خدا نے لیا عہد جب انبیاء سے
کہ جب تم کو دوں میں کتاب اور حکمت
پھر آئے تمہارا مصداق پیغمبر
سب ایمان لاؤ کرو اس کی نصرت
کہا کیا یہ اقرار کرتے ہو محکم
وہ بولے مقرب ہماری جماعت
کہا حق تعالیٰ نے شاہد رہو تم
یہی میں بھی دیتا رہوں گا شہادت
جو اس عہد کے بعد کوئی پھرے گا
بنے گا وہ فاسق اتھائے گا ذلت
اب تھا جو میثاق سب انبیاء سے
وہی عہد حق نے لیا مصطفیٰ سے
وہ نوح خلیل و کلیم و مسیحا

سب هي يه پيمان محكم ليا تھا

مبارك هو وود امت كا موعود آيا

ود ميثاق ملت كا مقصود آيا

كريں اهل اسلام اب عہد پورا

بنے آج ہر ایک عبدا شکور

“খোদা যখন অঙ্গীকার নিলেন নবীদের কাছ থেকে, যখন আমি দেব তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত, অতঃপর (যখন) আসে তোমাদের মিসকাদ (অনুমোদনকৃত) পয়গাম্বর, সবাই ঈমান আনো, তার সাহায্য করো। বললেন, এই অঙ্গীকার কি দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করলে? ওরা বললো, আমাদের জামাতাত’ নৈকট্য প্রাপ্ত, হক তা আলা বললেন, সাক্ষী থাকো তোমরা, আমিও এই সাক্ষ্যই দিতে থাকবো। এই অঙ্গীকারের পর যে, ফিরে যাবে সে সত্যত্যাগী হয়ে যাবে, লাঞ্ছনার শিকার হবে। এখন ছিল যে, অঙ্গীকার সকল নবী থেকে সেই অঙ্গীকারই আল্লাহ নিলেন মুস্তফা থেকে। ঐ নূহ, খলীল, কলীম ও মাসীহ সবাই এই দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। ধন্য হোক, ঐ উম্মতের প্রতিশ্রুত ব্যক্তি এসেছেন, ঐ মিল্লাতের অঙ্গীকারের লক্ষ্যবস্তু এসেছেন। আহলে ইসলাম এবার প্রতিশ্রুতি পূরণ করুক, তাদের প্রত্যেকেই কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হোক।” (আলফযল : একাদশ জিলদ : নং-৬৭ : তাং ২৬/২/১৯২৪)

এখন প্রশ্ন হলো, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকেও কি এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিল যে, যখন আপনার পরে কোন নবী আসবেন তখন আপনি তার সাহায্য করবেন, তার আনুগত্য করবেন। আর যদি এরূপ না করেন তাহলে আপনি ফাসিক হয়ে যাবেন। আমি যা বুঝি তা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এত বড় অপমান কি কোন মুসলমান সহ্য করবে? -অর্থাৎ এই আয়াতগুলোকে এবাবে উত্থাপন করা যে, এই প্রতিশ্রুতি সকল নবী কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং আঁ হযরত (সাঃ)ও তাদের অন্যতম এবং এই অনুমোদনকৃত ব্যক্তি তথা আগমনকারী নবী হচ্ছেন মির্যা গোলাম আহমদ?

- মিঃ চেয়ারম্যান : দু’টি প্রশ্ন। আর তা হলো, এটা কবিতা, অথবা কবিতা নয়?
মিঃ নাসির : কবিতা।

- মিঃ চেয়ারম্যান : তাহলে এর কি আর কোন অনুবাদ আছে?
- মির্য়া নাসির : রাসূলকে সাহায্য করার অর্থ হযূর (সাঃ) কে সাহায্য করা।
- মাওলানা আনসারী : “গ্রহণ করেছিলেন যে অঙ্গীকার সব নবী থেকে সেই অঙ্গীকার আল্লাহ্ তাআলা গ্রহণ করলেন এই অঙ্গীকারের পর যে ফিরে যাবে সে সত্য ত্যাগী হবে, লাঞ্ছিত হবে।”

-এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযূর (সাঃ) থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল যে, আপনার পর রাসূল আসবে। পরবর্তীতে আছে- ‘ধন্য হোক, ঐ উম্মতের প্রতিশ্রুত ব্যক্তি এসেছেন, ঐ উম্মতের অঙ্গীকারের লক্ষ্যবস্তু এসেছেন।

এর অর্থ মির্য়া গোলাম আহমদ। এটা কি অপমান নয়?

- মির্য়া নাসির : সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা এই আয়াত থেকে ‘হযূর (সাঃ) অর্থ গ্রহণ করেছেন।
- মিঃ চেয়ারম্যান : কবিতা সম্পর্কে কোন উত্তর থাকে তো দিন।
- মির্য়া নাসির : এই উত্তর দিতে গেলে তো আমাকে পনেরো বিশটি কিতাব সংগে নিয়ে আসতে হবে।
- মিঃ চেয়ারম্যান : পরবর্তী প্রশ্ন করুন।
- মাওলানা আনসারী : মির্য়া সাহেবের কিতাব ‘হাকীকাতুল অহী’ এই যে আমার কাছে রয়েছে। পৃষ্ঠা ৭০ থেকে ১০৮ (দ্রষ্টব্য- রূহানী খাযায়িন : ২২ শ খন্ড : পৃষ্ঠা ৭৩- ১১১)-এ মির্য়া সাহেব তার ইলহামসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। তার কয়েকটি হলো,

مما رميت اذ رميت و لكن الله رمى هو الذى
ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله

انا فتحنا لك فتحا مبينا - اذا جاء نصر الله و الفتح

و داعيا الى الله باذنه سراجا منيرا

دنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى

سبحان الله الذى اسرى بعبده ليلا

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله

ان الذين يباعدونك انما يباعدون الله يد الله فوق

قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی

انا اعطینک الکوثر - عسی ان یتعشک ربک مقاماً

محموداً - الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل

لقد نصرکم الله ببدر یسین و القرآن الحکیم

এগুলো ছাড়াও আরো অনেক আয়াত আছে। সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে আমি মাত্র এই কয়েকটি পেশ করেছি। এই সমস্ত আয়াত নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পর্কিত। এগুলো কুরআন মজীদে নাযিল হয়েছে। কিন্তু মির্যা সাহেব শুধু একথা বলেন নি যে, এগুলো তার উপর নাযিল হয়েছে, বরং তিনি নিজেকে এগুলোর ‘মিসদাক’ বলেও ঘোষণা করেছেন।

অনুরূপভাবে তিনি আদম (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মুসা (আঃ) সম্পর্কিত আয়াতসমূহকেও তার নিজের উপর অবতীর্ণ এবং তিনি এগুলো ‘মিসদাক’ বলে ঘোষণা করেছেন।

মির্যা নাসির : আমি মনে করি যে, এসব আয়াত উম্মতে মুহাম্মদীয়ার কোন ব্যক্তির উপর নাযিল হয় নি। আমি বিষয়টি সঠিক বুঝেছি কি না?

জনাব চেয়ারম্যান : না, তাঁর (মাওলানা আনসারীর) প্রশ্ন এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে কুরআন করীমে যে বিশেষ সম্বোধন করা হয়েছে কিংবা তাকে বিশেষভাবে কিছু বলা হয়েছে, মির্যা সাহেব সেগুলোকে তার নিজের প্রতি সম্বোধন বলে ঘোষণা করেছেন। (আপনি এর উত্তর দিন)।

মির্যা নাসির : প্রশ্ন কি এই যে, যে সমস্ত আয়াত কুরআন করীমে নবী আকরামের জন্য এসেছে— সিলসিলা-ই-আহমদিয়ার প্রবর্তক সেগুলো সম্পর্কে বলেছেন যে, এগুলো আমার জন্য এসেছে?

জনাব চেয়ারম্যান : ‘আমার জন্য এসেছে।’

মির্যা নাসির : মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য আসে নি?

জনাব চেয়ারম্যান : না, এটা নয়, বরং মির্যা সাহেব বলেন যে, এগুলো ‘মিসদাক’ আমিও। মির্যা সাহেব বলেন যে, এগুলো আমার জন্যও রিপিট (পুনরাবৃত্তি) করা হয়েছে। তাই আমিও এগুলোর মিসদাক। যেমন ‘ফাত্‌হে মুবীন’ (প্রকাশ্য বিজয়) সম্পর্কিত আয়াত

হৃদয়বিয়া সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর নাখিল হয়েছিল। কিন্তু মির্য়া সাহেব বলেন যে, এই মুহূর্তে আমার উপর এটা নাখিল হয়েছে।

- মির্য়া নাসির : আমি বুঝলাম না। বুয়ুর্গদের কি ইলহাম হয় না?
- মাওলানা আনসারী : ‘মাসীহ মাওউদ’ হওয়ার দাবীদার খাজা মুহাম্মদ ইসমাঈল নামীয় এক ব্যক্তি আছে। মন্তী বাহাউদ্দীন-এ তার জামাআত রয়েছে। সেও ইলহামের কথা বলে। তাহলে কি আপনি বলছেন যে, সেও মির্য়া সাহেবের ন্যায় সত্যবাদী? মূলনীতি এই যে, নবী ছাড়া কারো ইলহাম ‘হুজ্জাত’ (প্রমাণ হিসাবে গণ্য) নয়। নবীর ‘শান’ (মর্যাদা) এই যে, তিনি হচ্ছেন ‘ওয়াজিবুল ইতাআত’। অর্থাৎ তার আনুগত্য মানুষের জন্য ওয়াজিব (আবশ্য পালনীয়)। বুয়ুর্গরা কিন্তু ‘ওয়াজিবুল ইতাআত’ নন।

- মিঃ চেয়ারম্যান : বুয়ুর্গরা ‘জায্ব’ (গভীর অভিনিবিষ্ট) অবস্থায় যে সব কথা বলেন তা গ্রহণযোগ্য নয় এবং শরীয়তে তা হুজ্জাত নয়। মির্য়া সাহেব তো আপনাদের মতে নবী ছিলেন। তাই ওটার উপর অনুমান করে আপনারা পার পাবেন না। সামনে চলুন, পরবর্তী প্রশ্ন করুন।

- মাওলানা আনসারী : ‘সাহাবী’ এর সংজ্ঞা কি?

- মিঃ চেয়ারম্যান : মির্য়া সাহেব, আপনাদের মতে ‘সাহাবা’ শব্দের সংজ্ঞা কি?

- মির্য়া নাসির : আমাদের মতে, সাহাবা হচ্ছেন ঐ সমস্ত সৌভাগ্যবান মানুষ, যারা নিজেদের জীবনে নবী (সাঃ)-এর সুহবাত (সংসর্গ) লাভ করেছেন এবং ধন্য হয়েছেন তার ‘ফায়য’ (বিশেষ অনুগ্রহ) প্রাপ্ত হয়ে।

- মাওলানা আনসারী : যারা মির্য়া সাহেবকে দেখেছেন তাদেরকেও আপনারা সাহাবী মনে করেন।

- মির্য়া নাসির : এক দিক দিয়েও তারাও।

- মাওলানা আনসারী : মির্য়া সাহেব তার কিতাবে (খুতবা-ই-হামিয়া : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িনঃ পৃষ্ঠা-২৫৮-৫৯ : ফোড়ন খন্ড) লিখেছেন :

مَنْ دَخَلَ فِيْ جَمَاعَتِيْ دَخَلَ فِيْ اَصْحَابِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

“যে আমার জামাআতে দাখিল হল সে ‘সাইয়িদুল মুরসালীন’ [মুহাম্মদ (সাঃ)]-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।”

- মির্য়া নাসির : তিনি (মির্য়া কাদিয়ানী) যা পেয়েছিলেন তা ছিল হুযুরের ফায়য।

- মাওলানা আনসারী : ‘যে আমার জামাআতে দাখিল হয়ে গেল সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীদের জামাআতে দাখিল হয়ে গেল।’ (একথার অর্থ কি?)

- মির্য়া নাসির : ঠিক আছে, আমরা তাদেরকেও সাহাবী বলি, যারা মির্য়া সাহেবের সুহবাতের ফায়য পেয়েছেন।
- মাওলানা আনসারী : আপনাদের মতে, 'উম্মুল মুমিনীন' কাকে বলে?
- মির্য়া নাসির : আমাদের মতে, যারা পবিত্র সহধর্মিনীদের সেবিকা এবং মাসীহ মাওউদের মান্যকারীদের মা।
- মাওলানা আনসারী : মসজিদে আকসা, যেখানে থেকে হযূর (সাঃ)কে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা কি কাদিয়ানের কোন মসজিদের নাম?
- মির্য়া নাসির : 'মসজিদের আকসা' কাদিয়ানেও আছে।
- মাওলানা আনসারী : 'পঞ্জাতন' -এর অর্থ সম্পর্কে আপনারা বলেছেন-

یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہیں

بنی ہیں پنجتن جس پر بنا ہے

“এই পাঁচ জন হচ্ছে সাইয়িদার বংশাবলী, এরাই পাঞ্জাতন, যাদের উপর (বংশ লাভিকার) ভিত্তি।” (দুররে ছামীন, উর্দুঃ পৃষ্ঠা-৪৫)

- মির্য়া নাসির : মির্য়া সাহেবের কাছে ইলহাম হয়েছিল এই মর্মে যে, আমার বংশাবলী, আমার খান্দান এই পাঁচ ব্যক্তি থেকে চালু হবে।
- মাওলানা আনসারী : (কাদিয়ানের) 'বেহেশতী মাকবারা' সম্পর্কে 'মুকাশাফাতে মির্য়া' -এর মধ্যে লিখা আছে : ভূপৃষ্ঠের সমগ্র কবর এই যমীনের মুকাবালা করতে পারবে না।
- মির্য়া নাসির : আমাদের 'বেহেশতী মাকবারা' সম্পর্কে আমাদের ধারণা (conception) এই যে, এর মধ্যে যত লোক দাখিল হবে-
- মিঃ চেয়ারম্যান : পরবর্তী প্রশ্ন করুন।
- মাওলানা আনসারী : زمین قادیان اب محترم ہے
- ہجوم خلق سے ارض حرم ہے

عرب نازان ہے گر ارض حرم ہے

تو اراض قادیان فخر عجم ہے

‘কাদিয়ান ভূখন্ড এখন সম্মানিত,
মানুষের ভীড়ে এখন ‘আরদে হারাম’
যদি আরব গর্বিত হয় এজন্য যে,

সেখানে আরদে হারাম রয়েছে,
তাহলে অনারব গর্বিত এজন্য যে,
এখানে আরদে কাদিয়ান রয়েছে।

(আল ফযল : ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৩৩ ইং সংখ্যায়, উল্লেখিত
কবিতা রয়েছে।)

- মির্যা নাসির : দেখে নেওয়ার পর এ সম্পর্কে বলা যাবে।
- মাওলানা আনসারী : ‘আয়না-ই-কামালত’ : দ্রষ্টব্য- রূহানী খাযায়িন : পঞ্চম খন্ড :
পৃষ্ঠা-৩৫২ -এ মির্যা সাহেব লিখেছেন, কাদিয়ানে উপস্থিতি,
নফলী হজ্জের চাইতে অধিকতর পূণ্যের কাজ।
- মির্যা নাসির : ফরয হজ্জের পর নফলী হজ্জ হয়ে থাকে। খুব ভাল কথা, খোদা
রাসুলের কথা শুনবে, এবং আহমদীদের এরূপ করা উচিত।
তাদের কাদিয়ান আসা উচিত।
- মিঃ চেয়ারম্যান : পরবর্তী প্রশ্ন করুন।
- মাওলানা আনসারী : মির্যা মাহমুদ ‘বারাকাতে খিলাফত’ -এ বলেছেন, আজ জলসার
দিন এবং আমাদের জলসাও হজ্জের মত। (বারাকাতে
খিলাফতঃ পৃষ্ঠা-৬)
- মির্যা নাসির : এটা চেক করে দেখতে হবে। এমনিতে মাওদুদী সাহেব ও তো
বলেছেন, হজ্জের ফায়দাসমূহ অর্জিত হচ্ছে না।
- মাওলানা আনসারী : তিনি কি এটাও বলেছেন যে, এখন হজ্জের ফায়দা পাওয়া যাচ্ছে-
না, অতএব মানসুরায় এসে যাও, সেখানে হজ্জ হবে। যদি তিনি
একথা না বলে থাকেন এবং নিশ্চিতভাবেই বলেন নি- তাহলে
মির্যা মাহমুদ তো অবশ্যই বলেছেন, “এখানে, কাদিয়ানে বার্ষিক
জলসা হজ্জের মতই।”
- মিঃ চেয়ারম্যান : সাক্ষ্যদাতা বলেছেন যে, হজ্জ তো মক্কা মুকাররমায়ই হয়ে
থাকে। তবে হজ্জের বরকত সমূহ কাদিয়ানেও পাওয়া যায়।
সামনে চলুন।
- মাওলানা আনসারী : মির্যা গোলাম আহমদ তার কাদিয়ানের ইবাদত গাহ্ সম্পর্কে
বলেছেন-

مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

“যে কেউ সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।”

অথচ এ আয়াতটি বায়তুল্লাহ শরীফের মসজিদে হারাম সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

- মির্থা নাসির : হযূর (সাঃ) শুধু মক্কা মুকাররমার জন্য ছিলেন না।
- মিঃ চেয়ারম্যান : বাদ দিন।
- মাওলানা আনসারী : দামিশ্কেব একটি মীনারের উপর হযরত ইসা (আঃ) অবতরণ করবেন। মির্থা সাহেব কাদিয়ানে ‘মীনারাতুল মাসীহ’ বানিয়েছেন।
- মির্থা নাসির : দামিশ্ক ইটের গাঁথুনির একটি শহর।
- মাওলানা আনসারী : আর কাদিয়ান?
- মির্থা নাসির : একটি আনুপাতিক কথা?
- মিঃ চেয়ারম্যান : গত দুই সপ্তাহে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়েছে। আপনি যে সমস্ত উত্তর দিয়েছেন তাতে যদি কিছু বাড়তে চান তাহলে অনুগ্রহ পূর্বক তা করবেন। আমরা আপনাকে অতিরিক্ত আর কোন প্রশ্ন করব না।
- মির্থা নাসির : এগারো দিন আমাকে জেরা করা হয়েছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাদেরকে তো অন্যকাজও করতে হয়— ইবাদত, দুআ (ইত্যাদি)। মানুষের মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আমাদের অন্তর চিরে দেখে নিন, আমরা তো ইসলামের সেবক (ছাড়া কিছু নই)— ধন্যবাদ।
- এটর্নী জেনারেল : তাদের মতে, আহমদিয়তই হচ্ছে ইসলাম। অতঃপর এর উপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু মির্থা সাহেব যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তেমনি আমিও আর প্রশ্ন করতে চাই না।
- মিঃ চেয়ারম্যান : কোন সম্মানিত সদস্য কি কোন প্রশ্ন করতে চান?
- মিঃ চেয়ারম্যান : আমি প্রত্যেকটি দলের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা করছি। বিশেষ করে সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ, যারা বিচারক হিসাবে বিষয়টির সমগ্রদিক সম্পর্কে পর্যালোচনা করছিলেন, আমি আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবার প্রতিনিধিদলকে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া গেল।
- মির্থা নাসির : আমিও আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনারা আমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন।
- মিঃ চেয়ারম্যান : থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ (আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।)

২৭ আগষ্ট, ১৯৭৪ইং-এর কার্যবিবরণী

[লাহোরী গ্রুপের সাথে জেরা]

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে লাহোরী গ্রুপের সদর (প্রেসিডেন্ট) মিঃ সদরুদ্দীন এবং জেনারেল সেক্রেটারী মির্থা মাসউদ্ বেগ জেরার জন্য উপস্থিত হন।

২৭ আগষ্ট সদরুদ্দীনের সাথে জেরা চলে।

সদরুদ্দীন প্রথমে নিজের পরিচয় পেশ করেন। তিনি এটর্নী জেনারেলের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি ১৯০৫ সনে কাদিয়ানে, মির্থা কাদিয়ানীর হাতে বায়আত করেন।

এটর্নী জেনারেল : কাদিয়ানী জামাআতের সাথে কখন আপনাদের মতবিরোধ হলো এবং কোন্ কথার উপর হলো?

সাক্ষ্যদাতা (সদরুদ্দীন) : এই মতবিরোধ হয় ১৯১৪ সনে। মির্থা সাহেবের পর হাকীম নূরুদ্দীন আমাদের নেতা মনোনীত হন। তার মৃত্যুর পর মতবিরোধ দেখা দেয়। মতবিরোধের একটি কারণ এই যে, আমরা মির্থা কাদিয়ানীকে নবী বলে মানি না। কাদিয়ানীরাকে নবী বলে মানে। দুইঃ মির্থার দাবী অমান্যকারীদেরকে আমরা কাফির বলি না। কাদিয়ানী জামাআত মির্থার অস্বীকারকারীদেরকে কাফির বলে থাকে। তিনঃ কাদিয়ানী জামাআত মির্থা গোলাম আহমদকে কুরআনের ঐ আয়াতের 'মিসদাক' (সমর্থনকৃত) মনে করে থাকে, যাতে বলা হয়েছে—

مُبَشِّرًا بِرُسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحْمَدُ

“আমার পরে ‘আহমদ’ [মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অপর নাম] নামে যে রাসূল আসবে আমি তার সুসংবাদ দাতা।”— (৬১ : ৬)

কিন্তু আমরা মনে করি যে, আঁ হযরত (সাঃ)-ই হচ্ছেন এই আয়াতের মিসদাক।

চার : মির্থার পর খিলাফতের মাসআলা তো ঠিক ছিল, কিন্তু হাকীম নূরুদ্দীনের পর কাদিয়ানী জামাআতের সাথে খিলাফতের মাসআলা নিয়েও আমাদের মতবিরোধ দেখা দেয়। আমরা খিলাফতকে এই অর্থে গ্রহণ করি না যে, ‘গায়র মামূর’ (আদিষ্ট নন এমন ব্যক্তি) ও ভুলক্রটির প্রতিমূর্তি হওয়া সত্ত্বেও খলীফাকে

এমন পজিশন (পদমর্যাদা) দিতে হবে যে, তিনি সকলের উপর হাকিম হয়ে বসবেন এবং গণতন্ত্রের মূলোৎপাটন করবেন। এটা ছিল আমাদের চতুর্থ পয়েন্ট, যার ভিত্তিতে রাব্বীয়া গ্রুপের সাথে আমাদের মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

এটর্নী জেনারেল : আপনারা তাহলে ডিস্টেক্টর ধরনের খিলাফতের এবং একজন সাধারণ মানুষকে এত বেশী ক্ষমতা প্রদানের বিরোধী, যেক্ষেপ খিলাফত বা ক্ষমতা প্রদানের রেওয়াজ রাব্বীয়া গ্রুপের মধ্যে রয়েছে। এটা আপনারা কোন্ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেন? কিংবা কোন্ সময় একথাটি আপনাদের অনুভূতিতে এলো? কোন্ সময় ঐ ব্যক্তি খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ডিস্টেক্টরশীপ চালিয়েছিল—যেটাকে আপনারা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন?

সাক্ষ্যদাতা : ১৯১৪ সনে।

এটর্নী জেনারেল : ১৯১৪ সনে কোন্ ডিস্টেক্টর বসেছিল, যার আচরণ দ্বারা আপনারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে দ্রাস্ত ধরণের ডিস্টেক্টরশীপ চালাচ্ছে এবং এই অবস্থায় ঐ দল থেকে আপনাদের পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত?

সাক্ষ্যদাতা : মির্যা মাহমুদ, হাকীম নূরুদ্দীনের পর যখন খলীফা হন তখন তিনি বলেন যে, খলীফাকে জামাআত পরিচালনার ক্ষেত্রে খোদ মুখতার (independent) হতে হবে। একথা তিনি ১৯১৪ সনে বলেছিলেন। আমরা তার ঐ কথা মানি নি।

এটর্নী জেনারেল : মির্যা মাহমুদ খলীফা হওয়ার সাথে সাথেই কি একথা বলেছিলেন? তিনি যদি একথা না বলতেন তাহলে কি আপনারা তার সংগে থাকতেন?

সাক্ষ্যদাতা : না, আরো কিছু ঘটনা আছে।

এটর্নী জেনারেল : সে ঘটনাগুলো কি?

সাক্ষ্যদাতা : জ্বী

এটর্নী জেনারেল : নূরুদ্দীন সঠিক খলীফা ছিলেন?

সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ, তিনি সম্পূর্ণ সঠিক ছিলেন। তিনি আনজুমান পরিচালনায় কখনো ডিস্টেক্টরসুলভ নীতি গ্রহণ করে নি।

এটর্নী জেনারেল : আমি নিবেদন করছি, মাওলানা সাহেব, আমার কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আপনি আগে ভাগেই উত্তর তৈরী করে

রেখেছেন, (তাই) আমার প্রশ্ন শুনেই না। আপনি অনুগ্রহ করে আমার প্রশ্ন শুনুন এবং তার উত্তর দিন। আপনি যা লিখিত এনেছেন তাও শুনান। আমি এই নিবেদন করছি যে, আপনাদের প্রথম খলীফা নূরুদ্দীনের মৃত্যুর পর এবং মির্যা মাহমুদকে নির্বাচনের পূর্বে আপনারা জামাআত থেকে বের হয়ে গেছেন—একথা কি ঠিক?

- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী না। নির্বাচনের পূর্বে আমরা বের হয়ে যাই নি। যখন নূরুদ্দীনের মৃত্যু হল তখন এই ঘটনা ঘটল।
- এটর্নী জেনারেল : মৃত্যু হল, নির্বাচন এল, উভয়ে একত্রে ছিলেন— আমি এ কথাই বলছি।
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ঠিক।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে তার মৃত্যুর সাথে সাথেই আপনারা পৃথক হয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় তো আপনারা না মির্যা মাহমুদের ডিস্ট্রিক্টরশীপ দেখেছেন, আর না তার অধীনে ছিলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী না, এ জামাআত (লাহোরী গ্রুপ) কখনো তার অধীনে ছিল না।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে তো আপনারা কখনো তার ডিস্ট্রিক্টরশীপ দেখেন নি?
- সাক্ষ্যদাতা : আমি তো দেখেছি।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি না কখনো তার অধীনে ছিলেন, আর না তার হাতে কখনো বায়আত করেছেন। এমতাবস্থায় আপনার উপর তার ডিস্ট্রিক্টরশীপের কোন প্রভাব পড়তেই পারে না। আপনি সেরূপই দেখেছেন যেক্ষেপ আমি দেখি কিংবা অন্য কেউ দেখে।
- সাক্ষ্যদাতা : মির্যা সাহেবের একটি অসীয়াত ছিল। তিনি (মির্যা মাহমুদ) ঐ অসীয়াতের ১৮ নং ধারার বিরোধিতা করেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : কখন?
- সাক্ষ্যদাতা : তখনই, যখন তিনি বলেন যে, আমি খলীফা হচ্ছি।
- এটর্নী জেনারেল : ঐ সময় তো নির্বাচনই হয় নি। তিনি নির্বাচনের পূর্বেই বলেছিলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : নির্বাচনের সময়ে এসব কথা উঠেছিল।
- এটর্নী জেনারেল : তিনি কি নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে একথা বলেছিলেন, না নির্বাচিত হওয়ার পরে?

- সাক্ষ্যদাতা : পূর্বে।
- এটর্নী জেনারেল : একথা পূর্বে বলেছিলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : পূর্বেই বলেছিলেন। কিন্তু এই ধারা পরিবর্তন করা হয় পরবর্তীকালে।
- এটর্নী জেনারেল : নির্বাচনের পরে?
- সাক্ষ্যদাতা : জী।
- এটর্নী জেনারেল : আমি একথা জিজ্ঞাসা করছি যে, আপনারা কি নির্বাচনের পূর্বেই চলে গিয়েছিলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : জী হ্যাঁ, পূর্বেই তিনি তার এই সব চিন্তাধারা প্রকাশ করেছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : তিনি যখন এইসব চিন্তাধারা প্রকাশ করলেন তখন তাকে কে নির্বাচিত করেছিল এবং কেন করেছিল?
- সাক্ষ্যদাতা : না, আমি বলেছি যে, যখন জামাআতের মধ্যে এই সব চিন্তাধারা প্রকাশ করলেন।
- এটর্নী জেনারেল : না, আমি বলেছি যে, যখন জামাআতের মধ্যে এই সমস্ত চিন্তাধারা প্রকাশ করেন এমতাবস্থায় যে, জামাআতের একটি বডি ছিল, যা তাকে নির্বাচন করার জন্য গঠিত হয়েছিল।
- সাক্ষ্যদাতা : জী-না। জামাআত এমনিতে সাধারণভাবে তাকে নির্বাচন করত।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর তাকে নির্বাচন করল কেন?
- সাক্ষ্যদাতার সংগী : আমি আল্লাহ্ তাআলাকে হাযির নাযির জেনে যা বলব সত্য বলব।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি আপনার নাম বলে দিন, যাতে তা রেকর্ডভুক্ত হয়ে যায়।

[মাসউদ বেগ (লাহোরী) গ্রুপ-এর সাথে জেরা]

- সাক্ষ্যদাতার সংগী : আমার নাম মাসউদ বেগ। আপনার প্রশ্ন সঠিক ছিল। আমার ভাইয়ের মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর দানের ক্ষমতা নেই বলে যে, আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি—তানয়, বরং দিচ্ছি উত্তরটি সংক্ষিপ্ত করার জন্য। আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন, মির্যা মাহমুদের মধ্যে ডিস্টেক্টরশীপের রং প্রত্যক্ষ করেও কেন তাকে নির্বাচিত করলেন? তাহলে শুনুন জনাব, মির্যা সাহেবের ওফাত হয় ১৯০৮ সনে, আর ১৯০৮ সন থেকে ১৯১৪ সন (যে সনে নুরুদ্দীনের মৃত্যু হয়)–এই ছয় বছরের মধ্যে মতবিরোধের ভিত্তি স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল।

নুবুওয়াতের আকীদাও এই সময়ে দাঁড় করানো হয়। মির্যা মাহমুদ তখন খলীফা না হওয়া সত্ত্বেও ‘তাক্‌ফীরুল মুসলিমীন’ (মুসলমানদের উপর কুফরী ফতওয়া আরোপ)-এর উপর প্রবন্ধাদি লিখতেন। তখন মাওলানা নূরুদ্দীন দু’একবার বলেছেন, ‘কুফরী ফতওয়া দান’ একটি অত্যন্ত নাজুক মাসআলা; কিন্তু আমাদের মিয়া (মির্যা মাহমুদ) তা বুঝেন নি। যখন তার নির্বাচন হল তখন একথা ঠিক যে, তাতে তিনি গায়ের জোরে নির্বাচিত হয়েছেন। তাতে খান্দাবাজি হয়েছে- এটাও ঠিক কথা। আর হাকীম নূরুদ্দীনের যুগে লোকেরা- বিশেষ করে তার বন্ধু-বান্ধবরা চক্রাকারে বিভিন্ন জায়গা সফর করে জনসাধারণকে তৈরী করে নিয়েছিল। উপরন্তু হযরত সাহেবের (মির্যা গোলাম আহমদের) পুত্র হওয়ার কারণে তার নির্বাচিত হওয়াটা ছিল খুবই সহজ। ফলে লাহোরী জামাআতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, মাওলানা মুহাম্মদ আলী এবং অন্যান্য লোকেরা পিছনে পড়ে রইলেন, আর মির্যা মাহমুদ হয়ে গেলেন ডিষ্টেক্টর।

- এটর্নী জেনারেল : প্রথম থেকেই তিনি (আপনার পূর্ববর্তী সাক্ষ্যদাতা) বলছিলেন যে, আপনারা (নির্বাচনের) পূর্বেই আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন।
- সাক্ষ্যদাতা : জী না।
- এটর্নী জেনারেল : নির্বাচনের পরে আলাদা হয়েছিলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : নির্বাচনের পরে।
- এটর্নী জেনারেল : নির্বাচনের অন্য কোন প্রার্থী ছিল?
- সাক্ষ্যদাতা : আর কোন প্রার্থী ছিল না। অন্য কোন প্রস্তাব দেওয়া হয় নি। কিন্তু আমাদের ধারণা, যাকে সাধারণ লোক চাইত তিনি ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আলী এম,এ। কিন্তু বেশ চিন্তাভাবনার পর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মির্যা মাহমুদের নাম প্রস্তাব করা হয় এবং সকলেই তখন বলে উঠে, ‘মুবাবক, মুবাবক’ (ধন্য, ধন্য) অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, ঐ সময়ে মির্যা মাহমুদের বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর।
- অপর একজন সাক্ষ্যদাতা : না, পঁচিশ বছর ছিল।
- সাক্ষ্যদাতা : হ্যাঁ, পঁচিশ বছর ছিল। আই এম সরী। (আমি দুঃখিত)। মওলভী মুহাম্মদ আলীর অভিজ্ঞতা ছিল, জ্ঞান ছিল, প্রজ্ঞা ছিল, (এতদসত্ত্বেও) তিনি নির্বাচিত হন নি।

- এটর্নী জেনারেল : এজন্য আপনারা আলাদা হয়ে গেলেন। তাহলে এটা তো আকীদার বিরোধ হয় না, বরং
- সাক্ষ্যদাতা : (কিংকতর্বা বিমূঢ়) কিছুক্ষণ পর (বলেন), 'তাকফীরুল মুসলিমীন' ও 'আকীদা-ই-নুবুওয়াত'কে কেন্দ্র করে মতাবিরোধ ছিল। তাই মাওলানা মুহাম্মদ আলী বায়আত করেন নি।
- এটর্নী জেনারেল : যখন তিনি (মির্খা মাহমুদ) খলীফা হয়ে গেলেন তখন বায়আত করলেন না কেন? করা তো উচিত ছিল।
- সাক্ষ্যদাতা : তিনি মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর হাতে বায়আত করেছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : তিনি (মুহাম্মদ আলী) মির্খার পরে হাকিম নূরুদ্দীনের হাতে বায়আত করেছিলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : করেছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে তো এই আপত্তি আর থাকল না যে, মির্খার হাতে বায়আত করেছি, অতএব পরবর্তী খলীফার হাতে বায়আত করার প্রয়োজন নেই।
- সাক্ষ্যদাতা : (নীরব)।
- এটর্নী জেনারেল : কাফির অর্থ কি?
- সাক্ষ্যদাতা : অস্বীকারকারী।
- এটর্নী জেনারেল : যে ব্যক্তি মির্খাকে অস্বীকার করে?
- সাক্ষ্যদাতা : সেও কাফির হবে, কিন্তু—
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু নয়— এটা বলুন যে, জাতীয় সংসদের এই সব সদস্য যারা মির্খাকে মানেন না তারা কি হলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : কুফর দু'প্রকারের। একটি শাদ্বিক, অপরটি প্রকৃত। শাদ্বিক অর্থ শুধু অস্বীকার করা এবং প্রকৃত অর্থ নবী (সাঃ)-কে অস্বীকার করা।
- এটর্নী জেনারেল : মির্খার অস্বীকারকারী শাদ্বিক অর্থ কাফির। ঠিক আছে, সংসদ সদস্যরাই না হয় কাফির হয়ে গেলেন। কিন্তু আপনি এবার বলুন, যদি ওরা আপনাদেরকে— একজন মিথ্যাবাদীকে শানার কারণে শাদ্বিক কাফির ঘোষণা করেন তাহলে?
- সাক্ষ্যদাতা : দেখুন না, আমার আকীদা সম্পর্কে আপনি কেন ফয়সালা করবেন?

- এটর্নী জেনারেল : আপনারা আমাদের কাজ করবেন, আর আমরা আপনাদের কাজ করবো না? ঠিক আছে, আপনি বলেছেন, সেই প্রকৃত কাফির যে নবী করীমকে অস্বীকার করে। তাহলে বাকি আন্খিয়া, কুরআন মজীদে যাদের উল্লেখ রয়েছে, তাদের অস্বীকারকারী কি ধরনের কাফির হবে?
- সাক্ষ্যদাতা : সেও প্রকৃত কাফির।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেব বলেন, আমার কাছে যেভাবে অহী আসে সেভাবে পূর্ববর্তী নবীদের কাছে আসত। তাহলে মির্যা সাহেবের অস্বীকারকারী কি ধরনের কাফির হবে?
- সাক্ষ্যদাতা : অতঃপর আমাকে তো সুযোগ দিন হ্যাঁ, আমরা তো মির্যাকে নবী মানি না।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেব মাসীহ মাওউদ ছিলেন, মাসীহ ছানী ছিলেন। মাসীহ আউয়াল কি হযরত ঈসা নবী ছিলেন? তা হলে মির্যা সাহেবও নবী হলেন, না হলেন না?
- সাক্ষ্যদাতা : মাসীহ মাওউদকে তো হাদীসে 'নবীউল্লাহ' বলা হয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে তিনি নবী হলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : হলেন।
- এটর্নী জেনারেল : মাসীহ মাওউদ নবী হলেন। তাহলে তার অস্বীকারকারী কি হলো?
- সাক্ষ্যদাতা : সে অস্বীকারকারী হলো। কিন্তু তিনি (মির্যা) তো মাজাযী (রূপক) নবী ছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : প্রকৃতই যদি মাসীহ আসেন তাহলে প্রকৃত নবী। আর যদি রূপকভাবে আসেন তাহলে রূপক নবী। এবার বলুন, তার অস্বীকারকারীর উপর কি হুকুম আরোপিত হবে?
- সাক্ষ্যদাতা : অস্বীকারকারীর হুকুম আরোপিত হবে। নবী যেমন হবেন তার অস্বীকারকারীদের উপর তেমনি হুকুম আরোপিত হবে।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা বলেছেন, আমি পূর্বকার নবীদের মত। এমতাবস্থায় তার অস্বীকারকারী কি হবে?
- সাক্ষ্য দাতা : আপনি ঠিক বলে থাকবেন।
- এটর্নী জেনারেল : অহী ও ইলহামের মধ্যে কি পার্থক্য?
- সাক্ষ্যদাতা : নুবুওয়াত বন্ধ, কিন্তু 'মুবাশশিরাত' (সুসংবাদ)-এর দরজা খোলা। অর্থাৎ ইলহাম, কাশ্ফ ইত্যাদি।

আর এই কাশ্ফ, যেটাকে আমরা ইলহাম ও অহী বলতাম সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা (conception) এই যে, যেভাবে আমি আপনার সাথে কথা বলছি, এবং যেভাবে আমার আওয়াজ আপনার কানে গিয়ে পৌঁছেছে এবং বাইরে থেকে পৌঁছেছে—আভ্যন্তরীণ কোন ধারণা-কল্পনা নয়— ঠিক সেভাবে যার কাছে অহী ও ইলহাম আসে সে বাইরে থেকে আওয়াজ শুনে খোদা তাআলার। কখনো কখনো এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ফিরিশতা এসে (তার কাছে) কথা বলে।

- এটর্নী জেনারেল : অহী ও ইলহামের মধ্যে পার্থক্য কি হলো?
- সাক্ষ্যদাতা : আমাদের মতে, এগুলো সমার্থক শব্দ।
- এটর্নী জেনারেল : এর মধ্যে কি ভুলভ্রান্তি হতে পারে?
- সাক্ষ্যদাতা : ইলহাম আল্লাহ্ তাআলার কালাম। ইলহামের মধ্যে মোটেই ভুলভ্রান্তি হয় না। কিন্তু শব্দসমূহের শোভা হয় মানুষ। (আর) মানুষের মধ্যে ভুলভ্রান্তি হতে পারে— ইজতিহাদী ভুলভ্রান্তি।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে কি এটা অহীর মধ্যেও হতে পারে?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ।
- এটর্নী জেনারেল : উভয়ের মধ্যে?
- সাক্ষ্যদাতা : উভয়ের মধ্যে।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেবের অহীর মধ্যে ভুলভ্রান্তি হতে পারে?
- সাক্ষ্যদাতা : আমি আরজ করি অহির মধ্যে ভুল হইতে পারে না।
- এটর্নী জেনারেল : মির্জা সাহেবেরও?
- সাক্ষ্যদাতা : হ্যাঁ, হতে পারে।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি ইতিপূর্বে বলেছেন যে, প্রকৃত কাফির সে-ই, যে নবী করীম (সাঃ)-কে অস্বীকার করে। এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-কে তো মানে, কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-কে মানে না— সে কি হযূর (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে?
- সাক্ষ্যদাতা : হবে।
- এটর্নী জেনারেল : হযরত ঈসা (আঃ)-কে অস্বীকার করা সত্ত্বেও?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ।
- মুফতী মাহমুদ : মির্যা কাদিয়ানীকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও?
- সাক্ষ্যদাতা : মির্যা সাহেবকে তো নবী করীম (সাঃ) 'নবীউল্লাহ্' বলেছেন।
- মুফতী মাহমুদ : তাহলে মির্যার অস্বীকারকারী নবী করীমের অস্বীকারকারী হলো?

- সাক্ষ্যদাতা : জী হ্যা, অবশ্যই।
- মুফতী মাহমুদ : তাহলে সেও প্রকৃত কাফির হলো?
- সাক্ষ্যদাতা : আপনি আমাকে পেঁচের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন।
- মুফতী মাহমুদ : আপনি পেঁচের মধ্যে পড়বেন না।
- সাক্ষ্যদাতা : কিভাবে বের হবো?
- মুফতী মাহমুদ : আমি আপনাকে বের করে দিই (অর্থাৎ কাফির ঘোষণা করে দিই)?
- সাক্ষ্যদাতা : আপনি বের করবেন না।
- মুফতী মাহমুদ : আপনি নিজেই বের হয়ে যান।
- সাক্ষ্যদাতা : কিভাবে বের হয়ে যাব?
- এটর্নী জেনারেল : ইসা (আঃ)-এর অস্বীকারকারী কি দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ হবে না?
- সাক্ষ্যদাতা : সে এজন্য কিছু একটা ব্যাখ্যা দিতে পারে। কেননা সে নবী করীমকে মানে।
- এটর্নী জেনারেল : সে একজন সত্য নবীকে অমান্য করে, তাকে অস্বীকার করে- এতদসত্ত্বেও কি আপনাদের মতে, সে দায়েরা-ই-ইসলাম-এর মধ্যে থাকে?
- সাক্ষ্যদাতা : জী।
- এটর্নী জেনারেল : কিংবা সে, ঐ ব্যক্তিকে- যে নবী না হওয়া সত্ত্বেও আপন নুবুওয়াতের দাবী করে- সত্য নবী বলে মনে করে তাহলেও কি আপনাদের মতে দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ হবে না, যদি সে মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে মান্য করে?
- সাক্ষ্যদাতা : আমাকে (এ কথা বলার) অনুমতি দিন যে, আমাদের মতে- কোন মুসলমান দায়েরা-ই-ইসলাম-এর মধ্যে অবস্থান করে, নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে এবং 'লা ইলাহা'-র স্বীকার করে- কখনো নুবুওয়াতের দাবী করতে পারে না।
- এটর্নী জেনারেল : আমি মিথ্যার নুবুওয়াত সম্বন্ধে কিছু বলব না। একটি সাধারণ প্রশ্ন করব। যেমন 'মন্তী বাহাউদ্দীন'-এর জনৈক ব্যক্তি নুবুওয়াতের দাবী করে কিংবা অন্য কোন জায়গায় তার দু'চ'র জন লোক আছে। তারা বলে যে, তিনি সত্য নবী, আমরা তাকে উম্মতী নবী বলে মানি অথচ আমরা মনে করি যে, সে নবী নয়, বরং নুবুওয়াতের মিথ্যা দাবীকারী। এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত লোকেরা

- তাকে যদি সত্য নবী বলে তাহলে কি তারা মুসলমান থাকতে পারবে? তারা কাফির হবে, না হবে না?
- সাক্ষ্যদাতা : বিরাট অসুবিধা হয়ে যাবে। এই মাসআলা সম্পর্কে মির্যা সাহেবের পরিস্কার দাবী এই যে, আমরা নুবুওয়াতের দাবীকারীকে কাফির এবং মিথ্যাবাদী মনে করি।
- এটর্নী জেনারেল : আমি আপনার কাছে এই প্রশ্নই করেছি যে, যে ব্যক্তি নুবুওয়াতের দাবী করে সে কি কাফির হয়ে যায়? অতঃপর কি মুসলমান থাকে না?
- সাক্ষ্যদাতা : আমি মির্যা সাহেবের রেফারেন্স আপনার সামনে রেখে দিয়েছি।
- এটর্নী জেনারেল : যদি এই নুবুওয়াতের দাবীকারী, কাফির হয়ে যায় তাহলে তো হযূর (সাঃ)-কে মানা সত্ত্বেও সে মুসলমান হবে না।
- সাক্ষ্যদাতা : ঠিক বলেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : হযূর (সাঃ)-এর পর নুবুওয়াতের দাবীকারী কি কাফির হয়ে যাবে?
- সাক্ষ্যদাতা : দেখুন না, আমি বলে দিয়েছি।
- এটর্নী জেনারেল : তাকে মান্যকারীরা?
- সাক্ষ্যদাতা : এরাও তার মত হবে।
- এটর্নী জেনারেল : নুবুওয়াতের দাবীকারী এবং তাকে মান্যকারীরা?
- সাক্ষ্যদাতা : ছোট ক্যাটাগরীর কাফির হবে, কিন্তু ইসলামের মধ্যে থাকবে। তবে 'কুফরুন দূনা কুফরীন'-এর আওতায় এসে যাবে।
- এটর্নী জেনারেল : গুনাহ্‌গার হবে?
- সাক্ষ্যদাতা : একদম ছোট ক্যাটাগরীর মধ্যে এসে যাবে।
- এটর্নী জেনারেল : যদি কোন ব্যক্তি নুবুওয়াতের দাবী করে এবং বলে, 'আমি উম্মতী' তবে কি সে আপনাদের মতে শুধু গুনাহ্‌গার হবে—কাফির হবে না?
- সাক্ষ্যদাতা : কিভাবে দাবী করবে?
- এটর্নী জেনারেল : যদি দাবী করে তাহলে কি কাফির হবে, না হবে না?
- সাক্ষ্যদাতা : যদি দাবী করে তাহলে অতঃপর....
- এটর্নী জেনারেল : বলুন!
- সাক্ষ্যদাতা : কি বলবো! (অট্টহাসি)

- এটর্নী জেনারেল : কোন ব্যক্তি যদি কালিমা পড়ে, কিন্তু নুবুওয়াতের দাবী করে?
- সাক্ষ্যদাতা : এটা হতে পারে না।
- এটর্নী জেনারেল : মুসায়লামা কায্যাব কালিমা পড়ত এবং নুবুওয়াতের দাবী করত। তার অবস্থা কি হবে?
- সাক্ষ্যদাতা : এটি তো একটি রাজনৈতিক ব্যাপার ছিল। সে রষ্ট্র কব্জা করতে চাচ্ছিলো। সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।
- এটর্নী জেনারেল : তাকে কাফির ঘোষণা করা হয়েছিল, কালিমা-পড়ুয়া হওয়া সত্ত্বেও।
- সাক্ষ্যদাতা : রাজনৈতিক কারণে তার উপর এই আক্রমণ হয়েছিল।
- এটর্নী জেনারেল : কাফির সাব্যস্ত হওয়ার কারণে তার উপর এই আক্রমণ হয়নি?
- সাক্ষ্যদাতা : সে তো 'কায্যাব' (কটর মিথ্যাবাদী) ছিল।
- এটর্নী জেনারেল : কালিমা পড়া সত্ত্বেও মিথ্যাবাদী হলো। এ ধরনের মানুষের জন্য কি ইসলামে কোন স্থান আছে, যারা অন্তরে মুসলমান নয়?
- সাক্ষ্যদাতা : বিলকুল (মোটাই নেই)–
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে মুসায়লামা, কায্যাব (মিথ্যাবাদী) হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান রয়ে গেল? আপনারা তাকে (শুধু) মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করছেন?
- সাক্ষ্যদাতা : মিথ্যাবাদী হওয়া এক কথা। কাফির হওয়া অন্য কথা।
- এটর্নী জেনারেল : মুসায়লামা, কায্যাব হওয়া সত্ত্বেও কাফির নয়। আপনাদের মতে কি সে কাফির হয় নি?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু কাফির তো মনে করা হয় নি।
- সাক্ষ্যদাতা : কিন্তু মিথ্যাবাদী তো বটে।
- এটর্নী জেনারেল : মিথ্যাবাদী হওয়া সত্ত্বেও তাকে কাফির মনে করা হয় নি?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী।
- এটর্নী জেনারেল : মুসায়লামা কায্যাব মুসলমানদের দৃষ্টিতে কাফির, অথবা কাফির নয়?
- সাক্ষ্যদাতা : জানি না। কিন্তু আমরা নুবুওয়াতের দাবীকারীকে কাফির মনে করি।
- এটর্নী জেনারেল : কেননা সে নুবুওয়াতের দাবীকারী, আর এ কারণে আপনারা মিথ্যাবাদীকে কাফির মনে করেন?

- সাক্ষ্যদাতা : বিলকুল। কেননা সে নুবুওয়াতের দাবীকারী ছিল।
- এটর্নী জেনারেল : যদি আজ কেউ নুবুওয়াতের দাবী করে তাহলে আমাদের দৃষ্টিতে সে মিথ্যাবাদী হবে?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে অতঃপর সে কাফির হলো, না হলো না?
- সাক্ষ্যদাতা : আমাদের তো দাবী এই যে, হযূর (সাঃ)-এর পর নুবুওয়াতের কোন দাবীকারী আসতে পারে না।
- এটর্নী জেনারেল : যে দাবী করবে সে মিথ্যাবাদী হবে?
- সাক্ষ্যদাতা : ঐ নুবুওয়াতের দাবীকারী কাফির ও কাযিব (মিথ্যাবাদী) হবে।
- এটর্নী জেনারেল : বিলকুল হানড্রেড পারসেন্ট (শতকরা শত ভাগ)?
- সাক্ষ্যদাতা : বিলকুল- আমি বলেছি।
- এটর্নী জেনারেল : যে তাকে নবী মানে, সেও কি কাফির হবে?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী, যে ব্যক্তি তাকে নবী মানে সেও-
- এটর্নী জেনারেল : যে ব্যক্তি বলে যে, আমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী আসে এবং এই অহী সেই অহীর মত পবিত্র, যা আঁ হযরতের কাছে আসত।
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী।
- এটর্নী জেনারেল : আর যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি নবী এবং আমি মুসলমান তাহলে তার সম্পর্কে আপনারা কি বলবেন?
- সাক্ষ্যদাতা : আপনি আমার দ্বারা বলাতে চাচ্ছেন যে, সে কাফির হয়ে গেছে।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি বললেন যে, নুবুওয়াতের দাবীকারীকে যারা নবী বলে মানে তারা কাফির- তাহলে বলুন, রাবওয়া গ্রুপ সম্পর্কে আপনাদের কি ধারণা?
- সাক্ষ্যদাতা : এটা আপনি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার ধারণা কি?
- সাক্ষ্যদাতা : আমি তো বলে দিয়েছি, আপনি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।
- মুফতী মাহমুদ : ওরা বলেন যে, আমরা কাফির নই। আপনারা বলেন যে, নুবুওয়াতের দাবীকারীকে যারা মানে তারা কাফির। এমতাবস্থায় আপনাদেরকে, আমরা সঠিক মনে করব, না রাবওয়া গ্রুপকে?
- সাক্ষ্যদাতা : আমাদেরকে।

- মুফতী মাহমুদ : অর্থাৎ তারা কাফির?
- সাক্ষ্যদাতা : আপনি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।
- মুফতী মাহমুদ : আপনাদের মতে?
- সাক্ষ্যদাতা : আমাদের মতে তো (কাফির) হয়ে গেছে। আমি তো একথা বলে দিয়েছি। (সংসদের কোন একজন সদস্য তখন বলে উঠেন, মিথ্যাকে যারা মানে এদের মতেও তারা কাফির)।
- সাক্ষ্যদাতা : দেখুন! এটা কী হচ্ছে?
- মিঃ চেয়ারম্যান : (চুপ)।
- সাক্ষ্যদাতা : আপনারা ওদের সাথে দশ দিন বাহাছ (জেরা) করেছেন। ওদেরকে জিজ্ঞাসা করেন নি কেন?
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন না, আমাদের চাইতে আপনি বেশী জেনে থাকবেন।
- সাক্ষ্যদাতা : আপনি দশ দিন বাহাছ করেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : আপনারাও তো ওদের সাথে সত্তর বছর যাবত বাহাছ করে আসছেন।
- সাক্ষ্যদাতা : অতঃপর কি হলো?
- এটর্নী জেনারেল : ওরা তো বলে যে, যারা মিথ্যাকে (নবী বলে) মানে না তারা কাফির। আপনারা তা মানেন না। এ কারণে আপনারা তাদের মতে কাফির। ওরা যেহেতু মানে তাই ওরা আপনাদের মতে কাফির। ('উভয়ই কাফির'— সংসদে তখন এ ধ্বনি উঠে)
- এটর্নী জেনারেল : আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করব, এমন কি কোন হাদীস আছে যে, হযূর (সাঃ) বলেছেন, আমার পরে ত্রিশ জন মিথ্যাবাদী আসবে, যারা নুবুওয়াতের দাবী করবে।
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ, আছে।
- এটর্নী জেনারেল : উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে থাকার দাবী করা সত্ত্বেও কি (ওরা) মিথ্যাবাদী হবে?
- সাক্ষ্যদাতা : অবশ্যই আসবে।
- এটর্নী জেনারেল : ওরা মিথ্যাবাদী হবে?
- সাক্ষ্যদাতা : না, কায্যাব হবে।
- এটর্নী জেনারেল : যারা ওদেরকে মানবে তারা কি হবে?

- সাক্ষ্যদাতা : তারাই জানে ।
- এটর্নী জেনারেল : ত্রিশজন মিথ্যাবাদী হবে?
- সাক্ষ্যদাতা : জী হ্যাঁ, ঠিক আছে ।
- এটর্নী জেনারেল : যদি এমন কোন কায্যাব পয়দা হয়, যে একথা বলে যে, আমি শরয়ী নই বরং উম্মতী নবী এবং সে নুবুওয়াতের দাবী করে?
- সাক্ষ্যদাতা : 'কায্যাব'— এটা আরবী শব্দ । 'আমি নবী' একথা সে কোন অর্থে বলে থাকে তা দেখতে হবে ।
- এটর্নী জেনারেল : যদি বিশেষ অর্থে নুবুওয়াতের দাবী করে তাহলে কি এর অনুমতি আছে?
- সাক্ষ্যদাতা : জী হ্যাঁ ।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেবকে বিশেষ অর্থে রাবওয়া গ্রুপ যদি নবী বলে তাহলে কি এর অনুমতি আছে?
- সাক্ষ্যদাতা : (এ কথা) আমি কখন বলেছি?
- এটর্নী জেনারেল : এখনই ।
- সাক্ষ্যদাতা : এটা কিভাবে? রাবওয়ার নাম কোথায় ছিল? একথা কিভাবে এসে গেল?
- এটর্নী জেনারেল : নুবুওয়াতের দাবীকারী 'নবী' শব্দটি যদি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে তাহলে অনুমতি আছে?
- সাক্ষ্যদাতা : জী ।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে অতঃপর আপনাদের বরং রাবওয়াওয়ালাদের মধ্যে মির্যার নুবুওয়াত সম্পর্কে কোন মতবিরোধ থাকল না ।
- সাক্ষ্যদাতা : এই 'রাবওয়া' আবার কোথা থেকে এসে গেল? (অটহাসি)
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা 'হাকীকাতুল অহী' গ্রন্থে বলেছেন, মূসা (আঃ)—এর শরীয়তে কয়েকজন নবী এসেছেন । কিন্তু তারা ছিলেন সরাসরি । এর মধ্যে মূসা (আঃ) এর কোন দখল ছিল না । কিন্তু হযূর (সাঃ)—এর উম্মতে, আমি উম্মতীও এবং নবীও ।
- সাক্ষ্যদাতা : নবী, 'মুহাদ্দাস' অর্থে ।
- এটর্নী জেনারেল : 'মুহাদ্দাস' অর্থে 'নবী' শব্দ ব্যবহার করার, তার অনুমতি আছে?
- সাক্ষ্যদাতা : জী, এই অর্থে অনুমতি আছে ।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে রাবওয়া গ্রুপ কোন অর্থে বলে?

- সাক্ষ্যদাতা : আমিও তো মির্য়া সাহেবের কথা বলি—
- এটর্নী জেনারেল : আর ওরা?
- সাক্ষ্যদাতা : আর ওরা—
- এটর্নী জেনারেল : বলুন?
- সাক্ষ্যদাতা : বলছি যে, মির্য়া সাহেব নুবুওয়াতের দাবী করেন নি।
- এটর্নী জেনারেল : রাবওয়া ফ্রপ বলে যে, তিনি করেছেন।
- সাক্ষ্যদাতা : আমার কাছে মির্য়ার কিতাব আছে।
- সাক্ষ্যদাতা : ওদের কাছেও মির্য়ার কিতাব আছে। তাহলে কি মির্য়ার লেখার মধ্যে বৈপরিত্য ছিল?
- সাক্ষ্যদাতা : বৈপরিত্য তো ছিল না। কিন্তু আমরা মানি না যে, পরিবর্তন হয়েছে, অথচ রাবওয়া ফ্রপ মানে যে, পরিবর্তন হয়েছে এবং বৈপরিত্য দেখা দিয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : অর্থাৎ (মির্য়া) নবী হয়ে গেছেন?
- সাক্ষ্যদাতা : এটা খুবই বাঞ্ছনীয় যে, কারো আকীদা সম্পর্কে সরাসরি তাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত।
- এটর্নী জেনারেল : এটা কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার হস্তক্ষেপ নয়। এর সাথে সমগ্র মিল্লাতের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে।
- সাক্ষ্যদাতা : কারো আকীদায় হস্তক্ষেপ করা সম্পূর্ণ ভুল পদক্ষেপ।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর আপনি কোন মুসলমানকে মির্য়াদা হওয়ার দাওয়াত দেন কেন?
- সাক্ষ্যদাতা : এটা তো দাওয়াত।
- এটর্নী জেনারেল : আমিও আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি।
- সাক্ষ্যদাতা : এটি একটি ভাল দাওয়াত।
- এটর্নী জেনারেল : আমি আপনাকে একথা বলছি না যে, আপনি ওদেরকে কাফির আখ্যা দিন কিংবা না দিন। আমি শুধু এই প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যে, আপনাদের মধ্যে এবং ওদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আপনি স্বয়ং বলেছেন, নবীর প্রশ্নে অর্থাৎ নবীর যে ব্যাখ্যা ওরা করছে আপনারা তার বিরুদ্ধে। তাহলে আমি বলি, মির্য়া সাহেবের মতে, তারা মুসলমান থাকে, কি থাকে না?
- সাক্ষ্যদাতা : আমাদের জন্য এটা দুর্ভাগ্যজনক হবে, যদি আমরা ওদেরকে জিজ্ঞাসা না করে ওদের আকীদা সম্পর্কে কোন ফয়সালা করি।

- এটর্নী জেনারেল : ওদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি। আপনি যদি বলেন তাহলে ভাল হয়।
- সাক্ষ্যদাতা : যা ওরা বলেছে তা ঠিক।
- এটর্নী জেনারেল : ওরা তো বলে যে, যারা (মির্য়াকে) নবী মানে না তারা কাফির।
- সাক্ষ্যদাতা : যদি তারা বলে তাহলে এটা তাদের মর্জি।
- এটর্নী জেনারেল : আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, পার্সীরা কাফির, না কাফির নয়? আপনি কি এর উত্তরে বলবেন, 'না, সবাই পাকিস্তানী, এ ব্যাপারে আমি আর কিছু বলতে চাই না'?
- সাক্ষ্যদাতা : না, আমি তাদের আকায়িদ দেখবো।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি তাদের আকায়িদে হস্তক্ষেপ করবেন?
- সাক্ষ্যদাতা : তাদের আকায়িদ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো। (অট্টহাসিতে সংসদ গুঞ্জনিত হয়ে উঠে।)
- এটর্নী জেনারেল : আকায়িদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ফয়সালা করতে পারি?
- সাক্ষ্যদাতা : ব্যাপারটি আপনি ফয়সালা করে নিন।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব নুবুওয়াতের দাবী করেছেন। একথা তার কিতাবসমূহে লেখা আছে।
- সাক্ষ্যদাতা : প্রকৃত অর্থে নয়। একটি প্রকৃত বাঘকে বাঘ বলা হয়। আবার একজন বীর পুরুষকেও বাঘ বলা হয়।
- এটর্নী জেনারেল : একজন নকল বাঘ। কিন্তু তার অনুসারীরা বলে যে, সে আসল বাঘ ছিল এবং তার মধ্যে আসল বাঘের যাবতীয় গুণাবলী বিদ্যমান ছিল (তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?)
- সাক্ষ্যদাতা : দেখতে হবে গুণাবলী বিদ্যমান ছিল কিনা।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে আসল ও নকলকে খতিয়ে দেখার অনুমতি পাওয়া গেল?
- সাক্ষ্যদাতা : আপনার মর্জি, যিনি শরীয়ত নিয়ে আসেন তিনি প্রকৃত নবী। আর যিনি শরীয়ত নিয়ে আসেন না তিনি নবী নন।
- এটর্নী জেনারেল : ঈসা (আঃ) শরীয়ত নিয়ে আসেন নি। তিনি মূসা (আঃ)-এর ধর্মের অনুসারী ছিলেন। খোদ মির্য়া সাহেব একথা লিখেছেন। তাহলে তো তিনি (ঈসা) শারয়ী নবী হলেন না।
- সাক্ষ্যদাতা : জী, তা-ই।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে মির্য়াও ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় গায়র-শারয়ী নবী হলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : আমি কখন বললাম যে, মির্য়া সাহেব নবী ছিলেন?
- এটর্নী জেনারেল : 'অহীয়ে নুবুওয়াত' আসতে পারে?

- সাক্ষ্যদাতা : 'অহীয়ে নুবুওয়াত' মোটেই আসতে পারে না ।
- এটর্নী জেনারেল : যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমার কাছে অহীয়ে নুবুওয়াত আসে তাহলে সে?
- সাক্ষ্যদাতা : তাহলে সে পুরাপুরি নুবুওয়াতের দাবীদার বলে পরিগণিত হবে ।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব বলেছেন যে, পূর্ববর্তী নবীদের ন্যায় আমার কাছেও অহী আসে?
- সাক্ষ্যদাতা : আমাকে ভেবে দেখতে হবে যে, এরূপ ঘটনা কেন এবং কখন ঘটেছে?
- এটর্নী জেনারেল : যদি মির্য়া সাহেব নুবুওয়াতের দাবী না করে থাকেন তাহলে মুসলমানরা তার বিরোধিতা করল কেন?
- সাক্ষ্যদাতা : কোন বিরোধিতা হয় নি ।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব ইংরেজ আমলে দিল্লী, অমৃতসর, লাহোর, শিয়ালকোট— যেখানেই যেতেন সেখানেই পুলিশ বিদ্যমান থাকত । মির্য়া মাহমুদ বলেন, যেখানে ইউরোপীয়ান থাকত না সেখানে আমাদের বিরাট অসুবিধা হত । তাহলে নিশ্চয়ই মির্য়া সাহেবের বিরোধিতা হয়েছিল । মির্য়া তার বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে বইপুস্তক লিখেছেন এবং তাতে তার মনের ঝাল মিটিয়েছেন । সমগ্র বিশ্বের উলামা তার বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়েছেন, বই পুস্তক লিখেছেন । যদি এটি শুধু 'মুহান্দাস'-এর ব্যাপার হত তাহলে এত বিরোধিতা হত না । এইসব বিরোধিতা তো নুবুওয়াতের দাবীর কারণে হয়েছিল । কিন্তু আপনি তো অতি সহজভাবেই বলে দিলেন যে, মুসলমানরা মির্য়ার বিরোধিতা করে নি । এর অর্থ কি এই যে, আপনি মির্য়ার বিরুদ্ধবাদীদেরকে মুসলমান বলে মনে করেন না?
- সাক্ষ্যদাতা : না জনাব, ব্যাপার তা নয় । আমার কিছুই স্মরণ ছিল না যে, আমাকে কি বলতে হবে । না, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, মির্য়া বশীর মাহমুদের কথা আমাদের জন্য 'হুজ্জাত' (প্রমাণ) নয় । তিনি বিরোধিতার কথা লিখেছেন । সম্ভবতঃ তার একথা ঠিক নয় ।
- এটর্নী জেনারেল : সম্ভবতঃ এটা ঠিক?
- সাক্ষ্যদাতা : এটা কিভাবে?
- এটর্নী জেনারেল : এটা এভাবে যে, পিতার পুত্র তথা মির্য়া কাদিয়ানীর পুত্র মাহমুদ

সব জায়গায় আপন পিতার সাথে যেত। তার একটি বর্ণনা এই যে, আমার পিতা যেখানে যেতেন লোকেরা তাকে গালিগালাজ করত।

- সাক্ষ্যদাতা : তার বয়স তখন কত ছিল?
- এটর্নী জেনারেল : এই উনিশ বছর।
- সাক্ষ্যদাতা : ধরে নিতে পারেন, সে উনিশ বছরের একটি নাবালগ শিশু ছিল। (অটহাসি)
- এটর্নী জেনারেল : আপনাদের কাছে স্বীকার্য যে, মির্য়া খ্রীষ্টান, আর্য ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিরোধিতা করেছেন এবং নিজেকে ইসলামের সেবক হিসাবে পেশ করেছেন। অতঃপর হঠাৎ এমন কি ঘটনা ঘটল যে, সর্বত্র তার বিরোধিতা শুরু হয়ে গেল এবং তা শুরু হলো অত্যন্ত জোরেসোরে। এক যুগে তিনি হিরো, আবার এক যুগে তার সঙ্গে বিরোধিতা-এর কারণ কি?
- সাক্ষ্যদাতা : মির্য়া কোন কোন জায়গায় নিজেকে যাহিরী নবী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাই তার (উপর বিরোধিতা হয়েছিল)
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে নুবুওয়াতের দাবী করেছেন, যদিও যাহিরীভাবে?
- সাক্ষ্যদাতা : যাহিরীভাবে- হ্যাঁ।
- এটর্নী জেনারেল : প্রকৃতপক্ষে তিনি বাঘ ছিলেন না। বাহ্যিকভাবে ছিলেন। অর্থাৎ তিনি নকল, আসল নন।
- সাক্ষ্যদাতা : আপনি পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করেন কেন?
- এটর্নী জেনারেল : মুসলমানদের সাথে মির্য়ার সম্পর্ক কিরূপ ছিল?
- সাক্ষ্যদাতা : সামাজিক সম্পর্ক ভাল ছিল।
- এটর্নী জেনারেল : মুসলমানদের সাথে আহমদীদের বিবাহ-শাদীকে তিনি কি জাযিয় বলতেন?
- সাক্ষ্যদাতা : একথা ব্যাখ্যার দাবী রাখে। শাদী প্রভৃতির মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। আপনি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন না। সামাজিক সম্পর্কের কথা বলুন। দেখুন, আব্দুল্লাহ ইকবাল মির্য়া সাহেবের প্রশংসা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন শীর্ষ স্থানীয় মুসলিম নেতা। মওলভী গোলাম মুয়ীনুদ্দীন কাসুরী বলেছেন, মির্য়া সাহেবের দাবীর পাঁচ বছর পর তিনি মির্য়ার হাতে বায়আত করেছিলেন।

- এটর্নী জেনারেল : কে বায়আত' করেছিলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : স্যার মুহাম্মদ ইকবাল ।
- এটর্নী জেনারেল : ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল?
- সাক্ষ্যদাতা : তা হলে (কে?)—
- এটর্নী জেনারেল : একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি?
- সাক্ষ্যদাতা : শ্রদ্ধেয় জনাব
- এটর্নী জেনারেল : আপনি আমাকে কথা বলতে দেন না কেন?
- সাক্ষ্যদাতা : মাফ করুন ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি আমার নিবেদন শুনুন । আপনি মির্য়া সাহেবের নুবুওয়াত অস্বীকার সম্পর্কিত ১৯০১ সালের পূর্বেকার যে সব রেফারেন্স দিয়েছেন কিংবা সেখান থেকে যেসব রেফারেন্স উদ্ধৃত করেছেন সেগুলো আপনার পক্ষে রয়েছে, তথা আপনার অবস্থানকে সমর্থন করে— কিন্তু যেসব কথা আপনার বিরোধিতা করে সেগুলোর রেফারেন্স আপনি দেন না ।
- সাক্ষ্যদাতা : না জনাব, আমি আমার নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করি ।
- এটর্নী জেনারেল : আল্লামা ইকবাল মির্য়া সম্পর্কে পরে কি বলেছেন?
- সাক্ষ্যদাতা : তা ঠিক আছে ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার পূর্বেকার বর্ণনা একরকম, এখনকার বর্ণনা আবার অন্যরকম— এটা কেন?
- সাক্ষ্যদাতা : এ সম্পর্কে আমি নিবেদন করবো ।
- এটর্নী জেনারেল : মাওলানা মওদুদী মির্য়ায়ীদের বিরুদ্ধে একটি কিতাব লিখেছেন । আল্লামা ইকবাল মির্য়াইয়তের উপর এমন আঘাত হেনেছেন যে, জ্ঞান ও বিজ্ঞতার জগতে মির্য়াইয়ত বিবস্ত্র হয়ে পড়েছে । আপনি এগুলোর উল্লেখ করেন না কেন?
- সাক্ষ্যদাতা : ঠিক আছে, সেগুলোরও উল্লেখ করতে হবে ।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু কিভাবে?
- সাক্ষ্যদাতা : আপনি কি বললেন?
- এটর্নী জেনারেল : আপনি বললেন যে, ইকবাল এই বলেছেন । তার একটি বাক্যও উদ্ধৃত করলেন । আর মাওলানা মওদুদী এই বলেছেন । তারও একটি বাক্য উদ্ধৃত করলেন । আল্লামা ইকবাল কি ১৯৩০ সনে বলেন নি যে, 'এটা কি ধরনের জুলুম হয়ে গেল? এ মানুষটি

(মির্য়া) এ কী করে বসলো? দেখুন, আমি উকীল, আদালতে যাই। তখন (হয়ত) তিনটি দৃষ্টান্ত আমার বিপক্ষে এবং চারটি দৃষ্টান্ত আমার পক্ষে থাকে। যদি আমি আমার পেশাকে কিছুমাত্র জানি, আর যে উকীলই আপন পেশাকে কিছুমাত্র জানেন তিনি, যে দৃষ্টান্ত তার বিরুদ্ধে সেটাকেও সামনে নিয়ে আসেন (এবং তার জবাব দেন)। অতঃপর যা তার পক্ষে সেটাকে পেশ করেন। কিন্তু আপনি পূর্বের কথা বলেন, পরের কথা বলেন না। জওহার লাল নেহরু যখন ক্ষমতায় আসীন হতে লাগলেন তখন ১৯৩৫-৩৬ সনে কাদিয়ানীরা কত বড় বড় সভা করল, মিছিল বের করল। তারা বললো, ভাই, ইনি দেশী পয়গাঘর হচ্ছেন। অতঃপর আল্লামা ইকবাল ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাদের বিরোধিতা করলেন। আপনি এগুলোর উল্লেখই করেন না। তাহলে আপনি এমন মানুষের উল্লেখ যদি না করেন, যারা আপনাদের কঠোর বিরোধিতা করেছে এবং বলেন, 'যে বাক্য আমার পক্ষে যায় তা আমি নেব' তাহলে এতে আপনার কেস নষ্ট হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত যখন আসল কথা প্রকাশ পাবে তখন আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, আপনার কেস নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের সাহায্য করা আপনার উচিত। সংসদকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আপনি সংসদ-সদস্যদের সাথে যখন এরূপ করছেন তখন অবশিষ্ট সাধারণ লোকদের সাথে কি করবেন তা সহজেই অনুমেয়। আপনি আপনার উত্তরে মূল বিষয়কে হালকা করে ফেলেন। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে সে প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করতে হয়। শেষ পর্যন্ত আপনি কেন এরূপ করছেন বলুন? সম্ভবতঃ আপনি এই চান যে, সঠিক পরিস্থিতি সংসদ-সদস্য কিংবা জাতির সামনে না আসুক, যাতে তারা কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারে। এবার আপনি শুধুমাত্র একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। প্রশ্নটি হলো, গায়র আহমদীদের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন কি আপনারা বৈধ বলে মনে করেন?

সাক্ষ্যদাতা : বৈধ মনে করি।

এটর্নী জেনারেল : প্রথমে কি বলেছেন?

সাক্ষ্যদাতা : আই এ্যাম সরী (আমি দুঃখিত)।

এটর্নী জেনারেল : আপনাদের খলীফা নূরুদ্দীনের আমলে, জনৈক আহমদী যখন জনৈক গায়র আহমদীর সাথে আপন মেয়ের বিবাহ দেয় তখন প্রথম খলীফা তাকে ইমামত থেকেও হটিয়ে দেন, তাকে জামাআত থেকেও বের করে দেন এবং আপন দীর্ঘ ছয় বছরের

খেলাফত আমলে তার তাওবা কবুল করেন নি— এতদসত্ত্বেও যে, সে বার বার তাওবা করত। ‘আনওয়ারে খিলাফত’ পুস্তকে এই রেফারেন্স রয়েছে।

- সাক্ষ্যদাতা : ‘আনওয়ারে খিলাফত’ পুস্তক মির্যা বশীর মাহমুদের লেখা।
- এটর্নী জেনারেল : যার লেখাই হোক, ঘটনা সত্য, না মিথ্যা?
- সাক্ষ্যদাতা : আমার স্মরণ নেই। শেষ পর্যন্ত ঐ লোকটি কি ছিল? ছয় বছর পরই বা কি হলো?
- এটর্নী জেনারেল : ছয় বছরই তো তিনি খলীফা ছিলেন। অতঃপর কি হলো? অতঃপর নুরুদ্দীন মরে গেলেন এবং লোকটির তাওবা কবুল করলেন না।
- সাক্ষ্যদাতা : আমার জানা নেই এখানে কি চক্রর রয়েছে।
- জনৈক সংসদ সদস্য : মির্য়াইয়তই হচ্ছে চক্রের নাম।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে দেখুন, আল্লামা ইকবাল (মির্য়াইয়তের) বিরোধিতায় পুস্তক লিখেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন এবং তিনি মির্য়াইয়তের ঘোর বিরোধীদের অন্যতম। এটা কি ঠিক, না ঠিক নয়?
- সাক্ষ্যদাতা : এটা ঠিক।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে মির্য়ার বিরোধিতা হয়েছিল?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী। (অট্টহাসি) . . . কিন্তু আল্লামা ইকবালের ভাই আহমদী হয়ে গিয়েছিল।
- এটর্নী জেনারেল : আল্লামার ভাইয়ের মাধ্যমে আপনারা আল্লামাকে আপনাদের সমর্থক বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী— না।
- এটর্নী জেনারেল : মানুষের সাথে তার (মির্য়া কাদিয়ানীর) সম্পর্ক কিরকম ছিল?
- সাক্ষ্যদাতা : দেখুন, কোন কোন স্থলে আমি স্বীকার করি যে, বিরোধিতা হয়েছিল। জানাযা নষ্ট হয়েছে, লাশ মুসলমানদের কবরে দাফন করা হয় নি এবং এর কারণে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : যাক, এবার বলুন, মির্য়া বশীর ১৮৯৮সনে বলেছেন, “আপন দলের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য মির্য়া সাহেব এই শর্ত আরোপ করেন যে, আহমদী মেয়ে কোন গায়র-আহমদীর কাছে বিবাহ দেওয়া যাবে না।” আপনারা কি আপনাদের কোন বই পুস্তকে তার (মির্য়া বশীরের) একথার বিরোধিতা করেছেন?

- সাক্ষ্যদাতা : আমার স্বরণ নেই।
- এটর্নী জেনারেল : যেখানে এমন কোন মুসলমান ইমাম হয়, যে আপনাদের জামাআতের সাথে সম্পর্ক রাখে না আপনারা তার পিছনে নামায পড়েন?
- সাক্ষ্যদাতা : যারা মির্যার বিরোধিতাকারী নয় তাদের পিছনে আমরা নামায পড়ি।
- এটর্নী জেনারেল : 'বিরোধিতাকারী নয়' অর্থ কি?
- সাক্ষ্যদাতা : অর্থাৎ যারা মির্যাকে কাফির বলে না।
- এটর্নী জেনারেল : যে কাফির বলে?
- সাক্ষ্যদাতা : সে কাফির বলার কারণে নিজেই কাফির হয়ে যায়। এ কারণে আমরা তার পিছনে নামায পড়ি না।
- এটর্নী জেনারেল : যে মির্যাকে কাফির বলে সে কাফির?
- সাক্ষ্যদাতা : জী।
- এটর্নী জেনারেল : সমগ্র মুসলমান মির্যাকে কাফির বলে। অতএব তারা কি কাফির?
- সাক্ষ্যদাতা : দেখুন না?
- এটর্নী জেনারেল : জবাবে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলুন।
- সাক্ষ্যদাতা : হ্যাঁ।
- এটর্নী জেনারেল : সমগ্র মুসলমান কাফির হয়ে গেল?
- সাক্ষ্যদাতা : ঠিক আছে, কিন্তু
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর কিন্তু কি?
- সাক্ষ্যদাতা : ঠিক আছে।
- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, যে ব্যক্তি মির্যার কুফরীর ফতওয়া দিল তার পিছনে আপনারা নামায পড়েন না?
- সাক্ষ্যদাতা : একেবারে ঠিক কথা। আপনি ঠিক বলেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা কাদিয়ানীর পুত্র, যে আহমদী হয় নি তার জানাযার নামায মির্যা পড়েছিলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : সে তার বিরোধিতাকারী ছিল।
- এটর্নী জেনারেল : সে মির্যার উপর কুফরীর ফতওয়া দিয়েছিল? রেফারেন্স দিন—
- সাক্ষ্যদাতা : অন্য কোন কারণ থেকে থাকবে।

- এটর্নী জেনারেল : কি?
- সাক্ষ্যদাতা : তার সাথে মির্য়ার সামাজিক সম্পর্ক ভাল ছিল না।
- এটর্নী জেনারেল : সে তো মির্য়ার বাধ্য ছিল। মির্য়ার এত সেবা করেছিল, যা কোন আহমদী করে না। স্বয়ং মির্য়া তার প্রশংসা করেছেন। এর রেফারেন্স বিদ্যমান আছে। তাহলে ফতওয়া না দেওয়া সত্ত্বেও মির্য়া কেন তার জানাযার নামায পড়েন নি?
- সাক্ষ্যদাতা : পড়েন নি।
- এটর্নী জেনারেল : কেন?
- সাক্ষ্যদাতা : সম্পর্ক খারাপ ছিল।
- এটর্নী জেনারেল : কি ধরনের খারাপ ছিল?
- সাক্ষ্যদাতা : জানি না।
- এটর্নী জেনারেল : আমি বলে দিই?
- সাক্ষ্যদাতা : অনুগ্রহ হবে যদি বলে দেন।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া কাদিয়ানী বলেছিলেন, আহমদ বেগ আপন মেয়ে মুহাম্মদী বেগমকে আমার সাথে বিয়ে দেয় না। (অতএব) তুমি তার আত্মীয়ের মেয়ে অর্থাৎ তোমার স্ত্রীকে তলাক দিয়ে দাও। অন্যথায় আমি তোমার মাকে তলাক দিয়ে দেব। এটা কারণ হবে।
- সাক্ষ্যদাতা : না, এটা কারণ নয়। আপনি অকারণে মুহাম্মদী বেগমের ঘটনা এখানে টেনে নিয়ে এসেছেন। এর সাথে মূল আলোচনার কি কোন সম্পর্ক আছে? আপনি অযথা আমাকে বিরক্ত করবেন না। এতে আপনার কী লাভ বলুন?
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে বলুন, বাধ্য ছেলে ছিল, সে ফতওয়া দেয় নি, অতঃপর কেন তার জানাযা মির্য়া পড়লেন না?
- মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী : নামাযের সময় হয়ে গেছে।
- চেয়ারম্যান : ঠিক আছে, এক মিনিট—
- এটর্নী জেনারেল : কোন কারণ আপনার জানা নেই?
- সাক্ষ্যদাতা : না জনাব, কোন কারণ জানা নেই।
- এটর্নী জেনারেল : কি কারণে তিনি জানাযার নামায পড়ান নি? আপনি কি কারণের কথা যেন বলেছিলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : আমি বলেছি যে, পারিবারিক সম্পর্ক খারাপ ছিল।

- এটর্নী জেনারেল : কোন কথায়?
- সাক্ষ্যদাতা : অনেক কথা আছে।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন না, পুত্র যদি পিতার কথা না মানে তাহলে পিতা অসন্তুষ্ট হন— একথা তো ঠিক?
- সাক্ষ্যদাতা : দেখুন না, আপনি দু'চারটি উদাহরণ দেবেন। একানব্বই বছরের পুরাতন ঘটনা। এর বিস্তারিত বিবরণ আপনি আমার কাছে জানতে চাচ্ছেন এই বলে যে, ঐ ঘরে (পরিবারে) কি ঘটনা ঘটেছিল? আমি নিবেদন করেছি যে, সম্পর্ক খারাপ ছিল।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার জানা নেই?
- সাক্ষ্যদাতা : না। আমি নিবেদন করেছি যে, সম্পর্ক খারাপ ছিল। এটাই আমার জানা। কিন্তু এটা অপরিহার্য কারণ ছিল না। তবে সম্পর্ক খারাপ ছিল।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন না, নামাযের সময় হয়ে যাচ্ছে। একটি নিবেদন করবো। আপনি উত্তর দেন এই বলে যে, 'সম্পর্ক খারাপ ছিল, পিতা নারাজ ছিলেন, জানাযা পড়েন নি।' কিন্তু পিতা বলেন, '(ছেলে) বাধ্য ছিল, খুব সেবা করেছে— এমন সেবা, যা কোন আহমদী করতে পারবে না।' আপনি তার (মির্যার) এসব কথা কিভাবে রিজেক্ট (অগ্রাহ্য) করবেন? এ বিষয়টির উপর চিন্তা ভাবনা করুন। নামাযের পর কথা হবে।
- (নামাযের পর অধিবেশন শুরু হয়)
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা মাহমুদের কিতাব 'আনওয়ায়ে খিলাফত' এর ৯১ পৃষ্ঠায় গায়র— আহমদীর জানাযা পড়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— "মির্যা সাহেবের এক পুত্র মারা যায়, যে মৌখিকভাবে তাকে সত্য বলে স্বীকার করত। যখন সে মারা গেল তখন আমার স্মরণ আছে, তিনি (মির্যা সাহেব) পায়চারি করছিলেন এবং বলছিলেন, এই পুণ্যবান ছেলেটি কখনো দুষ্টামি করে নি, বরং আমার অনুগতই ছিল। একদা আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং ভয়ানক অসুস্থতার কারণে মূর্ছা যাই। যখন আমার চেতনা ফিরে আসে তখন দেখতে পাই যে, সে আমার পাশে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দরদ ভরে কাঁদছে। যাহোক তিনি বলতেন, সে আমাকে অত্যন্ত সম্মান করত। কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তিনি তার জানাযা পড়েন নি। অন্যথায় সে এত অনুগত ছিল, যেকোনো অনুগত কোন কোন আহমদীও হয়ত হবে না। মুহাম্মদী বেগমকে উপলক্ষ করে যখন

ঝগড়া হল তখন তার (মির্যার পুত্রের) স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন ও তার (মুহাম্মদী বেগমের) সাথে যোগ দিল। হযরত সাহেব তখন তাকে বলেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। সে তালাকনামা লিখে হযরত সাহেবের কাছে এই বলে পাঠিয়ে দিল, ‘আপনার যেভাবে মর্জি সেভাবেই করুন।’ কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন সে মারা গেল তখন তিনি তার জানাযা পড়লেন না।” আমি জিজ্ঞাসা করি, এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সে (মির্যার পুত্র) সব সময়ই তার (মির্যার) বাধ্য ছিল, কিন্তু আপনি বলছেন, সামাজিক সম্পর্ক এমন ছিল, যার ভিত্তিতে এত উচ্চ স্তরের একজন মানুষ যিনি নিজেকে ‘মুহাদ্দাস’ মনে করতেন— তিনি আপন পুত্রের জানাযা পড়েন নি।

- সাক্ষ্যদাতা : জনাব, এ কিতাবটি মির্যা বশীরের লেখা। এটা আমাদের জন্য হুজ্জাত (দলীল) হিসাবে গণ্য নয়।
- এটর্নী জেনারেল : এই ঘটনা হুজ্জাত, না হুজ্জাত নয়?
- সাক্ষ্যদাতা : কিতাব হুজ্জাত নয়।
- এটর্নী জেনারেল : নবী (সাঃ)-এর কোন শত্রু যদি তার কোন বাণীকে উদ্ধৃত করে তাহলে আমরা সঠিক বাণীকেও কি সঠিক বলে স্বীকার করব না? তাছাড়া মির্যা বশীর তো মির্যা কাদিয়ানীর শত্রু ছিলেন না।
- সাক্ষ্যদাতা : কিন্তু ঘটনা কি তা তো দেখবেন।
- এটর্নী জেনারেল : এটাই তো আমি বলছি।
- সাক্ষ্যদাতা : আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন।
- সাক্ষ্যদাতা : কি?
- এটর্নী জেনারেল : ‘রিভিউ অব রিলিজিয়নস্’ পত্রিকার ১২৯ পৃষ্ঠায় মির্যা বশীর আহমদ এম.এ- যিনি মির্যা সাহেবের পুত্র- লিখেছেন, গায়র আহমদীদের সাথে হযরত মাসীহ মাওউদ সেই আচরণ বৈধ রাখেন, যা বৈধ রাখতেন নবী করীম (সাঃ) খ্রীষ্টানদের সাথে। গায়র-আহমদীদের সাথে আমাদের নামায পৃথক করা হয়েছে, ওদের সাথে মেয়ে বিবাহ দেওয়া হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, ওদের জানাযা পড়া থেকে আমাদের বিরত রাখা হয়েছে। এবার বাকি (কি থাকলো)?
- সাক্ষ্যদাতা : কি থাকলো?
- এটর্নী জেনারেল : কি থাকলো, যা আমরা ওদের সাথে করতে পারি। মানবীয়

সম্পর্ক দু'রকমের হয়ে থাকে। একটি ধর্মীয় অপরটি পার্শ্বিক। ধর্মীয় সম্পর্কের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো একত্রে ইবাদত করা। আর পার্শ্বিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো বৈবাহিক সম্বন্ধ। অতএব এ উভয়টিই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যদি বল যে, এ স্থলে ওদের মেয়েদের বিবাহ করার অনুমতি রয়েছে— তাহলে আমি বলবো, খ্রীষ্টান মেয়েদের বিবাহ করারও তো অনুমতি রয়েছে। আর যদি বল যে, গায়র-আহমদীদের কেন সালাম করা হয়— তা হলে এর জবাব হবে এই যে, নবী করীম (সাঃ) যাহুদীদের সালামের জবাব পর্যন্ত দিয়েছেন। অতএব একথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, গায়র আহমদীর সাথে আহমদী মেয়ের বিবাহকে খারাপ মনে করা হয়। কোন কোন সময় এ ধরনের বিবাহ হয়ে যায় বটে, তবে সেটা অন্যকথা। কিন্তু মির্যা সাহেবের নির্দেশ তা-ই, যা আমি আপনাকে পড়ে শুনিয়েছি। তিনি ১৮৯৮ সালে বলেছেন যে, আপনারা এরূপ করবেন না।

- সাক্ষ্যদাতা : এই বশীর আহমদ এম, এ সাহেবও আমাদের জন্য হুজ্জাত নন।
- এটর্নী জেনারেল : ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মওলভী মুহাম্মদ আলী।
- সাক্ষ্যদাতা : কিন্তু একথার সাথে তার একমত হওয়া জরুরী নয়।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু তিনি যে দ্বিমত ছিলেন— একথার কি কোন প্রমাণ আছে?
- সাক্ষ্যদাতা : চেক করে বলবো।
- এটর্নী জেনারেল : এটা ১৯০৬ সনের, রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স-এর অপর একটি রেফারেন্স।
- সাক্ষ্যদাতা : এটাও নোট করে নিচ্ছি।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি মওলভী মুহাম্মদ আলীর এই রেফারেন্সও কি মানেন না?
- সাক্ষ্যদাতা : চেক করে নেব।
- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, মির্যাকে অস্বীকারকারী কি প্রকৃত কাফির হয় না?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী-না, হয় না।
- এটর্নী জেনারেল : এবং মুসলমান থাকে?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী-হ্যাঁ।
- এটর্নী জেনারেল : এতদসত্ত্বেও আপনারা কেন তার পিছনে নামায পড়েন না?
- সাক্ষ্যদাতা : চেক করে নেব। (সংসদে তখন আওয়াজ উঠে 'চেক বুক', 'চেক বুক'।)

- জনৈক সদস্য : চেকিং ক্লার্ক।
- এটর্নী জেনারেল : 'মুহাদ্দাস' কি নবীর লেবেলের হন না?
- সাক্ষ্যদাতা : জী-হ্যাঁ।
- এটর্নী জেনারেল : এখন যদি মুহাদ্দাস বলেন যে, ইবনে মারইয়ামের কথা ছাড়া, তার চাইতে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে গোলাম আহমদ?
- সাক্ষ্যদাতা : কবিতার বাঁধনের প্রতি লক্ষ্য করুন, ইনি (কবি তথা মির্যা কাদিয়ানী) রাসূলুল্লাহর প্রেমে আত্মহারা। এই ধারণা ছেড়ে দাও যে, এক ব্যক্তি বাইরে থেকে এসে উম্মতে মুহাম্মদীর সংস্কার করবে। তিনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর গোলাম, যেহেতু এই শব্দ তার নামের মধ্যে কিছুটা পাওয়া যায়— গোলাম আহমদ অর্থাৎ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর গোলাম।
- এটর্নী জেনারেল : আমি বুঝে গেছি। কিন্তু গোলাম আহমদ, আহমদের গোলাম, আল্লাহর বান্দা কেন দাবী করবে যে, সে নবী থেকে শ্রেষ্ঠ।
- সাক্ষ্যদাতা : দেখুন, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর দায়েরাই-আমল (কর্মক্ষেত্রের আওতা) বিশ্বব্যাপী। কিন্তু ঈসা (আঃ) এর সীমিত।
- এটর্নী জেনারেল : হযর (আঃ)-এর পবিত্র সত্তা নিয়ে আলোচনা করছি না। আপনি বলুন যে কোন উম্মতী গোলাম কি বলতে পারে, আমি ঐ সমস্ত নবীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ, যাদের উল্লেখ কুরআন শরীফে রয়েছে? কোন দিক দিয়েই কি আপনি এটাকে বৈধ মনে করতে পারেন?
- সাক্ষ্যদাতা : আমি নিবেদন করছি যে, এখানে তিনি 'গোলাম আহমদ' দ্বারা কোন ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করেন নি।
- এটর্নী জেনারেল : 'আহমদ' তো হতে পারে না। তিনি তো 'গোলাম আহমদ' বলেছেন—
- সাক্ষ্যদাতা : জী-না, নিজের উল্লেখ করেন নি।
- এটর্নী জেনারেল : 'গোলাম আহমদ' অর্থ কি 'আহমদ'?
- সাক্ষ্যদাতা : হ্যাঁ।
- এটর্নী জেনারেল : এটা তো আরো খারাপ কথা আপনি বলে দিলেন যে, গোলাম আহমদ অর্থ আহমদ।
- সাক্ষ্যদাতা : আমি বলি নি। আপনি বলিয়েছেন।
(অট্টহাসি)
- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা এবার বলুন, মির্যা সাহেব বলেছেন—

حسب بشارت آدم
عیسی کجا هست کہ پابنہد بمنبرم

“সুসংবাদ অনুযায়ী আমি এসেছি,

কোথায় ঈসা, যিনি আমার মিসরের উপর পা রাখবেন?
(নুযুলুল মাসীহঃ পৃষ্ঠা-৯৯)

এখানে তো মধ্যখানে ‘আহমদ’ আসে নি। তিনি শুধুমাত্র
নিজের উল্লেখ করছেন এবং ঈসার সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে
গেছে।

- সাক্ষ্যদাতা : ঈসা কোথায়? তিনি তো মৃত্যুবরণ করেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : ঈসা আপন পা-ও আমার মিসরের উপর রাখতে পারবেন না।
(-একথার অর্থ?)
- সাক্ষ্যদাতা : রাখতে পারবেন না। কেননা এটা মুহাম্মদ আরবীর মিসর।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা গোলাম আহমদের মিসর কি হযূর (সাঃ)-এর মিসর?
- সাক্ষ্যদাতা : কি বললেন? (সংসদ থেকে জোর ধ্বনি উঠল যে, এর বক্তাকানি
বন্ধ করিয়ে দাও) না জনাব, আপনি বুঝেন নি। আমি বলেছি যে,
ঈসা (আঃ) কোথায়? তিনি তো মৃত্যুবরণ করেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : হযূর (সাঃ) তো মৃত্যুবরণ করেছেন। তাহলে মির্যার জন্য একথা
বলাও কি জায়য হয়ে গেছে যে, কোথায় হযূর (সাঃ), যিনি
আমার মিসরের উপর পা রাখবেন?
- সাক্ষ্যদাতা : এরূপ বলেন নি।
- এটর্নী জেনারেল : যা বলেছেন?
- সাক্ষ্যদাতা : তা তো আমি বলতে পারি না।
- এটর্নী জেনারেল : মির্যা বলেছেন যে-

انبياء گرچه بوده اند بسے

من به عرفان نہ کمتر از کسی

“যত নবীই এ যাবত অতিবাহিত হয়েছেন,

ইরফান ও বিজ্ঞতায় আমি কারো চাইতে কম নই।” (নুযুলুল
মাসীহ)

একথা কি কোন মুহাদ্দাস বলছেন অথবা কোন নবী

বলছেন? আর মুকাবালাও তো করছেন নবীদের সাথে। এখন আমি আপনার কাছে নিবেদন করবো যে, একজন মুহাদ্দাস ব্যক্তি, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জুতার উপর উপবেশনকারী একজন ব্যক্তি স্বয়ং বলে যে, আমি তার গোলাম এবং দাবী করে যে, আমি সব নবীকে মানি, কিন্তু যখনই ওদের সাথে নিজের তুলনা করে তখন কোন একজন নবীকে নিয়ে টানা হেচড়া শুরু করে বলে, তিনি বা তারা আমার মুকাবালা করতে পারবেন না। এবার বলুন, যতক্ষণ না সে নুবুওয়াতের দাবী করে ততক্ষণ এরূপ কথা কেমন করে বলে?

সাক্ষ্যদাতা : কিছু 'মুহকামাত' (সুস্পষ্ট, দৃঢ়ত্বহীন) আছে এবং কিছু 'মুতাশাবিহাত' (রূপক)। এগুলো হচ্ছে মুতাশাবিহাত।

এটর্নী জেনারেল : 'মুতাশাবিহাত'-এর উপর বিস্তারিতভাবে ঈমান আনা জরুরী নয়, মোটামুটি ভাবে ঈমান আনলেই চলে।

সাক্ষ্যদাতা : জী হ্যাঁ।

এটর্নী জেনারেল : তাহলে মোটামুটিভাবে মিথ্যা সমগ্র নবী থেকে অগ্রণী?

সাক্ষ্যদাতা : আমি বলে দিয়েছি। (নাউয়ু বিল্লাহ)

এটর্নী জেনারেল : এক শ' বার বলেছেন যে, আমি নবী নই, আবার হাজার বার বলেছেন যে, আমি নবী। তার কথার এই বৈপরিত্য কিভাবে দূর করা যাবে, কিংবা এটাকে কি তার ধূর্তামি চাল মনে করা হবে?

সাক্ষ্যদাতা : আপনার মর্জি। (অট্টহাসি)

এটর্নী জেনারেল : অতঃপর মিথ্যা বলেছেন,
 آنچه داد است هر نبی را جام
 داد آن جام را مرا به تمام

“সমগ্র নবীকে যে পেয়ালা নুবুওয়াত দেওয়া হয়েছে,
 আমাদের সে পেয়ালা তাদের চাইতে

অধিক পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে।”

— তার এই দাবী দেখেও কি আপনি বলবেন যে, তিনি 'মুহাদ্দাস'?

সাক্ষ্যদাতা : তিনি মুহাদ্দাসই।

এটর্নী জেনারেল : আপনারা কি তাকে যিহ্মী কিংবা মাজাযী নবী বলেন?

সাক্ষ্যদাতা : গায়র হাকীকী (প্রকৃত নন এমন)।

এটর্নী জেনারেল : জা'লী (জাল), নকলী (নকল)?

- সাক্ষ্যদাতা : না, যিন্মী অথবা মাজাযী ।
- এটর্নী জেনারেল : মির্খা এও কি বলেছেন যে, মুসলমানরা যদি নারাজ হয় তাহলে নবী শব্দকে কর্তিত (রহিত) মনে করবেন?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ ।
- এটর্নী জেনারেল : আবদুল হাকীম কালানুরদীর সাথে তার বিতর্ক হয়েছিল?
- সাক্ষ্যদাতা : তখন তিনি বলেছিলেন যে, এটাকে কর্তিত মনে করবেন ।
- এটর্নী জেনারেল : কর্তিত মনে করবেন?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ ।
- এটর্নী জেনারেল : রদকৃত (রহিত)?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ ।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর মির্খা নুবুওয়াত শব্দ নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন । একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, একজন বিরাট ব্যক্তি এবং আপনাদের মতে মুহম্মদ- তার এই চরিত্রগুণ এই হয়ে থাকে যে, সে যে কথা বলে পরিষ্কার করে বলে এবং সে কথার উপর দৃঢ় থাকে । কিন্তু তিনি (মির্খা) একটার পর একটা চালবাজি করেছেন । এমতাবস্থায় একজন চালবাজ ও প্রবঞ্চককে আপনি কী বলবেন? এটা কেন (বলুন তো)?
- সাক্ষ্যদাতা : মির্খা 'মামূর' (আদিষ্ট) হওয়ার কারণে এ কৌশলটি কাজে লাগিয়েছেন ।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে কি কোন মামূর খোদার হুকুম এবং নুবুওয়াতের খেতাব পাওয়ার পরও বলে যে, এই শব্দকে কর্তিত (রহিত) মনে করতেন ।
- সাক্ষ্যদাতা : এটি একটি কঠিন বিষয় ।
- এটর্নী জেনারেল : এটিও 'মুতাশাবিহাত' (রূপক) হয়ে থাকবে ।
(অট্টহাসিতে সংসদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠে)
- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, মির্খা বলেছেন, যে আমাকে মানে না সে খোদা ও রাসূলের অস্বীকারকারীর ন্যায় কাফির । এই রেফারেন্স কি ঠিক?
- সাক্ষ্যদাতা : রেফারেন্স ঠিক । একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, সে খোদা-রাসূলের অস্বীকারকারী, তাই কাফির ।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে মির্খার অস্বীকারকারী খোদা ও রাসূলের অস্বীকারকারী । কেননা তিনি 'ফিরিস্তাদা' (খোদা কর্তৃক প্রেরিত) ।

- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী, এরূপই হবে ।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া বলেছেন, 'সত্য খোদা তিনিই যিনি কাদিয়ানে আপন রাসূল পাঠিয়েছেন।' এর অর্থ কি?
- সাক্ষ্যদাতা : খোদার ফিরিস্তাদা ।
- এটর্নী জেনারেল : 'রাসূল' আর 'ফিরিস্তাদা' এক বস্তু?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ ।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে আপনারা 'রাসূল' শব্দ ব্যবহার করতে ভয় পান কেন?
- সাক্ষ্যদাতা : ভয় পাই না । বলি, ফিরিস্তাদা অর্থ রাসূল ।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া এও বলেছেন, 'যে অহী আমার উপর নাযিল হয়েছে তা তেমনি পবিত্র, যেমন পবিত্র ছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ অহী ।'
- সাক্ষ্যদাতা : আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, মির্য়া সাহেব বলেছেন, 'আমার উপর সেরূপই অহী নাযিল হয় ।'
- এটর্নী জেনারেল : বলেছেন, 'আমি এর উপর এরূপই ঈমান রাখি এবং এটাকে এরূপই পবিত্র মনে করি ।'
- সাক্ষ্যদাতা : অর্থাৎ অহী হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই । সেরূপই অহী । তবে তিনি তো তার অহীকে কুরআনের সমতুল্য বলেন নি ।
- এটর্নী জেনারেল : 'রুহানী খাযায়িন : ২২ শ' খন্ড : পৃষ্ঠা- ২৫৪' দেখে নিন । তাতে তিনি বলেছেন, এই পবিত্র অহীর উপর আমি সেরূপই ঈমান আনি যেরূপ ঈমান আনি আল্লাহ তাআলার ঐ সমস্ত অহীর উপর, যা আমার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে ।
- সাক্ষ্যদাতা : অর্থাৎ 'অহী যাকীনী' (নিশ্চিত অহী) ।
- এটর্নী জেনারেল : এবং মধ্যে ফিরিস্তাদা অথবা রাসূল শব্দ আছে?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ ।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে অতঃপর?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ ।
- এটর্নী জেনারেল : নবী করীম যখন কোন উচ্চস্তরের লোকের সাথে আলাপ করেন তখন কথা অন্যরূপ হবে এবং এর স্টেটাস (status) ও হবে অন্য । আর যখন কোন নিম্ন স্তরের লোকের সাথে আলাপ করেন তখন স্টেটাস হবে অন্য । আর যখন কোন সাধারণ লোকের সাথে আলাপ করেন তখন স্টেটাস হবে অন্য ।

- সাক্ষ্যদাতা : এ সমস্ত আকায়ীদের কথা । এটা সম্ভব যে, আমি আমার আকীদা আপনাকে বিশ্বাস করাতে পারব না ।
- এটর্নী জেনারেল : ইচ্ছা করে বর্ণনা করছেন না । বিশ্বাস করানো অন্য কথা, আর বর্ণনা করা অন্য কথা । আপনি বর্ণনা করুন তো?
- সাক্ষ্যদাতা : না, না ।
- এটর্নী জেনারেল : এটা তো ব্যাখ্যা চাচ্ছে?
- সাক্ষ্যদাতা : আমি কি নিবেদন করবো?
- এটর্নী জেনারেল : কিছু এতে তো মিথ্যা নবী না হওয়ার কথা বলেন নি । তিনি তো নবীদের অহী ন্যায় নিজের অহীকেও পবিত্র বলছেন । 'কুরআন ও ইনজীলের ন্যায় ঈমান আনি উভয়ের উপর ।'
- সাক্ষ্যদাতা : এটা নয়, উভয়ের উপর একইভাবে কেমন?
- এটর্নী জেনারেল : ইসলাম অত্যন্ত সহজ সরল, গরীব জনসাধারণের ধর্ম ছিল । আপনারা কেন এটাকে এত জটিল করে তুলছেন?
- সাক্ষ্যদাতা : জনাব, এটা আমাদের মত সরল সহজ লোকের জন্য ।
- এটর্নী জেনারেল : একদম সরল সহজ লোকের জন্য । এই যে মিথ্যা সাহেব বলেন, আমি নবী, আমি বুরুযী, আমি মাজাযী, আমি নবী নই— এর দ্বারা কি তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম প্রচার, না ইসলামকে কনফিউজড (গোলমালে) করে তোলা? আপনি এ সম্পর্কে বলুন । দেখুন, আমি একজন উকীল । এক মাস যাবৎ (এ বিষয়টির পিছনে) লেগে আছি । এখনো (নিশ্চিতভাবে) জানতে পারলাম না মিথ্যা সাহেব এ সম্পর্কে কি বলতেন ।
- সাক্ষ্যদাতা : জনাব, আমি নিবেদন করছি ।
- এটর্নী জেনারেল : একে তো পনেরো দিন ওরা (কাদিয়ানী গ্রুপ) বক্তৃতা করলেন । কিন্তু বিষয়টি পরিষ্কার করতে পারলেন না । এখন আপনি কথা বলছেন এবং আপনিও পরিষ্কার করতে পারছেন না । এবার অনুমান করুন, এমতাবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা কি হবে? এর চাইতে বড় ফিতনা আর কী হতে পারে যে, আপনি বার বার এর এক একটা অর্থ বের করছেন ।— বুরুযী, মাজাযী, আসলী (প্রকৃত) নবী, নকলী নবী, ঐ অহী এমনি পবিত্র, ঐ অহী পবিত্র নয় (ইত্যাদি) । আপনি বলেন যে, এটা সরল দ্বীন, স্টেট ফরওয়ার্ড দ্বীন, যার মধ্যে ভ্রান্তি সৃষ্টির কোন অবকাশই নেই । তাহলে এবার বলুন, তিনি (মিথ্যা কাদিয়ানী) বলেছেন, 'আমার অহী সেরূপ

পবিত্র যেরূপ পবিত্র অন্যান্য নবীদের উপর অবতীর্ণ অহী। আমি এর (আমার অহীর) উপর সেরূপই বিশ্বাস রাখি।’ আর আপনি বলছেন, ‘ব্যাপার এটা নয়, বরং এরূপ এই সাহেবযাদা সাহেব (মির্য়া বশীর) কথাকে খুবই গোলমালে করে ফেলেন।’

সাক্ষ্যদাতা : বুঝার মধ্যে গোলমালে হয়ে যায়। তার (মির্য়া কাদিয়ানীর) কথার মধ্যে তো কোন কনফিউশন নেই। কুরআন মজীদ পাঠকারীও তো কনফিউজড হয়ে যায়।

এটর্নী জেনারেল : ইন্না লিল্লাহ্। কুরআন মজীদ তো সহজ সরল দ্বীন। কুরআন বলে, ‘খাতামুন নবীয়েন’ অর্থ মুহুরাংকিত—সীলমারা। আপনারা বলেন, জানালা খোলা রয়েছে। কেউ কেউ আবার বলেন, খোলা নয়, বন্ধ।

সাক্ষ্যদাতা : আমরা বলি না।

এটর্নী জেনারেল : কিন্তু যারা বলেন তারাও তো তারই (মির্য়া কাদিয়ানীরই) অনুসারী।

সাক্ষ্যদাতা : হয়ে থাকবেন।

এটর্নী জেনারেল : হয়ে থাকবেন নয়, আছেন।

সাক্ষ্যদাতা : জ্বী, কিন্তু আমরা বলি না।

এটর্নী জেনারেল : অতঃপর ‘লা নাবীয়া বা’দী’ হাদীসটি দেখুন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, আমার পরে কোন নবী নেই। কিন্তু আপনারা বলেন, বুরুযী নবী হবেন, মাজাযী নবী হবেন, তার মধ্যে এই গুণাবলী থাকবে। এর দ্বারা যেন আপনারা আঁহযরত (সাঃ)-এর নির্দেশাবলী সংশোধন করে বলছেন, বিষয়টি এরূপ নয় বরং সেরূপ।

সাক্ষ্যদাতা : না জনাব, কেউ (নবী হিসাবে) আসতে পারে না।

এটর্নী জেনারেল : আপনি সকাল থেকে এ-ই বলেছেন যে, এই অর্থে আসতে পারে না, কিন্তু এই অর্থে আসতে পারে।

সাক্ষ্যদাতা : না জনাব, কোন প্রকারের নবী আসতে পারে না। না এই প্রকারের, আর না সেই প্রকারের। কোন প্রকারেরই নবী আসতে পারে না।

এটর্নী জেনারেল : দেখুন, আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করব, না মির্য়া কাদিয়ানীর লিখিত কথায় বিশ্বাস করব? মির্য়া কাদিয়ানী স্বয়ং বলেছেন, আমি নবী এবং রাসূল।

সাক্ষ্যদাতা : তিনি তো ‘মুহাদ্দাস’ অর্থে নিজেকে নবী বলেছেন।

- এটর্নী জেনারেল : পুনরায় সেই উৎপাত! আপনি এইমাত্র স্বীকার করলেন যে, কোন প্রকারের নবী আসতে পারে না। পুনরায় এক মিনিট পর বলছেন যে, এই প্রকারের (মুহাদ্দাস অর্থে) আসতে পারে। আপনাদের এই সমস্ত কথাই উম্মতের মধ্যে দলাদলি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে।
- সাক্ষ্যদাতা : না জনাব, উৎপাত নয়।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন, প্রথম (মির্য়া) বললেন যে, আমি নবী। লোকেরা বলল, এটা কি? সংগে সংগে বলে উঠলেন, নবী শব্দটি কেটে ফেল, আমি নবী নই। এই সংশোধনী ঘোষণার পর মানুষ সন্তুষ্ট হয়ে গেল। অন্য দিন যখন পুনরায় (নবী শব্দটি) লিখে দিলেন তখন মানুষের মধ্যে এই মর্মে কনফিউশনের সৃষ্টি হল যে, শেষ পর্যন্ত ক্রিয়ার পজিশন (প্রকৃত অবস্থা)-টা কি? মুহাদ্দাসের তো একটি (নির্দিষ্ট) স্ট্যান্ডার্ড ও স্টেটাস হয়ে থাকে। মির্য়া এটা কী করছে?
- সাক্ষ্যদাতা : দেখুন জনাব, শায়খ আবদুল কাদির জীলানী বলেছেন, মুহাদ্দাস নবী হয়ে থাকেন।
- এটর্নী জেনারেল : তাকে কি 'নবী' নাম দেওয়া হয়েছে? তিনি কি নিজের জন্য 'নবী' শব্দ ব্যবহার করেছেন? যদি না করে থাকেন এবং কখনো করেন নি- তাহলে এই রেফারেন্স পেশ করে আপনি অকারণে নিজের এবং আমাদের সকলের সময় নষ্ট করছেন? বলুন, শুধু শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (রহঃ) কেন, আজ পর্যন্ত এই উম্মতের কোন ব্যক্তি কি বলেছে যে, আমি নবী এবং যে আমাকে না মানবে সে কাফির। সামর্থ্য থাকলে পেশ করুন এই ধরনের কোন দৃষ্টান্ত?
- সাক্ষ্যদাতা : এটা ঠিক। কিন্তু দেখুন, মির্য়া কাদিয়ানী স্বয়ং বলেছেন, সমগ্র গাউস, কুতুব, আবদাল, আউলিয়ার মধ্যে শুধু নুবুওয়াতের নাম (নবী নাম) পাওয়ার জন্য আমাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে (হাকীকাতুল অহী : পৃষ্ঠা-৩৯১)। এমতাবস্থায় শায়খ আবদুল কাদীর নুবুওয়াতের দাবী কিভাবে করবেন?
- এটর্নী জেনারেল : আলহামদু লিল্লাহ্। যে কথা আমার বলার ছিল তা স্বয়ং আপনি বলে দিলেম। আমার কথাও এই যে, শায়খ আবদুল কাদিরের স্টেটাস এক এবং মির্য়ার অন্য।
- সাক্ষ্যদাতা : একদম খাঁটি কথা। কিন্তু হাদীস শরীফে মির্য়া সাহেব সম্পর্কে 'নবী উল্লাহ' শব্দ এসেছে।

- এটর্নী জেনারেল : এমন একটি হাদীস শরীফ উল্লেখ করুন যার মধ্যে বলা হয়েছে, আমার পরে মির্য়া কাদিয়ানী নবীউল্লাহ্ হবে ।
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ, মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, মাসীহ মাওউদ আল্লাহর নবী ।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন, মাসীহ (আঃ) নবী উল্লাহ্ ছিলেন । তার স্টেটাসের উপর মির্য়াকে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন না । এটি একটি পৃথক আলোচনার বিষয় ।
- সাক্ষ্যদাতা : শায়খ আবদুল কাদির জীলানী বলেছেন যে, নবী উপাধি
- এটর্নী জেনারেল : এ উপাধি অথবা পদ?
- সাক্ষ্যদাতা : উপাধির কথা বলেছেন ।
- মাওলানা মুফতী মাহমুদ : এই সাহেব শায়খ আবদুল কাদির জীলানীর রেফারেন্সের মধ্যে ধোকাবাজির আশ্রয় নিচ্ছেন । ঐ কিতাবের মধ্যেই, অতঃপর খোদ শায়খ আবদুল কাদির জীলানী বলেছেন, আমাকে নবী নাম থেকে বিরত রাখা হয়েছে, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই নাম । কেননা আঁ হযরত (সাঃ)-এর পর এখন আর কোন ব্যক্তি নুবুওয়াতের নাম পেতে পারে না ।
- সাক্ষ্যদাতা : হ্যাঁ, মুফতী সাহেব ঠিক বলেছেন । একটু পরেই ঐ কিতাবের মধ্যে একথার উল্লেখ রয়েছে ।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে তো একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শায়খ আবদুল কাদির বলেন, কেউ নুবুওয়াতের নাম (নবী নাম) পেতে পারে না, আর মির্য়া বলেন, নবী নাম পাওয়ার জন্য আমাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে । আমি নবী এবং রাসূল । তাহলে দু'টি কথা কি একটি অপরটির বিপরীত নয়?
- সাক্ষ্যদাতা : না জনাব, শায়খ আবদুল কাদির বলেছেন, আমাকে এই উপাধি দেওয়া হয়েছে ।
- মাঃ মুফতী মাহমুদ : উপাধি দেওয়া হয়েছে, নবী তো বলা হয় নি ।
- সাক্ষ্যদাতা : তাহলে অতঃপর কী উপাধি দেওয়া হয়েছে?
- মাওলানা মুফতী মাহমুদ : উপাধি দেওয়া হয়েছে, গাউস, কুত্ব, আউলিয়া ইত্যাদির ।
- সাক্ষ্যদাতা : এটা কোথায়?
- মাঃ মুফতী মাহমুদ : ‘আমাকে নবী নাম থেকে বিরত রাখা হয়েছে’- এটা প্রথম কথার ব্যাখ্যা । আমাকে উপাধি দেওয়া হয়েছে গাউস, কুত্ব, আবদাল

প্রভৃতির- এটা দ্বিতীয় কথার ব্যাখ্যা। কেননা 'খাতামুনবীযীন'- এই ফরমানের কারণে নবী নাম প্রাপ্তি থেকে আমাকে রুখে রাখা হয়েছে।

- এটর্নী জেনারেল : মির্খা বলেন, 'আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমি নবী। যদি আমি এটা অস্বীকার করি তাহলে ভয়ানক পাপ হবে। যেখানে খোদা আমার নাম নবী রাখেন সেখানে আমি কী করে তা অস্বীকার করতে পারি? আমার নাম (নবী) রেখে দেওয়া হয়েছে।'
- সাক্ষ্যদাতা : কোন কোন বুয়ুরগের উক্তিতেও ইশারা-ইঙ্গিতে 'নবী' শব্দ পাওয়া যায়।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি ইঙ্গিত-রূপকতার কথা ছাড়ুন। এটা হচ্ছে নুবুওয়াতের আলোচনা- কাব্যিকতার নয়। মির্খা বলেন যে, খোদা আমাকে নবী বলেছেন, আর আপনি বলেন যে, তিনি নবী ছিলেন না। এবার বলুন, আপনাদের দু'জনের মধ্যে কার অবস্থান সঠিক? এই নিন্ 'এক গালতী কা ইয়াল' পুস্তকটি। এর মধ্যে মির্খা সাহেব বলেছেন, আমার নবী হওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করা উচিত নয়। তিনি আরো বলেছেন, নবী শব্দটি আমার জন্য ব্যবহার করো।
- সাক্ষ্যদাতা : দেখুন, মির্খা সাহেবের ৮০টি পুস্তক রয়েছে। অতএব একটি পুস্তক নয়, বরং সবগুলো পুস্তক মিলিয়ে পড়ুন। মির্খা সাহেব কি তার মধ্যে নুবুওয়াতের গুণাবলীর কথা স্বীকার করেছেন, কিংবা এগুলোর দাবী করেছেন? কখনো না। যেমন তার অহী নুবুওয়াতের অহী হয়ে থাকে- মির্খা কি এরূপ কথা বলেছেন?
- এটর্নী জেনারেল : আমি এটাই বলছি যে, মির্খা একটি পুস্তকে এরূপ বলেছেন, তো অন্য পুস্তকে বলেছেন অন্যরূপ। এমতাবস্থায় তার কোন কথা নির্ভরযোগ্য? উপরন্তু মির্খা নিজেই বলেছেন, আমার অহী নবী (সাঃ)-এর অহীর মত। অর্থাৎ তিনি তার অহীকে 'অহীয়ে নুবুওয়াত' বলে স্বীকার করেছেন।
- সাক্ষ্যদাতা : মির্খা সাহেব স্বয়ং বলেছেন, আমার অহী যদি কুরআন অনুযায়ী না হয় তাহলে আমি এটাকে রদী (পরিত্যক্ত) বস্তুর ন্যায় ছুড়ে ফেলে দেব।
- এটর্নী জেনারেল : ঠিক আছে, এই কথাটিই ধরুন। যদি মির্খা কাদিয়ানী সত্য হতেন তাহলে আল্লাহ তাআলা তার কাছে এরূপ অহী কেন পাঠান, যা রদী বস্তুর ন্যায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এরূপ হলে তো তার অহী রহমানী হল না বরং.....। মোটকথা, কুরআন মজীদে

‘খাতামুল্লবীযীন’ শব্দ আসার পর মির্খার নুবুওয়াতের দাবী এমনি একটি বিষয়, যা আমাদের সকলের অশান্তি ও বিরক্তির কারণ ছাড়া কিছু নয়।

- সাক্ষ্যদাতা : দেখুন না, শুধু একটি শব্দের মধ্যে সবকিছু কেন্দ্রীভূত করবেন না। তার অনুবাদও দেখুন।
- এটর্নী জেনারেল : এর কোন্ অনুবাদ? খোদা ও রাসূলের, কিংবা মির্খার?
- সাক্ষ্যদাতা : শ্রদ্ধেয় উলামা-ই-রাব্বানী, মুজাদ্দিদীন, মুহাদ্দিসীন এবং আওলিয়া যে অনুবাদ করেছেন তা দেখুন।
- এটর্নী জেনারেল : ওঁদের অনুবাদ আপনি মানবেন? অতঃপর কোন আপত্তি করবেন না তো?
- সাক্ষ্যদাতা : জী, ওঁদের অনুবাদের মর্যাদা তো একজন উকীলের সমপর্যায়ের। আর একজন উঁচু ধরনের উকীলের কথাকে আমরা অবশ্যই অধিক মর্যাদা দেব।
- এটর্নী জেনারেল : আমার প্রশ্ন, যা আমি জিজ্ঞাসা করেছি তা এই যে, এটি একটি উকীল অথবা এটি একটি সংসদ। এটি (সংসদ) আইন তৈরী করে। এরা একটা আইন পাশ করে ফেললেন। অতঃপর আমার কাছে কেউ এসে যদি বলে যে, এই আইনের মর্মার্থ কি? আমি এর একটা ব্যাখ্যা করে দেব। কিন্তু এটা তো কোন গুরুত্ব বহন করে না।
- সাক্ষ্যদাতা : ওটা আইনে পরিণত হবে না।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু এই কথাই যখন আদালতে যাবে এবং আদালত আইনের একটি ব্যাখ্যা করে দেবে তখন ঐ ব্যাখ্যা সংসদকে মেনে নিতে হবে। যদি সংসদ তা (ঐ ব্যাখ্যা) পছন্দ না করে তাহলে তারা অন্য আইন তৈরী করবে। কিন্তু আদালতের ব্যাখ্যাকে তারা অমান্য করতে পারবে না। অনুরূপভাবে আউলিয়ার ব্যাখ্যাসমূহ আমরা নত মস্তকে মানি বটে, তবে তাদের মর্যাদা একজন উকীলের মত। নবী (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার তরজমান (interpreter)। তিনি ‘খাতামুল্লবীযীন’-এর ব্যাখ্যা করেছেন ‘লা নবীয়া বা’দী’ (আমার পরে কোন নবী নেই)- এই উক্তি দ্বারা। অতঃপর অন্য কোন ব্যাখ্যার কি কোন অর্থ থাকতে পারে?
- সাক্ষ্যদাতা : মির্খা সাহেবও এই ব্যাখ্যা মানেন।

- এটর্নী জেনারেল : মির্যা সাহেব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা কী মানবেন? আর আপনারা ই বা কী মানবেন? আপনাদের অবস্থা তো এই যে, মির্যা সাহেব একদিকে বলছেন, মাসীহ (আঃ) পিতা ছাড়াই পয়দা হয়েছেন, আর অপরদিকে মির্যার মুরীদ মুহাম্মদ আলী বলছেন, মাসীহের পিতা ছিলেন। যখন আপন মুরীদদেরকে বিভ্রান্তির পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয় তখন তার ফলশ্রুতি তো এরূপই হয়ে থাকে।
- সাক্ষ্যদাতা : আমরা মির্যার ব্যাখ্যা সম্পর্কে দ্বিমত পোষন করি।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু রাবওয়া গ্রুপ তো এটাকে কুফর বলে মনে করে থাকবে?
- সাক্ষ্যদাতা : দেখুন না জনাব, ওদের সাথে তো আমাদের মত-পার্থক্য রয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : কি মত-পার্থক্য?
- সাক্ষ্যদাতা : ওরা (মির্যাকে) নবী মানে, আমরা মানি না। ওরা তার (মির্যার) অস্বীকারকারীকে কাফির বলে, আমরা বলি না।
- এটর্নী জেনারেল : আপনারাও তো কাফির বলেন। তবে তা সেকেন্ড ক্যাটাগরীর।
- সাক্ষ্যদাতা : আপনি আমাদেরকে ১৯১৪-১৫ সনের (এ সম্পর্কিত) লেখাসমূহ দেখান।
- এটর্নী জেনারেল : রাবওয়া গ্রুপ তো মির্যার অস্বীকারকারীকে শুধু কাফির নয়, বরং শক্ত কাফির মনে করে।
- সাক্ষ্যদাতা : না জনাব, তিনি (মির্যা কাদিয়ানী) তো লিখেছেন যে, দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ।
- এটর্নী জেনারেল : তারা (রাবওয়া গ্রুপ)-এর ব্যাখ্যা এই করেছেন যে, দায়েরা-ই-ইসলাম ছাড়াও উম্মতের আর একটি দায়েরা আছে। সেটা ইসলাম থেকে খারিজ, উম্মত থেকে নয়।
- সাক্ষ্যদাতা : এটা কোন্ দায়েরা? মির্যা নাসিরের এই ব্যাখ্যা আমাদের বোধগম্য নয়।
- এটর্নী জেনারেল : আমরাও (এই ব্যাখ্যাটি) প্রথমবারের মত শুনেছি।
- সাক্ষ্যদাতা : ইসলামেরও একটি দায়েরা আছে। অতঃপর উম্মতেরও একটি দায়েরা আছে। অন্ততঃ আমার যে মস্তিষ্ক আছে তাতে তো এটা চুকে না। এটা তো আমার বুদ্ধির গোচরে আসে না। তাদের ঐ সমস্ত বিশ্লেষনের কোন দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায় না। অতএব তাদের ঐ সমস্ত ব্যাখ্যা আমাদের উপর চাপাবেন না।

- এটর্নী জেনারেল : এজন্যই তো আমি বলি যে, আপনারা এই সমস্ত বিষয় আমাদের কাছে গোলমালে করে ফেলেছেন। একজন একটা বলে তো অন্যজন বলে অন্যটা।
- সাক্ষ্যদাতা : কিন্তু জনাব, আমরা তো গোলমালে করি নি।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু তারা তো বয়ান দিয়েছেন।
- সাক্ষ্যদাতা : তাদের সাথে তো আমাদের মতপার্থক্য ছিল।
- এটর্নী জেনারেল : মতপার্থক্য ছিল—(কিন্তু) এখন তো নেই।
- সাক্ষ্যদাতা : জী, ওরা যদি (নিজেদের আকীদার মধ্যে) দু'চারটি পরিবর্তন করে তবে ওরা আমাদের ভাই।
- এটর্নী জেনারেল : কিছুটা পরিবর্তন আপনারা করুন, আর কিছুটা পরিবর্তন ওরা করুক। (অটহাসি)
- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, আপনি বলেছেন যে, মির্য়ার অস্বীকারকারী হাকীকী (প্রকৃত) কান্ফির নয়। তাহলে কি এর অর্থ এই হলো যে, (মির্য়াকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও) কেউ কেউ হাকীকী মুসলমান থাকতে পারবে?
- সাক্ষ্যদাতা : যারা কুরআন শরীফের যাবতীয় হুকুম মানে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর আদর্শ অনুসরণ করে তারা হাকীকী মুসলমান।
- এটর্নী জেনারেল : মুসলমান?
- সাক্ষ্যদাতা : জী।
- এটর্নী জেনারেল : কোন্ ধরনের মুসলমান— হাকীকী? অথবা হাকীকী নয়?
- সাক্ষ্যদাতা : হাকীকী।
- এটর্নী জেনারেল : যদি সে মির্য়ার অস্বীকারকারী হয় তবুও কি হাকীকী মুসলমান হবে?
- সাক্ষ্যদাতা : দেখুন, যে মির্য়ার অস্বীকারকারী হবে সে তো নবী (আঃ)—এর ভবিষ্যৎবাণী অস্বীকারকারী হবে।
- এটর্নী জেনারেল : অতএব হাকীকী মুসলমান হবে না?
- সাক্ষ্যদাতা : জী।
- এটর্নী জেনারেল : কোন গায়র-আহমদী হাকীকী মুসলমান হতে পারে না?
- সাক্ষ্যদাতা : না। কেননা সে একটি হুকুম অস্বীকার করে। সে নবী করীমের একটি হুকুমের অস্বীকারকারী।

- এটর্নী জেনারেল : এর অর্থ এই যে, আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আল্লাহ ও রাসুলের একটি নির্দেশ হলো, মির্য়াকে মানো।
- সাক্ষ্যদাতা : একদম ঠিক কথা জনাব। যে আল্লাহর নির্দেশের অস্বীকারকারী হবে তাকে সত্যিকার অর্থে কিভাবে আমরা মুসলমান আখ্যা দিতে পারি?
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন, আমি বিষয়টি আরো পরিষ্কার করতে চাই। মির্য়া সাহেব দাবী করেছেন যে, তিনি মাসীহ মাওউদ। কিন্তু আমি তাকে মানি না। এমতাবস্থায় আমি কি হাকীকী মুসলমান হতে পারব?
- সাক্ষ্যদাতা : যেহেতু
- এটর্নী জেনারেল : 'যেহেতু' ছাড়ুন।
- সাক্ষ্যদাতা : না, জনাব (হাকীকী মুসলমান হতে পারবেন না)।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর 'যেহেতু' বলুন।
- সাক্ষ্যদাতা : না, এর মধ্যে ভয় আছে।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন প্লিজ, আমি একটি রিকুয়েস্ট (request) করবো। আমি যে প্রশ্ন আপনাকে করব প্রথমে অনুগ্রহপূর্বক তার (সোজাসুজি) উত্তর দিয়ে দেবেন। অতঃপর ইচ্ছা করলে এক ঘন্টা পর্যন্ত তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন। প্রশ্নটি হলো, এক ব্যক্তি পুণ্যবান মুমিন, অলী আল্লাহ, সৎকর্ম করে আল্লাহর যাবতীয় হুকুম পালন করে, কিন্তু সে মির্য়া সাহেবকে মাসীহ মাওউদ অথবা মুহাম্মাদ বলে মানে না, আপনাদের মতে সে মুসলমান থাকতে পারে না। আপনি এবার সোজাসুজি বলুন যে, সে মুসলমান থাকে অথবা থাকে না?
- সাক্ষ্যদাতা : আমি নিবেদন করছি—
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন না, আপনি কখনো সঠিক উত্তর দেন না। স্পীকার সাহেবের কাছে আমাকে অনুরোধ করতে হবে, (এই মর্মে যে, তিনি যেন সেই ব্যবস্থা করেন) যাতে আপনি প্রথমে সঠিক উত্তর দেন, অতঃপর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। আপনি বলুন, উল্লেখিত ব্যক্তি হাকীকী মুসলমান হতে পারে, অথবা পারে না?
- সাক্ষ্যদাতা : আমি নিবেদন করছিলাম যে, আপনি মির্য়া সাহেবকে নিয়ে আসার পূর্বে প্রথমে আমার যে স্ট্যান্ড (অবস্থান), সে ব্যাপারে শুনুন।

- এটর্নী জেনারেল : আমি বুঝে গেছি। আমি প্রথমেই নিবেদন করেছি যে, যদি এক ব্যক্তি (ধরুন, আমি স্বয়ং) যাবতীয় হুকুম মানে?
- সাক্ষ্যদাতা : এবং একটি হুকুম মানে না-
- এটর্নী জেনারেল : এবং একটি হুকুম মানে না (সে কি মুসলমান হবে?)-
- সাক্ষ্যদাতা : সে মুসলমান হতে পারে না।
- এটর্নী জেনারেল : সে হাকীকী মুসলমান হতে পারে না?
- সাক্ষ্যদাতা : পারে না।
- এটর্নী জেনারেল : দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, আপনারা বলেন অথবা মনে করেন যে, আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ হলো, মির্য়া সাহেব মাসীহ মাওউদ, (অতএব) তাকে মানো। যে তাকে মানবে না সে কি মুসলমান হতে পারে না?
- সাক্ষ্যদাতা : যদি এর উপর 'ইতমামে হুজ্জাত' (হুজ্জাত পূরণ) না হয় তাহলে সে হয়ে যাবে।
- এটর্নী জেনারেল : না, আপাততঃ 'ইতমামে হুজ্জাত' এর কথা ছেড়ে দিন।
- সাক্ষ্যদাতা : না জনাব, না।
- এটর্নী জেনারেল : ধরুন হয়ে গেছে।
- সাক্ষ্যদাতা : 'ইতমামে হুজ্জাত' হয়ে গেছে?
- এটর্নী জেনারেল : হয়ে গেছে।
- সাক্ষ্যদাতা : অতঃপর কোনমতেই (মুসলমান) নয়।
- এটর্নী জেনারেল : এখন যারা মুসলমান অর্থাৎ গায়র-আহমদী, তারা মির্য়া সাহেবকে মানে না। আপনারদের দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে কোন হাকীকী মুসলমান আছে?
- সাক্ষ্যদাতা : অনেক, অনেক।
- এটর্নী জেনারেল : হাকীকী।
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ।
- এটর্নী জেনারেল : সে আল্লাহ্র একটি হুকুম মানছে না- এ ব্যাপারটি কি আপনি দেখছেন না?
- সাক্ষ্যদাতা : জনাব, আমরা মানি।
- এটর্নী জেনারেল : আর আল্লাহ্র একটি হুকুম?

- সাক্ষ্যদাতা : দেখুন, এটাকে ছেড়ে দিয়েছি। আপনি বলেছেন যে, তারা এটাকে মানে না।
- এটর্নী জেনারেল : না, না। আমি বলছি যে, তারা একটি হুকুম মানে না।
- সাক্ষ্যদাতা : এটা তো আপনি ছেড়ে দিয়েছেন। এর উত্তর আমার কাছে আছে। না, ওরা হাকীকী মুসলমান নয়।
- এটর্নী জেনারেল : হ্যাঁ, এই যে সংসদ-সদস্যগণ এখানে বসে আছেন, যদি ওদের ইতমামে হুজ্জাত না হয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ায় কারো ওপর হয় নি। কেননা আমরা এক মাস যাবৎ (এসব কথা) শুনিছি।
- সাক্ষ্যদাতা : একদম খাটি কথা।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেবের যত দলীল ছিল তা এসে গেছে।
- সাক্ষ্যদাতা : মোটেই হবে না। অকাট্যভাবে আমি একথা বলি না যে, এরা গায়র মুসলিম কিংবা কাফির হয়ে গেছে।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু এখানে তো 'ইতমামে হুজ্জাত' হয়ে গেছে।
- সাক্ষ্যদাতা : মোটেই না জনাব।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব গায়র-আহমদীদের জন্যও কোন কোন সময় মুসলমান শব্দ ব্যবহার করেন। এর দ্বারা হাকীকী মুসলমান বুঝায়, অথবা গায়র হাকীকী?
- সাক্ষ্যদাতা : এটা খোদা জানেন।
- এটর্নী জেনারেল : খোদা তো জানেন, কিন্তু এই যে মির্য়া সাহেব বলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : আল্লাহ আমাদের বাধ্য করেন নি যে, আমরা এই পরিমাপক নিয়ে দাঁড়াব।
- এটর্নী জেনারেল : এটা যে মির্য়া সাহেবের পুত্রের উক্তি?
- সাক্ষ্যদাতা : ওরা মানুষকে ছিন্তা জিন্ন করে। এ দায়িত্ব খোদা আমাদের হাতে সোপর্দ করেন নি।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া কাদিয়ানী 'তুহফা-ই-গুলড়ভিয়া' পুস্তকে বলেছেন, "তাহলে অতঃপর অন্যান্য ফিরকা সমূহকে, যারা ইসলামের দাবী করে, সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে।"
- মিঃ চেয়ারম্যান : হিদায়াত (নির্দেশাবলী)।
- এটর্নী জেনারেল : বলুন, কে মুরতাদ হয়?

- সাক্ষ্যদাতা : যে ব্যক্তি একবার ইসলাম কবুল করে অতঃপর তা পরিত্যাগ করে ।
- এটর্নী জেনারেল : এটা কোন বিশেষ ধরনের ইসলাম, না সাধারণ ইসলাম?
- সাক্ষ্যদাতা : হযূর (সাঃ) কর্তৃক আনীত ইসলাম ।
- এটর্নী জেনারেল : অতঃপর মির্খা তার অস্বীকারকারী আবদুল হাকীমকে কেন মুরতাদ বলেছেন? এ থেকে তো প্রমাণিত হল যে, মির্খার দ্বীনই আসল দ্বীন ।
- সাক্ষ্যদাতা : এখানে ‘মুরতাদ’ শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি নিজে চিন্তা করে দেখুন, আপনার এই উত্তর মির্খায়ী লেখা অনুযায়ী কি ঠিক? ঠিক আছে, বলুন, ঐ মুরতাদ, যার শাস্তি কুরআন শরীফে নির্ধারণ করা হয়েছে সে কি ‘ওয়াজিবুল কাত্‌ল’ (প্রাণদণ্ড পাওয়ার মত অপরাধী)?
- সাক্ষ্যদাতা : আমি তো কুরআনের কোথাও এটা পাই নি ।
- এটর্নী জেনারেল : ইসলামে মুরতাদের শাস্তি কি প্রাণদণ্ড নয়?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী-না ।
- এটর্নী জেনারেল : এটা কি মির্খা মুহাম্মদ আলীর কিতাব?
- সাক্ষ্যদাতা : অনুগ্রহপূর্বক আমাকে দিন । এর মধ্যে সব কথা থাকবে । আমি দেখতে চাই যে, তার এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গি কোথাও বিভিন্ন হয়ে যাচ্ছে না তো? যতক্ষণ লেখা সামনে না থাকবে ততক্ষণ কিছু নিবেদন করা কঠিন হবে ।

এবার তৃতীয় সাক্ষ্যদাতা (আবদুল মান্নান উমর লাহোরী)-
এর সাথে জেরা শুরু হয় ।

[লাহোরী গ্রুপের আবদুল মান্নান উমর-এর সাথে জেরা]

- সাক্ষ্যদাতা : অধমের নাম আবদুল মান্নান । আমি হাকীম নুরুদ্দীনের পুত্র । পাক্কাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি ‘মওলভী ফাযিল’ পাশ করেছি । অতঃপর আলীগড় চলে গেছি । ১৯৫৭ সনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় সেমিনারে পাকিস্তান থেকে তিন সদস্য সম্বলিত একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছিল । আমিও ঐ প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম ।
- চৌধুরী জাহাঙ্গীর আলী : হাকীম নুরুদ্দীন বলতে কি কাদিয়ানের খলীফাকে বুঝাচ্ছে ।

- সাক্ষ্যদাতা : জী হ্যাঁ ।
- চৌধুরী জাহাঙ্গীর : আচ্ছা, তাহলে আপনিও লাহোরী?
- মিঃ চেয়ারম্যান : তার সাথে আগামী কাল সকাল দশটায় (জেরা) শুরু করুন ।
- মাওলানা আবদুল হক : তারা যে বলেছেন, কুরআন মজীদে মুরতাদের প্রাণদণ্ডের হুকুম নেই— এটা ভুল কথা । ইমাম বুখারী কুরআন মজীদে পবিত্র আয়াত থেকে বুখারী শরীফে প্রমাণ পেশ করেছেন এই বলে যে, এই আয়াত মুরতাদের প্রাণদণ্ড সম্পর্কিত । এবার বলুন, ইমাম বুখারীর এই তাহকীক (সত্যাসত্য যাচাই) নির্ভরযোগ্য, না ওদের তাহকীক?
- জনাব চেয়ারম্যান : তিনি আগামীকাল এর উত্তরও দেবেন ।
- মাওলানা মুফতী মাহমুদ : এবং হাদীসসমূহেরও উত্তর দিতে হবে ।
- মাওলানা আবদুল মুত্তাফা আদহারী : তিনি বলেছেন যে, তিনিও সেমিনারের তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন । দেখতে হবে, তাকে প্রতিনিধি দলের সাথে প্রেরণের ব্যাপারে স্যার যাকরুল্লাহু খানের ভূমিকা কতটুকু ছিল?
- মিঃ চেয়ারম্যান : আপনারা যান । এখন বিরতি । আগামীকাল সকাল দশটায় পুনরায় অধিবেশন বসবে ।

২৮ আগস্ট, ১৯৭৪ ইং-এর কার্যবিবরণী

[লাহোরী গ্রুপের সাথে জেরা]

স্পীকারের সভাপতিত্বে সকাল দশটায় অধিবেশন শুরু হয়।

(পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর প্রতিনিধিদলকে আহবান জানানো হয়।)

- এটর্নী জেনারেল : সাহেবযাদা সাহেব, কয়েকদিন যাবত আলোচনা চলছে। পূর্বেকার সাক্ষ্যদাতাদের পরস্পর-বিরোধী সাক্ষ্যের কারণে ব্যাপারটি জটিল হয়ে উঠেছে। আপনি যদি আপনার সাক্ষ্য এই সমস্ত বিষয়কে কিছুটা পরিষ্কার করে দেন তাহলে খুব ভাল হয়। যেমন ইসা (আঃ)-এর পজিশন কি ছিল? তিনি শরয়ী নবী, নাকি গায়র-শারয়ী নবী?
- সাক্ষ্যদাতা : হযরত ইসা (আঃ)-কেও কিতাব দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসরণ ছাড়াই অর্থাৎ সরাসরি নবী ছিলেন। কিন্তু প্রচলিত অর্থে তাকে একটি পরিপূর্ণ নতুন শরীয়ত দেওয়া হয়েছিল- আমরা তাকে সেরূপ নবী মনে করি না।
- এটর্নী জেনারেল : যেন তিনি গায়র-শারয়ী নবী ছিলেন, কিন্তু এছাড়াও তাকে ঐ শরীয়তে কিছুটা রদবদল করার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল?
- সাক্ষ্যদাতা : জী হ্যাঁ।
- এটর্নী জেনারেল : গায়র শারয়ী হওয়ার পরও মূসা (আঃ)-এর শরীয়তে সংশোধন কিংবা রহিতকরণ কিংবা পরিবর্ধনের অধিকার তার ছিল?
- সাক্ষ্যদাতা : জী।
- এটর্নী জেনারেল : এখন আমি 'নবী'-এর পরিবর্তে মুহাদ্দাস শব্দ ব্যবহার করবো। এক ব্যক্তি- যার কাছে নবীদের ন্যায় অহী আসে এবং সে অহী কুরআনের মত পবিত্র হয়- সে যদি এরূপ হুকুম জারী করে তাহলে আপনারা এইসব হুকুম মঞ্জুর করবেন, না করবেন না?
- সাক্ষ্যদাতা : এটি একটি পৃথক আলোচনা। বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার অধিকার তার আছে। আর এটি এমন একটি অধিকার, যা সমগ্র বুয়ুর্গই স্বীকার করে নিয়েছেন।
- এটর্নী জেনারেল : যেন একদিকে উম্মতের সমগ্র বুয়ুর্গ এবং অপর দিকে মির্যা। তাহলে আপনি কি মনে করেন যে, মির্যা এর যে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা ঠিক।

- সাক্ষ্যদাতা : অর্থাৎ চৌদ্দশ' বছর একদিকে এবং মির্য়া অপর দিকে। এমন ঘটনা তো আদৌ ঘটে নি।
- এটর্নী জেনারেল : এটি একটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন। অর্থাৎ আমার মতে একটি কল্পিত উদাহরণ। যদি এমনটি হয় তাহলে আপনার অবস্থান কি হবে?
- সাক্ষ্যদাতা : মোটের উপর মির্য়ার রায়কেই উপরে স্থান দেব।
- এটর্নী জেনারেল : এখন সমগ্র উন্নত 'লা নাবিয়া বা'দী' এর অনুবাদ করেছে এই বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পর কোন নবী নাই। কিন্তু মির্য়া বলছেন, 'আমি নবী'।
- সাক্ষ্যদাতা : তিনি তো এটা রূপক অর্থে বলেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : আমি কাব্যিক কথা বলছি না। আপনি বলুন, 'লা নাবিয়া বা'দী' এর অর্থ কি?
- সাক্ষ্যদাতা : নবী দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- এটর্নী জেনারেল : হযূর (আঃ) কোন্ অর্থ নিয়েছিলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : এটা হাদীসের মধ্যে পরিষ্কার করে বলা হয় নি।
- এটর্নী জেনারেল : যেন হাদীসের মধ্যে কমতি রয়েছে।
- মিঃ চেয়ারম্যান : সাহেবযাদার কাছে নিবেদন এই যে, তিনি যেন সংক্ষিপ্ত পথে সঠিক উত্তর দেন। এটা শেষ দিন। আমাদেরকে আলোচনা শেষ করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আপনি কল্পনার জগতে আমাদের নিক্ষেপ করবেন না।
- এটর্নী জেনারেল : এর অর্থ এই হলো যে, মির্য়া গোলাম আহমদ গায়র হাকীকী উম্মতী নবী ছিলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী-না। আমি নিবেদন করেছি যে, মির্য়া সাহেব 'উম্মতী নবী' এই শব্দ কখনো ব্যবহার করেন নি। তবে 'উম্মতী' এবং 'নবী' শব্দ (পৃথকভাবে) অবশ্যই ব্যবহার করেছেন।
- মিঃ চেয়ারম্যান : যেন এক কপি অভিধান (সব সময়) পকেটে রাখতে হবে।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া কি একথা বলেন নি যে, আমি এক দিক দিয়ে নবী এবং এক দিক দিয়ে উম্মতী? আপনি কি তার একথা স্বীকার করেন?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী-হ্যাঁ, আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এর ব্যাখ্যা করতে হবে।
- চৌধুরী জাহাঙ্গীর আলী : মির্য়ায়ীদের এই গোলক ধাঁ ধাঁ বন্ধ করুন। যথেষ্ট হয়েছে।
- মিঃ চেয়ারম্যান : আপনি এরূপ করবেন না।

- চৌধুরী জাহাঙ্গীর আলী : তাদেরকে সেই ভাষায়ই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত, যে ভাষায় তারা তাবলীগ করে। যদি তারা এরূপ ভাষায় তাবলীগ করে তাহলে আমি মনে করি তাদের মাযহাব কোন মানুষই বুঝবে না।
- মিঃ চেয়ারম্যান : চৌধুরী সাহেব, আপনি ঠিক বলছেন। কিন্তু তাদেরকে বলার সুযোগ দিন।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলছি, আপনি সংসদে আছেন। এই একজন স্পীকার এবং তিনি স্বীকারও করেছেন যে, আমি স্পীকার। সংসদ সদস্যরাও তাকে স্পীকার বলে স্বীকার করেন। এখন যদি কেউ বলে যে, স্পীকার অর্থ লাউড-স্পীকার। তাহলে তার এই কথা কি বৈধ হবে? অথচ লাউড স্পীকারকেও স্পীকার বলা হয়।
- সাক্ষ্যদাতা : এটাতো আপনি পারিপার্শ্বিকতার কথা বলছেন। মওলানা রুম অথবা তাকসীয়ে মাযহারীতে আছে—
- জনৈক সদস্য : পয়েন্ট অব অর্ডার।
- মিঃ চেয়ারম্যান : এটা কোন পয়েন্ট অব অর্ডার নয়। আপনারা একটি কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করেছেন। এক মাস ধরে তা অনুসরণও করছেন। চলতে দিন, ধৈর্য ধরুন, আজ শেষ দিন।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি এদিক সেদিক যাবেন না। মিথ্যা কি বলেছেন তা বলুন। তাহলে কথা সংক্ষিপ্ত হবে। অমুক বলেছেন, তমুক বলেছেন—এটা কী ধরনের চক্রর। মিথ্যার কথা বলুন, তিনি নুবুওয়াতের দাবী করেছেন। আর হযূর (সাঃ)-এর পর নুবুওয়াতের দাবীকারী কাফির। তার অনুসারীদের ব্যাপারেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য। মিথ্যার এই দাবী কি এমনি এমনি ভুলবশতঃ হয়েছে?
- সাক্ষ্যদাতা : এটা ঠিক যে, কেন এমন হলো?
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে আপনি রাবওয়া গ্রন্থের ন্যায় বলে দিন, হ্যাঁ, তিনি নুবুওয়াতের দাবী করেছেন— তাহলে কথা এখানেই শেষ হয়ে যায়।
- সাক্ষ্যদাতা : কিন্তু ওরা ভুল অর্থ করে— আভিধানিক অর্থকে প্রকৃত অর্থ ব্যবহার করে।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন, মিথ্যা কাদিয়ানী বলেছেন, “আমি ঐ খোদার কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমার নাম নবী রেখেছেন।” এই যে তিনি বলেছেন, ‘আল্লাহু তাআলা তার নাম নবী রেখেছেন এবং তাকে প্রেরণ করেছেন’— এটাও কি তিনি শাব্দিক অর্থ বলেছেন?

- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ ।
- এটর্নী জেনারেল : এখন এর অর্থ কি এই যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা তাকে নবী বানান নি?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী-হ্যাঁ ।
- এটর্নী জেনারেল : এবং পরবর্তীতে এই রেফারেন্সই আছে, ‘আমাকে মাসীহ মাওউদ নামে ডেকেছেন । এটাও কি আভিধানিক অর্থে?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ, অবশ্যই ।
- এটর্নী জেনারেল : জনাব মুফতী মাহমুদ সাহেব, আপনি মির্যার আরবী রেফারেন্স অনুগ্রহ পূর্বক পড়ে দিন ।
- মাওলানা মুফতী মাহমুদ : হামামাতুল বুশরা : পৃষ্ঠা-২১-এর আরবী বাক্য হলো—
নূতন-১১
و القسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر لا
تاويل فيه ولا استثناء
অর্থাৎ কসম দ্বারা যখন কথার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় তখন তা দ্বারা বাহ্যিক তথা প্রকৃত অর্থ বুঝায় । এখানে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিংবা ব্যতিক্রম অর্থ গ্রহণ করা চলে না ।
- এটর্নী জেনারেল : এখন মির্যা বলছেন, কসমমূলক কালাম (কথা) দ্বারা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা হয়, আর আপনি বলছেন আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হয় । এখন আমরা কার কথা সঠিক বলে মানবো?
- সাক্ষ্যদাতা : মির্যা কসম খেয়ে বলেছেন যে, আমি নবী নই ।
- এটর্নী জেনারেল : একবার কসম খেয়ে বললেন, আমি নবী, আবার কসম খেয়ে বললেন, আমি নবী নই । এই কর্মধারা তো খুবই গোলমালে-অত্যন্ত বিরজিকর । বলুন তো তার এ দু’টি উক্তির মধ্যে কোনটি ঠিক?
- সাক্ষ্যদাতা : উভয়টিই ঠিক । (অটুহাসি)
- এটর্নী জেনারেল : একটি কথা নিগেটিভ, একটি কথা পজিটিভ । কিন্তু আপনি বলছেন উভয়টিই সঠিক । “আমি ঐ খোদার কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার নাম নবী রেখেছেন এবং আমাকে মাসীহ মাওউদ ডেকেছেন এবং তিনি আমার ‘তাস্দীক’ (সত্যায়ন) এর জন্য বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ করেছেন, যার সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে ।”

অতঃপর বলেছেন, “কসমের মধ্যে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নেই।”
অথচ আপনি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছেন।

সাক্ষ্যদাতা : ঐ নবী শব্দ অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এটর্নী জেনারেল : অর্থের ক্ষেত্রেই তো ঝগড়া। প্রথমে বললেন, নবী শব্দ কেটে ফেল। অতঃপর বললেন, ‘আমি নবী’। আপনি আর ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করবেন না। আল্লাহর ওয়াস্তে এখানেই ব্যাপারটির ইতি টানুন।

সাক্ষ্যদাতা : নবী দু’টি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আবদুল আযীয ডাফ্রি : জনাব প্রশ্ন এক এবং তিনি উত্তর দেন অন্য।

জনাব চেয়ারম্যান : দেখুন, মির্যা বার বার নিজেকে নবী বলেছেন। এই সাহেব তা অস্বীকার করছেন কেন?

এটর্নী জেনারেল : তিনি এর পরিণাম সম্পর্কে ভীতিগ্রস্ত।

সাক্ষ্যদাতা : জী হ্যাঁ।

এটর্নী জেনারেল : এবং অতঃপর (মির্যা) বলতে শুরু করে দেন যে, আমি নবী।

সাক্ষ্যদাতা : সাধারণ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করবেন না।

এটর্নী জেনারেল : মাঝে মধ্যে ব্যবহারে আপত্তি নেই।

সাক্ষ্যদাতা : জী।

এটর্নী জেনারেল : কখনো কখনো জায়য, আবার সব সময় না জায়য— এটা তো খুব সুন্দর দর্শন। দেখুন, মির্যার শেষ চিঠি, যা তার জীবনের শেষ দিনটিতে লেখা হয় এবং মৃত্যুর দিন প্রচারিত হয় তাতেও তিনি নুবুওয়াতের ঘোষণা দিয়েছেন।

সাক্ষ্যদাতা : জী করেছেন— কিন্তু সম্মানের জন্য।

এটর্নী জেনারেল : তাহলে কেন আপনারা তাকে সম্মান দেন না যে, সম্মানার্থে তিনি নিজেকে নবী বলেছেন। আচ্ছা এটাও দেখুন, মির্যা সাহেব বলেছেন, “এটাও বুঝে নাও যে, শরীয়ত কি বস্তু যিনি আপন অহীর মাধ্যমে কিছু আদেশ-নিষেধ বর্ণনা করেছেন এবং আপন উম্মতের জন্য আইন নির্ধারণ করেছেন তিনিই ‘সাহিবে শরীয়ত’ (শরীয়তধারী) হয়ে গেছেন। অতএব এই সংজ্ঞার প্রেক্ষিতেও আমাদের বিরোধিতাকারীরা অভিযুক্ত। কেননা আমার অহীর মধ্যে আদেশও আছে এবং নিষেধও আছে।” (আরবায়ীন : নং ৪) এখানে তো তিনি ‘সাহিবে শরীয়ত’-এর দাবী করছেন।

- সাক্ষ্যদাতা : নতুন শরীয়তের দাবী তো নয় ।
- এটর্নী জেনারেল : নতুন হোক অথবা পুরাতন, দাবী তো করেছেন?
- সাক্ষ্যদাতা : হ্যাঁ ।
- এটর্নী জেনারেল : এই দেখুন, হাকীম নুরুদ্দীন বলেছেন, “যারা মাসীহ মাওউদকে দেখেছে এবং তার মজলিসে বসেছে তারা জানে যে, নবীর মধ্যে একটি বিশেষ আকর্ষন-ক্ষমতা থাকে । আর তখন (তার মজলিসে) খোলামেলা বসা কঠিন হয়ে পড়ে ।”
- সাক্ষ্যদাতা : কিন্তু এখানেও রূপক অর্থে (‘নবী’ শব্দ) ব্যবহৃত হয়েছে ।
- এটর্নী জেনারেল : আমি যদি বলি, বাঘের সাথে বসতে ভয় লাগে তাহলে কি এই বাঘ অর্থ নকল বাঘ? অন্ততঃ আপন পিতার কথাটিকে তো আপনি বিগড়াবেন না ।
- সাক্ষ্যদাতা : বাহাদুর ব্যক্তিকেও ভয় লাগে ।
- এটর্নী জেনারেল : তার বাহাদুরীকে, অথবা তার মজলিসকে (ভয় লাগে)?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ, তার বাহাদুরীকে ।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে সাহেবযাদা, কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আপনাদের ও রাবওয়া গ্রুপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । ওরাও মিথ্যাকে নবী মানে এবং আপনারাও ।
- সাক্ষ্যদাতা : আমার জানা নেই ।
- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, আপনার পিতা হাকীম নুরুদ্দীন বলেছেন, এটা তো শুধুমাত্র নুবুওয়াতের কথা । আমার তো ঈমান এই যে, যদি হয়রত মাসীহ মাওউদ গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেকে ‘সাহিবে শরীয়ত’ নবী হওয়ার দাবী করেন এবং কুরআনী শরীয়তকে মানসূখ (রহিত) করে দেন তাহলে তাতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না । কেননা যখন আমরা তাকে প্রকৃত অর্থে সত্যবাদী এবং আল্লাহর দিক থেকে প্রেরিত হিসাবে পেয়েছি তখন তিনি যা বলবেন তা-ই সত্য হবে ।”
- সাক্ষ্যদাতা : এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না ।
- এটর্নী জেনারেল : না জানাই তো উচিত । কেননা এটা আপনার বিপক্ষে যায় ।
- সাক্ষ্যদাতা : এটা ‘আল ফুরকান’ থেকে নেওয়া হয়েছে । আর আল ফুরকান অথরিটি নয় ।
- এটর্নী জেনারেল : কিন্তু আমার সামনে ‘আল হাকাম’, ১৪ জুলাই, ১৯০৮ ইং, ১০ মে, ১৯০৬ ইং এবং অনুরূপভাবে রিভিউ অব রিলিজিয়নস, মার্চ,

১৯০৪ ইং, রিভিউ, নভেম্বর, ১৯০৪ ইং : পৃষ্ঠা- ৪১, ১৪ মে, ১৯১১ ইং ইত্যাদি রয়েছে। এ ব্যাপারে আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না। এগুলোতে তো মুহাম্মদ আলী প্রমুখ লাহোরী গ্রুপের লোকেরা মিথ্যা কাদিয়ানীকে নবী বলে স্বীকার করেছেন।

সাক্ষ্যদাতা : এগুলো সম্পর্কে প্রকৃতি গ্রহণের জন্য আমাকে সুযোগ দেওয়া হোক। এগুলো চেক না করা পর্যন্ত উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এটর্নী জেনারেল : অনুরূপভাবে ২৪ আগস্ট, ১৯৩৫ ইং তারিখে লাহোরী জামাআতের আবদুর রহমান মিসরী কসম খেয়ে মিথ্যার নুবুওয়াত সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

সাক্ষ্যদাতা : আমি আগে এগুলো চেক করে নিই, অতঃপর কথা বলবো। এই মুহূর্তে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাবওয়া গ্রুপের আল ফুরকান একটি দায়িত্বহীন পত্রিকা। এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য ঐ পত্রিকার উদ্ধৃতি পেশ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

এটর্নী জেনারেল : আমি বলছি যে, আল ফুরকানের কথা ভুলে যান। আমি তো ‘আল হাকাম’ এবং ‘রিভিউ’-এর রেফারেন্স দিয়েছি। আপনি দেখে নিন, যে সমস্ত রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে সেগুলো ঠিক কি না। আপনি এগুলো চেক করে নিন। যদি আপনি মনে করেন যে, এখন উত্তর দিতে পারবেন না তাহলে চারদিন পর সংসদ সচিবের কাছে উত্তর পাঠিয়ে দিন।

সাক্ষ্যদাতা : ঠিক আছে।

মাওলানা আবদুল হক : আমি ইমাম বুখারীর গ্রন্থ বুখারী : দ্বিতীয় খণ্ড : পৃষ্ঠা : ১০২২ : ‘হুকমুল মুরতাদ ওয়াল মুরতাদাহ্’ অধ্যায়ের রেফারেন্সে একটি পবিত্র আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, তিনি এই আয়াতকে মুরতাদ হত্যার দলীল হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। এই প্রেক্ষিতে সাক্ষ্যদাতার এই কথা ঠিক নয় যে, কুরআনে মুরতাদ হত্যার কোন হুকুম নেই। (কেননা) ইমাম বুখারী বলেছেন যে, আছে।

সাক্ষ্যদাতা : ইমাম বুখারীর রেওয়ায়াত আছে ?

মাওলানা মুফতী মাহমুদ : বুখারী শরীফে একটি হাদীস আছে, যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করো। এটাও মুরতাদ হত্যার জন্য স্পষ্ট এবং সহীহ হাদীস। এই হাদীসের পূর্বে ইমাম সাহেব ঐ

অধ্যায়ের শুরুতে কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করে কুরআন থেকে মুরতাদের হুকুম প্রমাণ করেছেন।

সাক্ষ্যদাতা : 'যে তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে'-এর অর্থ কি এই যে, ঈসায়ী থেকে মুসলমান হলো, অতএব ঈসাইয়ত পরিত্যাগ করার কারণে তাকে হত্যা করা হবে।

মাওলানা মুফতী মাহমুদ : খোদার বান্দা এ কী করছে? কুরআন মজীদে আছে, 'ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন'। অতএব 'যে তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করো'-এর অর্থ হবে, যে দ্বীনে ইসলাম পরিত্যাগ করে সে মুরতাদ এবং মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য। যদি একটি সাধারণ পরিষ্কার কথাও না বুঝেন তাহলে তো খুব আক্ষেপের কথা।

এটর্নী জেনারেল : আপনারা বলেন যে, মির্যা সাহেব সত্যবাদী ছিলেন, উম্মতী ছিলেন, মুহাদ্দাস ছিলেন, কুরআন শরীফের পাবন্দ ছিলেন। তাহলে কি শরীয়তে ইসলাম ও কুরআন করীম পূর্ববর্তী নবীদের 'তাওহীন' (হেয় প্রতিপন্নকরণ) জায়িয় বলে মনে করে?

সাক্ষ্যদাতা : না কুরআন, না হাদীস, না মানবচরিত্র- কোনটিই এর অনুমতি দেয় না।

এটর্নী জেনারেল : মির্যা, ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন, 'তার দাদী ও নানীরা ছিলেন ব্যাভিচারিণী ও কসবী (বেশ্যা) স্ত্রীলোক। ঈসা (আঃ) ছিলেন শরাবী (মদ্যপায়ী) ও কাবাবী। তিনি ছিলেন মোটা মস্তিষ্কের লোক।' আপনি কি এইসব জিনিস সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন, না আমি মির্যার কিতাবসমূহ থেকে এই সমস্ত রেফারেন্স আপনাকে পড়ে শুনাব।

সাক্ষ্যদাতা : আমি জ্ঞাত আছি।

এটর্নী জেনারেল : অতঃপর আপনি এগুলোর কি অর্থ গ্রহণ করবেন?

সাক্ষ্যদাতা : এগুলো তো মির্যা, ঈসায়ীদের কিতাবসমূহ থেকে নিয়েছেন।

এটর্নী জেনারেল : ঈসায়ীদের কিতাবসমূহে এই সমস্ত কথা নেই। মির্যা নিজের পক্ষ থেকেই এগুলো বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'ইবনে মারইয়ামের কথা ছাড়া, গোলাম আহমদ তার চাইতে শ্রেষ্ঠ।' - একথা মির্যা কোন্ ঈসায়ী কিতাব থেকে নিয়েছেন?

সাক্ষ্যদাতা : এর উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে।

- এটর্নী জেনারেল : আমি যে কথাটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে পেশ করলাম তার উত্তর দিন।
- সাক্ষ্যদাতা : দিয়েছি।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া বলেছেন, “ঈসা (আঃ)-এর, খোদায়ী দাবী ছিল তার মদ্যপায়ীতারই ফলশ্রুতি।” বলুন, একথা কোন ঈসায়ী কিতাবের মধ্যে আছে?
- সাক্ষ্যদাতা : আমি চেক করবো।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া বলেছেন, “সত্য কথা এই যে, তার থেকে কোন মুজিয়া প্রদর্শিত হয় নি।”- এই সত্য কথা কি তিনি নিজের পক্ষ থেকে বলেছেন, না খ্রীষ্টানদের কিতাব থেকে?
- সাক্ষ্যদাতা : জী, ঠিক আছে।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া হযরত আলী সম্পর্কে বলেছেন, “পুরাতন খিলাফতের ঝগড়া ছাড়ো, এখন নতুন খিলাফত ধরো। একজন জীবন্ত আলী তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন। (অথচ) তোমরা তাকে ছেড়ে মৃত আলীকে তালাশ করছ।”
- সাক্ষ্যদাতা : এখানে ‘আলী’ অর্থ একজন কাল্পনিক আলী।
- এটর্নী জেনারেল : যদি কোন ব্যক্তি মির্য়াকে হয়ে প্রতিপন্ন করে এবং আপনি তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন এবং তখন সে বলে, ইতি কাল্পনিক মির্য়া ছিলেন- তাহলে আপনার অবস্থা কি হবে?
- সাক্ষ্যদাতা : এটা বাঞ্ছনীয় হবে না।
- চৌধুরী জাহাঙ্গীর আলী : জনাব ইনি (উত্তর দাতা) কোন কোন প্রশ্নের উত্তরে শুধু মাথা দোলান। তার এই মাথা দোলানো হ্যাঁ-সূচক অথবা না-সূচক তা বুঝা যায় না। অনুগ্রহপূর্বক তাকে স্পষ্ট উত্তর দিতে বাধ্য করুন। এটা খুবই দুঃখের কথা যে, কাল্পনিক আলীকে বাহানা বানিয়ে এরা হযরত আলী (রাঃ)-এর মৃত আহলে বায়ত ও রাসুলের সাহাবীর ‘তাওহীন’ (হয়ে প্রতিপন্নকরণ)-কে হজম করে যাচ্ছেন। কোন মুসলমান কি এদেরকে এ বিষয়ের অনুমতি দিতে পারে?
- মিঃ চেয়ারম্যান : ঠিক আছে, আপনি বসুন।
- এটর্নী জেনারেল : দেখুন, মির্য়া বলেছেন, ‘হে শীআ’ সম্প্রদায়, তোমরা জিদ করো না।’- একথা বলে তিনি শীআ’ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করেছেন। অতঃপর রয়েছে হযরত হুসায়নের তাওহীন সম্বলিত বাক্য। এরূপ করা কি আপনাদের মতে ঠিক?

সাক্ষ্যদাতা : মির্খা সাহেব তো হযরত হুসায়নের প্রশংসা করেছেন।

এটর্নী জেনারেল : এটাই তো আসল সমস্যা যে, মির্খা এক জায়গায় হয়ে প্রতিপন্ন করেছেন এবং অন্য জায়গায় প্রশংসা করেছেন। তিনি এই একই আচরণ করেছেন হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে, হযরত হুসায়ন (রাঃ)-এর সাথে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে। তিনি কখনো এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে হয়ে প্রতিপন্ন করেছেন, আবার কখনো তাদের প্রশংসা করেছেন। তিনি কোথাও নুবুওয়াতের কথা স্বীকার করেছেন, আবার কোথাও অস্বীকার করেছেন। এমতাবস্থায় এই দু'মুখো ব্যক্তির কোন্ কথটি আমরা গ্রহণ করবো?

ঠিক আছে, এইসব কথা ছেড়ে আপনি ঐ রেফারেন্স সম্পর্কে বলুন, যেখানে মির্খা সাহেব বলেছেন, 'আমার বিরোধিতাকারী জাহান্নামী'। এই বিরোধিতাকারী অর্থ কি?

সাক্ষ্যদাতা : অশ্লীল ভাষা প্রয়োগকারী।

এটর্নী জেনারেল : কিন্তু মির্খা তো বলেন, "যে তোমার হাতে বায়আত করবে না সে জাহান্নামী।"

সাক্ষ্যদাতা : জ্বী, এটা হচ্ছে রেফারেন্স।

এটর্নী জেনারেল : মির্খা বলেছেন, "আমার বিরোধিতাকারী বেশ্যাদের সন্তান।"

সাক্ষ্যদাতা : একথা বলেন নি।

এটর্নী জেনারেল : একথা বলেছেন আরবী ভাষায়। এবার হযরত মুফতী সাহেব আরবী বাক্যটি পড়বেন এবং তার অনুবাদও করে দেবেন।

মাওলানা মুফতী সাহেব : 'আয়না-ই-কামালাতে ইসলাম' গ্রন্থে মির্খা বলেন-

تلك كتب ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة و المودة
و ينتفع من معارفها و يقبلنى و يصدق دعوتى الا ذرية
البغايا فهم لا يقبلون

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমান আমার কিতাবসমূহ মুহাব্বাত ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখে, এগুলোর ঐশী জ্ঞানরাজি থেকে উপকৃত হয়, আমাকে গ্রহণ করে এবং আমার দাওয়াতকে 'তাসদীক' (সত্যায়ন) করে। কিন্তু বেশ্যার সন্তানেরা এগুলো গ্রহণ করে না।

- সাক্ষ্যদাতা : - 'যুররিয়াতুল বাগায়া' অর্থ যারা পুণ্যবান নয় ।
- এটর্নী জেনারেল : বেশ্যার পুত্র, পাপিষ্ঠার পুত্র, ব্যভিচারিনীর পুত্র কিংবা 'যুররিয়াতুল বাগায়া' । বাগিয়াহ অর্থ বদকার, পাপিষ্ঠা । স্বয়ং মিথ্যা কি এই অনুবাদ করেন নি?
- সাক্ষ্যদাতা : করেছেন ।
- এটর্নী জেনারেল : তাহলে আপনি এদিক ওদিক টু মারছেন কেন?
- সাক্ষ্যদাতা : যুররিয়াতুল 'বাগায়া' অর্থ বেশ্যার সন্তান কিভাবে হলো?
- মোলানা হাক্কর আহমদ আনসারী : দেখুন, 'লাজনা-ই-নূর' হচ্ছে মিথ্যার কিতাব । তাতে তিনি সাতটি জায়গায় 'বাগিয়াহ'-এর অনুবাদ 'চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক' করেছেন ।
- এটর্নী জেনারেল : এক ব্যক্তি আপনাদের মতে মুহাম্মদস- নবী নয় । সে বলছে, আমাকে মানো, অন্যথায় অবৈধ সন্তান হয়ে যাবে'- এটা কি ধরনের ভাষা?
- সাক্ষ্যদাতা : ইসলাম-বিরোধীদেরকে বলেছেন ।
- এটর্নী জেনারেল : বলেছেন যে, ওরা সবাই অবৈধ সন্তান?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী ।
- এটর্নী জেনারেল : অত্যন্ত নির্লজ্জ কথা । এটা বন্ধ করো ।
- সাক্ষ্যদাতা : দেখুন জনাব, এটা তো মিথ্যা সাহেব ভবিষ্যৎ যুগ সম্পর্কে বলেছেন । অর্থাৎ সকলেই শেষ পর্যন্ত আমাকে মেনে নেবে কিন্তু যারা চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকদের সন্তান হবে তারা আমাকে মানবে না ।
- এটর্নী জেনারেল : যেন তিনি বলতে চান, আমাকে মানো- অন্যথায় অবৈধ সন্তান হয়ে যাবে ।
- সাক্ষ্যদাতা : দেখুন-
- এটর্নী জেনারেল : ছাড়ুন, কী দেখবো? আচ্ছা, মিথ্যা সাহেব কি বলেছেন যে, বৃটিশ সরকারের আনুগত্য আমার উপর ফরয?
- সাক্ষ্যদাতা : ঐ সব অবস্থার দিকে তাকান, যে অবস্থায় তিনি একথা বলেছেন ।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ইচ্ছা করেই আমার কথার জবাব দেবেন না । বলুন, মিথ্যা একথা বলেছেন, না বলেন নি?
- সাক্ষ্যদাতা : বলেছেন ।
- এটর্নী জেনারেল : শিখরাজ্য মুসলমানদের আশানের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে, আর তখন মিথ্যা সাহেবের পিতা ছিলেন শিখ বাহিনীর জেনারেল । একথা ঠিক?

- সাক্ষ্যদাতা : (মাথা দুলান)
- এটর্নী জেনারেল : (গুধু) মাথা দুলিয়েছেন, (তাই) রেকর্ডে তা আসে নি। হ্যাঁ অথবা না বলুন।
- সাক্ষ্যদাতা : জী, শিখ বাহিনীতে জেনারেল ছিলেন।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া 'জিহাদ' অস্বীকার করেছেন।
- সাক্ষ্যদাতা : 'ফাসাদ' অস্বীকার করেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : 'দ্বীনের জন্য জিহাদ হারাম'— একথা কি তিনি বলেছেন?
- সাক্ষ্যদাতা : জী বলেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : ইংরেজের আনুগত্য ফরয এবং জিহাদ হারাম। ঠিক আছে, সামনে চলুন। মির্য়া সাহেব বলেছেন, 'আমি বৃটিশ সরকারের নিজ হাতে লাগানো চারা।' এটা কি তার নিজের কথা?
- সাক্ষ্যদাতা : জী, তারই কথা। দেখুন, জামাআতকে নিজ হাতে লাগানো চারা বলেন নি, বরং খান্দান (পরিবার)—কে বলেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া সাহেব মুঘল খান্দানের ছিলেন। আর মুঘল খান্দান এসেছিল সমরকন্দ থেকে, বাবরের যুগে। ইংরেজ এটাকে চাষ করল কিভাবে? অতএব তার খান্দান বৃটিশের নিজের হাতে লাগানো চারা হলো না। কেননা একতা তো বিবেক সম্মত নয়। এবার থাকলো মির্য়া সাহেবের কথা। তাকে ইংরেজ কী চাষ করবে? তিনি তো ছিলেন আল্লাহর বান্দা। অতএব বাকি থাকলো মির্য়ার জামাআত, যার সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, এটা আপনাদের নিজ হাতে লাগানো চারা।'
- সাক্ষ্যদাতা : খান্দান সম্পর্কে বলেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : আচ্ছা, তাহলে নবী সাহেবের খান্দান ইংরেজের নিজ হাতে লাগানো চারা ছিল?
- সাক্ষ্যদাতা : জী, এরূপ বলেছেন।
- এটর্নী জেনারেল : মির্য়া, ইংরেজের কাছে চিঠি লিখেছেন যে, এই নিজ হাতে লাগানো চারায়, তোমরা পানি সিঞ্চন করো, এরজন্য চিন্তাভাবনা করো।
- সাক্ষ্যদাতা : স্যার সাইয়িদ বলেছেন—
- এটর্নী জেনারেল : এরূপ বলেন নি। আপনি এখন মির্য়ার কথা বলুন। তিনি এরূপ

বলেছেন। আপনি বলছেন যে, 'নিজ হাতে লাগানো চারা অর্থ মিথ্যার খন্দান। আর মিথ্যা বলেছেন, নিজ হাতে লাগানো চারার জন্য চিন্তাভাবনা করো। অর্থাৎ মিথ্যার কাছে তার খন্দানের চিন্তাই ছিল বড়। জামাআত গোলায় যাক, মুসলমানরা খতম হয়ে যাক, কিন্তু তার খন্দান যেন রক্ষা পায়। এটা তো স্বার্থপরতা হল। বলুন, নবী কি স্বার্থপর হয়ে থাকেন?

- সাক্ষ্যদাতা : ওটা তো একটা চিঠি ছিল।
- এটর্নী জেনারেল : ঐ চিঠিতে তিনি রাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে আপন খন্দানের মঙ্গলাদি কামনা করেছিলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : না, মুসলমানদের—
- এটর্নী জেনারেল : আপন জামাআতের?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী।
- এটর্নী জেনারেল : একটু আগেই তো আপনি জামাআতের কথা অস্বীকার করেছিলেন? (অটহাসি)
- জনাব চেয়ারম্যান : আপনি মিথ্যা নাসিরের হাতে বায়আত করেছেন?
- সাক্ষ্যদাতা : না।
- জনাব চেয়ারম্যান : কেন?
- সাক্ষ্যদাতা : আমি জনগতভাবে আহমদী ছিলাম।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার ধ্যান-ধারণা ১৯৬৫ সন পর্যন্ত রাবওয়ার জামাআতের অনুরূপ ছিল?
- সাক্ষ্যদাতা : না, ওদের সাথে আমার মতবিরোধ ছিল।
- এটর্নী জেনারেল : আপনি ওদেরকে কখন পরিত্যাগ করেছেন?
- সাক্ষ্যদাতা : ১৯৬৮ সনে।
- এটর্নী জেনারেল : ১৯৬৮ সনে?
- সাক্ষ্যদাতা : না, ১৯৫৬ সনে।
- এটর্নী জেনারেল : যখন মিথ্যা বশীর মাহমুদ জীবিত ছিলেন?
- সাক্ষ্যদাতা : জ্বী হ্যাঁ।
- এটর্নী জেনারেল : তখন মানুষের এই ধারণা ছিল
- সাক্ষ্যদাতা : ওটা ভুল ছিল।
- মিঃ চেয়ারম্যান : আগে কথা তো শুনে নিন।

এটর্নী জেনারেল : মির্যা নাসিরের যখন নির্বাচন হচ্ছিলো, বলা হয় যে, তখন কারো কারো অভিমত ছিল, আপনাকেই আমীর বা ইমাম বানাবে। আবার কারো কারো অভিমত ছিল ওকেই বানাবে। এর উপর মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল।

সাক্ষ্যদাতা : আপনার সামনে ঘটনাসমূহ রয়েছে।

এটর্নী জেনারেল : তাহলে আপনি ছেড়ে দিয়েছেন?

সাক্ষ্যদাতা : ছেড়ে দিয়েছি।

এটর্নী জেনারেল : তাহলে এর অর্থ এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি রাবওয়া ফরপের সাথে ছিলেন ততক্ষণ আপনি মির্যাকে নবী মানতেন। যখন লাহোরী হলেন তখন নবী মানা ছেড়ে ছিলেন। রাবওয়া ফরপের সাথে মতবিরোধ হল, অমনি মির্যার স্টেটাস (status) ডাউন করে দিলেন। (অট্টহাসি)

দেখুন, মির্যা 'তুহফা-ই-গোলডুভিয়া' গ্রন্থে বলেছেন, “যখন মাসীহ নাখিল হবেন তখন অন্যান্য ফিরকাকে, যারা ইসলামের দাবী করে, সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে।”

সাক্ষ্যদাতা : জী।

এটর্নী জেনারেল : যেন অন্যান্য ফিরকা শুধু ইসলামের দাবী করে, প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামের উপর নয়।

সাক্ষ্যদাতা : জী, এটা রেফারেন্স।

এটর্নী জেনারেল : তাহলে ‘দাবীকারী’ বলতে কাদেরকে বুঝায়?

সাক্ষ্যদাতা : তাদেরকে বুঝায়, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে।

এটর্নী জেনারেল : ওরা স্রেফ ইসলামের দাবীদার— প্রকৃতপক্ষে মুসলমান নয়।

সাক্ষ্যদাতা : জী, একদম ঠিক।

এটর্নী জেনারেল : খোদার হুকুম আছে, মির্যাকে মনো। যে ব্যক্তি তাকে অস্বীকার করল সে পাপী হয়ে গেল, কাফির হলে গেল, ছোট ডিগ্রীর কাফির হয়ে গেল, (আর) যে ছোট ডিগ্রীর কাফির হয় সে তো কোন ভাল মুসলমান নয়।

সাক্ষ্যদাতা : সম্পূর্ণ ঠিক।

এটর্নী জেনারেল : দেখুন, সে-ই তো মুসলমান, যে কোন প্রকারের গুনাহ্‌গার নয় এবং কাফির নয়।

সাক্ষ্যদাতা : সম্পূর্ণ ঠিক।

এটর্নী জেনারেল : বলুন, আহমদীদের সংখ্যা কত হবে?

- সাক্ষ্যদাতা : আমার জানা নেই।
- এটর্নী জেনারেল : আপনার পার্টির সদস্য-সংখ্যা কত?
- সাক্ষ্যদাতা : জানি না।
- সাক্ষ্যদাতা মির্ষা মাসউদ বেগ : আমাকে অনুমতি দেওয়া হলে আমি সদস্যবর্গের শুকরিয়া আদায় করবো।
- মিঃ চেয়ারম্যান : এতটুকু কথায়ই শুকরিয়া আদায় হয়ে গেছে।
- সাক্ষ্যদাতা : না আমাকে এক মিনিট—
- মিঃ চেয়ারম্যান : আচ্ছা, বলে ফেলুন।
- সাক্ষ্যদাতা : আমি আপনাদের সকলের শুকরিয়া আদায় করছি এজন্য যে, আপনারা অত্যন্ত ঔদার্য ও সহিষ্ণুতার সাথে আমাদের কথা শুনেছেন। আমরা ইসলামের সেবক। মির্ষা কাদিয়ানী আদৌ নুবুওয়াতের দাবীদার ছিলেন না।
- মুফতী মাহমুদ : এটা শুকরিয়া, না সদস্যবর্গকে কনভিন্সিং (convincing) করা হচ্ছে?
- মিঃ চেয়ারম্যান : আমি এটাই বলেছিলাম।
- সাক্ষ্যদাতা মির্ষা মাসউদ বেগ : কনভিন্সিং নয়, বরং নিবেদন করছি।
- প্রফেসর গফুর আহমদ : লিখে দিয়ে দিন।
- জনাব চেয়ারম্যান : ওর কাছ থেকে শপথ নিয়ে নিন এই মর্মে যে, যা কিছু আমার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে—
- ২ নং সাক্ষ্যদাতা : হযূর, আমার বন্ধুরা যে বর্ণনা দিয়েছেন তার দায়দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় এবং আমি সে দায়িত্ব গ্রহণ করছি। আর তারা যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন।
- জনাব চেয়ারম্যান : এখন আপনারা আসুন।
- (প্রতিনিধিদল তখন হাউস ছেড়ে চলে যায়)

মন্তব্য : ২৮ আগস্ট লাহোরী গ্রুপের জেরা শেষ হয়। অতঃপর ৫ সেপ্টেম্বর এটর্নী জেনারেল তার বিবৃতি পেশ করেন।

এটর্নী জেনারেলের বিবৃতি

- মিঃ চেয়ারম্যান : মিঃ এটর্নী জেনারেল—
- এটর্নী জেনারেল : আমি কি এখনি আমার দলীল প্রমাণ পেশ করবো, না কিছুক্ষণ পর?
- মিঃ চেয়ারম্যান : আমরা দশ মিনিট বিরতি দেব। যে সকল সম্মানিত সদস্য আগামীকাল বক্তৃতা দিতে আগ্রহী, তারা অনেক উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট পেয়ে যাবেন। তাছাড়া এটর্নী জেনারেলের ভাষণে যে সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে সেগুলোর পুনরাবৃত্তিরও কোন প্রয়োজন হবে না। অতএব আমরা সোয়া বারোটায় অধিবেশনে মিলিত হব।
- (চা-বিরতির জন্য কমিটির অধিবেশন পনেরো মিনিটের জন্য মূলতবী রাখা হয় এবং চা-বিরতির পর পুনরায় তা শুরু হয়।)
- মিঃ চেয়ারম্যান : জী, এটর্নী জেনারেল সাহেব, (শুরু করুন)।
- এটর্নী জেনারেল : জনাব চেয়ারম্যান সাহেব, আমি যে এক সপ্তাহ সংসদে উপস্থিত থাকতে পারি নি সেজন্য সর্বাত্মক ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ঐ অনুপস্থিতির কারণে আমি বেশ কয়েকজন সম্মানিত সদস্যের বক্তৃতা শুনতে পারি নি। আমি জানতে পেরেছি যে, তারা তাদের বক্তৃতায় অনেক শক্তিশালী ও বুদ্ধিদীপ্ত দলীল-প্রমাণ এবং অনেক আকর্ষণীয় পয়েন্ট সকলের সামনে পেশ করেছেন। আমি ঐ সমস্ত দলীল-প্রমাণ ও পয়েন্টের পুনরাবৃত্তি করব কিনা বলতে পারছি না। তবে একথা সত্য যে, আমাকে আমার কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যেই করাচি যেতে হয়েছিল।

জনাব, দ্বিতীয় যে কথাটি আমি বিশ্লেষণ করতে চাই এবং যে কথাটি সম্মানিত সদস্যবৃন্দ পুরোপুরি হৃদয়সম করতে পারবেন তাহলো এটর্নী জেনারেল হিসাবে আমার সরকারী পদমর্যাদা। এক্ষেত্রে আমাকে কিছু কিছু শর্তাদি ও বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হয়। আশা করি সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এ বিষয়টিকেও তাদের বিবেচনায় রাখবেন। সর্বাত্মক যে কথাটি আমি বলতে চাই তা হলো, বিষয়বস্তুর রেফারেন্সমূহ যে সমস্ত ভাষায় রয়েছে সেগুলোর কোন কোনটির ক্ষেত্রে আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। এতদসত্ত্বেও সংসদের নির্দেশমালা অনুযায়ী আমি যথাসম্ভব উৎকৃষ্টতম পন্থায়

আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমার উপর যে আস্থাশীল ছিলেন সেজন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাদের দিক থেকে এক্ষেত্রে আমি যে সহযোগিতা পেয়েছি সেজন্যও আমি তাদের শুকরিয়া আদায় করছি।

শ্রদ্ধেয় জনাব, আমি আমার যোগ্যতা অনুযায়ী নিজের দায়িত্ব পালনে সর্বোত্তমভাবে চেষ্টা করেছি। আমার এ দায়িত্ব সম্পাদন, যাতে সম্মানিত সদস্যদের আশানুরূপ হয় সেদিকে আমার সজাগ দৃষ্টি ছিল। আমি মনে করি, যে সমস্ত প্রশ্ন আমাকে সরবরাহ করা হয়েছিল আমি সেগুলো যথাযথভাবে পেশ করতে পেরেছি।

শ্রদ্ধেয় জনাব, দ্বিতীয় কথা হলো, সাক্ষ্য সম্পর্কিত ব্যাপারে আমার চেষ্টা হবে এই যে, রেকর্ডে যে সমস্ত সাক্ষ্য মজুদ রয়েছে সেগুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করা। কিন্তু এটর্নী জেনারেল হিসাবে যেহেতু আমি সংসদের সদস্য নই তাই আমি না বিচারকের মত আপন সিদ্ধান্ত দিতে পারব, আর না সরাসরি প্রকাশ করতে পারব আপন রায়। আমি মনে করি, আমার কর্তব্য এই যে, আমি নিরপেক্ষভাবে এই সংসদকে সহায়তা প্রদান করব। আমাদের সকলেই একথা হৃদয়ঙ্গম করে থাকবেন যে, আমি এখানে শুধুমাত্র একপক্ষের প্রতিনিধিত্ব কিংবা অপর পক্ষের বিরোধিতা করতে পারি না। আপনারা এ ব্যাপারে বিচারক হিসাবে রয়েছেন। তাই আমার পবিত্র দায়িত্ব এই যে, আমি বিষয়টির উভয় দিক আপনাদের সামনে তুরে ধরব, যাতে কেউ একথা না বুঝতে পারে, আর না একথা বলতে পারে যে, এটি ছিল একটি পক্ষপাতদুষ্ট কর্মতৎপরতা এবং এক্ষেত্রে এটর্নী জেনারেল আপন পদমর্যাদাকে বৈধভাবে অথবা অবৈধভাবে ব্যবহার করে মূল সিদ্ধান্তকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করেছেন। অতএব আমি আশাকরি যে, আমার এইসব বাধ্যবাধকতার প্রতি দৃষ্টি রেখে আমি উভয় পক্ষের যে দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করব সেটাকে সঠিকভাবে বুঝার চেষ্টা করা হবে। শ্রদ্ধেয় জনাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটি তো সম্মানিত সদস্যবৃন্দের হাতে রয়েছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এটি হবে একটি অত্যন্ত ন্যায় বিচারমূলক সিদ্ধান্ত—একটি অতি সঠিক ফয়সালা। এ ফয়সালাটি হবে দেশের জনসাধারণের আশা অনুযায়ী এবং তাদের অনুভূতির নিরিখে। আমাদেরকে

ইসলামের ও দেশের স্বার্থের কথা স্মরণ রাখতে হবে। আর আমার এ ব্যাপারে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই যে, দেশপ্রেম ও ইসলামের সাথে আমাদের ভালবাসার অনুভূতি প্রতি মুহূর্তে বিদ্যমান রয়েছে। আর এজন্য এ ব্যাপারেও আমার মোটেই সন্দেহ নেই যে, সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

এ বিষয়ের উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা করার সুযোগ আমার হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। কেননা এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তটি খুবই গুরুত্ববহ। প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাভাবনার অনুরূপ এবং তার আবেগ-উদ্দীপনাও যে কোন একজন মুসলমানেরই আবেগ-উদ্দীপনার মত। কিন্তু সেই সাথে তিনি প্রধানমন্ত্রীও বটে। এজন্য এটা তার দায়িত্ব যে, তিনি লক্ষ্য রাখবেন, যেন কোন ব্যক্তিকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা না হয়—আইনগত বৈধতা ছাড়া তাকে তার জীবন, স্বাধীনতা, সম্মান ও খ্যাতি থেকে। শ্রদ্ধেয় জনাব, আমি আশা করি এবং বিশ্বাস রাখি যে, এই সংসদের ভিতরে যে সকল পথ-প্রদর্শক রয়েছেন তারা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করেছেন এবং তাদের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা এই যে, বিষয়টির যেন একটি যথাযথ ও ন্যায্য বিচারমূলক ফয়সালা হয়। শ্রদ্ধেয় জনাব, আপনাদের স্মরণ থাকবে যে, জেরা চলাকালে আমি জামাআতে আহমদিয়া, রাবওয়া-এর আমীরের কাছে একথাটি পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলাম যে, এই সংসদ না কারো কোন প্রকার ক্ষতি করতে চায়, আর না কারো মনে কোনরূপ কষ্ট দিতে চায়। এই সংসদ একটি ন্যায়নিষ্ঠ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে চায়। এই সমস্ত কথার প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমি আমার বক্তব্য পেশ করবো এবং যাবতীয় বিষয় ও ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত আকারেই উপস্থাপন করবো।

শ্রদ্ধেয় জনাব, সংসদের সামনে একটি প্রস্তাব রয়েছে, যা সম্মানিত আইনমন্ত্রী পেশ করেছিলেন এবং তা ছিল নিম্নরূপ :-

রুলস অব বিজিনেস-এর ২০৫ নং বিধির অধীন আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাব (তাহরীক, motion) পেশ করার নোটিশ দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো, এই সংসদ এমন একটি বিশেষ কমিটি গঠন করবে, যা সমগ্র সংসদ (সদস্যদের) অন্তর্ভুক্ত রাখবে। যাবতীয়

ঐ সকল ব্যক্তি এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত থাকবেন যারা সংসদকে সম্বোধন করে নিজেদের বক্তব্য পেশ করার অধিকার রাখেন, উপরন্তু সংসদের কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করারও অধিকার রাখেন। স্পীকার সাহেব হবেন এই বিশেষ কমিটির চেয়ারম্যান এবং এই কমিটির দায়িত্ব হবে নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদন করাঃ-

- (১) দ্বীন ইসলামের মধ্যে, এমন ব্যক্তির মর্যাদা কিংবা হাকীকত সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করা, যে শেষ নবী হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর বিশ্বাস রাখে না।
- (২) কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে সদস্যবর্গের কাছ থেকে প্রস্তাব ও পরামর্শ গ্রহণ করা এবং সেগুলোর উপর চিন্তাভাবনা করা।
- (৩) নিম্নলিখিত বিতর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় দলীল-প্রমাণের উপর চিন্তাভাবনা করার পর প্রয়োজনীয় সুপারিশাদি পেশ করা।

কমিটির কার্যসূচী পরিচালনার জন্য চল্লিশ ব্যক্তির কোরাম হবে। তার মধ্য দশ ব্যক্তি হবেন ঐ সমস্ত পার্টি থেকে, যে সমস্ত পার্টি জাতীয় পরিষদে সরকার-বিরোধী- অর্থাৎ যারা বিরোধী দলের সাথে সম্পর্কিত।

শ্রদ্ধেয় জনাব, অপর একটি প্রস্তাব আছে, যা এই পরিষদের সাইক্লিশ জন সম্মানিত সদস্য উপস্থাপন করেছিলেন।

(ঐ মুহর্তে চেয়ারম্যান সাহেব বাইরে চলে গেলে ডেপুটি স্পীকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।)

শ্রদ্ধেয় জনাব, এই প্রস্তাবের বচন হলো, আমরা নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করতে চাই। যেহেতু এটি স্বীকৃত বাস্তবতা যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী 'খাতামুল আধিয়া' (শেষ নবী) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পর নিজেকে নবী বলে দাবী করেছেন-

আর যেহেতু মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নুবুওয়াতের মিথ্যা দাবী, কুরআনের কয়েকটি আয়াতের ভুল ব্যাখ্যাদানের প্রয়াস এবং জিহাদকে 'মানসূখ' (রহিত) করার প্রচেষ্টা- এসব কিছু ইসলামের মৌলিক নীতির সাথে ধোকাবাজি ও প্রবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়।

আর যেহেতু তিনি (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী)

ছিলেন সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট এবং তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইসলামী ঐক্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা এবং ইসলামের দুর্নাম রটনা করা—

আর যেহেতু সমগ্র মিথ্যাত্বে ইসলামিয়ার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, মির্যা গোলাম আহমদের অনুসারীরা— চাই তারা তাকে (মির্যাকে) নবী হিসাবে মানুক কিংবা অন্য যে কোনরূপে ধর্মীয় নেতা অথবা সংস্কারক হিসাবে ধারণা করুক— সকলেই ইসলামের দায়েরা থেকে খারিজ।

আর যেহেতু তার অনুসারীরা— যে নামেই তারা পরিচিত হোক না কেন— সকলেই নিজেদেরকে ইসলামের একটি ফিরকার অন্তর্ভুক্ত বলে প্রকাশ করে দেশের ভিতরে এবং বাইরে নিজেদেরকে ধ্বংসাত্মক কাজে সম্পৃক্ত রাখছে—

আর যেহেতু ১৯৭৪ সনের ৬ থেকে ১০ এপ্রিল মক্কা মুকাররমায় অনুষ্ঠিত, ওয়ার্ল্ড মুসলিম অর্গেনাইজেশনের কনফারেন্সে— যা রাবিতা-ই-আলমে ইসলামীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং যাতে সমগ্র বিশ্বের ১৪০টি সংস্থা অংশগ্রহণ করেছিল— সর্বসম্মতিক্রমে এই ঘোষণা প্রদান করা হয় যে, কাদিয়ানিয়ত হচ্ছে ইসলাম এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে একটি ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকাণ্ড, যার অনুসারীরা শুধুমাত্র মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরকে ইসলামের একটি ফিরকা বলে ঘাহির করে—

তাই এই সংসদ ঘোষণা করছে যে, মির্যা গোলাম আহমদের অনুসারীরা— চাই তারা যে নামেই সম্বোধন হোক— মুসলমান নয়, আর সংসদে যেন একটি খসড়া আইন পেশ করা হয়, যার মাধ্যমে এই ঘোষণাকে আইনসিদ্ধ পন্থায় জারী করার জন্য আইনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা যেতে পারে এবং অমুসলিম সংখ্যালঘিষ্ট একটি জনগোষ্ঠী হিসাবে তাদের বৈধ ও আইনানুগ অধিকার সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

শ্রদ্ধেয় জনাব, এ-ই হচ্ছে দু'টি প্রস্তাব। এগুলো ছাড়াও আরো কিছু প্রস্তাব আছে, যা নিয়ে এই সংসদ চিন্তাভাবনা করছে। কিন্তু এগুলোর বেশীর ভাগই আইনগত সংশোধনীর প্রস্তাবাদি সম্পর্কিত। দু'টি কারণে আমি এগুলো সম্পর্কে কিছু নিবেদন করবো। একঃ শুধুমাত্র এদু'টি প্রস্তাব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এই প্রস্তাবগুলোকে ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট জামাআত

(আহমদিয়া) নিজ নিজ উত্তর এবং স্মারকলিপি পেশ করেছিল। তাদের বয়ানও (জবানবন্দীও) এই সমস্ত প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়েছিল। তাই (এই দু'টি ছাড়া) অপর প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে কিছু বলা ন্যায়সঙ্গত হবে না। অবশ্য সেগুলো সম্পর্কে যে কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করার অধিকার কমিটির রয়েছে। তারা যে কোন পর্যায়ে সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারেন। এতদসত্ত্বেও আমি আমার বক্তব্য ঐ দু'টি প্রস্তাব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখবো এবং সংক্ষেপে এগুলোর পর্যালোচনা করবো। কিন্তু এই সমস্ত প্রস্তাবের উপর চিন্তাভাবনা করার জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল সে প্রেক্ষাপটে আমি যদি দুঃসাহসিকতাবশতঃ আমার কোন বক্তব্য পেশ করি তাহলে আশাকরি তার কোন ভুল অর্থ গ্রহণ করা হবে না।

শ্রদ্ধেয় জনাব, প্রথমে আমি সেই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করছি, যা সম্মানিত আইনমন্ত্রী পেশ করেছিলেন। তার প্রস্তাবটি হলোঃ-

“দ্বীনে ইসলামের মধ্যে এমন ব্যক্তির মর্যাদা কিংবা হাকীকত সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করা।” যদি সংসদের রায় এই হয় যে, যে সমস্ত লোক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ‘খতমে নুবুওয়াত’-এর উপর বিশ্বাস রাখে না তারা মুসলমান নয়- তাহলে তো এই সমস্ত লোকের, ইসলামের সাথে কোন সম্পর্কই রইলো না। এমতাবস্থায় স্বয়ং প্রস্তাবটির মধ্যেই বৈপরিত্য থেকে যাচ্ছে। যদি এটা বলা হত যে, “ইসলামের মধ্যে অথবা ইসলামের রেফারেন্সে আলোচনা-পর্যালোচনা করা”- তাহলে কথাটি বুঝা যেত। কিন্তু “ইসলামের মধ্যে মর্যাদা অথবা মাকাম”- একথা থেকে অনুমিত হচ্ছে যে, ওরা মুসলমান। আমি মনে করি, এটি একটি বৈপরিত্য, যদিও তা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু এই বৈপরিত্যের প্রতি সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছিল আমার কর্তব্য। আপনি এটা বলতে পারেন না যে, ইসলামের মধ্যে ওদের মর্যাদা বা স্থান কি? হ্যাঁ, এটা অবশ্য বলতে পারেন যে, ইসলামের রেফারেন্সে ওদের মর্যাদা কি? শ্রদ্ধেয় জনাব, যে প্রস্তাব সাঁইত্রিশ জন সদস্য পেশ করেছেন সে সম্পর্কে আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করব যে, এর মধ্যেও কিছুটা বৈপরিত্য রয়েছে। আমি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব না। এতদসত্ত্বেও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ একথাটি যেন নোট করে

রাখেন যে, প্রস্তাবটির এক জায়গায় বলা হয়েছে—

“যেহেতু মির্যা গোলাম আহমদ ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট এবং তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইসলামী ঐক্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা এবং ইসলামের দুর্নাম রটনা করা”

অতঃপর বলা হয়েছে—

“যেহেতু মিল্লাতে ইসলামিয়ার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, মির্যা গোলাম আহমদের অনুসারীরা— চাই তারা তাকে (মির্যাকে) নবী হিসাবে মানুক কিংবা ধর্মীয় নেতা অথবা সংস্কারক হিসাবে ধারণা করুক— সকলেই ইসলামের দায়েরা থেকে খারিজ।”

অতঃপর বলা হয়েছে—

(মির্যা গোলাম আহমদের) অনুসারীরা— যে নামেই তারা সম্বোধিত হোক না কেন— সকলেই নিজেদেরকে ইসলামের একটি ফিরকার অন্তর্ভুক্ত বলে প্রকাশ করে দেশের ভিতরে এবং বাইরে “নিজেদেরকে ধ্বংসাত্মক কাজে সম্পৃক্ত রাখছে।”

এগুলো একদম ঠিক কথা। কিন্তু অতঃপর দাবী করা হয়েছে যে, ওদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করো। অর্থাৎ অমুসলিম ধর্মীয় সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ঘোষণা করো এবং আইনের মধ্যে সংশোধনী এনে ওদের বৈধ আইনানুগ অধিকার সংরক্ষণ করো। (এ প্রেক্ষিতে আমার নিবেদন এই যে,) আপনারা কি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে সর্বদা জিইয়ে রাখতে চান?— আপনারা কি ঐ সমস্ত জিনিষ সংরক্ষণ করতে চান যার উল্লেখ, ভূমিকায় রয়েছে? এটি এমন একটি বৈপরিত্য, যার প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছিলাম। একদিকে আপনারা বলছেন যে, ওদেরকে একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ঘোষণা করো, একটি পৃথক ইউনিটে পরিণত করো, আর যখন আপনারা একত্র করবেন তখন আপনাদেরকে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া যে গত্যন্তর নেই। আর এটি হচ্ছে প্রস্তাবের একটি অতি চমৎকার অংশ। আমি এর যথার্থ মূল্যায়ন করি। যখন এটা বলা হয় যে, আইনানুগ ওদের বৈধ অধিকার সংরক্ষণ করা হোক তখন আমি একথাও প্রশংসা করি। (কিন্তু) আপনারা একদিকে বলছেন যে, (জামাআতে আহমদিয়া) একটি ধ্বংসাত্মক আন্দোলন, ওরা দেশের ভিতরে এবং বাইরে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রয়েছে। (এখন প্রশ্ন হলো,) কী ঐ ধ্বংসাত্মক কাজ? (এটা কি) ওদের

নিজেদের ধর্মের (অথবা আকীদার) প্রচারনা ওদের (নিজেদের আকীদা অনুযায়ী) ধর্ম পালন? - আপনারা তাদের অধিকারের সংরক্ষণ চান এবং সেই সাথে তাদেরকে তিরস্কারও করেন। এ দু'টি কথা তো একত্রিত হতে পারে না। এটা একদম পরিষ্কার কথা। আমি এর সমালোচনা করছি না। আর আমার, সমালোচনার কোন অধিকারও নেই। কিন্তু এটা আমার কর্তব্য যে, আমি সম্মানিত সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এ বিষয়টির প্রতি যে, যদি আপনারা জনবসতির কোন অংশকে একটি পৃথক জামাআত হিসাবে ঘোষণা করেন তাহলে অতঃপর না শুধু দেশের আইন-বরং আপনাদের ধর্মও এই দাবী করবে যে, আপনারা ওদের অধিকার সংরক্ষণ করবেন, ওদেরকে ওদের ধর্ম প্রচারের এবং সে অনুযায়ী কাজ করার অধিকার দেবেন। এর চাইতে অধিক আমি আর কিছু বলতে চাই না। কেননা আমি খুব ভালভাবে জানি যে, আমার হাতে যে সময় রয়েছে তা খুবই সীমিত।

অতএব উপরোক্ত দু'টি প্রস্তাবের আলোকে এই সম্মানিত সংসদকে কিছু বিতর্কিত বিষয়ের ফয়সালা করতে হবে। আর সেগুলো হলো নিম্নরূপ-

- ১। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কি নুবুওয়াতের দাবী করেছেন?
- ২। ইসলামের মধ্যে অথবা ইসলামের রেফারেন্সে এই দাবীর মধ্যে কি রহস্যাদি নিহিত রয়েছে?

আমি ইসলামের মধ্যে এবং ইসলামের রেফারেন্সে-এ উভয় কথাই উল্লেখ করেছি।

- ৩। 'খতমে নুবুওয়াত'-এর অর্থ বা ধারণা (conception) কি? যখন আমরা খাতামুলবীযীন বলি তখন এ থেকে কি অর্থ গ্রহণ করি?
- ৪। একথার উপর কি মিল্লাতে ইসলামিয়া একমত যে, মির্যা গোলাম আহমদের অনুসারী, যারা তাকে নবী কিংবা মাসীহ মাওউদ রূপে মান্য করে অথবা উভয়রূপে মান্য করে তারা দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ?
- ৫। মির্যা গোলাম আহমদ এবং তার অনুসারীরা কি ঐ সমস্ত মুসলমানকে, যারা মির্যা গোলাম আহমদকে নবী কিংবা মাসীহ মাওউদ রূপে মান্য করে না, কাফির কিংবা দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ মনে করেন?
- ৬। মির্যা গোলাম আহমদ কি এমন কোন পৃথক ধর্মীয় জামাআতের

ভিত্তি স্থাপন করেছেন, যা দায়েরা-ই-ইসলাম বহির্ভূত অথবা তিনি কি ইসলামের ভিতরেই নতুন কোন ফিরকার সৃষ্টি করেছেন?

- ৭। তিনি যদি পৃথক কোন ধর্মীয় জামাআতের ভিত্তি স্থাপন করে থাকেন তাহলে ইসলামের রেফারেন্সে সে জামাআতের স্থান বা মর্যাদা কি হবে? আর আইনের দৃষ্টিতে সে জামাআতের অধিকারই বা কি হবে?

এবার আমি সংক্ষেপে ঐ সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করব, যা প্রস্তাব উত্থাপনের দিন থেকে ঘটে আসছে। ১৯৭৪ সনের ৩০শে জুন এই প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। এগুলো প্রকাশিত হওয়ার পর মির্যা গোলাম আহমদকে মান্যকারী দু'টি গ্রুপের পক্ষ থেকে দু'টি স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল। অতঃপর উভয় গ্রুপের প্রতিনিধিদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছিল, যাতে তারা শপথ গ্রহণের পর নিজ নিজ বক্তব্য এবং স্মারকলিপি পড়ে শুনান। আমার স্মরণ আছে, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে মৌখিক বক্তব্য প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যাতে করে তারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারেন। যে সমস্ত দলীল-প্রমাণ তারা দাখিল করেন সেগুলোতে প্রস্তাবে উল্লেখিত যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। সংসদ কমিটি এমন একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়, যার কাজ হবে প্রশ্নসমূহ গ্রহণ করা এবং সেগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করা। এ উদ্দেশ্যে কমিটি আমাকে নির্দেশ দেয়, যেন আমি ২৫/৭/৭৪ ইং তারিখ থেকে ইসলামাবাদে থাকি। আমি ঐ নির্দেশ পালনার্থে ২১ জুলাই ইসলামাবাদ চলে এসেছিলাম। স্টিয়ারিং কমিটি এক সপ্তাহের মধ্যে প্রশ্নাদি বিচার-বিশ্লেষণের কাজ সমাপ্ত করে, অথচ প্রশ্নের সংখ্যা ছিল শত শত। মির্যা নাসির আহমদের নেতৃত্বে আহমদিয়া জামাআত, রাবওয়া-এর জবানবন্দী ৫ আগষ্ট থেকে ১০ আগষ্ট গ্রহণ করা হয়। অতঃপর দশ দিনের বিরতি। ২০ আগষ্ট থেকে ২৪ আগষ্ট পর্যন্ত মির্যা নাসির আহমদের আরো জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। মোট এগারো দিন তার সাথে জেরা চলে। অতঃপর আহমদিয়া জামাআতের অপর গ্রুপের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। ঐ গ্রুপের নেতা ছিলেন মওলানা সদরুদ্দীন। যেহেতু মওলানা সদরুদ্দীন অতিবৃদ্ধ এবং ভালভাবে কথা শুনান সামর্থ্য রাখেন না তাই তার জবানবন্দী মিয়া আবদুল মান্নান উমরের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। দু'দিন ওদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। ওদের সময় সংক্ষিপ্তকরণের কারণ এই ছিল না যে,

সংসদ তাদের উপর কোন রকমের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছিল। বরং এর কারণ এই ছিল যে, অনেক হাকীকত, অনেক দলীল-প্রমাণ এবং মির্যা গোলাম আহমদের অনেক লেখা প্রথম ফ্রপের জবানবন্দী থেকেই রেকর্ডে এসে গিয়েছিল। অতএব অপর দরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে আর অতিরিক্ত আলাপ-আলোচনা বা জেরা করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

প্রথম বিতর্কিত বিষয় হলো, মির্যা গোলাম আহমদ নুবুওয়াতের দাবী করেছিলেন কি না। এ প্রসঙ্গে মির্যা গোলাম আহমদের জীবন, তার রচিত গ্রন্থাদি এবং তার আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। প্রকৃতপক্ষে এভাবে আমি প্রথম বিতর্কিত বিষয়টি আমার আয়ত্বাধীনে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালাবো। মির্যা নাসির আহমদ, মির্যা গোলাম আহমদের সংক্ষিপ্ত জীবনী যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হলো :-

তিনি (মির্যা গোলাম আহমদ) ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫ সনে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল গোলাম মুরতযা সাহেব।

তিনি কয়েকজন শিক্ষকের মাধ্যমে আপন ঘরেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তার শিক্ষকদের নাম হচ্ছে ফযলে ইলাহী, ফযলে আহমদ এবং গুল মুহাম্মদ। তিনি ওদের কাছ থেকে ফারসী, আরবী ও দ্বীনীয়াতের প্রাথমিক শিক্ষা এবং আপন পিতার কাছ থেকে চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন করেন।

তিনি প্রথম জীবন থেকেই ইসলামদরদী ছিলেন এবং দুনিয়াদারী থেকে দূরে থাকতেন। তার একটি কবিতা হলো:-

دگر استاد را نامے ندانم

که خوانده در دبستان محمد

“অন্য কোন শিক্ষকের নাম আমি জানিনা, আমি কেবল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষাপারে শিক্ষা অর্জন করেছি।”

তিনি ১৮৭৬ সনের দিকে খ্রীষ্টান এবং আর্যদের সাথে অনেক মুনাযারা ও তর্কবিতর্ক করেন এবং ১৮৮৪ সনে আপন বিখ্যাত গ্রন্থ ‘বারাহীনে আহমদিয়া’ প্রকাশ করেন, যা কুরআন করীম, আঁ হযরত (সাঃ) এবং ইসলামের স্বরূপ তুলে ধরার ক্ষেত্রে একটি অতুলনীয় গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৮৯ সনে তিনি

আল্লাহর হুকুমে ‘সিলসিলা-ই-বায়আত’-এর সূচনা করেন এবং ১৮৯১ সনে আল্লাহ তাআলার ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে নিজেকে ‘মাসীহ মাওউদ’ বলে দাবী করেন।

তার সমগ্র জীবন ইসলামের সেবায় কেটেছে। তিনি প্রায় আশিটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা আরবী, ফারসী, উর্দু-এ তিনটি ভাষায়ই রয়েছে। এ তিনটি ভাষায় তিনি পদ্যও রচনা করেন। বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও তাবলীগই ছিল তার এবং তার জামাআতের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি ২৬ মে, ১৯০৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন। তখন দেশের পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী সমূহে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় তার ইসলামী খেদমতের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

মৃত্যুকালে তিনি চারপুত্র এবং দু’কন্যা রেখে যান। ঐ সময়ে তার খান্দানের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় দু’শ।”

মুহতারাম মির্যা গোলাম আহমদের জীবনী সম্পর্কে আমি আরো কিছু তথ্যাদি পেশ করবো, যা আমি ঐ সমস্ত দলীল-দস্তাবেজ থেকে সংগ্রহ করেছি, যেগুলো দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল।

মির্যা গোলাম আহমদ ছিলেন পাঞ্জাবের বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত মুঘল খান্দানের লোক। এই খান্দানটি মুঘল বাদশাহ বাবরের যুগে সমরকন্দ থেকে হিন্দুস্তানে এসে বসতি স্থাপন করে। মির্যা গোলাম আহমদের যে পূর্বপুরুষ প্রথমে হিন্দুস্তানে এসেছিলেন তার নাম ছিল মির্যা হাদী বেগ। ল্যাকাল গ্রীফেন (Laqual Griffen) তার ‘পাঞ্জাব চীফ’ শীর্ষক পুস্তকে লিখেছেন, “মির্যা হাদীবেগকে কাদিয়ানের আশেপাশের সত্তরটি গ্রামের কাষী অথবা ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছিল। কাদিয়ানের প্রথম নাম ছিল ইসলামপুর কাষী। এ জনবসতিটি গড়ে তুলেন মির্যা হাদী বেগ। পরবর্তীতে রূপান্তরিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত তা ‘কাদিয়ান’-এ পরিণত হয়। কয়েক পুরুষ পর্যন্ত এই খান্দানের লোক বিভিন্ন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু যখন শিখেরা ক্ষমতাসীন হয় তখন তারা দারিদ্র ও অসহায়ত্বের শিকারে পরিণত হয়।”

অতঃপর আমি জাস্টিস মুনীর আহমদ (মরহুম)-এর ১৯৫৩-৫৪ সনের তদন্ত রিপোর্ট থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করবো। মির্যা গোলাম আহমদ সম্পর্কে ‘কোর্ট অব ইনকোয়ারী রিপোর্ট’-এ বলা হয়েছে, মির্যা গোলাম মুর্তাযা, যিনি শিখ রাজ্যের জেনারেল

ছিলেন- গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হচ্ছেন তার পৌত্র। তিনি ঘরে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন, কিন্তু কোন পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্জন করেন নি। ১৮৬৪ সনে তিনি (মির্খা গোলাম আহমদ) শিয়াল কোটের জেলা কাছারীতে একটি চাকুরী পান এবং চার বছর সে চাকুরীতে কাটান। পিতার মৃত্যুর পর তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার সাথে ধর্মীয় সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৮৮০ ও ১৮৮৪ সনের মধ্যবর্তী সময়ে চার খণ্ডে আপন বিখ্যাত গ্রন্থ 'বারাহীনে আহমদীয়া' রচনা করেন। অতঃপর তিনি আরো বেশ কয়েকটি বইপুস্তক রচনা করেন। ঐ যুগে ভয়ানক আকারে ধর্মীয় সংঘর্ষ ও তর্কবিতর্ক চলছিলো। তখন শুধু খ্রীষ্টানরা নয়, বরং আর্য সমাজের লোকেরাও ইসলামের উপর একের পর এক আক্রমণ চালাচ্ছিলো। আর্য সমাজ ছিল হিন্দু (পুনর্জাগরণ) আন্দোলনের হোতা। ওরা দিন দিন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।”

আমার মতে জাস্টিস মুনিরের একথা ঠিক নয় যে, মির্খা গোলাম আহমদ, মির্খা গোলাম মুরতায়ার পৌত্র ছিল। কেননা মির্খা নাসির আহমদ তার জবানবন্দীতে বলেছেন যে, মির্খা গোলাম মুরতায়ী ছিল মির্খা গোলাম আহমদের পিতার নাম (পিতামহের নাম নয়)।

সংসদে প্রদত্ত মির্খা নাসিরের উক্তি অনুযায়ী ১৮৬০ ও ১৮৮০ সনের মধ্যবর্তী সময়ে ইংরেজরা তাদের সাথে পাদ্রীদের একটি বিরাট দল নিয়ে হিন্দুস্তানে আসে। তাদের সংখ্যা ছিল সত্তরের কাছাকাছি। পাদ্রীদের আগমনের কারণে এদেশে অত্যন্ত জোরেশোরে ধর্মীয় বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। ঐ সব পাদ্রীরা এই মর্মে একটি ঘোষণা প্রদান করে যে, তারা হিন্দুস্তানের মুসলমানদেরকে খ্রীষ্টান বানিয়ে ছাড়বে। ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর ঐ পাদ্রীদের হামলা সম্পর্কে মির্খা নাসির আহমদ বলেন, “রাষ্ট্রের ক্ষমতা বলে তারা এরূপ করেছিল এবং অনবরতঃ করে যাচ্ছিলো”।

মির্খা নাসির আহমদের ভাষ্য অনুযায়ী কয়েকজন আলিম ও ইসলাম-দরদী পথ-প্রদর্শক খ্রীষ্টানদের হামলা প্রতিরোধে অগ্রসর হন। তাদের মধ্যে নওয়াব সাদিক হাসন খান, মওলভী আলো হাসান, মওলভী রহমতুল্লাহ মুহাজিরে দেহলভী, আহমদ রেযা সাহেব এবং মির্খা গোলাম আহমদ ছিলেন অন্যতম। মির্খা নাসির

আহমদ বলেন, আমি ওদের সবাইকে তো জানি না- তা সত্ত্বেও আমার ঈমান (আস্থা) শুধু গোলাম আহমদের উপর নয়, বরং ওদের সকলের উপরই রয়েছে।

“আল্লাহ্ দূরদর্শিতা দিয়েছিলেন, ইসলামের প্রতি প্রেম-ভালবাসা দিয়েছিলেন।”

আর এক কারণেই তিনি ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর আক্রমণ পরিচালনা থেকে খ্রীষ্টানদের হটিয়ে দেবার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই সমস্ত বাহাছ-বিতর্কই মির্যা গোলাম আহমদসহ উল্লেখিত মুসলিম পথ-প্রদর্শকের জনপ্রিয়তার কারণে পরিণত হয়। তারা মুসলমানদের নায়কের আসনে অধিষ্ঠিত হন। তবে এরূপ মনে হচ্ছিলো যে, ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত হামলাসমূহ বানচাল করার ক্ষেত্রে অপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জনে মির্যা গোলাম আহমদের নাম ছিল সবার শীর্ষে। তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, খ্রীষ্টানদের ঐ সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তার মধ্যে কিছু কিছু শুধু অবাস্তবিক নয় বরং আপত্তিকরও ছিল। যেমন হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যে সমস্ত মানহানিকর উক্তি করা হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে শুধু আজকের নয়, বরং ঐ যুগের মুসলমানরাও আপত্তি উত্থাপন করত এবং এজন্য মির্যা গোলাম আহমদকে বার বার একটার পর একটা ব্যাখ্যা প্রদান করতে হত। আমি এর বিশদ বর্ণনায় যেতে চাই না। খুব সম্ভবতঃ ঐ জনপ্রিয়তার ফলশ্রুতি এই দাঁড়িয়েছিল, মির্যা গোলাম আহমদ ১৮৮৯ সনে আপন অনুসারী ও ভক্তদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তখন তার বয়স ছিল চুয়ান্ন বছর। ইতিপূর্বেই মির্যা গোলাম আহমদ তার বারাহীনে ‘আহমদীয়া’ গ্রন্থে একথার উল্লেখ করেছিলেন যে, তার সাথে আল্লাহ্র যোগ স্থাপিত হয়েছে এবং তিনি ইলহামী পয়গামসমূহ পেয়ে থাকেন। তার পুত্র এবং জামাআতে আহমদীয়া, রাবওয়া অথবা কাদিয়ান-এর দ্বিতীয় খলীফা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদের উক্তি অনুযায়ী মির্যা গোলাম আহমদ ১৮৮৯ সনে তার আন্দোলনের সূচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮৮৫ সনের মার্চ মাসে এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। আন্দোলনের সূচনায় তিনি নবী অথবা ‘মাসীহ মাওউদ’ হওয়ার দাবী করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবে একথার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, মির্যা গোলাম আহমদ আপন অনুসারীদের কাছ থেকে বায়আত নিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এতে কোন

সন্দেহ নেই যে, তার অনুসারীদের সংখ্যা বরাবর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় অনর্গল লিখতে পারতেন। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, ১৮৮৯ সন সম্পর্কে কিছু সন্দেহ আছে। একটি জায়গায় ১৮৮৯ সনের ডিসেম্বরের উল্লেখ আছে। মির্যা গোলাম আহমদের কাছে এই মর্মে ইলহাম আসে যে, তিনি মাসীহ মাওউদ। কিন্তু তিনি একথা প্রকাশ করেন নি কিংবা এ সম্পর্কে কোন ঘোষণা দেন নি। বরং তিনি কাদিয়ান থেকে লুধিয়ানা যান এবং আপন অনুসারীদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন। কেন এমনটি হয়েছিল? তিনি কেন কাদিয়ানে এ সম্পর্কে ঘোষণা দিলেন না? এ সিদ্ধান্ত আপনাদেরকে নিতে হবে। মির্যা মাহমুদ আহমদ তার ‘আহমদিয়ত আওর সাক্ষা ইসলাম’ (Ahmadiat and True Islam) শীর্ষক পুস্তকে লিখেছেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি সেখানে বায়আত গ্রহণের জন্য গিয়েছিলেন। অপর কোন ইসলামী সাহিত্যের কোন না কোন জায়গায় আমি পড়েছি যে, মাসীহ মাওউদ ‘লুদ’ নামক জায়গায় আপন মাসীহ মাওউদ হওয়ার দাবী করবেন। খুব সম্ভবতঃ সেই প্রেক্ষিতে মির্যা গোলাম আহমদ এটা সঙ্গত মনে করেন যে, তিনি লুধিয়ানা গিয়েই বায়আত গ্রহণ করবেন। তিনি এর সূচনা কাদিয়ানে করেন নি। একথাটি বিশেষভাবে আপনাদেরকে বলে রাখতে চাই। খ্রীষ্টানদের সাথে বিতর্ক সম্পর্কিত আরো কিছু অতিরিক্ত ব্যাখ্যা আমি পরবর্তীতে পেশ করবো।

আরেকটি বিষয়ের প্রতি সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা আমি আমার কর্তব্য মনে করি। মির্যা গোলাম আহমদের প্রতি এই মর্মে একটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, তার নুবুওয়াতের দাবী ও আহমদীয়া আন্দোলন ইংরেজদের কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। কেননা তিনি তাদেরই ইঙ্গিতে ও পরামর্শে উক্ত দাবী বা আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। একথার উল্লেখ শুধু প্রস্তাবের মধ্যেই করা হয় নি বরং অনেক বইপুস্তকেও পাওয়া যায় যে, মির্যা গোলাম আহমদের নুবুওয়াতের দাবী এবং আহমদীয়া আন্দোলনের সূচনা তখনই করা হয় যখন সুদান থেকে শুরু করে সুমাত্রা পর্যন্ত সর্বত্র বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হয়েছিল। ইংরেজরা জিহাদকে প্রতিহত করার জন্য এসব কিছু করেছিল এবং এক্ষেত্রে তারা মির্যা গোলাম আহমদের সহযোগিতা

পেয়েছিল। এটিও একটি দিক, যার প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

এটাও বলা হয়েছে যে, ইংরেজদের পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা মির্যা গোলাম আহমদের অনুসারীদের ঈমানের অংশ বলে গণ্য। তারা বায়আত করার সময় এই মর্মে অস্বীকারও গ্রহণ করে থাকে। এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা। কেননা মুসলমানরা, ইংরেজদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার এই শর্তের, ঘোর বিরোধিতা করত এবং তারা বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সেই হিংস্র থাবা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চাইত, যা তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অন্যান্য অধিকার কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। ইংরেজদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাটা তাদের ঈমানের শর্ত হওয়ার কারণে ‘আহমদী’ তথা মির্যা গোলাম আহমদের অনুসারীরূপে ইংরেজরা অতি উৎকৃষ্ট ধরনের একদল গুণ্ডচর পেয়ে গিয়েছিল। আমরা একথার উল্লেখ পাই যে, আফগানিস্তানে ১৯২৫ সনে দু’জন মির্যায়ী তথা আহমদীকে হত্যা করা হয়। না শুধু এ কারণে যে, ওরা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, বরং ওদের কাছ থেকে এমর্ন সব দলীল-দস্তাবেজ উদ্ধার করা হয়েছিল, যার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিলো যে, ওরা ইংরেজ সাম্রাজ্যের গুণ্ডচর হিসাবে সেখানে কার্যরত ছিল এবং আফগান সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে চাচ্ছিলো। আমি একথা বলি না যে, এগুলো সঠিক অথবা সত্য। তবে এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি আমি সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

মির্যা সাহেবের কুরআন বুঝা কিংবা কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা সম্পর্কে আমি যতটুকু বুঝি তা এই যে, তিনি এক্ষেত্রে মোটামুটি স্যার সাইয়িদ আহমদ খানের মতই ছিলেন। সেই কয়েকটি আয়াত ছাড়া—যেগুলোর সম্পর্ক হযরত মাসীহ (আঃ)—এর সাথে রয়েছে কিংবা মির্যা সাহেব যেগুলোকে আপন নুবুওয়াতের সাথে সম্পর্কিত করে থাকেন—তিনি (মির্যা সাহেব) কুরআন বুঝার অনুভূতি রাখতেন। আপন বিরুদ্ধবাদীদের ভয় প্রদর্শন ও ধমকানোর জন্য তার উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার ছিল তারই দু’টি ভবিষ্যৎবাণী। সেগুলোর মাধ্যমে তিনি দাবী করতেন যে, এই সময়ের মধ্যে তার বিরুদ্ধবাদীদের মৃত্যু হবে অথবা তারা লাক্ষিত হবে। ১৮৯১ সনে মির্যা সাহেব সর্বপ্রথম মাসীহ মাওউদ হওয়ার এবং পরে নবী হওয়ার ঘোষণা দেন। তিনি কি ধরনের নুবুওয়াতের ঘোষণা দিয়েছিলেন তা আমি পরে বলব। মির্যা গোলাম আহমদের

পুত্র মির্যা মাহমুদ আহমদ তার 'আহমদিয়ত ইয়া সাক্ষা ইসলাম' (Ahmadiat or True Islam) শীর্ষক পুস্তকে লিখেছেন—

“তার কাজ ছিল ঐ সমস্ত ভ্রান্তি ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যার অপনোদন, যা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে ধর্মের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে গিয়েছিল। বরং এর চাইতেও বিরাট উদ্দেশ্য সাধন ছিল তার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে তাকে অসীম ধন সম্পদ, অটল সত্যবাদিতা এবং গোপন শক্তিসমূহ তালাশ করতে হয়েছিল।”

কুরআনের এই মুজিয়া ঘোষণা করে মাসীহ মাওউদ একটি রূহানী বিপ্লব ছড়িয়ে দেন। একথার উপর মুসলমানদের তো দৃঢ় ঈমান ছিল যে, কুরআন করীম একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ। কিন্তু গত তের শ বছরের মধ্যে কেউ এই বিষয়টি লক্ষ্য করে নি যে, কুরআন করীম শুধুমাত্র একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ নয়, বরং ভবিষ্যতের প্রয়োজনাদি মেটাবার জন্য এর মধ্যে এমন একটি অনন্ত ভান্ডার মজুদ রয়েছে, যার অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে রূহানিয়তের অমূল্য সম্পদরাজি প্রকাশিত হবে। বিশ্বের সামনে কুরআনের এই বিস্ময়কর দিকটি প্রকাশ করে সিলসিলা-ই-আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা রূহানিয়তের অনুসন্ধান ও গবেষণার পথসমূহ খুলে দিয়েছেন। পার্থিব বিজ্ঞানের মুকাবালায় এটি একটি বিরাট পদক্ষেপ। মির্যা গোলাম আহমদ শুধু ইসলামকে যাবতীয় ভুলভ্রান্তি থেকে পবিত্র করেন নি, বরং কুরআন করীমের উপর এমনভাবে আলোকপাত করেন যে, এর দ্বারা একাধারে বিশ্ব ও বিশ্ব মানবতার সামনে বুদ্ধি-বিবেকের প্রশান্তি লাভের উপদানাদি তুলে ধরেন— যেন তিনি সবার সামনে পেশ করেন ভবিষ্যতের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, এ সম্পর্কে আমি শুধু একটি অথবা দু'টি কথা বলব। অর্থাৎ দাবী করা হয় যে, মির্যা গোলাম আহমদ ঐসব গোপন ভান্ডারের সন্ধান বের করে ফেলেছেন, গত তের শ বছরের মধ্যে কোন মুসলমান যার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে নি। এতে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই যে, কুরআন হচ্ছে বিভিন্ন রত্নরাজির একটি যৌথ ভান্ডার। এটা হচ্ছে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার উদগমস্থল। মানুষ যতই উন্নতি করবে এবং কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করবে ততই বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার রহস্যাদি তাদের সামনে প্রতিভাত হতে থাকবে।

আমি মির্যা নাসির আহমদকে বিশেষভাবে প্রশ্ন করেছিলাম,

মির্য়া গোলাম আহমদের কাছে, খতমে নুবুওয়াতের (অভিনব) অর্থ কিংবা হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবন প্রসঙ্গ, - তথা তিনি জীবিত আছেন কি নেই- তাছাড়া এমন কোন্ আবিষ্কার-উদ্ভাবনটি ছিল, যা তার পূর্বে অন্য কোন মুসলমানের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে নি? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে মির্য়া নাসির আহমদ বলেছিলেন, (তা হচ্ছে,) মির্য়া গোলাম আহমদের সূরা ফাতিহার তাফসীর।

‘এই তাফসীরের শতকরা সত্তর ভাগ অংশ নতুন’- এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা রায় প্রদান করা এই সংসদের বিজ্ঞ আলিমদের কাজ। এ সম্পর্কে আমার বলার আর কিছু নেই। আমার শুধু আল্লামা ইকবালের ঐ কথাটি স্মরণ আছে, যাতে তিনি বলেছিলেন-

عصر من پیغمبر سے ہم آفرید

ان گردد قرآن بجز از خود ندید

অর্থাৎ “আমাদের যুগে এমন এক নবী পয়দা হয়েছে যার, কুরআনের মধ্যে, নিজেকে ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না।” আমার মতে এটি একটি যথোপযুক্ত পর্যালোচনা। (কেননা) যতদূর আমরা বুঝতে পেরেছি, মির্য়া সাহেব কুরআন মজীদের শুধুমাত্র ঐ সমস্ত অংশের তাফসীর করেছেন যেগুলোর মধ্যে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত ছিল।

শ্রদ্ধেয় জনাব, এবার আমি মির্য়া গোলাম আহমদের জীবন ও দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে তার জীবনের তিনটি পর্যায়ের বর্ণনা দেব। যেমন আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, প্রথম প্রথম মির্য়া গোলাম আহমদও সাধারণ মুসলমানদের মত একজন ধর্মীয় পথ প্রদর্শক ছিলেন এবং ওদেরই অনুরূপ আকায়িদ পোষন করতেন। তিনি খ্রীষ্টান এবং আর্য সমাজের মুকাবালা করেছেন। এটা ছিল ১৮৭৫-৭৬ থেকে ১৮৮৮-৮৯ সন পর্যন্ত সময়কাল। মির্য়া গোলাম আহমদের ঐ সময়কালের আকায়িদের উল্লেখ করতে গিয়ে আমি তার গ্রন্থ ‘কুহানী খাযায়িন : সপ্তম খন্ড : পৃষ্ঠা-২০০’ থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি।

“তুমি কি জান না যে, পরম দয়ালু প্রভু কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই আমাদের নবী (সাঃ)-এর নাম ‘খাতামুন নবীয়েন’ রেখেছেন? আর আমাদের নবী (সাঃ) জ্ঞানানুসঙ্গানীদের জন্য, আপন উক্তি-

‘আমার পরে কোন নবী নাই’- দ্বারা এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এমতাবস্থায় যদি আমরা আমাদের নবীর পর অন্য কোন নবীর আবির্ভাবকে বৈধ মনে করি তাহলে আমরা যেন নুবুওয়াতের অহী বন্ধ হওয়ার পর পুনরায় সেটাকে উন্মুক্ত বলেই ঘোষণা করবো। আর এটা ঠিক নয়। কেননা মুসলমানদের কাছে এটা পরিষ্কার যে, আমাদের রাসুলের পর কোন নবী-রাসূল আসতে পারেন না- যেহেতু তার ওফাতের পর অহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ তাআলা তার উপর নবী-আগমনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।” (হামামাতুল বশরা : পৃষ্ঠা-৩৪)

এটা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার কথা। এভাবে তিনি (মির্যা গোলাম আহমদ) খাতামুন্নবীয়ীন প্রসঙ্গে আপন আকীদা ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর তিনি আরো বলেছেন-

“আঁ হযরত (সাঃ) বার বার বলেছেন যে, আমার পরে কোন নবী আসবে না। আর ‘আমার পরে কোন নবী নাই’- এটি ছিল এমন একটি বিখ্যাত হাদীস, যার সঠিকতা সহজে কেউ কোন ধরনের আপত্তি উত্থাপিত করে নি। উপরন্তু কুরআন শরীফের প্রত্যেকটি শব্দ অকাট্য। কুরআনের আয়াত- ‘বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং ‘খাতামুন্নবীয়ীন’ (শেষ নবী)’- এ কথারই সত্যায়ন করছিলো যে, আমাদের নবী (সাঃ)-এর পর নুবুওয়াতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

এ উদ্ধৃতিটি ‘কিতাবুল বারিয়াহ্ : তথা রুহানী খাযায়িন : ত্রয়োদশ খন্ড : দ্রষ্টব্য রুহানী খাযায়িন (টীকা) : পৃষ্ঠা- ২১৭-২১৮- থেকে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আপন গ্রন্থ ‘ইযালা-ই-আওহাম’ : দ্রষ্টব্য রুহানী খাযায়িন : তৃতীয় খন্ড : পৃষ্ঠা- ৪১২’-এ বলেছেন,

“প্রত্যেক বিবেকী লোক বুঝতে পারে যে, যদি খোদা তাআলা প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাপ্রিয়ী হন, আর খাতামুন্নবীয়ীন আয়াতে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং যে সমস্ত হাদীসে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর অহীয়ে নুবুওয়াত নিয়ে আসা থেকে জিবরাঈল (আঃ)-কে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে- এসব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে অতঃপর আমাদের নবীর পর কোন ব্যক্তি কখনো নুবুওয়াত নিয়ে আসতে পারেন না।”

অতঃপর মির্যা সাহেবের একটি ইশতিহারের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি, যা তাবলীগ পত্রিকার ২০ শাবান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

“আমরা নুবুওয়াতের দাবীকারীর উপর অভিশাপ বর্ষণ করি। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ’- স্বীকারকারী খতমে নুবুওয়াতের উপর ঈমান রাখে।” (তাবলীগে রিসালত : ষষ্ঠ খন্ড : পৃষ্ঠা-২ : মাজমুআহ ইশতাহারাত : দ্বিতীয় খন্ড : পৃষ্ঠা- ২৯৭)

এটা ছিল তার (মির্যা গোলাম আহমদের) জীবনের প্রথম পর্যায়। তার জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয় ১৮৮৮ সনের দিকে, যখন তিনি তার অনুসারীদের কাছ থেকে বায়আত নিতে শুরু করেন। আমি ‘হলফে বায়আত’ (বায়আতের শপথ) প্রসঙ্গে মির্যা মাহমুদের গ্রন্থের পৃষ্ঠা-৩০ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

“মোটকথা, কিতাবের প্রভাব (বারাহীনে আহমদীয়া’-এর উল্লেখ করতে গিয়ে) ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করতে থাকে এবং মাসীহ মাওউদের কাছে কয়েকজন লোক এই মর্মে চিঠি লিখেন যে, তিনি যেন তাদের বায়আত গ্রহণ করেন। কিন্তু মির্যা গোলাম আহমদ তাদের কথা মানেন নি। তিনি এই মর্মে তাদেরকে উত্তর দেন যে, তার আমাল (যাবতীয় কাজকর্ম) ইলহামী নির্দেশের অধীন। ১৮৮৮ সনের ডিসেম্বরে মির্যা গোলাম আহমদের কাছে এই মর্মে ইলহাম আসে যে, তিনি যেন তার অনুসারীদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম বায়আত গ্রহণ করা হয় লুখিয়ানায়, ১৮৮৯ সালে। (আমি ইতিপূর্বে এর উল্লেখ করেছি)। এই বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল মিয়া আহমদ জানের ঘরে। আর সর্বপ্রথম বায়আতকারী ব্যক্তি ছিলেন মওলভী নূরুদ্দীন। ঐ দিন মোট চল্লিশ ব্যক্তি বায়আত করেছিলেন। তখন পর্যন্ত তিনি ‘মাসীহ মাওউদ’ কিংবা ‘নবী’ হওয়ার দাবী করেন নি। তিনি তখন পর্যন্ত একথাই বলতেন যে, খোদার সাথে তার যোগ রয়েছে এবং তিনি ইলহামী নির্দেশাদি পেয়ে থাকেন।

শ্রদ্ধেয় জনাব, এবার আমি তার জীবনের দ্বিতীয় স্তর এবং এর সূচনা কিভাবে হয়েছিল তা বলবো। আমি ভুল করতে পারি, কিন্তু যে পর্যন্ত আমি বুঝি তা এই যে, মির্যা গোলাম আহমদ প্রথমে যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন সেটা পরিবর্তন করতে গিয়ে তিনি

খুব সতর্কতা অবলম্বন করেন। শিয়ালকোটের বক্তৃতায় এবং রাওয়ালপিণ্ডির বিতর্কে মির্যা গোলাম আহমদ কয়েকটি আকর্ষণীয় তত্ত্বকথা প্রকাশ করেন। তিনি নবী হওয়ার দাবী করেন নি, বরং বলেন—

“তোমরা নবী ও রাসূলদের মাধ্যম ছাড়া ঐ সমস্ত নি‘মাত কী করে পেতে পার? অতএব এটা জরুরী যে, তোমাদেরকে যাকীন ও মুহাব্বাতের মর্যাদায় পৌছবার জন্য খোদার নবীগণ সময় সময় আসতে থাকবেন, যাদের কাছ থেকে তোমরা ঐ সমস্ত নি‘মাত লাভ করবে। এখন কি তোমরা খোদা তাআলার সাথে মুকাবালা করবে এবং তার চিরন্তন নীতি ভেংগে ফেলবে?”

এটা হলো পরবর্তী পদক্ষেপ, যা আমি ‘রুহানী খাযায়িন : ২০ শ খন্ড : পৃষ্ঠা-২২৭’ থেকে উদ্ধৃত করেছি। অতঃপর ‘তাজান্নিয়াতে ইলাহিয়া’ : দ্রষ্টব্য রুহানী খাযায়িন : ২০ তম খন্ড : পৃষ্ঠা-৪১২-এ মির্যা গোলাম আহমদ বলেছেন—

“এখন মুহাম্মদী নুবুওয়াত ভিন্ন সব ধরনের নুবুওয়াত বন্ধ। শরীয়তধারী কোন নবী আসতে পারেন না, তবে শরীয়ত ছাড়া নবী আসতে পারেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি, যিনি প্রথমে উম্মতী হবেন। অতএব এই প্রেক্ষিতে আমি উম্মতীও এবং নবীও।”

অতএব এবার তিনি নবী কিংবা অধীনস্থ নবী হওয়ার দাবী করে ফেললেন। তিনি পরিপূর্ণ নবী হওয়ার দাবী করেছেন না, বরং বলছেন যে, তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত এবং তার (রাসূলুল্লাহর) মাধ্যমে তিনি এই মর্যাদা লাভ করেছেন।

এর ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে তিনি ‘তাজান্নিয়াতে ইলাহিয়া : পৃষ্ঠা-২০ (মুবাহাছাই-ই-রাওয়ালপিণ্ডি) : দ্রষ্টব্য-রুহানী খাযায়িন : ২- খন্ড : পৃষ্ঠা ৪১২’-এ লিখেছেন—

“আমার মতে নবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার উপর আল্লাহর যাকীনী ও কেত্বী (নিশ্চিত ও অকাট্য) কালাম প্রচুর পরিমাণে নাযিল হয়, যা গায়ব (অদৃশ্য)কে অন্তর্ভুক্ত রাখে। এজন্য আল্লাহ তাআলা আমার নাম নবী রেখেছেন, কিন্তু শরীয়তবিহীন।”

এর পরবর্তী পদক্ষেপ বা দলীল মির্যা গোলাম আহমদ পেশ করেছেন তার ‘হাকীকাতুল অহী : দ্রষ্টব্য- ‘রুহানী খাযায়িন : ২২ শ খন্ড পৃষ্ঠা- ৯৯-১০০’ শীর্ষক গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

“খোদার কৃপাই এ কাজ করেছে যে, আঁ হযরতের একজন অনুসারী এই স্তরে গিয়ে পৌছেছে যে, একদিক দিয়ে সে উম্মতী এবং এক দিক দিয়ে নবী।”

অতঃপর তিনি ‘নুযূল মাসীহ’ (টীকা : মুবাহাছা-ই-রাওয়ালপিন্ডি : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : অষ্টাদশ খন্ড : পৃষ্ঠা-৩৮১)- শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন-

“আমি রাসূল এবং নবী। অর্থাৎ যিল্লিয়তে কামিলা’ (পরিপূর্ণ ছায়ারূপ)-এর সুবাদে আমি সেই আয়না, যার মধ্যে মুহাম্মদী অবয়ব ও মুহাম্মদী নবুওয়াতের প্রতিফলন ঘটেছে।”

আমি সম্মানিত সংসদ সদস্যদের বেশী সময় নষ্ট করব না। শুধুমাত্র একটি অথবা দু’টি উদ্ধৃতি পেশ করব। ‘হাকীকাতুর অহী’ দ্রষ্টব্য- ‘রুহানী খাযায়িন : ২২ শ খন্ড : পৃষ্ঠা-১০০’-এ মির্যা সাহেব বলেন-

“মহান আল্লাহ্ তাআলা আঁ হযরত (সাঃ)-কে ‘সাহিবে খাতম’ (মুহরের অধিকারী) করেছেন। অর্থাৎ পূর্ণতা বৃদ্ধির জন্য তাকে মুহুর দিয়েছেন, যা অন্য কোন নবীকে কখনো দেওয়া হয় নি। এ কারণে তার নাম খাতামুলনবীয়েন রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তার অনুসরণ, নবুওয়াতের কামালাত দান করেছে এবং তার ‘রুহানী তাওয়াজ্জুহ’ (আধ্যাত্মিক সুদৃষ্টি) নবী তৈরী করতে পারে। আর কোন নবীকে এই পবিত্র ক্ষমতার অধিকারী করা হয় নি।”

(এই মুহূর্তে মিঃ চেয়ারম্যান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন)

অতঃপর আমরা তার (মির্যা গোলাম আহমদের) জীবনের তৃতীয় পর্যায়ের দিকে আসছি। কিন্তু এটা উল্লেখ করার পূর্বে আমি দু একটি রেফারেন্সের প্রতি সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। এটা তাদের মতানুযায়ী ‘খাতামুলনবীয়েন’ শব্দের অর্থ সম্পর্কিত। এরদ্বারা জানা যাবে কাদিয়ানীদের তথা মির্যা গোলাম আহমদ ও তার অনুসারীদের আকীদা অনুযায়ী কোন নবী আগমনের প্রয়োজন কেন ছিল? এই দলীলে উল্লেখ রয়েছে ‘কালিমা তুল ফসল্’-এ, যা রিভিউ অব রিলিজিওন (review of religion)-এর চতুর্দশ খন্ডের তৃতীয়-চতুর্থ তথা মার্চ-এপ্রিল, ১৯১৫ ইং সংখ্যায় পাওয়া যাবে। এটা একদিকে যেমন আকর্ষণীয় অন্যদিকে তেমনি হৃদয়-বিদারকও। কেন এমনটি হলো তা আমি জানি না। কিন্তু মির্যা গোলাম আহমদের ‘মাসীহ মাওউদ’ হওয়ার দাবীর যে

পটভূমি তা ১০১ পৃষ্ঠায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

“দাজ্জাল পরিপূর্ণ শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। ইয়াজুজ-মাজুজের বাহিনী প্রত্যেকটি উঁচু জায়গা থেকে ধেয়ে আসছিলো। ইসলাম, ইসাইয়তের পদতলে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করছিলো এবং নাস্তিকতা নিজেকে একটি আকর্ষণীয় রূপে উপস্থাপন করছিলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের সেদিকে কোন লক্ষ্য ছিল না। তারা আলস্য নিদ্রায় ছিল নিমগ্ন। এমন কি সেই সময় এল যখন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আত্মা আপন উম্মতের এই নাজুক অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তড়পাতে তড়পাতে ইলাহী আন্তানায় পতিত হল এবং নিবেদন করল, হে বাদশাহুদের বাদশাহু, হে গরীবদের সাহায্যকারী, আমার নৌকা একটি ভয়ংকর ঝড়ের মধ্যে পতিত হয়েছে, আমার মেঘপালের উপর নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করেছে, আমার উম্মত শয়তানের পাঞ্জায় আটকা পড়েছে, তুমি স্বয়ং আমাকে সাহায্য কর এবং আমার মেঘপালের জন্য কোন একজন রাখাল পাঠিয়ে দাও। তখন হঠাৎ করে আসমানের উপর থেকে অন্ধকারের পর্দা বিদীর্ণ হল এবং খোদার এক নবী ফিরিশতাদের কাঁধের উপর হাত রেখে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হল— যাতে সে বিশ্বকে এই ভয়ানক ঝড় থেকে বাঁচায় এবং উম্মতে মুহাম্মদীর পতনোন্মুখ প্রাসাদকে রক্ষা করে।” তিনি আরো বলেন—

“সেই ব্যক্তি যে দুনিয়ার পরিত্রানকারী হয়ে দুনিয়ার বিপদ মুহূর্তে যমীনে অবতরণ করল, সেই ব্যক্তি যে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মেঘপালের উপর আক্রমণকারী নেকড়েদের ধ্বংস করার জন্য এল, সেই ব্যক্তি, যে ইসলামের নৌকাকে ঝড়ের মধ্যে পতিত হতে দেখে সেটাকে তীরে ভিড়বার জন্য উঠে দাঁড়াল, সেই ব্যক্তি যে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতকে শয়তানের হাতে বন্দী দেখে শয়তানের উপর হামলা চালাল, সেই ব্যক্তি যে দাজ্জালকে প্রবল পরাক্রমশালী দেখে তার জুলুম-অত্যাচারকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হল, সেই ব্যক্তি যে ইয়াজুজ-মাজুজের বাহিনীর সামনে একাকী বুক টান করে দাঁড়াল, সেই ব্যক্তি যে মুসলমানদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ দূর করার জন্য শান্তির রাজপুত্ররূপে যমীনে অবতরন করল, সেই ব্যক্তি যে দুনিয়াকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখে আসমান থেকে নূর নিয়ে এল— হ্যাঁ, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সেই একমাত্র পুত্র, যার যামানার উপর রাসূলগণ গর্ব করেছিলেন— যখন সে যমীনের উপর অবতরন করল তখন উম্মতে মুহাম্মদীয়ার

মেঘরা তার জন্য নেকড়ে হয়ে দাঁড়াল, তার উপর প্রস্তর বর্ষন করা হল, তাকে মামলা-মোকদ্দমায় জড়ানো হল, তাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হল, তার উপর কুফরীর ফতওয়া জারী করা হল, তাকে ইসলামের শত্রু ঘোষণা করা হল, মানুষকে তার কাছে যেতে বারণ করা হল, তার অনুসারীদেরকে নানাভাবে কষ্ট দেওয়া হলো।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, এর উপর আমার পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই। আহমদী বা কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতরন করবেন না (অথচ অন্য মুসলমানদের ঈমান এই যে, ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতরন করবেন), অথচ উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এমন একটি ছবি পেশ করা হয়েছে— যেন তিনি (ঈসা) আসমান থেকে অবতরন করছেন। এই সম্পূর্ণ কাহিনীর হৃদয় বিদারক দিক এই যে, একদিকে বলা হচ্ছে যে, তার (মির্য়া গোলাম আহমদের) কি পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন ছিল, কি কি কৃতিত্বপূর্ণ কাজ তার সম্পাদন করার ছিল এবং মুসলমানদের সাহায্যের জন্য তার কি কি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল— কিন্তু পুনরায় তিনিই বলছেন, ‘ভেড়ারা নেকড়েতে পরিণত হয়েছে।’ কেন এই বিরোধিতা হলো, একজন মানুষ যিনি বন্ধু ছিলেন, হিরো ছিলেন, সাহায্য করছিলেন— তার বিরুদ্ধে এ ধরনের বিরোধিতা কেন হলো? এর উপর আমাদের চিন্তা করতে হবে। এর উত্তর অত্যন্ত সোজা। আর তা এই যে, তিনি মুসলমানদের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের উপর হামলা করেছিলেন। আমি এর দ্বারা মুসলমানদের ‘খাতামুনবীয়ীন’ সম্পর্কিত ঈমানী তাসাভুুর (conception)–এর কথা বলছি। এছাড়া অন্য কোন কারণ ছিল না যার প্রেক্ষিতে মুসলমানরা তার এত ঘোর বিরোধিতা করত।

শ্রদ্ধেয় জনাব, মির্য়া গোলাম আহমদ কেন নবী ও মাসীহ মাওউদ হলেন? এর কি প্রয়োজন ছিল? মির্য়া গোলাম আহমদ এবং তার অনুসারীদের ‘খতমে নুবুওয়াত’ সম্পর্কিত ধারণা (conception) কি? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর রয়েছে মির্য়া মাহমুদ আহমদ লিখিত ‘আহমদিয়ত ইয়া সাচ্চা ইসলাম’ (Ahmadiyat or True Islam) শীর্ষক গ্রন্থে (১৯৩৭ সনের সংস্করণ : পৃষ্ঠা নং ১০-১১)। তাতে বলা হয়েছে—

“আমাদের ঈমান এই যে, অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও নবীদের স্থলাভিষিক্তির ধারা অব্যাহত থাকবে। কেননা এই ধারার চিরতরে রুদ্ধ হওয়াটা বিবেক সমর্থন করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বে নাফসানী অন্ধকারের যুগ আসতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আপন স্রষ্টা থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সরল সহজ পথ থেকে ভ্রষ্ট হতে থাকবে এবং হাতাশা ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকবে—আর যতক্ষণ সত্য সুন্দরের অনুসারীরা সত্যানুসন্ধানে নিমগ্ন থাকবে ততক্ষণ এটা অসম্ভব যে, সত্যের পথ প্রদর্শনকারী ও আলোর দিশারীদের আবির্ভাব বন্ধ থাকবে। কেননা এটা আল্লাহর ‘সিফাতে রাহমানিয়ত’ (করণা গুণ)—এর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এটা কিভাবে হতে পারে যে, আল্লাহ চিকিৎসার অনুমতি দেবেন কিন্তু এর কোন ব্যবস্থা রাখবেন না; তিনি মানুষের অন্তরের মধ্যে সত্যানুসন্ধানের আগ্রহ সৃষ্টি করবেন, কিন্তু সে আগ্রহকে যারা বাস্তবায়িত করবেন তাদের আগমনের ধারা বন্ধ করে দেবেন। এক্ষপ ধারণা করাও আল্লাহ তাআলার করুণাগুনকে হয় প্রতিপণ্ন করা ছাড়া কিছু নয়। এটা একটা আঙ্গিক অঙ্গত্ব। যদি বিশ্বে কখনো কোন নবীর প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে আজ এর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। কেননা আজ ধর্ম ও সত্যতা অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়েছে।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, এটিকে একটি দলীলসম্মত কথা বলে মনে হয়। তাদের মতে, এটা দুনিয়ার একটা ধারা যে, এখানে হরেক রকমের মানুষ জন্ম নেবে এবং যেভাবে আল্লাহ তাআলা অতীতে নবীদের পাঠিয়েছেন সেভাবে ভবিষ্যতেও পাঠাতে থাকবেন। বাহ্যতঃ একথাটি সমীচীন বলে মনে হয়। তাদের কথা হলো, এই ধারা বন্ধ হওয়া উচিত নয়। মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অহীর প্রয়োজন থাকবে এবং অনুরূপভাবে এমন কোন ব্যক্তিরও প্রয়োজন থাকবে যিনি অহীর ব্যাখ্যাদান করবেন। এটা তাদের দিক থেকে একটি বুদ্ধি নির্ভর কথা। তারা ইংরেজদের জন্য এই পুস্তকটি ইংল্যান্ডে প্রকাশ করেছেন। যখন আমি মির্যা নাসির আহমদকে প্রশ্ন করলাম, ‘হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)—এর পরে এবং মির্যা গোলাম আহমদের পূর্বে কোন নবী কি এসেছিলেন?’—তখন তিনি নেতিবাচক জবাব দেন। অতঃপর যখন আমি প্রশ্ন করলাম, ‘মির্যা গোলাম আহমদের পরে কোন নবী কি এসেছেন

কিংবা কোন নবী আসার কি সম্ভাবনা রয়েছে?'- তখনও তিনি নেতিবাচক জবাব দেন। এতে (মির্যা মাহমুদের) উপরোক্ত দলীলসমূহ ধাঁ-ধাঁ এবং ধূয়ার ন্যায়ই শূন্যে মিলিয়ে গেছে। তাহলে শেষ পর্যন্ত এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটা কি? এর উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছু নয় যে, তারা মির্যা গোলাম আহামদকে খাতামুলবীরাহী মানেন (নাউয়িবিল্লাহ) এবং এটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

মিঃ চেয়ারম্যান : আমি মনে করি, আপনি আগামীকাল আপনার বাকি বক্তব্য পেশ করবেন। আগামীকাল সকাল সাড়ে ন'টায় "অধিবেশন বসবে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। (সমগ্র সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটির অধিবেশন ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ ইং সকাল সাড়ে ন'টা পর্যন্ত মুলতবী হয়ে যায়।)

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ইং-এর কার্যবিবরণী

স্পীকারের সভাপতিত্বে সকাল সাড়ে নটায় সংসদের অধিবেশন শুরু হয়।

মিঃ চেয়ারম্যান : আমি আশা করব যে, সকল সম্মানিত সদস্য এটর্নী জেনারেলের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। যে সব সদস্য আপোসে কথাবার্তা বলতে চান তারা যেন অনুগ্রহপূর্বক লবীতে চলে যান।

এটর্নী জেনারেল : শ্রদ্ধেয় জনাব, মির্ষা গোলাম আহমদের জীবনী উল্লেখ করতে গিয়ে আমি গতকাল সংসদে নিবেদন করেছিলাম যে, তার ধর্মীয় জীবন তিনটি যুগে বিভক্ত। তার প্রথম জীবন ছিল সাধারণ মুসলমানদের ন্যায় একজন মুবাঞ্জিগ সদৃশ। খতমে নুবুওয়াত সম্পর্কে তার আকীদাও ছিল সাধারণ মুসলমানদের মতই। অতঃপর দ্বিতীয় যুগ শুরু হয়, যখন মির্ষা গোলাম আহমদ আপন দর্শন পরিবর্তন করে ফেলেন, নিজস্ব সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং বায়আত গ্রহণ করতে থাকেন। দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয় ১৮৮৯ সনে। এই যুগে মির্ষা গোলাম আহমদ খতমে নুবুওয়াতের একটি নতুন ধারণা দেন এবং নতুন অর্থে এটাকে ব্যবহার করতে শুরু করেন। সে (অর্থ) অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে যে পয়গাম দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সময় সময় নতুন নবী আসতে থাকবেন। (এই সময়ে মিঃ চেয়ারম্যান সভাপতির আসন ত্যাগ করেন এবং মাননীয়া ডেপুটি স্পীকার তা গ্রহণ করেন।)

শ্রদ্ধেয় জনাব, আমি নিবেদন করেছিলাম যে, আহমদী তথা কাদিয়ানীদের দ্বিতীয় খলীফা, নবী আগমনের ধারা ব্যাহত না হওয়ার এমন প্রমাণাদি পেশ করেছিলেন, যা বাহ্যিকভাবে ছিল বিবেকসম্মত। কিন্তু যখন আমরা প্রশ্ন করলাম যে, মির্ষা গোলাম আহমদের পরে কি নবী হয়েছিলেন কিংবা হবেন—তখন তিনি নেতিবাচক জবাব দেন, যার পরিষ্কার অর্থ হল, তারা মির্ষা গোলাম আহমদকে খাতামুলবীয়ীন বলে মান্য করেন।

এখন আমি একটু আগে চলে যাব এবং কমিটির সামনে আহমদীদের সেই প্রমাণাদি পেশ করব, যার ভিত্তিতে তারা মাসীহ মাওউদের আগমনের দাবী করে থাকেন। তারা বলেন, তিনি (মাসীহ মাওউদ) ইতিহাসের সেই যুগে আবির্ভূত হবেন

যখন যোগাযোগের মাধ্যম পরিবর্তিত হয়ে যাবে, ভূমিকম্প হবে, যুদ্ধ বিগ্রহ হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। গাধা এবং উটের স্থলে আরো উপকারী ও সুবিধাজনক (পরিবহনের) মাধ্যম সৃষ্টি হবে। এই সমস্ত নিদর্শন, যেগুলোর উল্লেখ প্রাচীন কিতাবসমূহে রয়েছে, তা মির্যা গোলাম আহমদের যুগেই পরিদৃষ্ট হয়েছে। তারা আরো বলেন, মির্যা গোলাম আহমদই মাসীহ মাওউদ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমি ‘আহমদিয়ত ইয়া সাচ্চা ইসলাম (Ahmadiat or True Islam) শীর্ষক পুস্তকের পৃষ্ঠা ১৩-২০ থেকে একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি।

“অনুরূপভাবে এই ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল যে, মাসীহ মাওউদ দু’টি ব্যাধিতে আক্রান্ত হবেন। তার মধ্যে একটি হবে দেহের উপরিভাগে এবং অপরটি হবে নিম্নভাগে। তার মাথার চুল খাড়া হবে, রং তামাটে হবে, জিহ্বায় কিছুটা তোতলামি থাকবে, তিনি জমিদার-পরিবারের লোক হবেন এবং কথা বলার সময় তিনি কখনো কখনো আপন হাত দ্বারা উরুর উপর আঘাত করবেন। তিনি ‘কাদির’ নামক গ্রাম থেকে আবির্ভূত হবেন এবং তার সন্তা মাসীহ মাওউদ এবং মাহদী উভয়কে অন্তর্ভুক্ত রাখবে। বাস্তবেও তাই হয়েছিল। আহমদ মাসীহ মাওউদ-এর একটি ব্যাধি ছিল মাথাঘোরানো এবং অন্যটি ছিল বহুমূত্র। তার মাথার চুল ছিল খাড়া, রং ছিল তামাটে এবং কথার মধ্যে তোতলামি ছিল। কথা বলার সময় হাত দ্বারা উরুর উপর আঘাত করার অভ্যাস তার ছিল। তিনি ছিলেন জমিদার পরিবারের লোক এবং কাদিয়ান অথবা ‘কদআ’ (যেমন সাধারণভাবে বিখ্যাত)-এর বাশিন্দা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যখন আমরা এই সমস্ত ভবিষ্যৎবাণীকে একত্রিত করে দেখি তখন বুঝতে পারি যে, এই সমস্ত নিদর্শন এই যুগের সাথেই সম্পর্কিত— আর ঐ সন্তা হচ্ছে মির্যা গোলাম আহমদের সন্তা। (কেননা) এই যুগেই মাসীহ মাওউদের আবির্ভাবের যুগ, যার উল্লেখ অতীত যুগের নবীরা করেছিলেন। আর মির্যা গোলাম আহমদই হচ্ছেন সেই মাসীহ মাওউদ, যার অপেক্ষা করা হচ্ছিলো শত শত বছর ধরে।”

মির্যা গোলাম আহমদের মাসীহ মাওউদ হওয়ার এটাই হচ্ছে প্রমাণ। আমি এর উপর কোন মন্তব্য করবো না। এই দলীল শুধুমাত্র মির্যা গোলাম আহমদের ক্ষেত্রে, না এই যুগের আরো শত

শত হাজার হাজার মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সে সম্পর্কে কমিটিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

এবার আমি তার ধর্মীয় জীবনের তৃতীয় যুগের কথায় আসছি। এখানে এসে তিনি কোন আংশিক নবী কিংবা আকস্মিক নবী নন, বরং পরিপূর্ণ নবী হওয়ার দাবী করেন। অতঃপর আমরা এও দেখতে পাই যে, তিনি নিজেকে উম্মতী নবী বলে পরিপূর্ণ নবী হওয়ারই দাবী করছেন। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। বরং তিনি আরো অগ্রসর হন। প্রথমে ঈসা (আঃ)-এর উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেন। অতঃপর দাবী করেন যে, তিনি সমগ্র নবীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। তিনি আরো অগ্রসর হয়ে প্রথমে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে সমকক্ষতার দাবী করেন এবং শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপরও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে বসেন (নাউযুবিল্লাহ)। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই হচ্ছে তার ধর্মীয় জীবনের নক্সা। এবার আমি আমার বক্তব্যের সমর্থনে অতি সংক্ষেপে কিছু রেফারেন্স পেশ করবো।

গতকাল আমি যে রেফারেন্স পেশ করেছিলাম তাতে ছিল, মির্যা গোলাম আহমদ বলছেন— “নবী এবং রাসূলদের মাধ্যম ছাড়া তোমরা কী করে নি’মাত সমূহ পেতে পার?” (তাজুল্লায়াতে ইলাহিয়া : পৃষ্ঠা-২৫ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযাঈন : পৃষ্ঠা-২২৭, ২০ শ খন্ড)

অতঃপর তিনি বলেন এবং আমিও মনে করি, এটা তার ঐ দাবীর ভিত্তি যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পর শুধুমাত্র তিনিই (মির্যা গোলাম আহমদ) নবী।

“আমার পূর্বে এই উম্মতের মধ্যে যত আউলিয়া, আবদানে ও কুতুব অতিক্রান্ত হয়েছেন তাদেরকে এই নি’মাতের বিরাট অংশ দেওয়া হয় নি। আর একারণে নবী— ‘নবী’ নাম পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র আমিই নির্ধারিত হয়েছি এবং অন্যান্য কেউই এই নাম পাওয়ার যোগ্য নয়।”

একথা অতীত এবং ভবিষ্যতের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এই উদ্ধৃতি ‘হাকীকাতুল অহী’ : দ্রষ্টব্য রুহানী খাযাঈন : ২২ শ খন্ড : পৃষ্ঠা ৪০৬-৪০৭’ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই যুগে তিনি আরো বলেন—

“আমি রাসূল এবং নবী। অর্থাৎ পরিপূর্ণ ছায়া হওয়ার দিক দিয়ে আমি সেই আয়না সদৃশ, যার মধ্যে মুহাম্মদী এবং মুহাম্মদী নুবুওয়াতের পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। (নুযুল মাসীহ : পৃষ্ঠা- ৩ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : অষ্টাদশ খন্ড : পৃষ্ঠা- ৩৮১)

অতঃপর তিনি বলছেন—

“আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে খাতামুলবীযীন করেছেন। অর্থাৎ তাকে পরিপূর্ণ ‘ফায়য’ (বিশেষ অনুগ্রহ) প্রদানের মুহুর দিয়েছেন, যা অন্য কোন নবীকে কখনো দেওয়া হয় নি। একারণে তার নাম ‘খাতামুলবীযীন’ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তাকে আপন আনুগত্যের পরিপূর্ণতার নুবুওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং তার রুহানী তাওয়াজ্জুহ নবী সৃষ্টিকারী এবং এই পবিত্র ক্ষমতা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয় নি।” (হাকীকাতুল অহী : টীকা- ৯৭ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা- ১০০ : ২২ শ খন্ড)

এটাই সেই যুগ যার কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তিনি বলছেন—

“সত্য খোদা তিনি, যিনি কাদিয়ানে আপন রাসূল পাঠিয়েছেন।” (দাফিউল বলা : পৃষ্ঠা- ১১ : দ্রষ্টব্য রুহানী খাযায়িন : অষ্টাদশ খন্ড : পৃষ্ঠা- ২৩১)

অতঃপর সেই আকর্ষণীয় যুগ আসে যখন তিনি (মির্য়া গোলাম আহমদ) দাবী করেন যে, তার মধ্যে সমগ্র নবীদের গুণাবলী রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি রুহানী খাযায়িন : বারাহীন পঞ্চম : ২১ শ খন্ড : পৃষ্ঠা- ১১৭-১১৮’ থেকে রেফারেন্স পেশ করছি।

“এই যুগে খোদা চাইলেন যে, যত পুণ্যবান, সত্যবাদী ও পবিত্র নবী অতিক্রান্ত হয়েছেন তাদের নমুনা একই ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ করবেন এবং আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি। অনুরূপভাবে এই যুগে দুষ্কৃতিকারীদের নমুনাও প্রকাশিত হয়েছে। ফিরআউন হোক কিংবা এসব যাহুদী হোক যারা হযরত মাসীহকে ক্রুশে ছড়িয়েছিল কিংবা আবু জাহ্ল হোক— সকলের দৃষ্টান্ত এই সময়ে বিদ্যমান আছে।”

সুতরাং তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ তার সমগ্র নবীদের শ্রেষ্ঠতম গুণাবলী এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত করতে চাচ্ছিলেন এবং সেই একক ব্যক্তি হচ্ছে আমি। এটা হচ্ছে সেই যুগ, যখন তিনি বলেন—

“আমি খোদার ত্রিশ বছরের অহীকে কিভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারি? আমি তার এই পবিত্র অহীর উপর সেভাবেই বিশ্বাস রাখি যেভাবে বিশ্বাস রাখি ঐ সমস্ত অহীর উপর, যা আমার পূর্বে এসেছে।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, এই উদ্ধৃতিও হাকীকাতুল অহী : দৃষ্টব্য-রুহানী খাযায়িন : ২২ শ খন্ড : পৃষ্ঠা-২২০ থেকে গৃহীত। তিনি বলছেন—

“আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি এই সমস্ত ইলহামের উপর সেভাবেই ঈমান আনি, যেভাবে ঈমান আনি কুরআন শরীফের উপর এবং খোদার অন্যান্য কিতাবাদির উপর। আর যেভাবে আমি কুরআন শরীফকে খোদাতাআলার যাকীনী ও কেতয়ী (অকাট্য) কালাম বলে জানি সেভাবে এই কালামকে (যাকীনী ও কেতয়ী কালাম বলে) জানি, যা আমার উপর নাযিল হয়।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, এটি একটি বিরাট দাবী, যা তিনি (মির্যা গোলাম আহমদ) ঐ যুগে করেছিলেন।

তিনি বলেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে অহী তার কাছে আসে তা মর্যাদা ও পবিত্রতার দিক দিয়ে ‘পয়গাম্বরে ইসলাম (সাঃ)’-এর অহীর সমতুল্য। এর অর্থ হলো, যা কিছু মির্যা গোলাম আহমদ করেছেন তা (আল্লাহ্র পানাহ!) কুরআন করীমের সমপর্যায়ের। এটা হলো তার দাবী। তিনি পয়গাম্বরে ইসলাম (সাঃ)-এর সমতুল্য হওয়ার দাবী করেন এবং এই যুগে তিনি বিখ্যাত ফারসী যুগের কবিতা আওড়িয়ে বলেন—

انچه داد است هر بنی را جام

داد آن جام را مرا به تمام

“যদিও অনেক নবী এসেছেন,

কিন্তু আমি মর্যাদায় কারো চাইতে কম নই।

ঐ খোদা প্রত্যেক নবীকে পেয়ালা দিয়েছেন

তবে আমার পেয়ালা দিয়েছেন পরিপূর্ণ করে ।”

(‘নয়ুল মাসীহ’ : পৃষ্ঠা- ৯৯ : দ্রষ্টব্য- ‘রুহানী খাযায়িন’ : পৃষ্ঠা- ৪৭৭ : অষ্টাদশ খন্ড)

এখানে তিনি (মির্যা গোলাম আহমদ) বলেন যে, তিনি সকল নবীর উপর এবং সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ । কিন্তু ঐ সময় পর্যন্ত তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেন নি । বরং তার দাবী শুধুমাত্র এই ছিল যে, তার (মির্যা গোলাম আহমদের) অহী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ অহীর সমতুল্য । কেননা উভয়টিই পবিত্র ।

আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মির্যা নাসির আহমদের কাছে (অহীর সমতুল্যতার দাবী সংক্রান্ত) ঐ দিকটি তুলে ধরি এবং তিনিও তা অস্বীকার করেন নি । কমিটির একথা স্বরণ থাকবে যে, মির্যা নাসির আহমদ এই বলে উত্তর দিয়েছিলেন, ‘যেহেতু উভয় অহীর উৎস এক, তাই উভয়ের মর্যাদা সমতুল্য ।’ উৎস হচ্ছেন আল্লাহ্ । (অতএব) তিনি উভয়কে সমতুল্য মনে করেন । শ্রদ্ধেয় জনাব, তাবৎ ঐ যুগে যে যুগের কথা আমি উল্লেখ করেছি, মির্যা গোলাম আহমদ বলতেন, ‘আমি উম্মতী নবী, গায়র শারয়ী (শরীয়ত বিহীন) নবী ।’ কিন্তু সেই সাথে তিনি এও মনে করতেন যে, উম্মতী নবী হওয়া ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সমকক্ষতা অর্জন করেছেন ।

এভাবে তিনি প্রথমে একটি অধীনস্থ মর্যাদা লাভ করেন । কেননা তার কাছে কোন শরীয়ত ছিল না । এতদসত্ত্বেও পরে তিনি নিজের মর্যাদা আরো কিছুটা বাড়িয়ে নেন । এ প্রসঙ্গে আমি পুনরায় ‘রুহানী খাযায়িন : সপ্তদশ খন্ড : পৃষ্ঠা- ৪৩৫’-এর রেফারেন্স পেশ করছি । মির্যা গোলাম আহমদ বলেন—

“এছাড়া এটাও বুঝে নাও যে, শরীয়ত কি বস্তু । যিনি আপন অহীর মাধ্যমে কিছু আদেশ ও নিষেধ করেছেন এবং আপন উম্মতের জন্য একটি আইন নির্ধারন করেছেন তিনিই— ‘সাহিবে শরীয়ত’ (শরীয়তধারী নবী) হয়ে গেছেন । অতএব এই সংখ্যার প্রেক্ষিতেও আমার বিরুদ্ধবাদীরা অপরাধী । কেননা আমার অহীর মধ্যে আদেশও আছে, আবার নিষেধও আছে ।”

এখানে তিনি বলছেন যে, তার অহীর মধ্যেও আহকাম তথা 'এটা করো, এটা করো না' জাতীয় আদেশাবলী রয়েছে—যেমন ছিল হযরত মুসা (আঃ)-এর কানূনের মধ্যে। শ্রদ্ধেয় জনাব, এই হচ্ছে তিনটি যুগ, যার উল্লেখ আমি সংক্ষেপে করলাম। যেহেতু আমার আরো অনেক কথা বলার আছে, তাই আমি এ প্রসঙ্গে আর অধিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাব না। তবে এতটুকু আমি অবশ্যই নিবেদন করবো যে, এখন কমিটিই সিদ্ধান্ত নেবে, মির্যা গোলাম আহমদ নবী হওয়ার দাবী করেছিলেন, কি না। যদি করে থাকেন তাহলে কি ধরনের নবী হওয়ার?

শ্রদ্ধেয় জনাব, যখন তিনি নুবুওয়াতের দাবী করলেন তখন পুনরায় এ প্রশ্ন উঠে যে, এই দাবীর কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল? কেন উদ্বেগ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল? কেন এই দাবীর বিরুদ্ধে এত কঠোর প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল? এইসব অবস্থা আমাদেরকে স্বভাবতই 'খাতামুননবীয়া' সম্পর্কিত ধারণার দিকে নিয়ে যায়। এর অর্থ কি সে সম্পর্কে আমরা চিন্তা করতে বাধ্য হই।

সমগ্র ইসলামী বিশ্বে অতঃপর এত কঠোর প্রতিরোধ গড়ে উঠল কেন? মুসলমানরা সাধারণতঃ কৃতঘ্ন হয় না। তারা তাদের নেতা ও বিজ্ঞজনের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করে। শেষ পর্যন্ত তারা কেন ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চলে গেল, যাকে তারা একদা 'হিরো' বলে মান্য করত। মির্যা গোলাম আহমদের আপন পুত্রের ভাষায়, 'মেঘরা নেকড়ে বাঘে পরিণত হলো।'

কেন একরূপ হলো? এর উত্তর দেওয়ার জন্য আমি সীমিত জ্ঞান নিয়েই সংসদের অনুমতিক্রমে 'খতমে নুবুওয়াত' ধারণার সারমর্ম পেশ করবো। আশা করি, যদি আমি কোথাও ভুল করে বসি তাহলে সংসদের অভ্যন্তরে বিদ্যমান আমার সুবিজ্ঞ বন্ধুবর্গ ও উলামাকিরাম তা সংশোধন করে দেবেন।

শ্রদ্ধেয় জনাব, 'খাতামুননবীয়া' এর শাব্দিক অর্থ 'মুহুরে নুবুওয়াত'। গত চৌদ্দশ বছর ধরে সাধারণভাবে মুসলমানদের মতে, 'মুহুরে নুবুওয়াত'-এর অর্থ শেষ নবী (সাঃ), যার উপর আল্লাহ্র পয়গাম (অহী) নাযিল হয়েছে এবং পরিপূর্ণ ভাবে হয়েছে। চিরদিনের জন্য তিনিই শেষ নবী। যেভাবে মানবজাতি একের পর এক উন্মত্তির স্তর অতিক্রম করে এসেছে কিংবা মানসিক ও দৈহিক দিক দিয়ে যেভাবে অতিক্রম করে যাচ্ছে, (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্ তাআলা আপন পরিপূর্ণ হিকমত ও বিজ্ঞতা

দ্বারা আপন শেষ পয়গাম মানুষের জন্য নাযিল করে দিয়েছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। কেননা প্রত্যেক যুগে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনাতি, সমস্যাতি এবং দুঃখকষ্ট একই ধরনের হয়ে থাকে। অবশ্য উপস্থিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এগুলোর আকার-প্রকার পরিবর্তিত হতে থাকে। আল্লাহ তাআলা আপন শেষ পয়গাম আপন শেষ নবীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন এবং এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এর মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত যেমন কোন কম বেশী করা চলবে না, তেমনি কোন রদবদলও করা যাবে না। এটাই হচ্ছে ‘খাতামুননবীয়েন’ কিংবা ‘খতমে নুবুওয়াত’ এর ধারণা। সাধারণ কথায় এর মর্মার্থ হলো অহীর দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় জনাব, এখন দেখতে হবে, এই ধারণার মধ্যে কি হিকমত নিহিত রয়েছে। মুসলমানরা যখন ‘খাতামুনবীয়েন’ বলে তখন এই শব্দ দ্বারা কি অর্থগ্রহণ করে তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এর সব চাইতে শক্তিশালী ও অকাট্য ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন খোদ নবী করীম (সাঃ)। তিনি বলেছেন, ‘লা নাবীয়া বা ‘দী’ অর্থাৎ আমার পরে কোন নবী নেই। একথা মানা সকল মুসলমানের উপর ফরয। এই হাদীসের সনদকে মুসলমানদের কোন দলই কখনো বিতর্কিত মনে করে নি। শ্রদ্ধেয় জনাব, যখন আপনি এই হাদীসের মধ্যে নিহিত হিকমতের উপর চিন্তাভাবনা করবেন তখন জানতে পারবেন যে, হুযূর নবী করীম (সাঃ) তার শেষ অসুখের সময় আপন সাহাবীদেরকে বলেছিলেন, যতক্ষণ তিনি তাদের মধ্যে বিদ্যমান আছেন ততক্ষণ তারা যেন তার কথা (আদেশ-নির্দেশ) শুনে এবং সেগুলোর উপর আমল করে। আর যখন তিনি এ দুনিয়া থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবেন তখন যেন তারা তার উপদেশ অনুযায়ী কুরআনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে। কুরআন যে সমস্ত জিনিষ থেকে বিরত থাকতে বলেছে সেগুলো থেকে যেন তারা বিরত থাকে এবং কুরআন যে সমস্ত জিনিষের অনুমতি দিয়েছে সেগুলোকে যেন তারা বৈধ মনে করে।

শ্রদ্ধেয় জনাব, আমরা এই সুমহান শিক্ষার হিকমত ও মর্যাদার যথার্থ মূল্য দেই নি- যেমন আমি ইতিপূর্বে নিবেদন করেছি। মনুষ্যত্ব পরিপূর্ণতায় পৌছে গিয়েছিল, পূর্ণতা লাভ করেছিল আল্লাহর পয়গাম। যখন নবী করীম (সাঃ) এই হাদীস বর্ণনা করেন তখন বিশ্বের অবস্থা কিরূপ ছিল?

আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বের সময় সমাজ জীবনের কথা চিন্তা করুন। তখন পৃথিবীর সর্বত্র ছিল রাজা-বাদশাহ, ও গোত্রপতিদের আধিপত্য। তাদের মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি কথা আইনের মর্যাদা রাখত। এছাড়া তখনকার সমাজ কোন শক্তিশালী সম্পর্কে অবহিত ছিল না। বিশ্বে সর্বপ্রথম নবী (সাঃ)-এর উপর উল্লেখিত সরল সহজ হাদীসটির মধ্যে কানূনের শ্রেষ্ঠত্ব, ও আধিপত্যের ধারণা পেশ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “অতঃপর তোমাদের উপর কারো আনুগত্য ওয়াজিব নয়। তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহ, তার পয়গাম (কুরআন করীম) এবং তার রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য করো, কুরআনের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করো, কুরআন যা নির্দেশ দেয় তা পালন করো এবং যা নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো।” এটাই হলো উক্ত পবিত্র হাদীসের অনুপম সৌন্দর্য যে, সে প্রথমবারের মত বিশ্ববাসীকে কানূনের আধিপত্যের ধারণা প্রদান করল। আমার মতে, এটা ছিল সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য স্বাধীনতার একটি ঘোষণা এবং তা এই মর্মে যে, আজ থেকে কেউ কোন বাদশাহ, হাকিম কিংবা ডিক্টেটরের গোলাম নয়। এখন শুধুমাত্র আইনের শাসন চলবে এবং সে আইন (কুরআন করীমে) বিদ্যমান রয়েছে। ইতিহাসে আমরা কি দেখতে পাই?— আমরা দেখতে পাই যে, যখন নবী করীম (সাঃ) ইনতিকাল করেন তখন আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন এবং সর্বপ্রথম তিনি যে ভাষণ দেন তা হলো, “যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য করি ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করো। যদি আমি আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)-এর অবাধ্য হই তাহলে তোমাদের উপর আমার আনুগত্য ওয়াজিব নয়।”

এ-ই হচ্ছে কানূনের আধিপত্য এবং তার সঠিক ধারণা। আমার মতে, এটাই একমাত্র কারণ যে, যখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আমার কাছে ইলহাম আসে, অহী আসে, (অতএব) আমি যে হুকুম দেব তা মান্য করা তোমাদের উপর ফরয— তখন ইসলামী বিশ্বে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো এবং এটাই ছিল মুসলমানদের অশান্তির সবচেয়ে বড় কারণ।

আর একটি দিক সম্পর্কে আমি ব্যাখ্যা দিতে চাই। এটা হচ্ছে চিন্তার স্বাধীনতার দিক। সমগ্র মুসলমান কুরআনের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা এবং কুরআনের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কেউ কারো উপর নিজের তাফসীর চাপিয়ে দিতে পারে না।

আল্লামা ইকবাল বলেছেন, 'নবী করীম (সাঃ) ছাড়া অন্য কারো কথা শেষকথা হতে পারে না।' সুতরাং এটা হচ্ছে এই মর্মের স্বাধীনতা ঘোষণা যে, আপনার চিন্তার ক্ষেত্রে কোন কঠোর নিষেধাজ্ঞা নেই। শ্রদ্ধেয় জনাব, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, চিন্তার এই স্বাধীনতা ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহের আওতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তাওহীদ এবং আল্লাহর একত্বের নীতিকে কোন প্রকারের চিন্তার স্বাধীনতাই চ্যালেঞ্জ করতে পারে না।

দ্বিতীয় মৌলিক নীতি হচ্ছে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর খাতামুলবীযীন হওয়ার, তথা খতমে নুবুওয়াতের ব্যাপারটি। এই নীতিকেও চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। এছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে এই সমস্ত নীতির আওতাভুক্ত থেকে আপনি আপনার ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন এবং যে পথ সঠিক মনে করেন সেটা অনুসরণ করতে পারেন। এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, চিন্তার এই স্বাধীনতার কারণে আমরা অনেকগুলো ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছি- যদিও এই ফিরকাবন্দী ইসলামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং তার গণতন্ত্র প্রিয়তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এবার আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আপনাদের দৃষ্টি আল্লামা ইকবালের সেই বাণীর দিকে আকৃষ্ট করতে চাই, যে বাণী তিনি বিভিন্ন ফিরকা এবং তাদের একে অপরের প্রতি কুফরী ফতওয়া আরোপ করা সম্পর্কে প্রদান করেছিলেন। যখন পন্ডিত নেহরু আহমদীদের সম্পর্কে একটা কিছু বলেছিলেন এবং তাতে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তখন আল্লামা ইকবাল সে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে বলেছিলেন : বিজয় লাভের মতাদর্শ থেকে এ অর্থ যেন গ্রহণ করা না হয় যে, জীবনের ভাগ্যলিপির পরিণাম হচ্ছে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের। হাতে উচ্ছাস আবেগের পরিপূর্ণ স্থবিরতা। কেননা এরূপ ঘটা সম্ভবই নয় এবং পছন্দনীয়ও নয়। যে কোন মতাদর্শের ধর্মীয় স্থান ও মর্যাদা এর মধ্যেই নিহিত যে, কতদূর পর্যন্ত ঐ মতাদর্শ উপলব্ধিসূচক ঘটনারাজির জন্য একটি স্বেচ্ছাচারমূলক এবং প্রচলন জাতীয় পর্যালোচনাকারী দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে সাহায্যকারী, আর সাথে সাথে নিজের মধ্যে সেই আকীদারও জন্ম দেয় যে, যদি কোন সামর্থ্যবান ব্যক্তি এই ঘটনারাজির প্রেক্ষিতে নিজের মধ্যে কোন অস্বাভাবিক ভিত্তির উদ্ভাবকের সন্ধান পান তাহলে তিনি বুঝে নেবেন যে,

এধরনের উদ্ভাবক মানবিক ইতিহাসের জন্য এখন নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এভাবে এধরনের প্রত্যেকটি ইতিকান্দ এমন একটি মানসিক শক্তিতে পরিণত হয় যা সামর্থ্যবান ব্যক্তির ইখতিয়ারভুক্ত দাবীকে বর্ধিত হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে। সাথে সাথে এই ধারণার ক্রিয়া এই হয় যে, মানুষের জন্য তাদের হৃদয়প্রসূত ঘটনারাজির ক্ষেত্রে তার জন্য জ্ঞানের নতুন দৃশ্যাবলী উন্মুক্ত করে দেয়।

অতঃপর মির্যা গোলাম আহমদের রেফারেন্স আল্লামা ইকবাল বলেন, “পরিশিষ্টের বাক্যাদি থেকে একথা পুরাপুরি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, অলী-আউলিয়াগণ মানসিক পদ্ধতির উপর দুনিয়ায় সর্বদা আবির্ভূত হতে থাকবেন। এখন এই দলে মির্যা সাহেব অন্তর্ভুক্ত আছেন কিনা সেটা একটা পৃথক প্রশ্ন। কিন্তু আসল কথা এটাই যে, মানবজাতির মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতার যোগ্যতা স্থিতিশীল আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের মহান ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক জীবন উপস্থাপনের মাধ্যমে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য সমগ্র জাতিতে ও সমগ্র দেশে আবির্ভূত হতে থাকবেন। যদি কোন ব্যক্তি এর বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করেন তাহলে এর অর্থ এই হয় যে, তিনি মানবিক ঘটনারাজি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। পার্থক্য শুধু এই যে, প্রত্যেক যুগে মানুষের এই অধিকার আছে যে, তারা এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়জনিত ঘটনারাজিকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করবে। আবিয়া আগমনের পরিসমাপ্তির মমার্থ হলো, যেখানে এর সাথে আরো কিছু কথাও আছে, ধর্মীয় জীবনে যা অস্বীকার করলে পারলৌকিক শাস্তিতে পতিত হতে হয়। এই জীবনে সমাগত প্রকারের দৃঢ়তা ও পরাক্রম এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে আগামীতে কোন ব্যক্তি একথা বলতে আসবে না যে, আমার কাছে আল্লাহর অহী আসে এবং এটাও আল্লাহর পয়গাম, যা মেনে চলা তোমাদের কর্তব্য। কেননা শুধুমাত্র সেটাই মেনে চলা মানুষের কর্তব্য যা পবিত্র কুরআনের মধ্যে রয়েছে। আল্লামা ইকবাল বলেন, “মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সরল সহজ ঈমান দু’টি নীতি বা আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি হলো আল্লাহ এক এবং দ্বিতীয়টি হলো মুহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছেন ঐ সমস্ত পবিত্র ব্যক্তিদের আগমন-ধারায় সর্বশেষ ব্যক্তি, যারা মানবজাতির সমাজ-জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য

সবসময় সব দেশেই আগমন করেছিলেন। জনৈক খ্রীষ্টান গ্রন্থকার আকীদার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, “আকীদা এমন একটি বস্তু, যার উপর বুদ্ধি খাটানো চলে না এবং এর মধ্যে স্বাভাবিকতার উর্ধ্বস্থিত (স্বাভাবিকতা বিরোধী) যে অর্থ রয়েছে তা না বুঝে মান্য করাটাই ধর্মীয় একনিষ্ঠতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য। যদি কথা এই হয় তাহলে ইসলামের ঐ দুটি সরল সহজ প্রস্তাবনা (আকীদা)-কে আকীদা নামে ভূষিত না করাই উচিত। কেননা এ দু’টির হৃদয়ঙ্গমের দলীল, আভ্যন্তরীণ মানবিক ঘটনারাজির হৃদয়ঙ্গমের ক্ষেত্রে সহায়তা করে এবং বা’হ্যের সময় যুক্তিযুক্ততার যথেষ্ট যোগ্যতা রাখে।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, আমি ‘কুফর’ প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেছি এবং বিভিন্ন ফিরকা কর্তৃক, একে অন্যকে কুফরীর অভিযোগ- অভিযুক্ত করারও উল্লেখ করেছি। এখন আমি এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবালের একটি অভিমত পেশ করছি।

আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ‘যদি কোন ব্যক্তি উপরোক্ত দু’টি গুরুত্বপূর্ণ নীতির তথা ‘তাওহীদ’ ও ‘খতমে নুবুওয়াত’-এর যে কোন একটি বর্জন করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।’ আর এ জাতীয় কুফরী যেহেতু ইসলামের চতুঃ সীমার উপর একটি বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাই ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা খুব অল্পই ঘটেছে। এটা এ কারণে যে, এ ধরনের ঘটনা ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকটি মুসলমানের আবেগে আঘাত লাগে। এ কারণেই ইরানের অভ্যন্তরে মুসলমানরা বাহাইদের বিরুদ্ধে এত মারমুখো হয়ে উঠেছিল। আর এ কারণেই মুসলমানরা আজ কাদিয়ানীদের এত ঘোর বিরোধিতা করছে।

কেন মির্যা সাহেবের দাবীর কঠোর বিরোধিতা করা হয়েছিল তা আমি এতক্ষণ ব্যাখ্যা করছিলাম। আমি এ প্রসঙ্গে মুহতারাম আল্লামা ইকবালের উক্তির আরো একটি রেফারেন্স পেশ করবো। অতঃপর আমার অন্যান্য বক্তব্য পেশ করবো। কুফর প্রশ্নে অন্যকে কাফির

জনৈক সদস্য : মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে গেছে।

এটর্নী জেনারেল : তাহলে আমি শুধু উদ্ধৃতিটি পড়ে নেব। মুহতারাম আল্লামা ইকবাল বলেন—

“একথা ঠিক যে, মুসলমান ফিরকা সমূহের মধ্যে, মামুলী মত-পার্থক্যের কারণে, একে অন্যের উপর কুফরীর অভিযোগ উত্থাপন, একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হতে চলেছে। না বুঝে ‘কুফর’ শব্দের এ ধরনের ব্যবহারের মধ্যে—চাই তা কোন ছোট খাটো দ্বীনীয়াতী মাসআলার কারণে হোক, অথবা এমন কোন ভয়ানক কুফরী মুআ’মালার কারণে, যা ঐ ব্যক্তিকে ইসলামের চতুঃসীমা থেকে বের করে দেয়—আমাদের কিছু সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান, যারা ইসলামী ফিকহী ইখতিলাফ (মত পার্থক্য) সম্পর্কে মোটেই অবহিত নন, উন্মত্তে মুসলিমার সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাংগনের চিহ্ন দেখতে পান। তাদের এ ধারণা আগাগোড়া ভ্রান্তিপূর্ণ। (কেননা) মুসলিম ফিকহের ইতিহাস একতার সাক্ষী যে, ছোটখাটো ইখতিলাফী পয়েন্টের ভিত্তিতে কুফরীর অভিযোগ উত্থাপন বিচ্ছিন্নতার নয়, বরং ঐক্যের শক্তির কারণে পরিণত হয়েছে। এটা ধর্মীয় অনুভূতিকে বাস্তবক্ষেত্রে পরস্পর মিশ্রিত করে আরো জোর পদক্ষেপে চলার পথকে সুগম করে দিচ্ছে।”

অতঃপর আল্লামা ইকবাল ঐ ইউরোপীয়ান অধ্যাপক ‘মারগ্রাউনচী’-এর উক্তি নিম্নোক্তভাবে পেশ করছেন—

“মুহাম্মদী কানূনের উন্মত্তি একথার মধ্যেই নিহিত যে, যখন আমরা এ সম্পর্কিত ইতিহাস অধ্যয়ন করি তখন জানতে পারি যে, প্রায় প্রত্যেক দু’জন ফকীহ একটি অত্যন্ত মামুলী বিষয়ের উপরও উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়ে পরস্পরকে এই পরিমাণ ভালমন্দ বলে ফেলেন যে, একে অন্যের উপর কুফরী ফতওয়া পর্যন্ত চাপিয়ে দেন। কিন্তু অপর দিকে এই সমস্ত লোকই নিজেদের লক্ষ্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে অধিক থেকে অধিকতর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের পূর্ববর্তীদের পারস্পরিক মতবিরোধ ও মত-পার্থক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়ে উঠেন।”

আল্লামা ইকবাল আরো বলেন,

“ফিকহের ছাত্ররা জানেন যে, ফিকহের ইমামগণ এ ধরনের কুফরকে তাদের পরিভাষায় ‘কুফর দূনা কুফর’ (নিম্ন পর্যায়ের কুফর) নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। অর্থাৎ এ ধরনের কুফর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ইসলামের দায়েরা থেকে বের করে দেয় না।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, যদি কমিটি বিব্রত বোধ না করে তাহলে এই বিষয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে আমি আল্লামা ইকবালের আরো একটি রেফারেন্স পেশ করবো। কেননা মির্যা নাসির আহমদ বলেছিলেন, যদি আপনারা আহমদী অথবা কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহলে অতঃপর আগাখানী এবং অন্যান্য ফিরকার লোকদের বিরুদ্ধেও আপনাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। পণ্ডিত জাওয়াহির লাল নেহেরুও একদা এ ধরনেরই একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

“যদি আপনারা কাদিয়ানীদেরকে গালমন্দ করেন এজন্য যে, ওরা মুসলমান নয় তাহলে তো অতঃপর আগাখানীদেরকেও গালমন্দ করতে হবে।”

মুহতারাম ডঃ আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের রেফারেন্স ব্যতীত, এই প্রশ্নের শ্রেষ্ঠতম কোন উত্তর আমার কাছে নেই। যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে এ প্রসঙ্গে ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল যা বলেছেন আমি তা পড়ে শুনাচ্ছি।

“হিজ হাইনেস আগা খান সম্পর্কে এক আধুটি কথা : পণ্ডিত জাওয়াহির লাল নেহেরু আগা খানের উপর যে আক্রমণ চালিয়েছেন তা আমার পক্ষে বুঝা কঠিন। সম্ভবতঃ তার ধারণা এই যে, কাদিয়ানী এবং ইসমাঈলী এ দুটি ফিরকা একই দলভুক্ত। সম্ভবতঃ তিনি জানেন না যে, ইসমাঈলীরা দ্বীনী মাসায়িলের যে ব্যাখ্যাই দিক্ না কেন, ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহের উপর তারা ঈমান রাখে। এটা ঠিক যে, তারা ‘হাযির ইমাম’ আকীদায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাদের ইমামের উপর অহী নাযিল হয় না। তিনি ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা মাত্র। এটা মাত্র কিছুদিন পূর্বের কথা (রেফারেন্স : এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত স্টারস্, ১২ মার্চ, ১৯৩৯ ইং সংখ্যা) হিজ হাইনেস আগা খান আপন অনুসারীদেরকে সস্বোধন করে বলেছেন—

সাক্ষী থাকুন যে, আল্লাহ্ এক, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল, কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব, কাবা সমগ্র মুসলমানের কিবলা, আপনারা মুসলমান এবং মুসলমানদের সাথে মিলিমিশে থাকবেন। মুসলমানদেরকে ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলে অভ্যর্থনা জানাবেন, নিজেদের সন্তানদের ইসলামী নাম রাখবেন, মুসলমানদের সাথে মসজিদসমূহ বা জামাআ’তে নামায আদায় করবেন, যথারীতি রোযা রাখবেন, নিজেদের বিয়ে শাদী ইসলামী কানুন অনুযায়ী

করবেন এবং সকল মুসলমানকে আপন ভাই মনে করবেন ।”

অতঃপর আল্লামা ইকবাল বলেন, “এখন এই পণ্ডিত নেহরু ফয়সালা করুন যে, আগা খান ইসলামী ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করেন, অথবা করেন না ।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, এখন এই আলোচনার ইতি টানছি । কেননা সদস্যবর্গ মাগরিবের নামায পড়তে চান ।

- মিঃ চেয়ারম্যান : জ্বী হ্যাঁ, এখন মাগরিবের নামাযের সময় ।
- এটর্নী জেনারেল : আমি মাগরিবের নামাযের পর পুনরায় শুরু করবো ।
- মিঃ চেয়ারম্যান : সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় অধিবেশন বসবে । সংসদ কমিটির অধিবেশন মাগরিবের নামাযের জন্য মূলতবী রাখা হলো ।
- কমিটির অধিবেশন সন্ধ্যা সোয়া সাতটা পর্যন্ত মূলতবী থাকে এবং মাগরিবের নামাযের পর পুনরায় শুরু হয় ।
- মিঃ চেয়ারম্যান : মাত্র দু’মিনিট, সদস্যদের আসতে দিন ।

যদি এটর্নী জেনারেলের আলোচনা এবং অন্য কোন সদস্য যিনি ভাষণ দিতে চান, তার ভাষণও আজ শেষ হয়ে যায় তাহলে আজ রাতেই আমরা আমাদের কার্যসূচীর ইতি টানবো । অন্যথায় কাল সকালে অধিবেশন বসবে । যদি আজ রাতে কোন কাজ বাকি থেকে যায় তাহলে আমরা বিশেষ কমিটি হিসাবে দুপুর আড়াইটায় অধিবেশনে বসবো এবং অপরাহ্ন সাড়ে চারটায় জাতীয় সংসদের অধিবেশন করবো । একথার উপর একমত হয়ে গেছে যে, কাল আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো । অতএব শুধুমাত্র ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন । আগামীকাল অপরাহ্ন সাড়ে চারটায় আমরা জাতীয় সংসদ হিসাবে অধিবেশন করবো ।

উপস্থিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র এম এন, এ সাহেবদের পরিবারের সদস্যদেরকেই ‘পাস’ দেওয়া হবে । আমি আশাকরি, সংসদে প্রবেশের ব্যাপারে এই কড়াকড়ির জন্য সদস্যবর্গ মনে কিছু নেবেন না । শুধু সংসদের অভ্যন্তরে নয়, বরং ক্যাফেটারিয়া এবং অন্যান্য জায়গার উপরও অনুরূপ কড়াকড়ি আরোপ করা হবে । আগামীকাল অপরাহ্ন চারটার পর পাস ছাড়া কোন ব্যক্তিকে ৩ ও ৪ নং গেট নিয়ে কোনমতেই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না ।

(বিরতির পর)

মিঃ চেয়ারম্যান : আমি দুঃখিত, সদস্যবর্গের প্রবেশের উপর বাধানিষেধ আরোপের এখতিয়ার কোন ব্যক্তিরই নেই। সদস্যবর্গের প্রবেশের অনুমতি থাকবে। একথা আমার নোটিশে আনা হয়েছে। আমি দুঃখিত, (যে, আমি পূর্বে অন্য আর একটা কিছু বলেছি) সদস্যবর্গের প্রবেশের অনুমতি থাকবে। সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়ে আমাদের কিছু কাজ করতে হয়। এটর্নী জেনারেল সাহেব, এখন আমাদের কর্মসূচী শুরু করে দেওয়া উচিত।

এটর্নী জেনারেল : শ্রদ্ধেয় জনাব,

মিঃ চেয়ারম্যান : আমি দুঃখিত যে, আমাকে ওখানে যেতে হয়েছিল। আমি তো আপনার দলীল সমূহ শুনতে চাচ্ছিলাম। এই প্রথমবারের মত আমাকে আমার চেম্বারও বন্ধ করতে হলো।

এটর্নী জেনারেল : শ্রদ্ধেয় জনাব, আমি মুসলমানদের ‘খতমে নুবুওয়াত’ তথা ‘খাতামুল্লাহীয়া’ ধারণা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করছিলাম। মির্যা গোলাম আহমদ প্রথমে উম্মতী নবী হওয়ার দাবী করেন। অতঃপর তিনি দাবী করেন যে, তিনি এমন নবী, যার নিজস্ব কানুন (শরীয়ত) রয়েছে। একটি অহীর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, তার কাছে ‘খোদায়ী আহকামাত’ রয়েছে, যার মধ্যে ‘আমর ও নাহী’ (আদেশ-নিষেধ)-ও আছে। একথা শুধু মির্যা গোলাম আহমদই বলেন নি, বরং তার পুত্র মাহমুদ আহমদও তার ‘আহমদিয়ত ইয়া সাদ্কা ইসলাম- (Ahmadiat or True Islam) শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন যে, মির্যা গোলাম আহমদ তার অনুসারীদের জন্য জীবন-ব্যবস্থার পরিপূর্ণ উপাদান রেখে গেছেন। গ্রন্থের পৃষ্ঠা- ৫৬ থেকে আমি একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি—

“আমি এখন বলবো যে, তিনি (মির্যা গোলাম আহমদ) আমাদের জন্য নৈতিক আচার-ব্যবহার ও জীবনাদর্শের পরিপূর্ণ উপাদান রেখে গেছেন। প্রত্যেকটি বিবেকবান মানুষকে একথা স্বীকার করতে হবে যে, এগুলোর উপর আমল করলেই মাসীহ মাওউদের আগমনের লক্ষ্যাদি পরিপূর্ণতায় পৌছতে পারে।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, প্রত্যেকটি মুসলমানের ঈমান এই যে, শুধুমাত্র কুরআনই পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। কিন্তু আর একজন নবী এসে গেলেন, যিনি শরীয়ত বিহীন উম্মতী নবী হওয়ার দাবী করলেন এবং আপন অনুসারীদের জন্য পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থাও রেখে গেলেন।

যেমন আমি ইতিপূর্বে নিবেদন করেছি, অতঃপর তিনি (মির্য়া গোলাম আহমদ) নিজের আরো উন্নতির তথা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করলেন। আমি আর অধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যেতে চাই না। কেননা সম্মানিত সদস্যবর্গ এ সম্পর্কিত সাক্ষ্যাদি (জবান বন্দী) শ্রবণ করেছেন। অতএব আমি রেকর্ড থেকে শুধুমাত্র দু একটি কথার উল্লেখ করবো। তিনি (মির্য়া গোলাম আহমদ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে ইসলামের উপমা হচ্ছে, তা ছিল প্রথম রাতের চন্দ্রের মত, কিন্তু মাসীহ মাওউদের যুগে তার উপমা হচ্ছে পূর্ণচন্দ্রের মত। আমি মনে করি, সংসদের পক্ষ থেকে আমি মির্য়া নাসির আহমদকে একথাটি ব্যাখ্যা করার পুরোপুরি সুযোগ দিয়েছি; কিন্তু আমার মতে, তিনি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমে তিনি উত্তর দেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে ইসলাম শুধুমাত্র আরবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর তিনি তার অবস্থান পরিবর্তন করেন এবং বলেন, প্রত্যেকটি যুগ নবী করীম (সাঃ) এরই যুগ এবং চিরদিন এই ধারা অব্যাহত থাকবে। অতঃপর তিনি বলেন, মির্য়া গোলাম আহমদের যুগে ইসলাম ইউরোপের কয়েকটি দেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। যখন আমি বললাম যে, মাসীহ মাওউদের যুগে তো সমগ্র বিশ্বে ইসলামের প্রসার লাভ করার কথা ছিল এবং কোন অমুসলিমের অস্তিত্ব থাকার কথা ছিল না, কেননা মাসীহ মাওউদের যুগের অর্থ তো এটাই। এর উত্তরে মির্য়া নাসির আহমদ বলেন, এ যুগ তো দু' তিন শ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। যে পর্যন্ত হুযূর নবী করীম (সাঃ)-এর যুগের সম্পর্ক, তা তো তার পবিত্র জীবন পর্যন্ত এবং আরব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অতএব মির্য়া নাসিরের কথায় পরিষ্কার বৈপরিত্য বিদ্যমান, অথচ উপরোক্ত দাবীসমূহ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরো রেফারেন্স আছে, যা সদস্যবর্গ ইতিপূর্বে শুনেছেন। কিন্তু ঐ কাসীদা বা কবিতা, যা মির্য়া গোলাম আহমদের প্রশংসায় পড়া হয়েছিল তা এখানে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ঐ কাসীদা বা কবিতার দুটি পংক্তি হচ্ছে-

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں

اور آگے سے بھی بزد کر ہیں! پنی شان میں

মুহাম্মদ (সাঃ) পুনরায় অবতরণ করেছেন আমাদের মধ্যে,
এবং এখন তিনি আপন মান-মর্যাদায় পূর্বের চাইতেও
অগ্রণী।

রচয়িতার উক্তি অনুযায়ী, মির্ষা গোলাম আহমদের উপস্থিতিতে এই কবিতা পড়া হয়েছিল। মির্ষা নাসির আহমদ প্রথমে বলেন যে, এটা মির্ষা (মির্ষা গোলাম আহমদের উপস্থিতিতে) পড়া হয় নি। যদি তিনি (মির্ষা গোলাম আহমদ) এটা শুনতেন তাহলে অবশ্যই অপছন্দ করতেন এবং এর রচয়িতাকে জামাআত থেকে বের করে দিতেন। অতঃপর মির্ষা নাসির আহমদকে আমি বললাম যে, ১৯০৬ সনে ‘বদর’ নামক একটি কাদিয়ানী পত্রিকায় এ কবিতাটি ছাপা হয়েছিল এবং একথা অবিশ্বাস্য যে, মির্ষা গোলাম আহমদ এটা পড়েন নি। এটা তার নিজস্ব পত্রিকা ছিল। অতএব এটা হতে পারে না যে, মির্ষা গোলাম আহমদের অনুসারীরা তাকে এই কবিতা সম্পর্কে কিছুই বলে নি। এর উত্তরে মির্ষা নাসির আহমদ বলেন, আকমল এই কবিতা লিখেছে। যখন তার কবিতাসমূহ সংকলন আকারে ১৯১০ সালে ছাপা হয় তখন উল্লেখিত কবিতাটি তা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কমিটি এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে পারেন। কিন্তু আমার কথার সম্পর্ক মির্ষা গোলাম আহমদের সময়ের সাথে। আমাদের কাছে একথার কোন প্রমাণ নেই যে, মির্ষা গোলাম আহমদ ঐ সময় এ কবিতাটি অপছন্দ অথবা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, বরং এর বিপরীতে, ১৯৪৪ সনে রচয়িতা স্বয়ং বলেছিলেন যে, তিনি এ কবিতাটি মির্ষা গোলাম আহমদের উপস্থিতিতে পাঠ করেছিলেন এবং মির্ষা গোলাম আহমদ তা পছন্দ করেছিলেন এবং স্বয়ং ঐ কবিতাটি সংগে করে আপন ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মির্ষা নাসির আহমদ একথা স্বীকার করেন নি, বরং তিনি বলেন, ১৯৫৪ সনে, আল্‌ফযল পত্রিকায় কবির উপরোক্ত উক্তি অস্বীকার করে একটি বিবৃতি ছাপা হয়েছিল।

এ বিষয়ের উপর আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। যদিও মির্ষা নাসির আহমদ একথাকে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন এবং বলেছেন যে, এই কবিতার মধ্যে আরো একটি পংক্তি আছে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, মির্ষা গোলাম আহমদ আপন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেন না। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে আর কিছু বলতে চাই না। শ্রদ্ধেয় জনাব, এই ছিল পরিস্থিতি, যার প্রেক্ষিতে মির্ষা গোলাম আহমদ আপন নুবুওয়াতের দাবী করেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তিনি নিজেই আপন মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকেন।

শ্রদ্ধেয় জনাব, এখন আমি সংক্ষেপে মির্যা গোলাম আহমদ বা কাদিয়ানীদের ‘খতমে নুবুওয়াত’ এবং ‘খাতামুননবীয়া’-এর ধারণা সম্পর্কে কিছু বলবো। সমগ্র মুসলমানের ঈমান এই যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পর কোন নবী আসবেন না। কিন্তু কাদিয়ানীদের আকীদা মতে ‘খাতামুননবীয়া’-এর অর্থ হলো, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে নবী আসবেন না। আর যিনি নবী হয়ে আসবেন তিনি উম্মতী নবী হবেন এবং তার নুবুওয়াতের উপর হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মুহুর থাকবে। ‘মুহুরে নুবুওয়াত’ দ্বারা কাদিয়ানীরা এই অর্থ গ্রহণ করে থাকে যে, নতুন নবী আপন শরীয়ত নিয়ে আসবেন না। তখন পর্যন্ত তাদের আকীদা ছিল যে, শুধু একজন নবন বরং কয়েকজন নবী আসবেন। যাহোক, তারা এভাবে কথাকে ঘুরাতে পেঁচাতে থাকে।

এ বিষয়ের উপর মির্যা মাহমুদ আপন পুস্তকে লিখেছেন (এটা আমি মির্যা নাসির আহমদকেও পড়ে শুনিয়েছি)-

“যদি আমার ঘাঁড়ের উভয় পাশে তরবারিও ধরা হয় এবং আমাকে বলা হয়, ‘তুমি এটা বল যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর পর কোন নবী আসবেন না।’- তাহলেও আমি তাকে বলব, তুমি মিথ্যাবাদী, কায্যাব। তাঁর পরে নবী আসতে পারেন এবং অবশ্যই আসতে পারেন।” (আনওয়ারে খিলাফত : পৃষ্ঠা- ৬৫)

অতঃপর তিনি আরো লিখেছেন-

“একথা একেবারে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত সত্য যে, আঁ হযরত (সাঃ) এর পরে নুবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে যায় নি।” (হাকীকাতুল নুবুওয়াত : পৃষ্ঠা-২২৮)

উপরন্তু তিনি ‘আনওয়ারে খিলাফত’ শীর্ষক পুস্তকের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

“আর এরা ধরে নিয়েছে যে, আল্লাহর ভান্ডার শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহর কদরকে না বুঝার কারণেই তারা এরূপ ধরে নিয়েছে। অন্যথায় একজন নবী কেন, আমি তো বলি, হাজার হাজার নবী হবেন।”

এ লেখার কথা যখন মির্যা নাসির আহমদকে বলা হয় তখন তিনি উত্তরে বলেন, এটা হচ্ছে সম্ভাবনার কথা। কেননা আল্লাহ তাআলা সব কিছুই করতে পারেন। এর অর্থ এই নয় যে, মির্যা গোলাম আহমদ ছাড়া আরো কয়েকজন নবী আসবেন। আর

একটি দিক, যা খুব সম্ভবতঃ মূল বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, তা এই যে, মির্য়া গোলাম আহমদের পুত্র একেবারে বুক ফুলিয়ে বলছেন,

“যদি আমার ঘাড়ের উভয় পাশে তরবারিও ধরা হয় এবং বলা হয়, তুমি এটা বল যে, আঁ হযরতের পর নবী আসবেন না’ তাহলেও আমি অবশ্যই তাকে বলব, তুমি মিথ্যাবাদী, কায্যাব। তাঁর পরে নবী আসতে পারেন এবং অবশ্যই আসতে পারেন।” (আনওয়ারে খিলাফত : পৃষ্ঠা-৬৫)

(এ মুহূর্তে জনাব মুহাম্মদ হানীফ খান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।)

শ্রদ্ধেয় জনাব, এমন ব্যক্তি, যিনি নবী হওয়ার দাবী করেন তার পুত্রের পক্ষ থেকে এটি একটি অতি দুঃসাহসিক কথা। কিন্তু যখন আপনারা ঐ নবীর ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপের সাথে (তার পুত্রের কথাটি) তুলনা করবেন তখন বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। গুরুদাসপুর জেলা কোর্টে মির্য়া গোলাম আহমদের বিরুদ্ধে একটি নালিশ দায়ের করা হয়েছিল। মির্য়া গোলাম আহমদ নালিশকারীর বিরুদ্ধে কোন একটি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, যার ভিত্তিতে নালিশকারী কোর্টের কাছে এই মর্মে দরখাস্ত করেছিলেন যে, মির্য়া গোলাম আহমদকে যেন এধরনের ভবিষ্যৎবাণী করা থেকে বিরত রাখা হয়। এর উপর মির্য়া গোলাম আহমদ লিখিতভাবে আদালতে অঙ্গীকার করেন যে, তিনি আগামীতে কারো বিরুদ্ধে তার মৃত্যু কিংবা ধ্বংস সম্পর্কিত কোন ভবিষ্যৎবাণী করবেন না এবং এ ব্যাপারে প্রাপ্ত অহীও প্রকাশ করবেন না। এখন আপনি অনুমান করুন, এ-ই হচ্ছেন খোদার নবী, যিনি একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ছকুমের অধীন আল্লাহ্ তাআলা থেকে প্রাপ্ত অহীসমূহ প্রকাশ থেকে বিরত থাকছেন, আর এদিকে তার পুত্র কী দুঃসাহসিক কথাই না বলছেন।

শ্রদ্ধেয় জনাব, কয়েকজন নবী যে আসবেন— একথা ঐ ছকেও রয়েছে যা জামাআতে আহমদীয়া, রাবওয়া-এর পক্ষ থেকে দাখিল করা হয়েছে। মওলভী আবুল আতা জলদরী তার কিতাবের ৮ম পৃষ্ঠায় (যার রেফারেন্স মির্য়া নাসিরকেও দেওয়া হয়েছিল) লিখেছেন—

‘খাতিমিয়তে মুহাম্মদীয়া’ তথা আঁ হযরত (সাঃ)-কে খাতামুলনবীয়ীন হিসাবে মান্যকারীদের দু’টি মতাদর্শ রয়েছে।

প্রথম মতাদর্শ এই যে, আঁ হযরতের 'খাতামিয়াত'-এর মধ্যে অন্যান্য নবীদের ফায়যসমূহ বন্ধ করে মুহাম্মদী ফায়যের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। এখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উম্মতের পক্ষে তার আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে যাবতীয় ঐ সব পুরস্কার লাভ করা সম্ভব, যা অতীতের নি'মাত লাভকারীদের কাছে পৌঁছছিলো। দ্বিতীয় মতাদর্শ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পর খাতামিয়াত, মুহাম্মদী ফায়য রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার নামান্তর। (অতএব) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উম্মত যাবতীয় ঐ সব নি'মাত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে, যা বনী ইসরাঈল এবং পূর্বকার উম্মতের কাছে পৌঁছছিলো।”

আমি এই উক্তির কথা মির্যা নাসির আহমদকে বললে তিনি উত্তর দেন, নবীদের কিংবা তাদের আগমনের সাথে এটা সম্পর্কিত নয়। যদিও উল্লেখিত কিতাবের বিষয়বস্তু এটাই-এতদসত্ত্বেও বলছি, বিষয়বস্তু যা-ই হোক, একদিকে তারা (কাদিয়ানীরা) বলেন যে, আরো নবী আসবেন এবং এই দর্শন বা আকীদাকেই তারা বুদ্ধিসম্মত মনে করেন। কিন্তু অপর দিকে তারা বলেন, মির্যা গোলাম আহমদই হচ্ছেন (একমাত্র) সেই নবী, যার আগমনের কথা ছিল।

শ্রদ্ধেয় জনাব, যেমন আমি নিবেদন করেছিলাম যে, দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, ইসলাম কিংবা মুসলমানদের উপর মির্যা গোলাম আহমদের নুবুওয়াতের দাবীর কি প্রভাব পড়েছিল? প্রভাব এই পড়েছিল যে, যখন তিনি এই দাবী করেন তখন স্বাভাবিকভাবে মুসলমানদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, যে ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর পর নুবুওয়াতের দাবী করবে সে মিথ্যাবাদী। এটা ছিল তাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যে, এ জাতীয় লোক মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতিকে একেবারে ধ্বংস করে দিতে চায়। মুসলমানদের আকীদা অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি ইসলামের মৌলিক ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং চেষ্টা চালিয়েছিল ইসলামের মূল্যোৎপাটন করার। এ কারণে (মুসলমানদের পক্ষ থেকে) স্বাভাবিকভাবেই তার বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল।

শ্রদ্ধেয় জনাব, এই দাবীর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার পূর্বে, আমি সংক্ষেপে আর একটি কথা নিবেদন করবো। আর তা হলো, নুবুওয়াতের দাবী করার পর মির্যা গোলাম আহমদ কি অবস্থার মধ্য দিয়ে সভা ইত্যাদিতে বক্তৃতা দিতেন। শ্রদ্ধেয় জনাব, এর দ্বারা মির্যা গোলাম আহমদের

নুবুওয়াতের দাবীর আর একটি দিক ফুটে উঠে। আমি নিবেদন করেছিলাম যে, তার জীবন তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়। আমরা দেখতে পাই যে, মির্যা গোলাম আহমদের জীবনের তৃতীয় স্তরেও এমন একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যার দৃষ্টান্ত প্রথম স্তরে বিদ্যমান ছিল। ঐ বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি নুবুওয়াতের দাবী অস্বীকার করছেন এবং বলছেন যে, তার উদ্দেশ্য এ-ই ছিল এবং এ-ই ছিল না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি মনে করি, এর কারণ এই যে, যখনই মির্যা গোলাম আহমদের বিরোধিতা একেবারে তুঙ্গে উঠে যেত কিংবা যখনই তিনি নিজেকে একেবারে লা-জবাব পেতেন ঠিক তখনই নিজের পূর্বের কথা পরিবর্তন করে ফেলতেন। কিন্তু পরে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং প্রবঞ্চনামূলকভাবে (নিজের এই কথাটি পরিবর্তন করে) পুনরায় আপন নুবুওয়াতের ঘোষণা প্রদান করতেন।

শ্রদ্ধেয় জনাব, নুবুওয়াতের দাবী করার পর ১৮৯১ সনে তিনি দিল্লী যান। এখানে আমি মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদের ‘আহমদ ইয়া আখিরী দিনো কা পয়গাম্বর’ (Ahmad or Messenger of The Later days) শীর্ষক পুস্তকের ৩২, ৩৩ ও ৩৪ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি পেশ করবো। আমি এখানে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করবো। কেননা এ ধরনের সভাসমূহে কি কি ঘটছিলো তার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে।

“বাহাছ তথা বিতর্কের স্থান হিসাবে জামি মসজিদকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। বিরোধী পক্ষ নিজেদের খেয়াল খুশীমত যাবতীয় এই সব বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং আহমদ (গোলাম আহমদ)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয় নি। যখন বাহাছ-বিতর্কের সময় উপস্থিত হল তখন দিল্লীর হাকীম আবদুল মজীদ খান একটি গাড়ী নিয়ে আসেন এবং জামি মসজিদে যাবার জন্য মাসীহ মাওউদকে আহবান জানান। কিন্তু মাসীহ মাওউদ উত্তরে বলেন, মানুষের মধ্যে যেভাবে আবেগ-উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে নিরাপত্তা ভংগের আশংকা রয়েছে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত পুলিশ শান্তি শৃঙ্খলার ব্যবস্থা না করবে তিনি (মাসীহ মাওউদ) সেখানে যাবেন না। তিনি আরো বলেন, বাহাছ-বিতর্ক সম্পর্কে পূর্বাঙ্কে তার সাথে পরামর্শ করা উচিত ছিল। তাছাড়া পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে বাহাছ-বিতর্কের শর্তাদি সম্পর্কেও উভয় পক্ষের একটি সমঝোতায় পৌছা একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। যাহোক মির্যা গোলাম আহমদ

জামি মসজিদে অনুপস্থিত থাকায় জনসাধারণের মধ্যে আবেগ-উচ্ছাসের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। তাই তিনি (মির্খা গোলাম আহমদ) ঘোষণা দেন যে, যদি দিল্লীর মওলাভী নাযীর হুসায়ন জামি মসজিদের ভেতরে কুরআনের কসম খেয়ে বলেন যে, কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত আছেন এবং তার মৃত্যু হয় নি, আর এভাবে কসম খাওয়ার এক বছরের মধ্যে মওলাভী নাযীর হুসায়নের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল না হয় তাহলে মির্খা গোলাম আহমদ মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হবেন এবং তিনি তার যাবতীয় কিতাবাদি পুড়িয়ে ফেলবেন। তিনি কসম খাওয়ার দিন-তারিখও নির্ধারণ করে দেন। মওলাভী নাযীর আহমদের পক্ষের লোকেরা এই প্রস্তাব শুনে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং রাস্তার মধ্যে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। কিন্তু জনসাধারণ জিদের বশবর্তী হয়ে বলছিলো, মির্খা নাযীর হুসায়ন যেন মির্খা গোলাম আহমদের প্রস্তাব মেনে নেন এবং কসম খেয়ে বলেন যে, সে মিথ্যাবাদী। জামি মসজিদে বিপুল সংখ্যক লোক সমবেত হয়েছিল। লোকেরা মাসীহ মাওউদকে পরামর্শ দিল, যেন তিনি মসজিদে না যান। কেননা এই পরিস্থিতিতে সেখানে ভয়ানক দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশংকা ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি তার বারোজন হাওয়ারী (অনুচর)-কে সংগে নিয়ে সেখানে যান। হযরত ঈসা (আঃ)-এরও বারো জন হাওয়ারী ছিলেন। স্বয়ং এই বারো সংখ্যাটি ছিল একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ। আমি সেদিকে শ্রদ্ধেয় জনাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জামি মসজিদের বিরাট দালানটি ছিল ভেতর-বাইর থেকে লোকে একেবারে লোকারণ্য। এমন কি সিঁড়িসমূহের উপরও ছিল মানুষের ভিড়। যেখানে প্রত্যেকটি জনমানুষের চোখ রোযানলে জ্বল্ জ্বল্ করছিলো— মাসীহ মাওউদ এবং তার ছোট্ট দলটি সেই জনসমুদ্র ডিঙিয়ে মসজিদের মিহরাব পর্যন্ত গিয়ে পৌছেন এবং নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করেন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ সুপার ও অন্যান্য অফিসারসহ প্রায় একশ জন সিপাহী সেখানে পূর্ব থেকে হাযির ছিলেন। ভিড়ের অনেক লোক নিজেদের জামার পকেটে পাথর লুকিয়ে রেখেছিল এবং সামান্য ইংগিত পেলেই তারা আহমদ ও তার সঙ্গীদের উপর সে পাথর ছুড়ে মারার জন্য একেবারে তৈরী হয়ে বসেছিল। এভাবে ‘মাসীহে ছানী’-কে প্রতারনার মাধ্যমে শিকার করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তারা মাসীহে ছানীকে শূলে

চড়ানোর পরিবর্তে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে চাচ্ছিলো। অতঃপর যে মৌখিক বাহাছ-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তাতে তারা বিফল হয়। তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে বাহাছ করতে রাজী হয় নি। উপরন্তু না তাদের মধ্যে কেউ প্রস্তাবিত শপথ গ্রহণ করতে তৈরী ছিল, আর না মওলভী নায়ীর হুসায়নকে শপথ গ্রহণের অনুমতি দিচ্ছিলো। ইত্যবসরে আলীগড়ের উকীল খাজা মুহাম্মদ ইউসুফ মাসীহ মাওউদের কাছ থেকে তার ঈমানী আকায়ীদ সম্পর্কিত একটি লিখিত বিবৃতি গ্রহণ করেন এবং (জনসাধারণের সামনে) তা পাঠ করতে উদ্ধত হন। কিন্তু যেহেতু মওলাভীরা জনসাধারণকে একথা বলে রেখেছিল যে, মাসীহ মাওউদ কুরআন, ফিরিশতা, নবী করীম (সাঃ) কাউকেই মানে না—তাই তারা আশংকা করছিলো যে, উল্লেখিত বিবৃতিটি যদি পাঠ করা হয়, তাহলে তাদের সব প্রতারণা ধরা পড়ে যাবে। সুতরাং তারা জনসাধারণকে উত্তেজিত করতে লাগল। ফলে অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সাথে একদল লোক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল। কাজে কাজেই খাজা ইউসুফের পক্ষে ঐ বিবৃতি পাঠ করা আর সম্ভব হলো না। পুলিশ অফিসারগণ পরিস্থিতির নাজুকতা লক্ষ্য করে সিপাহীদেরকে জনতার ভিড় ভেংগে ফেলার নির্দেশ দেন এবং এ ঘোষণাও দেন যে, এখানে কোন বাহাছ-বিতর্ক হবে না। অতএব জনতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন পুলিশ মাসীহ মাওউদের চতুর্দিকে ঘেরাও ঢেলে তাকে নিরাপদে মসজিদ থেকে বের করে নিয়ে আসে।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, দু’টি উদ্দেশ্যে আমি এ উদ্ধৃতিটি বিস্তারিতভাবে পড়েছি। এখন আমি আরো কিছু রেফারেন্স পড়ে শুনাব। সর্বপ্রথম আমি সেই রেফারেন্সটি পড়ব, যা তিনি (মির্যা) ঐ মুহূর্তে বলেছিলেন এবং লিখেও দিয়েছিলেন যখন তাকে বিরোধিতাকারী জনসাধারণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এটা হলো ১৮৯১ সনের ২৩ অক্টোবরের কথা। শব্দগুলো ছিল নিম্নরূপ—

“এইসব বিষয়ে আমি অন্যান্য আহলে সুন্নাত ওয়াল্ জামাআতেরই অনুরূপ মতাদর্শ পোষণ করি। এখন আমি এই আল্লাহর ঘর, জামি’ মসজিদ দিল্লীতে ঐ সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে স্বীকার করছি এবং ঘোষণা করছি যে, আমি খতমে নুবুওয়াত স্বীকার করছি এবং ঘোষণা করছি যে, আমি খতমে নুবুওয়াত স্বীকার করি এবং যে ব্যক্তি নুবুওয়াতের

অস্বীকারকারী তাকে আমি বেদ্বীন এবং দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ বলে মনে করি।”

(মাজমুআ'-ই-ইশতাহারাত : পৃষ্ঠা- ২৫৫ : প্রথম খন্ড)

শ্রদ্ধেয় জনাব, বিষয়টির অপর দিক হলো এই যে, তিনি (মির্যা গোলাম আহমদ) শুধুমাত্র বিরাট পুলিশ সমাবেশের ছত্রছায়ায়ই আপন নুবুওয়াতের কথা প্রচার করতে পারতেন। শ্রদ্ধেয় জনাব, একদা তিনি কালানূরের অধিবাসী আবদুল হাকীমের সাথে মুনাযারা (বিতর্ক) করছিলেন। যখন তিনি দেখেন যে, মুসলমানরা তার নুবুওয়াতের দাবীর বিরুদ্ধে দারুনভাবে ক্ষেপে উঠেছে তখন তিনি (মির্যা গোলাম আহমদ) ঘোষণা করেন যে, তিনি 'সাদামাঠা' অর্থে নিজের সম্পর্কে 'নবী' শব্দ লিখে দিয়েছেন। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য 'মুহাদ্দাস' অতএব তার লেখাসমূহে যেখানে যেখানে 'নবী' শব্দ রয়েছে মুসলমানরা যেন সেটাকে 'মুহাদ্দাস' শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করে নেয়। কিন্তু আমরা দেখি যে, এরপরও মির্যা গোলাম আহমদ নিজের সম্পর্কে নবী শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং তার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাও দেন নি। এ সম্পর্কে আমি লাহোরী গ্রুপকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেছি। কেননা এই পয়েন্টের সাথে তাদের অধিকতর সম্পর্ক ছিল।

এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম যে উত্তর দেওয়া হয়েছে তা এই যে, এ নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে যেত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজেকে নবী আখ্যা দেওয়াটা তার মনঃপূত ছিল না। তিনি এটা বলতেন না যে, তিনি প্রকৃত অর্থে নবী। (প্রকৃতপক্ষে) তিনি ছিলেন একজন 'মুহাদ্দাস'— যেমন লাহোরী গ্রুপ লিখে থাকে। আর এ কারণেই মির্যা গোলাম আহমদ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তার সম্পর্কে 'নবী' শব্দের ব্যবহার যেন রহিত বলে মনে করা হয়। যখন আমি প্রশ্ন করলাম যে, মির্যা গোলাম আহমদ অতঃপর 'নবী' শব্দের ব্যবহার শুরু করে দিয়েছিলেন কেন?— তখন লাহোরী গ্রুপ উত্তর দিল যে, এ সম্পর্কে কিছু লোকের ভুল বুঝাবুঝি ছিল তাই তাদের জন্য তিনি এই সংশোধনী দেন। অন্যান্যদের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় ছিল না তাই তিনি (নবী) শব্দের ব্যবহার অব্যাহত রাখেন। অতঃপর আমি তাদেরকে (লাহোরী গ্রুপকে) জিজ্ঞাসা করি, যখন মির্যা গোলাম আহমদ স্বয়ং নিজেকে নবী বলতেন— তা যে কোন অর্থেই হোক— তখন

আপনারা তাকে সেই বিশেষ অর্থে নবী বলে কেন মানছেন না, যে অর্থের অধীন আপনারা বলেন যে, এখানে নবীর অর্থ ‘গায়র নবী’? কেননা রাবওয়া গ্রুপ মির্যা গোলাম আহমদকে কোন না কোন অর্থে নবী বলে থাকে। তখন একথা শুনে আমার খুবই আক্ষেপ হয় যে, লাহোরী গ্রুপ মির্যা গোলাম আহমদকে শুধুমাত্র একারণে নবী বলে না যে, এটা বললে জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে উঠে। তাহলে এটা (নবী না বলাটা) অন্য কারণে নয়, বরং সুবিধা লাভের (গা বাঁচাবার) উদ্দেশ্যে ছিল। লাহোরী গ্রুপ নবী শব্দ কেন ব্যবহার করে না? শ্রদ্ধেয় জনাব, এর কারণ পরিষ্কার। ঐ তিন যুগেই মির্যা গোলাম আহমদ বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আপন উক্তি অনায়াসে রদবদল করে ফেলতেন। এখন আমি অপর একটি অথবা দু’টি সভার উল্লেখ করব, যেগুলোতে মির্যা গোলাম আহমদ ভাষণ দিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি সভা হয়েছিল লাহোরে আমি পুনরায় আর একবার তার পুত্রের পুস্তক থেকে রেফারেন্স দেব। তিনি (তার পুত্র) বলেন—

“তার অবস্থানকালীন সময়ে সমগ্র শহরে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। মাসীহ মাওউদ যে ঘরে অবস্থান করছিলেন সে ঘরের বাইরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষের ভিড় লেগে থাকত। কিছুক্ষণ পর পর বিরুদ্ধবাদীরা আসত এবং তাকে লক্ষ্য করে গালিগালাজ করত। তাদের মধ্যে যারা ছিল অধিকতর দুষ্ট প্রকৃতির তারা জোর করে মির্যা গোলাম আহমদের ব্যক্তিগত কামরার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করত। তখন তাদেরকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই সেখান থেকে বের করে দিতে হত। বন্ধুদের পরামর্শ অনুযায়ী লাহোরে একটি সাধারণ বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। এটি ছিল একটি লিখিত বক্তৃতা, যা মওলভী আবদুল করীম কর্তৃক একটি বিরাট হলে পঠিত হয়েছিল। মাসীহ মাওউদ তখন তার নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন। প্রায় ন’দশ হাজার লোক ছিল ঐ বক্তৃতার শ্রোতা। যখন তা পড়া শেষ হয়ে যায় তখন শ্রোতারা আবেদন করে, যেন স্বয়ং মাসীহ মাওউদ ঐ শব্দগুলো নিজের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন। একথার উপর তিনি একদম সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং আনুমানিক আধ ঘণ্টা বক্তৃতা দেন। যেহেতু এ বিষয়টি অভিজ্ঞতায় এসে গিয়েছিল যে, মাসীহ মাওউদ যেখানেই যেতেন সেখানেই যাবতীয় মায়হাবও ফিরকার লোকেরা বিশেষ করে তথাকথিত মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করত তাই পুলিশ, মাসীহ মাওউদের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত উন্নত ধরনের

ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। হিন্দুস্তানী পুলিশ ছাড়াও সামান্য তফাতে ইউরোপীয়ান সৈন্যও তরবারি হাতে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশের কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছিল যে, কিছু মূর্থ লোক বক্তৃতাহলের বাইরে গভগোল করতে চায়।

এ কারণে তারা মাসীহ মাওউদের, বক্তৃতা হল থেকে নিরাপদে ফিরে আসার ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। সর্বাত্মে ছিল অশ্বারোহী পুলিশ বাহিনীর একটি দল। তাদের পিছনে ছিল মাসীহ মাওউদের ঘোড়াগাড়ী। তাদের পিছনে ছিল অনেক পদাতিক পুলিশ। তাদের পেছনে আবার ছিল অশ্বারোহী পুলিশ বাহিনীর আর একটি দল এবং তাদের পিছনে ছিল পুলিশের পদাতিক বাহিনীর আরো একটি দল। এভাবে মাসীহ মাওউদকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে তার অবস্থান স্থলে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয় এবং দুষ্কৃতিকারীদের উদ্দেশ্য পভ হয়ে যায়। অতঃপর মাসীহ মাওউদ লাহোর থেকে কাদিয়ানে ফিরে যান।” তিনি (মির্য়ার পুত্র) তার এই পুস্তকেরই ৭০-৭১ পৃষ্ঠায় অমৃতসরের সভার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

“কিন্তু যখন জনসাধারণকে ফেপিয়ে তোলার পর তাদেরকে আর রুখে রাখা যাচ্ছিলো না। ভিড় বেড়েই যাচ্ছিলো এবং পুলিশের চেষ্টা সত্ত্বেও তা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হচ্ছিলো না। শেষ পর্যন্ত এটাই সঙ্গত মনে করা হয় যে, মাসীহ মাওউদ আপন জায়গায় বসে পড়বেন। অতঃপর এক ব্যক্তিকে কবিতা আবৃত্তির জন্য ডেকে পাঠানো হয়। তার আবৃত্তি শুনে শ্রোতারা চুপ হয়ে যায়। অতঃপর মাসীহ মাওউদ আপন বক্তৃতা জারী রাখার জন্য পুনরায় দণ্ডায়মান হন। কিন্তু মওলভীরা হৈ চৈ শুরু করে দেয়।

এতদসত্ত্বেও যখন মাসীহ মাওউদ বক্তৃতা শুরু করার চেষ্টা করেন তখন মওলভীরা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেয় এবং বক্তৃতা মঞ্চের দিকে আক্রমণ চালায়। পুলিশ বাহিনী জনসাধারণকে বাধা প্রদানের চেষ্টা করে, কিন্তু হাজার হাজার জনতাকে নিয়ন্ত্রন করা মাত্র কয়েকজন পুলিশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত জনসাধারণ সভাস্থলটি কব্জা করে ফেলে। যখন পুলিশের কাছে তাদের নিজেদের অসহায়ত্বের দিকটি ধরা পড়ল তখন তারা মাসীহ মাওউদকে জানিয়ে দিল যে, এখন তারা তার জন্য এর অধিক কিছু করতে পারবে না। এটা আমার অভিমত যে, ঐ দিন পুলিশের লোকেরা তাদের দায়িত্ব পালনে অমনোযোগী ছিল।

তাদের মধ্যে কোন ইউরোপীয়ান পুলিশ ছিল না, বরং সব পুলিশই ছিল ইন্ডিয়ান। আর এরা সবাই ছিল বিক্ষোভকারীদের সমর্থক। তারা মাসীহ মাওউদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় ঘৃণা পোষন করত। তাই অবিলম্বে তার বক্তৃতার পরিসমাপ্তি ঘটুক এটাই তারা চাচ্ছিলো। অতএব মাসীহ মাওউদ তার বক্তৃতা অসম্পূর্ণ রেখে দেন। কিন্তু এতেও মানুষের হৈ চৈ হাস পায় নি। তারা ক্রমশঃ বক্তৃতামঞ্চের দিকে এগোতে থাকে। খোদ মাসীহ মাওউদ ছিলেন তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। এমতাবস্থায় পুলিশের ইন্সপেক্টর মাসীহ মাওউদকে অনুরোধ জানান, যেন তিনি পেছনের কামরায় চলে যান। অতঃপর তিনি (ইন্সপেক্টর) মাসীহ মাওউদের ঘোড়াগাড়ি আনার জন্য একজন লোক পাঠান। ঐ মুহূর্তে পুলিশের লোকেরা জনসাধারণকে পিছনের কামরার দিকে এগিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখে। ঘোড়াগাড়ীটি কামরার একেবারে দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসা হয় এবং মাসীহ মাওউদ তাতে উঠে বসেন। খোদার মেহেরবাণীতে ঐদিন আমাদের কেউই আহত হয় নি। শুধুমাত্র একটি পাথর জানালার দিক থেকে এসে আমার ছোট ভাই বশীর আহমদের হাতে আঘাত করে। অনেক পাথর ঐ পুলিশদের গায়ে লাগে, যারা ঘোড়াগাড়ীর চতুর্দিকে একটি বৃত্তের সৃষ্টি করে রেখেছিল। অতঃপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং জনতাকে এদিক সেদিক বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এবার পুলিশের লোকেরা মাসীহ মাওউদের ঘোড়াগাড়ীর সামনে-পিছনে চলতে থাকে। কয়েকজন ছাদের উপর আরোহণ করে এবং এভাবে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে গাড়ীটিকে মাসীহ মাওউদের অবস্থানস্থলে পৌছিয়ে দেয়। লোকেরা এই পরিমাণ ক্ষেপে উঠেছিল যে, পুলিশের মারধর সত্ত্বেও তারা বেশ কিছুদূর পর্যন্ত ঘোড়াগাড়ীর পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে। পরদিন মাসীহ মাওউদ কাদিয়ান অভিমুখে রাওয়ানা হন।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, অবশেষে আমি ঐ পুস্তকেরই পৃষ্ঠা- ৬১ থেকে একটি প্যারা পড়ব, যার মধ্যে মির্যা গোলাম আহমদের মৃত্যুর দিন কি ঘটনা ঘটেছিল তা বর্ণিত হয়েছে। যেমন—

“মৃত্যুর আধ ঘন্টার মধ্যে সেই ঘরের সামনে লাহোরের জনসাধারণের ভিড় জমে উঠে, যে ঘরে তার (মির্যার) লাশ রাখা হয়েছিল। তারা আনন্দ গীতি গাইতে থাকে এবং এভাবে তাদের অন্তরের অন্ধকার রূপটি প্রকাশ্যে তুলে ধরে। কিছু লোক

তালবেতাল নাচতে শুরু করে, যার মধ্য দিয়ে তাদের স্বভাবসুলভ হীনতা ফুটে উঠছিলো।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, আমি দুঃখিত যে, যে সমস্ত সভায় মির্খা গোলাম আহমদ বক্তৃতা করছিলেন সেগুলোর বিবরণ দিতে গিয়ে আমি যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছি। শুধুমাত্র ঐ সভা ছাড়া, যেখানে মির্খা গোলাম আহমদ ইসলামের হিফাযতের জন্য খ্রীষ্টানদের সাথে বিতর্ক করেছিলেন। অন্য সব সভায় যখনই তিনি তার নুবুওয়াতের দাবী প্রচার করতে চেয়েছেন কিংবা সেজন্য চেষ্টা করেছেন— তখনই তাকে তার ঘোর বিরোধী জনসাধারণের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং অনুরূপ পরিস্থিতিতে তিনি পুলিশবাহিনীর হিফাযত ব্যতিরেকে কোন সভায়ই বক্তৃতা করতে পারেন নি। আর সেই পুলিশ বাহিনীও আবার ছিল ইউরোপীয়ান অফিসার ও জওয়ান সম্বলিত। মির্খা গোলাম আহমদের মৃত্যু উপলক্ষে জনসাধারণের আনন্দগীতি গাওয়ার কথা উল্লেখ করার, আমার উদ্দেশ্য ছিল মাননীয় সংসদ সদস্যদের দৃষ্টি ঐ ভবিষ্যৎ বাণীর প্রতি আকৃষ্ট করা, যা মির্খা গোলাম আহমদ মওলভী ছানাউল্লাহ সম্পর্কে করেছিলেন। এ ঘটনা থেকে লোকেরা জেনে নিল যে, মির্খা গোলাম আহমদের বদ্ দুআ’র প্রভাব তার নিজের উপরই পড়েছিল।

শ্রদ্ধেয় জনাব, এর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল? আমি প্রথমেই নিবেদন করেছি, কেন এরূপ হত যে, তিনি (মির্খা গোলাম আহমদ) যেখানেই যেতেন সেখানেই বিরুদ্ধবাদী জনতার ভিড় তার পশ্চাদ্ধাবন করত। এর কারণ ছিল একদম পরিষ্কার। এই লোকটি মুসলমানদের মৌলিক আকীদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। অতঃপর আমরা এটাও দেখি যে, অতঃপর মির্খা গোলাম আহমদ স্বয়ং দাঙ্গাকারীতে পরিণত হয়েছেন। তিনি গালিগালাজ ও অভিসম্পাত-অভিশাপে ভরপুর ভাষা ব্যবহার করতে থাকেন। কিন্তু আমি এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যেতে চাই না। এর দু’টি দিক রয়েছে। প্রথম দিকটি এই যে, যখন তিনি নবী হওয়ার দাবী করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই ইতিকাদ ও ঈমানের প্রশ্ন উঠে। মুসলমানদের আকীদা অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর সত্য নবীকে না মানে তাহলে সে কাফির বলে সাব্যস্ত হয়। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এটা ফরয যে, সে যাবতীয় ঐ সব নবীদের উপর ঈমান আনবে, যাদের উল্লেখ কুরআন মজীদে

রয়েছে। আর মির্যা গোলাম আহমদের দাবী হলো, যেহেতু কুরআন মজীদে নবী হিসাবে তারও উল্লেখ রয়েছে অতএব যে তাকে নবী হিসাবে মানবে না সে কাফির। আর মুসলমানদের অভিমত হলো, যেহেতু মির্যা গোলাম আহমদ একজন বানোয়াট মিথ্যা নবী, সে মিথ্যা দাবী করেছে- অতএব সে যোর মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল। এটাই সেই ঘটনা, যার কারণে ভয়ানক ধরনের কথা কাটাকাটি, আক্রমণ এবং ঈসায়ীদের প্রতি আক্রমণের পালা শুরু হয়। কেননা তিনি (মির্যা) নিজেকে মাসীহ মাওউদ বলতেন। আর মুসলমানদের পক্ষ থেকে তার বিরোধীতা এজন্য ছিল যে, তিনি নবী এবং মাসীহ মাওউদ হওয়ার দাবী করতেন। শ্রদ্ধেয় জনাব, অতঃপর তিনি এই বলতে শুরু করেন-

“যে ব্যক্তি তোমার (মির্যা গোলাম আহমদের) আনুগত্য করবে না এবং তোমার বায়আতের অন্তর্ভুক্ত হবে না সে তোমার বিরুদ্ধে থাকবে। আর সে হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী জাহান্নামী।” (মাজ্মুআ’ই ইশতাহারাত : পৃষ্ঠা- ২৭৫ : তৃতীয় খন্ড) তিনি আরো বলেন,-

“সমগ্র মুসলমান আমাকে কবুল করেছে এবং আমার দাওয়াতকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে, কিন্তু বেশ্যা ও পাপিষ্টদের সন্তানরা আমাকে মানে নি।”

এই উদ্ধৃতি ‘রুহানী খাযায়িন : পঞ্চম খন্ড : পৃষ্ঠা ৫৪৭-৫৪৮’ থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে আমি মির্যা নাসিরের প্রতি পুরাপুরি ন্যায় বিচার প্রদর্শন করে বলতে চাই যে, তিনি ‘বাগিয়াহ’ শব্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, এর অর্থ ‘বাগী’ (বিদ্রোহী)- ব্যভিচারী স্ত্রীলোক নয়। অতএব এর অনুবাদ হবে বিদ্রোহীদের সন্তান- ব্যভিচারিনীর সন্তান নয়। মির্যা নাসির আহমদের ন্যায় মির্যা গোলাম আহমদের দাবীও ছিল তাই।

কিন্তু আমাদের উলামাবৃন্দ এই বিশ্লেষণ মানেন না। তারা বলেন, মির্যা গোলাম আহমদ এই শব্দকে ব্যভিচারিনী ও দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদের রেফারেন্সে বার বার নিজেই ব্যবহার করেছেন। আমি এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আর কিছু বলবো না। দ্বিতীয় কথা যা তিনি অস্বীকার করেন নি তা এই যে, যখন তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতাকারী

শ্রদ্ধেয় জনাব, এবার আমি ‘রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা- ৫৩ : চতুর্দশ খন্ড’ থেকে আরো একটি রেফারেন্স পেশ করছি।

“নিঃসন্দেহে তোমার শত্রুরা জংগলের গুয়ার হয়ে গেছে এবং তাদের স্ত্রীরা কুকুরীদের চাইতে আগে বেড়ে গেছে।”

এখানে তিনি (মির্য়া নাসির আহমদ) একথা বলার চেষ্টা করেছিলেন যে, এটা মুসলমানদের সম্পর্কে নয় বরং ঈসায়ীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমি পুরাপুরি শিষ্টাচার বজায় রেখে বলতে চাই যে, এটা কি একজন নবীর ভাষা হতে পারে— চাই তা খ্রীষ্টান, হিন্দু কিংবা অন্য কারো বিরুদ্ধে বলা হোক না কেন? আমি এ সম্পর্কে আর বেশীকিছু বলতে চাই না। একরূপ ভাষা ব্যবহার করার কোন বৈধতা নেই— একেবারেই নেই।

অনুরূপভাবে তিনি (মির্য়া গোলাম আহমদ) বলেন—

“কোন ব্যক্তি আমার বিজয় স্বীকার না করলে পরিস্কার বুঝে নিতে হবে যে, তার (ঐ ব্যক্তির) অবৈধ সন্তান হওয়ার খায়েশ আছে।”

এই রেফারেন্সও ‘রুহানী খাযায়িন : নবম খন্ড : পৃষ্ঠা- ৩১’ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এটা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় ও ফিতনা সৃষ্টিকারী কথা ছিল যে, এমন এক ব্যক্তি, যে নিজেকে হুবহু মুহাম্মদ’ এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর চাইতে শ্রেষ্ঠতর বলে দাবী করে সেই তার বিরুদ্ধবাদীদের জন্য— চাই তারা মুসলমান হোক অথবা খ্রীষ্টান— এমন ভাষা ব্যবহার করে। তিনি (মির্য়া গোলাম আহমদ) নিজেকে আল্লাহ্ তাআলার নবীদের যাবতীয় কামালাত ও পরিপূর্ণতার প্রকাশস্থল বলে দাবী করেছিলেন। আর এগুলো হচ্ছে ঐ যা তিনি (গোলাম আহমদ) প্রদর্শন করেছিলেন। এ বিষয়ের উপর আমার এর চাইতে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

শ্রদ্ধেয় জনাব, এটাই ছিল সেই সময়, যখন মির্য়া গোলাম আহমদ হযরত ঈসা (আঃ)-কে প্রকাশ্যে হয়ে প্রতিপন্ন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে গিয়ে বলেন—

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے

“ইবনে মারইয়ামের কথা ছাড়ো,

গোলাম আহমদ এর চাইতে শ্রেষ্ঠতর।

(রুহানী খাযায়িন : অষ্টাদশ খন্ড : পৃষ্ঠা- ২৪০)

মির্খা নাসির আহমদ এর বৈধতা প্রমাণ করতে গিয়ে এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, একথা মির্খা গোলাম আহমদ নিজের সম্পর্কে নয়, বরং 'গোলামে আহমদ' [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর গোলাম] সম্পর্কে বলেছিলেন। আমাদেরকে তো এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র নবী অবশ্যই সম্মানের পাত্র। এই প্রেক্ষিতে সমগ্র নবীই সমান। কেননা তারা সকলেই আল্লাহর রাসূল। কিন্তু এই মির্খা গোলাম আহমদ ব্যক্তিটি বলছেন যে, তিনি (আল্লাহ পানাহ) হযরত ঈসা (আঃ)-এর চাইতে শ্রেষ্ঠতর এবং এর বৈধতা প্রমাণ করছেন এই বলে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রত্যেকটি গোলাম হযরত ঈসা (আঃ)-এর চাইতে শ্রেষ্ঠতর। এটা না মুসলমানদের আকীদা, আর না এই আকীদার কোন বৈধতা থাকতে পারে। কিন্তু মির্খা গোলাম আহমদ আরো আগে বেড়ে বলছেন—

“খোদা এই উম্মতের মধ্যে মাসীহ পাঠিয়েছেন, যিনি আপন শান ও মর্যাদায় প্রথম মাসীহের চাইতে অনেক অগ্রণী।

এই রেফারেন্স ‘রিলিজিয়াস রিভিউ (Religious Review) : পৃষ্ঠা- ৪৭৮’, হাকীকাতুল অহী : পৃষ্ঠা- ১৫২ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : ২২তম খন্ড : পৃষ্ঠা ১৫২’ থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে তিনি আরো বলছেন—

“আমি কসম খাছি সেই আল্লাহর, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মাসীহ বিন মারইয়াম আমার যুগে হতেন তাহলে ঐ কাজ যা আমি করতে পারি, তিনি কখনো করতে পারতেন না এবং যে সমস্ত নির্দেশনাদি আমা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে তিনি কখনো তা দেখাতে পারতেন না।”

তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেছেন— এটিও একটি খারাপ কথা। কিন্তু তিনি (সাহিত্য সৃষ্টির দিক দিয়ে) একটি চমৎকার কবিতাও রচনা করেছেন। আশা করি আমি এ ব্যাপারে ভুল বলছি না। তিনি তার কবিতায় বলেছেন—

انیک منم کہ حسب بشارت آدم

عیسی کجا هست پایہ بنہ بمنبرہ

আমি ঐ ব্যক্তি, পূর্ব-সুসংবাদ (ভবিষ্যৎ বাণী)

অনুযায়ী যার আগমন হয়েছে,

ঈসা কোথায় যে, সে আমার

মিস্বরের উপর পা রাখতে পারে?

(ইযালা-ই-আওহাম : পৃষ্ঠা ১৫৮ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা- ১৮০)

এখন এই ব্যক্তিটি শ্রেষ্ঠত্বের এমনি শীর্ষচূড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর পক্ষে (আল্লাহ্ পানাহ) তার মিস্বরের পায়া পর্যন্ত পৌঁছাও সম্ভব হচ্ছে না। অবস্থা এই পর্যন্তই নয়, অতঃপর সে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাদীদেরও সমালোচনা করছে। তার এসব কথা আমার হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। তবে এর বৈধতা এভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ঐ যুগে যেহেতু খ্রীষ্টানরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর হামলা করত তাই মির্যা গোলাম আহমদ এবং ঐ যুগের অন্যান্য মুসলিম উলামাবৃন্দ সেই হামলার এই প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। কিন্তু এটা কোন বৈধতা নয়। ঐ যুগেও এরূপ কথা বলার উপর মির্যা গোলাম আহমদের সমালোচনা করা হয়েছিল। মির্যা গোলাম আহমদ বলেন-

“তার [ইসা (আঃ)-এর] খান্দান ও অত্যন্ত পাক পবিত্র (?) ; তার তিন দাদী ও নানী ব্যভিচারীণী এবং বেশ্যা ছিল, যাদের রক্ত থেকে তার অস্তিত্ব প্রকাশ লাভ করেছে।” (যামীমা-ই-আনজামে আখম : টীকা পৃষ্ঠা-৪ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : (টীকা) : পৃষ্ঠা- ২৯১ : একাদশ খন্ড)

তিনি (মির্যা) আরো বলেন যে, তিনি [ঈসা (আঃ)] দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদের সাথে থাকতে পছন্দ করতেন (নাউযুবিল্লাহ) শ্রদ্ধেয় জনাব, এই হচ্ছে ঐ সমস্ত কথাবার্তা, যা মির্যা গোলাম আহমদ বলেন। যখন আমি মির্যা নাসির আহমদকে প্রশ্ন করলাম যে, তিনি এই সমস্ত লেখা কিভাবে উপেক্ষা করতে পারেন- তখন তিনি উত্তরে বলেন, এই সমস্ত লেখা ঐ হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে নয় যার উল্লেখ কুরআনে রয়েছে, বরং ঐ ইয়াসূ মাসীহ সম্পর্কে যিনি নিজেকে আল্লাহর পুত্র বলেন। যখন সবাই মির্যা নাসির আহমদকে বললেন, এখানে (মাসীহ) দুটি পৃথক পৃথক সত্তা নয় বরং একই সত্তা, যিনি নবী ছিলেন। অতঃপর যখন তাকে সবাই জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়াসূ মাসীহের দাদীরা কি হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাদী থেকে ভিন্ন কেউ ছিলেন- তখন তিনি উত্তর দেন যে, কুরআনে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাদী নানীদের কোন

উল্লেখ নেই। তাছাড়া মির্যা নাসির আহমদ এই প্রশ্নের আর কোন উত্তর দেন নি। অতঃপর মির্যা গোলাম আহমদ বলেন—

“প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা ছাড়া তার [ঈসা (আঃ)-এর] হাতে কিছু ছিল না।” (যামীমা-ই-আনজামে আথম : টীকা- ৭ দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : একাদশ খন্ড : পৃষ্ঠা - ২৯১)।

“হ্যাঁ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর [ঈসা (আঃ)-এর] অভ্যাস ছিল গালি দেওয়ার ও কটু কথা বলার। আর এটাও স্মরণ থাকে যে, কিছু পরিমাণ মিথ্যা বলারও অভ্যাস ছিল। (যামীমা-ই-আনজামে আথম (টীকা) : দ্রষ্টব্য-রুহানী খাযায়িন : একাদশ খন্ড : পৃষ্ঠা- ২৮৪)

স্বাভাবিকভাবে এই সমস্ত কথাবার্তা শুধু মুসলমানদের নয় বরং খ্রীষ্টানদেরও মনঃকষ্টের কারণ ছিল। যেহেতু মুসলমানদের ঈমান এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পয়গাম্বর ছিলেন, তাই মির্যা গোলাম আহমদ কর্তৃক হযরত ঈসার, এ ধরনের ছিদ্রাণেষণ ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। আমি মির্যা নাসির আহমদকে প্রশ্ন করেছিলাম, এটা বলা হয়ত সহজ যে, ইয়াসূ মাসীহ এবং হযরত ঈসা (আঃ) দু’জন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন— একজনের উল্লেখ রয়েছে বাইবেলে এবং অপরজনের কুরআনে— কিন্তু শিআ’দের সমালোচনা ও ছিদ্রাণেষণ করার কি বৈধতা আপনাদের রয়েছে?

মির্যা গোলাম আহমদ বলেন— “মৃত হযরত আলীকে ভুলে যাও, এখানে তোমাদের মধ্যে জীবিত আলী বিদ্যমান আছেন।” (মালফুযাত : দ্বিতীয় খন্ড : পৃষ্ঠা- ১৪২)

অতঃপর হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) সম্পর্কে তিনি (মির্যা গোলাম আহমদ) কি বলেন? মির্যা গোলাম আহমদের কাছে একথা বলার কি বৈধতা ছিল যে, তাওহীদ হচ্ছে সুগন্ধিযুক্ত বস্তু, আর (নাউযু বিল্লাহ) ইমাম হুসায়িনের যিক্র হচ্ছে ময়লার স্তূপ (ইজাযে আহমদী : পৃষ্ঠা ৮২ : দ্রষ্টব্য- রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা- ১৯৪ : ঊনবিংশ খন্ড)। এর উত্তরে মির্যা নাসির আহমদ বলেন, মির্যা গোলাম আহমদ সেই অর্থে এই আলী ও হুসায়নকে গ্রহণ করেছেন, যে অর্থে শিআ’ ধারণা (conception) অনুযায়ী তাদেরকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমি মনে করি না যে, মুসলমানদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) এবং ইমাম হুসায়ন

(রাঃ)-এর ধারণা সম্পর্কে কোন মত-পার্থক্য রয়েছে। সকল মুসলমানই তাদেরকে ভালবাসে এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এই ছিল মির্যা গোলাম আহমদের চিন্তাধারা, যার কারণে সমগ্র মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এই ছিল সেই আবেগ-উচ্ছ্বাস যার কারণে মির্যা গোলাম আহমদ পুলিশ পাহারা ছাড়া কোন সভায়ই বক্তৃতা করতে পারতেন না।

অন্য কোন কথা বলার পূর্বে আমাকে আর একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে হবে। আমি সংসদের সামনে আমার যে বক্তব্য পেশ করেছি তার উদ্দেশ্য ছিল এই কথা বলা যে, আপন আকায়িদ প্রচারের জন্য মির্যা গোলাম আহমদের ইংরেজদের সহায়তার প্রয়োজন ছিল। আর ইংরেজরা তাকে এই সহায়তা প্রদান করেও ছিল পরিপূর্ণভাবে। এগুলো ছিল সেই সব পরিস্থিতি, যার প্রেক্ষিতে মির্যা গোলাম আহমদের উক্তি অনুযায়ী ‘মোল্লা’ এবং আমাদের (মুসলমানদের) উক্তি অনুযায়ী ‘উলামা-ই-হক’ তার (মির্য়ার) জীবনের আরামকে হারাম করে দিয়েছিলেন। তাই দেখা যায়, মির্যা গোলাম আহমদ পাঞ্জাবের লেঃ গভর্নরকে লিখেছেন (আমি এই চিঠিটি সংক্ষেপে পড়ছি) :-

“আমি একথা স্বীকার করি যে, যখন কোন কোন পাদ্রী ও খ্রীষ্টান মিশনারীর লেখা অত্যন্ত কঠোর হয়ে গেল এবং তা ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলল- বিশেষ করে লুথিয়ানা থেকে প্রকাশিত ‘নূর আফশা’ নামক খ্রীষ্টান পত্রিকার মধ্যে যখন অত্যন্ত বিশ্রী লেখাসমূহ ছাপা হল- তখন এই সমস্ত পত্রিকা ও পুস্তক পুস্তিকা পড়ে আমার অন্তরে এই আশংকার সৃষ্টি হল যে, খোদা না করুন, যদি মুসলমানদের মত উচ্ছ্বাসপ্রবন জাতির উপর এই সমস্ত কথার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে এবং তাতে কোন মারাত্মক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাহলে এই উত্তেজনা প্রশমন এবং জনসাধারণের উচ্ছ্বাস প্রদমনের কার্যকর কৌশল এটাই হবে যে, আমি আমার সঠিক ও সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছুটা কঠোরভাবে এগুলোর জবাব দেব যাতে উত্তেজিত জনসাধারণের আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রশমিত হয়ে যায় এবং দেশে কোনরূপ অশান্তির সৃষ্টি না হয়। সুতরাং আমি ঐ সমস্ত বই পুস্তকের মুকাবালায়, যেগুলোর মধ্যে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছিল, এমন ধরনের কিছু সংখ্যক বইপুস্তক লিখি, যেগুলোর মধ্যে কিছু পরিমাণ কঠোরতা ছিল। কেননা

আমার কনসেন্স (conscience) অকাট্যভাবে এই ফতওয়া দিয়েছিল যে, ইসলামের মধ্যে যে বহু সংখ্যক পাশবিক ধরনের আবেগপ্রবণ লোক রয়েছে তাদের রোষানল প্রদমনের জন্য এই পন্থা যথেষ্ট হবে । অতএব আমার দ্বারা পাদ্রীদের মুকাবালায় যা কিছু করা হয়েছে তা এছাড়া আর কিছু নয় যে, কার্যকর কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক জংলী মুসলমানকে সত্ত্বষ্ট করা হয়েছে । আর আমি একথা দাবীর সাথে বলতে পারি যে, আমি সমগ্র মুসলমানদের মধ্যে, ইংরেজ সরকারের প্রথম স্তরের শুভাকাংখী ।” (আনজামে আথম : পৃষ্ঠা- ৩৬২-৬৩ : দ্রষ্টব্য-রহানী খাযায়িন : পঞ্চদশ খণ্ড : পৃষ্ঠা ৪৯০-৪৯১)

আমি মির্যা নাসির আহমদকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, তিনি (মির্যা গোলাম আহমদ) খ্রীষ্টানদের উপর কেন আক্রমণ চালাচ্ছেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ওরা যে আক্রমণ চালাত তার জবাবই বা কেন দিতেন? এটা কি তার ইসলাম-প্রীতি এবং ইসলামের প্রতি আবেগ-উচ্ছ্বাসের কারণে ছিল, না এর পেছনে অন্য কোন কারণ ছিল? আমার এ প্রশ্নটি মির্যা নাসির আহমদের কাছে অপছন্দনীয় ঠেকে এবং তিনি এর উত্তরে বলেন, না এটা ছিল (মির্যা গোলাম আহমদের) জিহাদ । ইসলামের প্রতি আসক্তি ও নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা থাকার কারণেই তিনি খ্রীষ্টানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন । কিন্তু মির্যা গোলাম আহমদ তার মনের কথাটি প্রকাশ করছেন এই বলে যে, তিনি ইসলামের জন্য নয়, বরং ইংরেজদের স্বার্থে অনুরূপ করছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি সমালোচনা করছিলেন খ্রীষ্টান পাদ্রীদের । এবার আমরা মির্যা গোলাম আহমদের চিঠির অপর একটি অংশ তুলে ধরছি । তাতে মির্যা গোলাম আহমদ লিখেছেন—

“আমি গত সতেরো বছরে ক্রমান্বয়ে যে সব লেখা লিখেছি এবং তাতে যে প্রমাণ পেশ করেছি তাতে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আমি মনে প্রাণে ইংরেজ সরকারের শুভাকাংখী, আমি একজন শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি এবং আমার নীতি হচ্ছে সরকারের প্রতি আনুগত্য ও আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন । আর এটা হচ্ছে সেই নীতি, যা আমার মুরীদদের বায়আতের নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত । (বায়আতের) শর্তসমূহের চার নম্বর দফায় এই সমস্ত

কথার বিশ্লেষণ রয়েছে।” (মাজমুআ-ই-ইশতাহারাত : দ্বিতীয় খণ্ড : পৃষ্ঠা- ৪৬৫)

আমি এর যে অর্থ বুঝি তা হলো, তিনি (মির্যা গোলাম আহমদ) বলছেন, আমার এ লেখা গত সতেরো বছরের লেখাসমূহকে সমর্থন করে। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি মনেপ্রাণে বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য। সরকারের প্রতি আনুগত্য এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন আমার জীবনের নীতি এবং এই নীতি আমার মাযহাব-অনুমোদিত ফরমে (বায়আতনামায়) পুরাপুরিভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় জনাব, অতঃপর তিনি (মির্যা গোলাম আহমদ) অপর আর এক জায়গায় বলছেন—

“আমি এ বিশ্বাস রাখি যে, আমার মুরীদদের সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে ‘মাসআলা-ই-জিহাদে’র ভক্তের সংখ্যাও ততই হ্রাস পেতে থাকবে। কেননা আমাকে মাসীহ মাওউদ মানার অর্থই হলো মাসআলা-ই-জিহাদকে অস্বীকার করা।” (ইশতাহারে মুলহাকাহ : কিতাবুল বারিয়াহ : দ্রষ্টব্য রুহানী খাযায়িন : ত্রয়োদশ খণ্ড : পৃষ্ঠা- ৩৪৭)

আমি মনে করি, তিনি এখানে বলেছেন যে, আমার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জিহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে এবং আমাকে বিশ্বাস করা যেন জিহাদকে অস্বীকার করা।

শ্রদ্ধেয় জনাব, তিনি (মির্যা গোলাম আহমদ) আরো বলছেন,

“আমার জীবনের বেশীর ভাগ অংশ এই ইংরেজ সাম্রাজ্যের সমর্থন ও সহায়তায় কেটেছে এবং আমি জিহাদের নিষিদ্ধতা এবং ইংরেজের আনুগত্য সম্পর্কে এত বই পুস্তক লিখেছি এবং এত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছি যে, যদি সেগুলো একত্রিত করা যায় তাহলে তাতে পঞ্চাশটি আলমারী ভরে যেতে পারে। আমি এ ধরনের বই পুস্তক সমগ্র আরব দেশসমূহ, মিসর, সিরিয়া, কাবুল এবং রোম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছি। আমি সর্বদা এ চেষ্টাই করে আসছি, যাতে মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সত্যিকার শুভাকাংখী সৃষ্টি হয়।” (তিরইয়াকুল কুলুব : পৃষ্ঠা- ১৫ : দ্রষ্টব্য রুহানী খাযায়িন : পঞ্চদশ খণ্ড : পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৬)

(ঐ মুহূর্তে জনাব চেয়ারম্যান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।)

তার উপরোক্ত উক্তিসমূহের সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, আমার জীবনের বেশীর ভাগ অংশ বৃটিশ সরকারের বিশ্বস্ততা প্রচারে কেটেছে। জিহাদের অবৈধতা ও সরকারের আনুগত্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে আমি এত বই-পুস্তক লিখেছি এবং এত বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়েছি যে, যদি সেগুলোকে একত্রিত করা হয় তাহলে তাতে পঞ্চাশটি আলমারী ভরে যাবে।

শ্রদ্ধেয় জনাব, আমি অপর প্যারা পড়ার আগে আপনাদের দৃষ্টি ঐ ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ করছি, যে এই সুন্দর কবিতাটি বলেছে—

انيك منم كه حسب بشارت امد

عيسى كجا هست پايه بنه بمنبر

আমি ঐ ব্যক্তি, পূর্ব-সুসংবাদ (ভবিষ্যৎ বাণী) অনুযায়ী যার আগমন হয়েছে, কোথায় ঈসা যে, সে আমার মিশরের উপর পা রাখতে পারে?

(ইয়লা-ই-আওহাম : পৃষ্ঠা- ১৫৮ দ্রষ্টব্য রুহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা- ১৮০ : তৃতীয় খণ্ড)

এত উপর থেকে সে (মির্য়া গোলাম আহমদ) মিল্লতী ও লাঞ্জনার এত নীচে নেমে যাচ্ছে! আপনারা কি কোথাও এ ধরনের (হীনমন্য) একজন চাটুকারের দেখা পাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারেন? একজন তথাকথিত নবীর এই হীন মনোবৃত্তি! একজন নবীর স্বভাব কি এ ধরনের হতে পারে? আমি বলবো, এ ধরনের পত্র লেখক নবীর নুবুওয়াত অস্বীকার করা যদি কুফর হয় তাহলে অতঃপর আমি স্বয়ং সবচাইতে বড় কাকির।

এখন এই পত্রটি দেখুন এবং এই পত্রের লেখককে দেখুন। একজন সাধারণ মানুষ, যার মধ্যে অনু পরিমাণ আত্ম সম্মানবোধ আছে, আল্লাহর উপর যার সামান্যমাত্র ঈমান আছে, নিজের উপর যার সামান্যমাত্র আস্থা আছে সে কি কখনো এ ধরনের কথা বলবে? অথচ যে এসব কথা বলছে সে (মির্য়া গোলাম আহমদ) নবী হওয়ারও দাবী করে। এখানে কায়েদে আযমের ছবি ঝুলানো রয়েছে (এসেম্বলী হলের অভ্যন্তরে ঝুলানো কায়েদে আযমের ছবির প্রতি ইঙ্গিত করে)। ১৯৪৭ সনের ২ জুন কি ঘটেছিল?

আপনারা সকলেই জানেন, এর উল্লেখ ক্যাম্বেল জনসন (Cambell Johnson)-এর গ্রন্থে রয়েছে। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে কায়েদে আযমের একথা রিপোর্ট করার ছিল যে, তার কাছে ৩ জুনে প্রকাশিতব্য প্র্যান গ্রহণীয় কি-না। মুসলিম লীগের কাছে কি ঐ পাকিস্তান গ্রহণীয়, যা সে (ব্রিটিশ সরকার) মুসলমানদেরকে দিচ্ছে? ক্যাম্বেল জনসন লিখেছেন, ভাইসরয়, মিঃ জিন্নাহর জন্য দিনভর অপেক্ষা করতে থাকেন। মিঃ জিন্নাহ অর্ধেক রাত গত হওয়ার স্রেফ এক মিনিট পূর্বে সেখানে পৌছেন। ভাইসরয় জিজ্ঞাসা করেন, মিঃ জিন্নাহ আপনার উত্তর কি? জিন্নাহ উত্তর দেন, আমি এটা মানি না, কিন্তু কবুল (গ্রহণ) করি। (এ দু'টি কথার মধ্যে) পার্থক্য কি? ভাইসরয় (কিন্তু) বলেন, মিঃ জিন্নাহর উত্তর ছিল সম্পূর্ণ সরল সোজা। (অর্থাৎ) 'আমি এই প্র্যান পছন্দ করি না এজন্য যে, আমি এটাকে মানি না, কিন্তু এটা (গ্রহণ) করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আপনি আমার পাঞ্জাব-কে বিভক্ত করে ফেলেছেন, আপনি আমার বাংলাকেও বিভক্ত করে ফেলেছেন, তারপরও আমি কিভাবে সন্তুষ্ট থাকতে পারি? আমার কাছে যেহেতু অন্য কোন পথ নেই তাই আমি এটাকে গ্রহণ করছি। আমি পার্টির নেতা মাত্র। এ সম্পর্কে মুসলিম লীগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং তা করতে অন্ততঃ দু সপ্তাহ সময় লাগবে। অতএব আমি মুসলিম কাউন্সিলের পক্ষ থেকে কোন গ্যারান্টি দিতে পারি না। জানি না, এটা কাউন্সিল গ্রহণ করবে, কি করবে না। তা সত্ত্বেও আমি তাদেরকে এটা গ্রহণ করার পরামর্শ দেব, কেননা এছাড়া যে গত্যন্তর নেই।" লর্ড মাউন্ট বেটন ছিলেন অত্যন্ত রাগান্বিত। তিনি বলেন, আমি একথা মানতে পারি না। আগামীকাল এটা ঘোষণা করতে হবে। কংগ্রেস তাদের কাউন্সিল বা কমিটির দিক থেকে এই প্র্যান পাশ করে নিয়েছে। এমতাবস্থায় আপনি কিভাবে না-মঞ্জুর করতে পারেন? মিঃ জিন্নাহ উত্তরে বলেন, আমার দল একটি রাজনৈতিক দল। এর ভিত্তি রাজনৈতিক নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণের সম্মতি লাভের জন্য আমাদেরকে তাদের কাছে যেতেই হবে। তখন লর্ড মাউন্ট বেটন বলেন, মিঃ জিন্নাহ অতঃপর আপনি যদি মুসলিম লীগের দিক থেকে আমাকে নিশ্চয়তা দিতে না পারেন তাহলে আপনাকে চির দিনের জন্য পাকিস্তানের আশা পরিত্যাগ করতে হবে।

তখন মিঃ জিন্নাহর উত্তর কি ছিল? তিনি ছিলেন সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ। উপরত্ব রাজনীতির ময়দানেই তিনি তার জীবন

কাটিয়েছিলেন। প্রস্তাবিত দেশের (পাকিস্তানের) প্রধান তারই হওয়ার কথা। তিনিই হবেন ঐ দেশের মালিক বা শাসনকর্তা। আল্লাহর উপর তার ভরসা এবং ঈমান ছিল। তিনি কোন দুর্বলতা প্রকাশ করেন নি। বরং (অত্যন্ত গাঙ্গীর্যের সাথে) জবাব দেন, ‘যা হবার তাই হোক।’ অতঃপর তিনি কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন।

এটা ছিল এমন এক ব্যক্তির জবাব, যার মধ্যে ঈমান ছিল, যিনি আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখতেন। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য খোদ ভাইসরয়ই তার পিছনে ছুটছেন। ভাইসরয় বলেন, মিঃ জিন্নাহ, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে আমি এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, তারা কাল সকালে এই প্ল্যান পাশ করে নেবে। (কেননা) আমি জানি যে, তারা আপনার পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণ করবে। আপনি শুধু এতটুকু বলে দিন যে, আপনি এটাকে মঞ্জুর করেছেন। মিঃ জিন্নাহ তখন বলেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি একথা বলে দেব। আর এভাবেই পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভ করে। কায়েদে আযম পাকিস্তান খোয়াতে পারতেন। তার মনে এই চিন্তা আসতে পারত যে, দেশ হারিয়ে যাচ্ছে, অতএব জাতির পক্ষ থেকে আমাকে সম্মতি প্রদান করতে হবে। কিন্তু তিনি তা করেন নি। কেননা ঐ ব্যক্তিটি ছিলেন পরিপূর্ণ বিশ্বাসের অধিকারী। আমাদের জন্য ঐ ব্যক্তির (কায়েদে আযমের) সাথে এই ব্যক্তির (গোলাম আহমদের) তুলনা করা উচিত হবে না, যে নবী হওয়ার দাবী করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, উপরোক্ত ধরনের চিঠি লিখে নুবুওয়াতের দাবীকারী এই ব্যক্তিটি যে পার্থিব শক্তির সামনে হাটু গেড়ে বসে পড়তেও দ্বিধাবোধ করছে না। মির্যা গোলাম আহমদের আচার-আচরন লক্ষ্য করে আমি নিরাশ হয়েছি। আমাকে এভাবে উচ্ছ্বাসের শ্রোতে ভেসে যাওয়া হয়ত উচিত নয়। কিন্তু আল্লামা ইকবাল যে বলেছেন—

ستون سے تجھ کو امید خدا سے نا امیدی

مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے

“তোমার আশা-আকাংখা মূর্তির প্রতি,

আল্লাহর প্রতি তোমার নৈরাশ্য,

আমাকে তাহলে বলো, কাফিরী আর কাকে বলে”।

এর অর্থ ঠিক তা-ই।

শ্রদ্ধেয় জনাব, এবার আমি দ্বিতীয় প্যারার দিকে আসছি।

তিনি (মির্খা গোলাম আহমদ) বলেন—

“সদাশয়, সরকারের প্রতি বিনীত নিবেদন, তারা যেন এমন একটি খান্দান সম্পর্কে, যারা পঞ্চাশ বছরের পরম্পরাগত অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেদেরকে (সরকারের প্রতি) বিশ্বস্ত ও উৎসর্গীকৃত প্রাণ বলে প্রমাণ করেছে— সেই নিজের লাগানো চারাটির প্রতি নেহাত সতর্কতা, সাবধানতা ও কৃপার দৃষ্টি রাখেন এবং আপন অধীনস্থ অফিসারদেরকেও এই মর্মে নির্দেশ দেন, যেন তারাও এই খান্দানের সুপ্রমাণিত বিশ্বস্ততা ও খিদমতের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে এবং আমার জামাআতকে বিশেষ অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর দৃষ্টিতে দেখেন।” (দরখাস্ত বহুুরে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, মুল্হাকাহ্ ‘কিতাবুল বারিয়াহ’ : দ্রষ্টব্য— রুহানী খামায়িন : পৃষ্ঠা— ৩৫০ ত্রয়োদশ খন্ড)

তিনি (মির্খা গোলাম আহমদ) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে লেফটেন্যান্ট গভর্নর বাহাদুরের কাছে এই বলে আবেদন জানাচ্ছেন, তার খান্দানকে পঞ্চাশ বছর যাবত যাচাই করা হচ্ছে এবং তারা সর্বোত্তমভাবে নিজেদেরকে ইংরেজ গভর্নমেন্টের বিশ্বস্ত বলে প্রমাণ করেছেন। অতএব ইংরেজ গভর্নমেন্ট যেন তার নিজের হাতে লাগানো এই চারাটিতে পানি সিঞ্চন করে, লেফটেন্যান্ট বাহাদুর যেন তার উপর এবং তার অনুসারীদের (জামাআতের) উপর আরো বেশী দয়া ও করুণার দৃষ্টি রাখেন, যেন তাদের পুরাপুরি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন এবং তার খান্দানের বিশ্বস্ততার প্রেক্ষিতে, যা গভর্নমেন্টের উপকারার্থে করা হচ্ছে— তার সাথে এবং তার জামাআতের সাথে তুলনামূলকভাবে ভাল ব্যবহার করেন।

শ্রদ্ধেয় জনাব, আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না। শুধুমাত্র এতটুকু নিবেদন করব যে, এটা হচ্ছে লেফটেন্যান্ট গভর্নর বাহাদুরের বরাবরে একজন নবীর দরখাস্ত। কোন নবী কি এই মর্মে দরখাস্ত করে যে, হযূর আপনার অধীনস্থ অফিসারদেরকে আমার সাথে তুলনামূলকভাবে ভাল ব্যবহার করার হুকুম দিন। এই নবী তো লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সমপর্যায়ের-ও নয়, যে তার (গভর্নরের) কাছে অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করে বলছে, যেন সে (গভর্নর) তার অধীনস্থ অফিসারদেরকে এরূপ এরূপ ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করে। হয়ত একথা আমার বলা উচিত নয় যে, সে (গোলাম আহমদ) হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে বলে যে, সে সমগ্র নবীদের চাইতে (নাউয়ুবিল্লাহ) শ্রেষ্ঠ। যেমন—

آنچه داد است هر نبی را جام
داد آن جام را سر به نام

“যে পেয়ালা প্রত্যেক নবীকে দান করা হয়েছে

সে পেয়ালা আমাকে দান করা হয়েছে পূর্ণ করে।”

(নুযূল মাসীহ : পৃষ্ঠা- ৯৯ : দ্রষ্টব্য- রূহানী খাযায়িন : অষ্টাদশ খন্ড : পৃষ্ঠা- ৪৭৭)

عیسی کجا هست پایه بنه منبرم

“ঈসা কোথায় যে, আমার মিন্বরে সে পা রাখতে পারে?

(ইযালা-ই-আওহাম : পৃষ্ঠা- ১৫৮ : দ্রষ্টব্য- রূহানী খাযায়িন : পৃষ্ঠা- ১৮০ : তৃতীয় খন্ড)

এ ধরনের কাব্যের স্রষ্টা লেফটন্যান্ট গভর্নরের কাছে আবেদন জানাচ্ছে, যেন তিনি তার সাথে ভাল ব্যবহার করেন এবং নিজের লাগানো এই চারাটির প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখার জন্য আপন অধীনস্থ অফিসারদেরকে নির্দেশ দেন।

এই ‘নিজের হাতে লাগানো চারা’ কি, তা বিশ্লেষণের জন্য আমি মির্যা নাসির আহমদকে অনেক প্রশ্ন করেছি। মির্যা নাসির আহমদ উত্তরে বলেন, এর লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র মির্যা গোলাম আহমদের খান্দান। লক্ষ্য করুন, একজন নবী সরকারের কাছে আপন খান্দানের জন্য অনুন্নয় বিনয় করছে। একজন সাধারণ মানুষও (আপন সাহস-পরাক্রম দ্বারা) আসমান-যমীন কাঁপিয়ে তুলতে পারে, অথচ এই একজন নবী আপন নিরাপত্তা ও সাহায্য-সহায়তার জন্য পার্থিব শক্তির সামনে হাটু গেড়ে বসে এই মর্মে অনুন্নয়-বিনয় করছে, ‘আমার খান্দানকে নিরাপত্তা দিন, আমার জামাআতকে নিরাপত্তা দিন।’ অপরদিকে আমাদের বলা হয়, ‘যদি আপনারা এর (মির্যা গোলাম আহমদের) নুবুওয়াতের উপর ঈমান না আনেন তাহলে আপনারা কাফির- পাক্কা কাফির।’ অতএব যদি মুসলমানরা তার এই দাবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে তাতে বিশ্বয়ের কোন কারণ থাকতে পারে না। আর যদি থাকেও, তাহলে শুধুমাত্র একথাটি যে, সে (মির্যা গোলাম আহমদ) নিজেকে (নাউযুবিল্লাহ) ‘হুবহু মুহাম্মদ’ বলে দাবী করেছিল- আত্ম সম্মানবোধ সম্পন্ন, প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। হযরত মুহাম্মদ

(সাঁঃ) আমাদের কাছে কিরূপ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তা আমরা ভাল করেই জানি। তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ, দয়াশীল, করুণাশীল, সম্মানিত, মর্যাদাসম্পন্ন— সর্বোপরি সমগ্র বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্তান। আপনারা তার পবিত্র জীবনের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিন। যখন তিনি বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি আপাদ মস্তক করুণাময়, আপন জঘন্যতম শত্রুর উপরও তিনি যারপর নেই দয়াশীল এবং যত বড় জালিম ও অত্যাচারী হোক না কেন, তার সামনে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর মন্ত্র প্রচার করতে একদম দ্বিধাহীন। তিনি কখনো কারো কাছে এই মর্মে অঙ্গীকার করেন নি যে, আগামীতে আমি কখনো আমার অহী প্রকাশ করবো না।

শ্রদ্ধেয় জনাব, এবার আমি অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ অপর একটি বিষয়ের দিকে আসছি। বিষয়টি হলো, ‘মির্যা সাহেবের নুবুওয়াতের দাবী না মানার প্রভাব এবং মুসলমানদের উপর এই দাবীর প্রভাব ও তার প্রতিক্রিয়া।’

এ বিষয়ের উপর কিছু নিবেদন করার পূর্বে আমি এটা বলতে চাই যে, মির্যা নাসির আহমদের সাথে আমাকে বেশ কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এখানে অতি সংক্ষেপে সে সম্পর্কিত দু’একটি ঘটনার উল্লেখ করাও সমীচীন মনে করি। শ্রদ্ধেয় জনাব, মির্যা গোলাম আহমদের মৃত্যুর পর হাকীম নূরুদ্দীন প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন। শুধুমাত্র একথাটি ছাড়া যে, তিনি প্রথম খলীফা ছিলেন, তার সম্পর্কে আর কোন বিষয় রেকর্ডে আসে নি। তিনি একজন নীরব প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলে মনে হয়। তার সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। কিন্তু হাকীম নূরুদ্দীনের মৃত্যুর পর জামাআতের অভ্যন্তরে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং দুটি গ্রুপ অস্তিত্ব লাভ করে। একটি লাহোরী গ্রুপ এবং অপরটি কাদিয়ানী বা রাবওয়া গ্রুপ। যখন বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদের মৃত্যু হয় তখন মির্যা নাসির আহমদ খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তার জামাআতের পক্ষ থেকে এই সংসদ কমিটির সামনে উপস্থিত হন। আমি তাকে ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করি। এর উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তা রেকর্ডে মজুদ আছে। এ ছাড়াও আমি যা কিছু কাদিয়ানী পুস্তক-পুস্তিকা থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছি তাও পুরাপুরি ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে এখানে বর্ণনা করবো। মির্যা নাসির আহমদ আপন পিতা বশীরুদ্দীনের স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৬৫ সনে তৃতীয় খলীফা হিসাবে তিনি দায়িত্ব

গ্রহণ করেন। তিনি হচ্ছেন কাদিয়ানী (রাবওয়া) গ্রুপের নেতা। তার জন্ম হয় ১৯০৯ সনে। তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও শাস্ত্র প্রকৃতির মানুষ, অক্সফোর্ডের এম,এ এবং আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় পণ্ডিত্যের অধিকারী। ধর্মীয় ব্যাপারেও তার জ্ঞানের গভীরতা আছে।

তিনি আহমদী যুবকদের সংস্থা খুদামে আহমদীয়ার নেতা ছিলেন। তিনি হচ্ছেন 'প্রতিশ্রুত 'মাসীহ'-এর 'প্রতিশ্রুত পোতা' (পৌত্র)। তৃতীয় খলীফা হিসাবে তার অধিষ্ঠান সেই ভবিষ্যৎ বাণীর বাস্তবায়ন, যাতে বলা হয়েছিল যে, 'মাসীহ মাওউদের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তার পোতা হবেন।'।

তার কথা হলো : বাইবেলে লিখিত আছে যে, যখন হযরত ঈসা (আঃ) পুনরায় আবির্ভূত হবেন তখন তার পোতা তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবেন। মির্খা নাসির আহমদ আজীবনের জন্য খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। তার দাওয়াত সমগ্র বিশ্বের জন্য। সরাসরি আল্লাহর সাথে তার 'যোগ' রয়েছে। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে মির্খা নাসির আহমদ ১৯৪৪ থেকে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত জামাআতে আহমদীয়া কর্তৃক পরিচালিত 'তালীমুল ইসলাম' কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তার অনুসারীরা তাকে 'আমীরুল মুমিনীন' বলে সম্বোধন করে। খলীফা নাসির আহমদের বর্ণনা অনুযায়ী, বিভিন্ন গ্রুপের প্রতিনিধিত্বকারী নির্বাচনী সংস্থা মির্খা গোলাম আহমদের খলীফা নির্বাচন করে থাকে। খলীফা নাসির আহমদ খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার সময় এই নির্বাচনী সংস্থার সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচশ। তবে তাকে কোন নির্বাচন লড়তে হয় নি এবং এ উদ্দেশ্যে তাকে কোন মনোনয়ন পত্রও দাখিল করতে হয় নি। (তৃতীয় খলীফা নির্বাচনকালে) দু'টি নাম প্রস্তাব করা হয়— একটি মির্খা নাসির আহমদের এবং অন্যটি মির্খা গোলাম আহমদেরই খানদানের অপর ব্যক্তির। তা সত্ত্বেও মির্খা নাসির আহমদের নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমেই হয়েছিল। তার (মির্খা নাসির আহমদের) আকীদা এই যে, খলীফার নির্বাচন হয় আল্লাহর কুদরত ও মেহেরবানীতে। তাই খলীফাকে কোন মানসিক কিংবা দৈহিক অক্ষমতার কারণে তার পদ থেকে অপসারণ করার প্রশ্নই উঠে না। তিনি (খলীফা) আল্লাহর পক্ষ থেকে পথ-নির্দেশ পান। তিনি দৈহিক দিক দিয়ে বিকল কিংবা ব্যাধিগ্রস্ত হতে পারেন, কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে কখনো বিকল বা অক্ষম হতে পারেন না। সমগ্র বিশ্বের যেখানে যেখানে

আহমদীরা বসবাস করে সেখানেই জামাআতে আহমদীয়ার শাখাসমূহ রয়েছে। মির্যা নাসির আহমদ বলেছেন যে, তার জামাআত একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। তিনি (খ্রীষ্টানদের) পোপের ন্যায় আপন ধর্মীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি। তার একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে, যার সাথে তিনি সলা-পরামর্শ করে থাকেন। উপদেষ্টা পরিষদের সাথে পরামর্শ করার পর যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তা সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয় সর্বসম্মতিক্রমে। এতদসত্ত্বেও তিনি (খলীফা) হচ্ছেন চূড়ান্ত ব্যক্তি এবং তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রয়েছে। তিনি উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে সে স্থলে নিজের সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। সংক্ষেপে তার অনুসারীদের আকীদা এই যে, খলীফা থেকে কোন ভুল ভ্রান্তি হতে পারে না। কেননা তিনি আল্লাহ তাআলার দিক থেকে পথ-নির্দেশ পেয়ে থাকেন এবং তার বিশেষ অনুগ্রহ লাভেও ধন্য হন।

শ্রদ্ধেয় জনাব, যখন মির্যা নাসির আহমদ কমিটির সামনে হাযির হন তখন তাকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যাহোক, যারা মির্যা সাহেবের নুবুওয়াত মানে না তাদের সম্পর্কে মির্যা নাসিরকে প্রশ্ন করা হলে তিনি এর কি উত্তর দিয়েছিলেন আমি এখন সে ব্যাখ্যায় যাব না। মির্যা সাহেব বলেছেন, এ ধরনের লোকেরা কাফির। মির্যা নাসিরকে একথার অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, ‘কাফির’ অর্থ সেই ব্যক্তি নয় যাকে সত্যত্যাগকারী কিংবা মুরতাদ বলা যেতে পারে, কিংবা এমন ‘তারিকুদ্দীন’ (ধর্ম পরিত্যাগকারী) ব্যক্তিও নয় যাকে ইসলামের দায়েরা থেকে খারিজ করে দেওয়া যেতে পারে। বরং এই ‘কাফির’ অর্থ এক ধরনের পাপী কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীর কাফির। কেননা সে ইসলামের নবীর উপর তো ঈমান রাখে। তাই মির্যা নাসির আহমদের উক্তি অনুযায়ী এক্ষণ ব্যক্তি (যে মির্যা গোলাম আহমদের নুবুওয়াত অস্বীকার করে) মিল্লাতে মুহাম্মদীয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকবে বটে, তবে দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। এটি এমন একটি কথা যার মাথামুণ্ড কিছুই আমি বুঝতে পারি নি। এটা কি করে সম্ভব যে, যখন এক ব্যক্তি কাফির হয়ে যায় তখন সে ‘দায়েরা-ই-ইসলাম’ থেকে খারিজ হয়ে যায় বটে, কিন্তু মিল্লাতে মুহাম্মদীয়া থেকে খারিজ হয়ে যায় না। শেষ পর্যন্ত এর অর্থ কি? আমি কয়েক দিন পর্যন্ত এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকি।

শ্রদ্ধেয় জনাব, শেষ পর্যন্ত আমি মির্যা নাসির আহমদকে ‘কালিমাতুল ফসল’-এর পৃষ্ঠা- ১২৬-এর একটি উদ্ধৃতি পড়ে শুনাই। উদ্ধৃতিটি হলো-

“মনে হয়, কোন কোন সময় হযরত মাসীহ মাওউদ-এর চিন্তায়ও একথা এসেছে যে, কোথাও আমার লেখাসমূহের মধ্যে গায়র-আহমদীদের সম্পর্কে ‘মুসলমান’ শব্দ দেখে লোকেরা যেন ধোঁকায় না পড়ে- তাই কোথাও কোথাও এর নিরসন কল্পে (তিনি) গায়র আহমদীদের সম্পর্কে এমন শব্দাদিও লিখে দিয়েছেন (যেমন) ‘ঐ সমস্ত লোক, যারা ইসলামের দাবী করে’। তবে যেখানেই ‘মুসলমান’ শব্দ থাকবে সেখানেই এর দ্বারা ‘ইসলামের দাবীদার’ বুঝতে হবে- প্রকৃত মুসলমান নয়।”

এবার আমি মির্যা নাসির আহমদকে জিজ্ঞাসা করি যে, ‘প্রকৃত মুসলমান’ অর্থ কি? তিনি তার স্মারক লিপিতেও ‘প্রকৃত মুসলমান’-এর যথেষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। মির্যা নাসির আহমদ বলেন, ‘প্রকৃত মুসলমান’ কয়েক প্রকারের। আমি তখন জিজ্ঞাসা করি, আজও এ ধরনের (প্রকৃত মুসলমান) বিদ্যমান আছে? কেননা এটি একটি অত্যন্ত কঠিন সংজ্ঞা। ‘মুসলমান’-এর সংজ্ঞায় মির্যা গোলাম আহমদকে নবী হিসাবে মানা অথবা না-মানায় কোন উল্লেখ নেই। তাই এটি একটি বেশ কঠিন সংজ্ঞা। যাহোক, এই সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে এই যুগে প্রকৃত মুসলমানের অস্তিত্ব আছে কি? মির্যা নাসির আহমদ উত্তরে বলেন, ‘হ্যাঁ, শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সংখ্যক মুসলমান আছে।’ আমি বিশ্বয়-বিমূঢ় ছিলাম এই ভেবে যে, এ ধরনের প্রকৃত মুসলমান কোথায় আছে। যখন আমি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম তখন তিনি (মির্যা নাসির আহমদ) সোজাসুজি এবং প্রত্যক্ষ উত্তর প্রদানে গড়িমসি করতে থাকেন। পুনরায় আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম, ‘গায়র আহমদীদের মধ্যে মাত্র একজন প্রকৃত মুসলমানও কি আছে?’

তখন তিনি উত্তরে বলেন, ‘নেই’। অতএব এ উত্তরের উপর কথা শেষ হয়ে যায় এবং আমাদের আলোচনা পরিসমাপ্তিতে গিয়ে পৌঁছে। কেননা এদের (আহমদীদের) মতানুযায়ী শুধুমাত্র তারাই প্রকৃত মুসলমান- বাকি সবাই রাজনৈতিক মুসলমান বরং নামকে ওয়াস্তে মুসলমান, জাল মুসলমান, বানোয়াট মুসলমান- যেহেতু সাক্ষা মুসলমান এবং ভাল মুসলমান শুধুমাত্র একজন আহমদীই হতে পারে কিংবা আহমদীদের মধ্য থেকেই কেউ না

কেউ হতে পারে। এদের ছাড়া আর কেউ মুসলমান নয়।

অতএব শ্রদ্ধেয় জনাব, এই হচ্ছে ব্যাপার, যার উপর আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে। অতঃপর ঐ পুস্তকেই মির্যা গোলাম আহমদের পুত্র মির্যা বশীর আহমদ লিখেছেন—

“প্রত্যেক ব্যক্তি, যে মুসাকে মানে কিন্তু ইসাকে মানে না, ইসাকে মানে কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মানে না, মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মানে, কিন্তু মাসীহ মাওউদকে মানে না সে শুধু কাফির নয় বরং পাক্কা কাফির এবং দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ।”
(কালিমাতুল ফসল : পৃষ্ঠা- ১১০)

এই পরিষ্কার উক্তি সত্ত্বেও— যাতে বলা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি মির্যা গোলাম আহমদকে নবী মানে না সে দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ’— মির্যা নাসির আহমদ বলেন, না, না, যখন তিনি (মির্যা বশীর আহমদ) বলেন, দায়েরা-ই-ইসলাম থেকে খারিজ’ তখন এর অর্থ প্রকৃত পক্ষে তা নয়, বরং এর অর্থ এই যে, সে (মির্যা গোলাম আহমদকে নবী হিসাবে অমান্যকারী) পয়গাম্বরে ইসলামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত থাকে।’ এটি এমন একটি পয়েন্ট, যা মির্যা নাসির আহমদের কাছ থেকে বুঝার জন্য আমি যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছি। আমি আশ্রয় চেষ্টা করেছি যাতে এমন কোন উপায় বেরিয়ে আসে যাতে তিনি সমগ্র মুসলমানকে মুসলমান বলে গণ্য করেন। শেষ পর্যন্ত এর প্রতিবিধান কি হবে তার ফয়সালা কমিটিকেই করতে হবে। আমি মনে করছিলাম যে, যদি তিনি এটা বলে দেন যে, আমরা (গায়র আহমদীরা) মুসলমান এবং আমরা বলি যে, তারা (আহমদীরা) মুসলমান তাহলে একে অন্যকে কাফির ফতওয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকার একটা পথ বের হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মির্যা নাসির আহমদ অত্যন্ত অশিষ্টতার সাথে বলে বসলেন যে, গায়র আহমদীদের মধ্যে প্রকৃত মুসলমানের কোন অস্তিত্ব নেই। কোন আহমদী ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান হতেই পারে না।

শ্রদ্ধেয় জনাব, মির্যা নাসির আহমদ নামায এবং বিয়ে-শাদী সম্পর্কেও অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু আমি এখন অপর একটি বিষয়ের উপর বক্তব্য পেশ করবো এবং এই পয়েন্টের (নামায, বিয়ে-শাদী ইত্যাদির) উপর তখনই আমার বক্তব্য পেশ করব যখন আমি আলোচনা করব এ সম্পর্কে যে, মির্যা গোলাম আহমদ কি নিজের একটি পৃথক উম্মত তৈরী করেছিলেন, না

ইসলামের মধ্যেই একটি নতুন ফিরকার উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন? আমার উদ্দেশ্য একথা বলা যে, তার মানসিকতার মধ্যে পার্থক্য-প্রবণতার বৌক ছিল, যে সম্পর্কে বহু কিছু বলা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় জনাব, সময়ের স্বল্পতা সম্পর্কে আমি ভালভাবে অবহিত আছি। আমি একথাটি রেকর্ডে নিয়ে আসতে চাই। কেননা শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ের উপর চিন্তা ভাবনা করার পর মাননীয় সদস্যবৃন্দকে একটি সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে এবং সে অনুযায়ী সুফারিশ পেশ করতে হবে। শ্রদ্ধেয় জনাব, আমি সদস্যবৃন্দকে সেকথার দিকেই নিয়ে যেতে চাই যার উল্লেখ আমি প্রথমে করছিলাম। অর্থাৎ মির্যা গোলাম আহমদের নুবুওয়াতের দাবী সম্পর্কিত ব্যাপার।

শ্রদ্ধেয় জনাব, যেমন আমি ইতিপূর্বে নিবেদন করেছি যে, এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যদি ফয়সালা, এর বিরুদ্ধে হয় তাহলে এটা এই জামাআতের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। মির্যা গোলাম আহমদ মাসীহ মাওউদ হওয়ার দাবী করেছেন, অতঃপর বলেছেন, নবী দু'প্রকারের হয়ে থাকে। আমি মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমূদের পুস্তক 'আহমদিয়াত ও সাক্ষা ইসলাম (Ahmadiat or True Islam) পৃষ্ঠা- ২৮ থেকে উদ্ধৃতি পেশ করছি।

“সংক্ষেপে বলতে গেলে নবী দু'প্রকারের। এক প্রকারের নবী 'সাহিবে শরীয়ত' (শরীয়তের অধিকারী) হয়ে থাকেন, যেমন হযরত মুসা (আঃ)। আর অপর প্রকারের নবী হচ্ছেন তারা, যারা মানবজাতি পথভ্রষ্ট হলে পর আল্লাহর কানুন পুনরুজ্জীবিত করেন। যেমন, ইল্‌ইয়া, ঈসা, আযাকী'ল, দানিয়াল এবং ইয়াসূ' (আঃ)। মাসীহ মাওউদও শেষোক্ত নবীদের অনুরূপ নুবুওয়াতের দাবী করেছেন এবং দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, যেভাবে ইয়াসূ (আঃ) হযরত মুসা (আঃ)-এর শরীয়তের শেষ খলীফা ছিলেন সেভাবে মাসীহ মাওউদ ছিলেন ইসলামী শরীয়তের শেষ খলীফা। ইসলামের অন্যান্য ফিরকার মুকাবালায় আহমদীয়া আন্দোলনের সেই স্থান, যে স্থান ছিল ঈসাইয়তের মুকাবালায় যাহূদীয়তের।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, এখানে একটি তুলনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) শরীয়ত বিহীন নবী ছিলেন। তিনি ছিলেন যাহূদী বংশোদ্ভূত এবং মুসা (আঃ)-এর শরীয়তের উপর আমলকারী। অতঃপর তিনি বলেছেন যে, 'পয়গাম্বরে

ইসলামের' মুকাবালায় মির্য়া গোলাম আহমদের সেই স্থান, যে স্থান ছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর মুকাবালায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর। শ্রদ্ধেয় জনাব, প্রত্যেকটি ধর্মীয় সমাজ ও ধর্মীয় সমাজ-কাঠামো অনুযায়ী যে কোন নবীর অনুসারীরা আপন নবীর সত্তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে। সমাজ এভাবেই চলে। যাহুদী ধর্মে হযরত মূসা (আঃ)-এর, খ্রীষ্টান ধর্মে হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবং ইসলামে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্তা কাজ করছে। যখন হযরত ঈসা (আঃ) যাহুদী সমাজে আগমন করেন তখন তিনি বলেন—

“এটা কখনো মনে করো না যে, আমি (প্রাক্তন) শরীয়তের নিয়ম-কানুন কিংবা নবীদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে এসেছি। আমি তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে নয়, বরং পরিপূর্ণ করতে এসেছি।”

তার এই ফরমানের (বাণীর) উপর চিন্তা করুন— “আমি (প্রাক্তন) শরীয়তের আইন কানুন কিংবা নবীদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে নয় বরং পরিপূর্ণ করতে এসেছি।” আর মির্য়া গোলাম আহমদ বলেন—

“আমি কোনরূপ পরিবর্তন করার জন্য আসি নি। কুরআনের একটি বিন্দুও আমি পরিবর্তন করতে আসি নি। আমি তো এটা পুনরুজ্জীবিত করতে চাই।”

এটা ঠিক সেরূপ— যেমন, হযরত ঈসা (আঃ), মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন এবং ‘চোখের বদলে চোখ (গ্রহণের)’ এবং ‘দাঁতের বদলে দাঁত [ভেংগে ফেলার মূসা (আঃ) নীতিকে]’ নিজের এক গালে চড় দিলে অপর গাল পেতে দাও’ (এই নীতি দ্বারা) বদলে ফেলে ছিলেন এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীরা বলেছিল যে, এসব কিছু তো তাওরাতে প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল। এটাই তো ছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর শিক্ষা। মির্য়া গোলাম আহমদ ঠিক ঐ সমস্ত কর্মকাণ্ডই শুরু করেছেন। তিনি কুরআন করীমের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন শব্দের নতুন অর্থ করেছেন— যেমন ‘খাতামুলবীযীন’ এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কিত আয়াত সমূহের তিনি এমন সব অভিনব অর্থ করেছেন এবং উদ্ঘাটন করেছেন এগুলো থেকে এমন সব মর্ম যা ইতিপূর্বে কেউ কখনো করেন নি।

যে কোন ধর্মীয় সমাজ বা সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে একটি মেরুরেখা থাকে। এর মধ্যে যখন আর একটি মেরুরেখা যোগ হবে এবং আর একটি সত্তা আসবে তখন তাতে অনিবার্যভাবে ঝগড়া বিবাদ এবং নানা প্রতিকূলতার সৃষ্টি হবে। তখন হয় যাবতীয় ব্যবস্থা উলট পালট এবং ধ্বংস হয়ে যাবে কিংবা এর কিছু অংশ পৃথক হয়ে গিয়ে পৃথিবীতে আর একটি পৃথক ধর্মের উদ্ভব হবে— যেমন ঈসাইয়ত ও যাহুদীয়তের মধ্যে হয়েছিল।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, মির্যা গোলাম আহমদ, হযরত ঈসা (আঃ)-এর পথ অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন, যাতে যখন তিনি যথেষ্ট শক্তি ও জন-সমর্থনের অধিকারী হয়ে যাবেন তখন ঘোষণা করে বসবেন, ‘আমার নিজস্ব একটি পৃথক উন্মত রয়েছে।’

এই পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি মনে করি এটাই তার লক্ষ্য ছিল। কমিটির সদস্যবর্গ এ সম্পর্কে আশাকরি ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। কেননা এ সম্পর্কিত যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ রেকর্ডভুক্ত আছে এবং আমি পুস্তক থেকে রেফারেন্স দিয়েছি (যাতে লেখা আছে) যে, মির্যা গোলাম আহমদ আপন অনুসারীদের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা রেখে গেছেন। তাছাড়া তিনি তার অনুসারীদের জন্য বিয়েশাদী সম্পর্কেও হুকুম-আহকাম জারী করেছেন। আমি ‘আহমদ’ শীর্ষক গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স দিয়েছি। ঐ গ্রন্থের পৃষ্ঠা- ৫৪ থেকে বিয়ে-শাদী সম্পর্কিত আহকামের পুনরাবৃত্তি আমি এখানে করছি। যেমন—

“এ বছর জামাআতের সামাজিক সম্বন্ধ সুদৃঢ়করণ এবং জামাআতের বিশেষ রেখাচিত্র (বৈশিষ্ট্য) সংরক্ষণের স্বার্থে তিনি বিয়ে-শাদী ও বিভিন্ন সামাজিক সম্বন্ধের জন্য আহকাম (নির্দেশাদি) জারী করেছেন এবং আহমদীদেরকে গায়র আহমদীদের সাথে তাদের মেয়েদের বিয়ে দিতে নিষেধ করে দিয়েছেন।”

যদি তিনি একই উন্মতের অন্তর্ভুক্ত হতেন, পরস্পর ভাই ভাই হতেন তাহলে অতঃপর কি এ ধরনের হুকুম জারী করতে পারতেন? আর তিনি এও বলেন, আমি উন্মতী এবং এই বিশ্বাসই আমি পোষণ করি। শ্রদ্ধেয় জনাব, এই ব্যক্তি (মির্যা গোলাম আহমদ) নামায এবং জানাযার নামায সম্পর্কেও হুকুম-আহকাম জারী করেছেন। আমার হাতে বেশ কয়েকটি রেফারেন্স আছে। কিন্তু আমি আপনাদের সময় নষ্ট করব না। কমিটি এই সমস্ত

রেফারেন্স শুনেছেন। মির্যা নাসির আহমদ অত্যন্ত কঠোরভাবে একথার উপর জোর দিয়েছেন যে—

“আমরা গায়র-আহমদীদের জানাযার নামায এজন্য পড়ি না যে, মুসলমানদের সমগ্র ফিরকা আমাদের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়েছিল। তারা আমাদেরকে কাফির বলে। কুফরী ফতওয়ার এই সমস্ত ঘনঘটার মধ্যে আমরা এদের (মুসলমানদের) জানাযার শরীক হতে পারি না।”

তিনি কয়েকদিন পর্যন্ত এই একই কথার উপর অনড় থাকেন এবং এতে বেশ কয়েক দিন নষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে আমি চাচ্ছিলাম যে, মির্যা নাসির আহমদ যেন একটি পরিষ্কার বক্তব্য পেশ করেন। যদি তার কোন (পৃথক) আকীদা থাকে তাহলে যেন পরিষ্কার করে তিনি তা বলেন। এ ব্যাপারে তিনি টালবাহানার আশ্রয় নিতে যাবেন কেন? কিন্তু আমাকে আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, তিনি এ প্রসঙ্গে টালবাহানারই আশ্রয় নেন এবং বার বার একথাই বলতে থাকেন যে, তিনি ঐ সমস্ত ফতওয়ার কারণে আমাদের (মুসলমানদের) সাথে নামায পড়েন না।

কায়েদে আযমের জানাযার নামায সম্পর্কে মির্যা নাসির আহমদ বলেন, যেহেতু মাওলানা শিবির আহমদ উছমানী আমাদের বিরুদ্ধে ফতওয়া জারী করে রেখেছিলেন তাই স্যার যাকরুল্লাহ্ (কায়েদে আযমের) জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ করেন নি। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, ঠিক আছে, তা না হয় হলো, কিন্তু আপনি বলুন, আপনারা কি আপনাদের ইমামের পিছনে অন্য কোথাও কায়েদে আযমের গায়বানা জানাযার নামায পড়েছিলেন? তখন মির্যা নাসির আহমদ উত্তরে বলেন, তার জানা নেই (আহমদীদের কেউ) কোথাও কায়েদে আযমের জানাযার নামায পড়েছিল কি না। তিনি এর উত্তরে টালবাহানার আশ্রয় নেন। আমাকে আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, তার সাথে প্রশ্নোত্তরের এই ধারা কয়েকদিন পর্যন্ত জারী থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এর ফলশ্রুতি কি দাঁড়িয়েছিল কমিটি সে সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত আছেন। তাদের ধারণা ছিল যে, ফতওয়া সমূহের বাহানায় তারা বাজিমাত করে ফেলবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার একটি প্রশ্নের উপর প্রকৃত রহস্য বেরিয়ে পড়ে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, মির্যা গোলাম আহমদের, ফযল আহমদ

নামীয় কি এক পুত্র ছিল, যে আহমদী হয় নি? মির্য়া নাসির আহমদ এর ইতিবাচক উত্তর দেন। অতঃপর আমি প্রশ্ন করি, ফযল আহমদ কি মির্য়া সাহেবের জীবদ্দশায় মারা গিয়েছিল? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। এবার আমি প্রশ্ন করি, মির্য়া সাহেব কি আপন পুত্র ফযল আহমদের জানাযার নামায় পড়েছিলেন? মির্য়া নাসির আহমদ উত্তরে বলেন, না। অতঃপর আমি বলি, ফযল আহমদের উপর মির্য়া সাহেব তো অসন্তুষ্ট ছিলেন না। কেননা স্বয়ং মির্য়া সাহেব বলেন, “(আমার এই পুত্র) অত্যন্ত অনুগত ছিল। সে কখনো দুষ্টামি করে নি।” তিনি আরো বলেন, “একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। যখন আমি চোখ খুলি তখন দেখতে পাই, এই সন্তানটি (ফযল আহমদ) দাঁড়িয়ে আছে এবং (আমার জন্য) কাঁদছে।”

এইসব কথাবার্তা সত্ত্বেও মির্য়া গোলাম আহমদ, ফযল আহমদের জানাযার নামায় পড়তে অস্বীকার করেছিলেন এজন্য যে, তিনি তাকে মুসলমান মনে করতেন না। তিনি (মির্য়া গোলাম আহমদ) তাকে কাফিরই মনে করতেন। সুতরাং ফতওয়া সম্পর্কিত যাবতীয় কেচ্ছা কাহিনী একদম বেকার ও অর্থহীন হয়ে পড়ল।

শ্রদ্ধেয় জনাব, বিয়ে শাদীর অবস্থাও তাই তিনি (মির্য়া নাসির আহমদ) বলেন, তারা এরূপ করেন না (বিয়ে শাদী দেন না) এজন্য যে, “মুসলমানরা (গায়র আহমদীরা) কাদিয়ানী মেয়েদের সাথে ভাল ব্যবহার করে না এবং তারা অর্থাৎ আহমদী মেয়েরা দ্বিনী ফারায়িয (কর্তব্য সমূহ) ইসলামের নির্দেশ মারফিক পালন করতে পারে না।” এটা কী ধরনের অশিষ্টতাপূর্ণ ও মর্যাদাহানিকর উত্তর! নিজেদের ইতিকাদসমূহ সবচাইতে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতিতে কি শুধু আহমদীরাই হৃদয়ঙ্গম করে? অপর দিকে মির্য়া নাসির আহমদ বলেন, “হ্যাঁ, মুসলমান মেয়ের বিয়ে একজন আহমদীর সাথে হতে পারে, কিন্তু আহমদী মেয়ের বিয়ে কোন গায়র আহমদীর সাথে হতে পারে না। আহমদী মেয়ে মুসলমান স্বামীর সাথে সুখী হতে পারে না, অথচ মুসলমান মেয়ে আহমদী স্বামীর সাথে সুখী হতে পারে।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, তাদের পক্ষ থেকে এই সুখী ও অসুখী হওয়ার দাবীও ভ্রান্ত। কেননা তার নিজের ‘কালিমাতুল ফসল’ শীর্ষক পুস্তিকাটি আমি কতবার যে পড়েছি জানি না। এর ১৬৯

পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার মির্যা বশীর আহমদ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন—

“গায়র-আহমদীদের থেকে আমাদের নামায পৃথক করা হয়েছে। তাদের কাছে আমাদের মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হারাম করা হয়েছে। তাদের জানাযার নামায পড়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এখন আর কী বাকী থাকল, যা আমরা ওদের সাথে একত্রে করতে পারি? (মানুষে মানুষে) দু’ধরনের সম্পর্ক হয়— একটি ধর্মীয় এবং অপরটি পার্থিব। ধর্মীয় সম্পর্কের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে একত্রে ইবাদত করা। আর পার্থিব সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে আত্মীয়তার বন্ধন। সুতরাং এ উভয়টিই আমাদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যদি বলেন যে, তাদের মেয়ে গ্রহণ করার অনুমতি আমাদের আছে তাহলে আমি বলব, খ্রীষ্টানদের মেয়ে গ্রহণ করায় অনুমতিও তো (আমাদের) আছে।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, এ কারণেই তারা আমাদের (মুসলমানদেরকে) সেভাবে মনে করে— যেভাবে মনে করে খ্রীষ্টানরা যাহুদীদেরকে। তারা আমাদেরকে সেরূপ মর্যাদাই দান করে যেরূপ মর্যাদা দান করতেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যাহুদী এবং খ্রীষ্টানদেরকে মুসলমানদের অনুপাতে। আহমদীরা মুসলমানদেরকে সেরূপ (পৃথক উন্নত হিসাবে) মনে করে যেরূপ মনে করতেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যাহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে পৃথক উন্নত হিসাবে। কিন্তু মুসলমানদের জন্য ওদের মেয়েদেরকে বিবাহ করার অনুমতি ছিল বা আছে। অপরপক্ষে মুসলমান মেয়েদেরকে ওদের (যাহুদী ও খ্রীষ্টান পুরুষদের) বিবাহ করার অনুমতি নেই। হুবহু ঐ পলিসিই আহমদীরা মুসলমানদের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে।

উপরন্তু আমি মির্যা নাসির আহমদকে (তাদের) পৃথক হয়ে যাওয়ার প্রবণতা সম্পর্কে বার বার প্রশ্ন করেছি। কারণ আমি তাকে পুরাপুরি এই সুযোগ দিতে চাচ্ছিলাম যে, তিনি যেন এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন যে, আহমদী বা কাদিয়ানীদের মধ্যে এ ধরনের কোন প্রবণতা নেই। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আহমদীদের ওখানে হুবহু সেরূপ একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে— যেরূপ রয়েছে সৈসাইয়ত ও ইসলামের মধ্যে। ইসলামের মুকাবালায় আহমদিয়তের একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে এবং তা একই সাথে চলছে। মির্যা সাহেব

নিজের একটি পৃথক উম্মত তৈরী করছিলেন। এর আর একটি দৃষ্টান্ত আছে। ১৯০১ সালের আদম শুমারীতে মির্যা সাহেব তার অনুসারীদেরকে- যারা নিজেদেরকে আহমদী মুসলিম বলত- একটি পৃথক ফিরকা হিসাবে তাদের নাম রেজিষ্ট্রীভুক্ত করার হুকুম দিয়েছিলেন।

শ্রদ্ধেয় জনাব, মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ একটি কথা বলেছিলেন এবং আমি সেকথার রেফারেন্স মির্যা নাসির আহমদের সামনে পেশ করেছিলাম। কথাটি হলো-

“আমাদের আল্লাহ, আমাদের নবী, আমাদের কুরআন, আমাদের নামায, আমাদের হজ্জ, আমাদের রোযা, আমাদের যাকাত- মোটকথা আমাদের প্রত্যেকটি জিনিষি মুসলমানদের থেকে ভিন্ন।”

আমি বুঝি না এর অর্থ কি? মির্যা নাসির আহমদ বলেন, এর অর্থ হলো তা-ই, যেমন আমরা এগুলোর (আল্লাহ, নবী, কুরআন, নামায, হজ্জ, রোযা ও যাকাতের) নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকি। তিনি (জামাআতে আহমদীয়ার) পৃথক হয়ে যাওয়ার প্রবণতা সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক অনেক কথাবার্তা বলেন। এটা বাস্তব ঘটনা যে, তারা (কাদিয়ানীরা) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে আসছেন। আর একথাটি কমিটির অনুধাবন করা উচিত। তিনি (মির্যা নাসির আহমদ) একটি দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, স্যার যাকরুল্লাহর জনসেবামূলক কাজের উল্লেখ করেছেন, কাশ্মীর কমিটিতে আপন পিতা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ যে খিদমত আনজাম দিয়েছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। একথা স্মতর্ষ্য যে, উষ্টর ইকবাল এই কমিটি থেকে ইস্তেফা দিয়েছিলেন। কেননা কাদিয়ানীরা এই কমিটিকে তাদের গোষ্ঠীগত স্বার্থে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলো। কিন্তু মির্যা নাসির এই সমস্ত বিষয় উপেক্ষা করে একথার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যে, তারা সর্বদা মুসলমানদের উপকারার্থে কাজ করেছেন এবং মুসলমানদেরকে সমর্থন করেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ তার এক ভাষণে, যা ১৩ নভেম্বর, ১৯৪৬ সনে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, বলেছিলেন, বৃটিশ সরকার যদি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কোন কর্ম-পন্থা অবলম্বন করে তাহলে সেটাকে মুসলিম জাতির উপর আক্রমণ বলে গণ্য করা হবে এবং তারা (কাদিয়ানীরা) মুসলিম জাতিকে সমর্থন করবে।

এটা নিশ্চিতভাবে মুসলমানদের সমর্থনের পক্ষে। কিন্তু পত্র-পত্রিকার ঐ সংখ্যায়ই আমরা দেখতে পাই যে, যখন তিনি একথা বলছেন ঠিক তখনই নিজের একজন দূত ভাইসরয়ের কাছে পাঠাচ্ছেন এবং তার মাধ্যমে বলছেন : যেভাবে খ্রীষ্টান এবং পার্সীদেরকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে ঠিক সেভাবে “আমাদের (কাদিয়ানীদের) অধিকারও যেন সংরক্ষণ করা হয়।” আর তখন বৃটিশ ভাইসরয় কিংবা অন্য কোন পদাধিকারী ব্যক্তি তাকে (মির্য়া মাহমুদকে) অথবা তার প্রতিনিধিকে উত্তর দিচ্ছেন এই বলে যে, “আপনারা একটি মুসলিম ফিরকা, যারা সংখ্যালঘু— ধর্মীয় সংখ্যালঘু।”

মির্য়া বশীর আহমদ তখন উত্তর দেন যে, আহমদীদের স্বার্থও যেন অনুরূপভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

“যদি ওরা একজন পার্সী পেশ করে তাহলে আমি প্রত্যেক পার্সীর মুকাবালায় দুজন আহমদী পেশ করতে পারি।”

দলীল উপস্থাপনের এই পদ্ধতিটি তিনি নিজেই উদ্ভাবন করেছেন। শ্রদ্ধেয় জনাব, এই পয়েন্টের উপর আমি অতঃপর ডক্টর মুহাম্মদ ইকবালের রেফারেন্স পেশ করবো। তিনি বলেন—

“কাদিয়ানীদের এই পৃথক হয়ে যাওয়ার প্রবণতার প্রেক্ষিতে, যা তারা ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে অবিস্মৃতাভাবে ঐ সময় থেকে গ্রহণ করেছেন যখন থেকে তারা (মির্য়া গোলাম আহমদের) নুবুওয়াতকে একটি নতুন জামাআতের জন্ম লাভের ভিত্তি বানিয়েছেন। আর এই প্রবণতার বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রবল প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে এটা সরকারের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, সে নিজে থেকেই কাদিয়ানী এবং মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান এই মৌলিক মতবিরোধের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং এজন্য মুসলমান জাতির পক্ষ থেকে যথারীতি কোনরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শনের অপেক্ষা না করে। এ ব্যাপারে সরকার শিখ জাতি সম্পর্কে যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন আমি তার পটভূমিতেই একথা বলার প্রয়াস পাচ্ছি। ১৯১৯ সন পর্যন্ত শিখ জাতিকে একটি পৃথক রাজনৈতিক ইউনিট মানা হত না।”

কিন্তু পরবর্তীকালে শিখ জাতির পক্ষ থেকে যথারীতি কোনরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই তাদেরকে এই মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল এবং এটা করা হয়েছিল এতদসত্ত্বেও যে, লাহোর হাই কোর্টে এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছিল যে, ‘শিখিরা’ ‘হিন্দু’ (জাতির অন্তর্ভুক্ত)।

শ্রদ্ধেয় জনাব, আল্লামা ইকবালের মতে, খোদ কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে একটি পৃথক ধর্মীয় জামাআত হিসাবে ঘোষণা প্রদানের জন্য গুরুত্ব আরোপ করে আসছিলো। আর এর মধ্যে এই প্রশ্নেরও জবাব রয়েছে যে, তাদেরকে পৃথক একটি ধর্মীয় জামাআত ঘোষণা করার অধিকার সংসদের রয়েছে। এটা এ কারণে যে, লাহোর হাইকোর্ট এবং প্রিভি কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিল যে, শিখ জাতি হিন্দু জাতিরই অংশ। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সংসদ শিখদেরকে পৃথক জাতি হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। সংসদ এরূপ করার অধিকার যে রাখে একথাটি কমিটির স্বরণ রাখা উচিত। শ্রদ্ধেয় জনাব, কাদিয়ানীদের সম্পর্কে আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল আরো বলেছেন—

“আমাদের আকীদা মতে ইসলাম আল্লাহর প্রেরিত ধীন। কিন্তু ইসলামের অস্তিত্ব একটি জাতি ও সমাজ হিসাবে সামগ্রিকভাবে নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তার সাথে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। আমার ধারণা মতে, কাদিয়ানীদের জন্য দুটি মাত্র পথ খোলা আছে— হয় তারা পরিষ্কারভাবে বাহায়ীদের পন্থা অবলম্বন করুক কিংবা ইসলামের নুবুওয়াতের ‘খাতামিয়ত’-এর (বানাওট) দর্শন পরিত্যাগ করুক এবং এ থেকে সৃষ্ট জটিলতা সমূহের মুকাবলা করুক। এদের (কাদিয়ানীদের) পক্ষ থেকে চাতুর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করা হচ্ছে শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, তারা ইসলামের কোলে বসে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে চায়।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, অতঃপর আল্লামা ইকবাল বলেছেন—

“দ্বিতীয় যে কথাটি আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় সেটা হচ্ছে কাদিয়ানীদের নিজস্ব পলিসি এবং ইসলামী বিশ্বের সাথে তাদের ব্যবহার ও আচার-আচরণ। আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতামুসলমান জাতিকে ‘পচা দুধ’ এবং আপন অনুসারীদেরকে ‘তাজা দুধ’ আখ্যা দিয়েছেন এবং শেযোক্তদেরকে প্রথমোক্তদের সাথে মেলামেশা করতে নিষেধ করেছেন। এছাড়া তাদের মৌলিক আকীদাসমূহ অস্বীকার, জামাআত হিসাবে নিজেদেরকে নতুন নামে (আহমদী) আখ্যায়িত করা, মুসলমানদের সাথে নামাযে অংশগ্রহণ না করা, মুসলমানদের সাথে বিয়ে শাদীর ব্যাপারে বয়কট ইত্যাদি ইত্যাদি— সর্বোপরি তাদের এই ঘোষণা প্রদান যে, সমগ্র ইসলামী বিশ্ব কাফির। এই সমস্ত কথা নিঃসন্দেহে কাদিয়ানীদের (একটি পৃথক জাতি হিসাবে) নিজেদের

পৃথক হয়ে যাওয়ার ঘোষণা ছাড়া কিছু নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে, উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য সমূহ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, তারা (কাদিয়ানীরা) শিখ ও হিন্দু জাতির দূরত্বের অনুপাতে ইসলাম তথা মুসলমানদের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। কেননা শিখেরা অন্ততঃ পক্ষ হিন্দুদের সাথে বিয়ে শাদী করে, যদিও তারা হিন্দুদের মন্দিরে উপাসনা করে না।”

শ্রদ্ধেয় জনাব, এই তো হলো আল্লামা ইকবালের দর্শন। আমি একথাই বলছি যে, ওরা আমাদেরকে মুসলমান মনে করে না। আমি পরিপূর্ণ সম্মানের সাথে সেই প্রস্তাবের প্রতি মির্যা নাসির আহমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, যা রাব্বওয়ার ঘটনার পর আহমদীয়া পাশ করেছিল। ঐ প্রস্তাবে তারা নিজেদেরকে ‘আহমদী মুসলমান’ বলেছিল এবং ‘পাকিস্তানী মুসলমান’-এর নিন্দা করেছিল। তারা এদের উল্লেখ পাকিস্তানী হিসাবে করেছিল। তাহলে এই হচ্ছে সেই সব অবস্থা যার মধ্যে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে বন্দী করে রেখেছে।

শ্রদ্ধেয় জনাব, এছাড়াও আমরা দেখি যে, ইসলামের পবিত্র সত্তাদের মুকাবালায় তারা একটি সমান্তরাল নিয়াম (ব্যবস্থা) কায়েম করে রেখেছে। সাহাবা এবং আহলে বায়ত হচ্ছেন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। যেমন আমীরুল মুমিনীন, উম্মুল মুমিনীন ইত্যাদি। এই সমান্তরাল নিয়ামের কারণে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া যখন আমরা (মুসলমানরা) কোন কিছুতে আনন্দিত হই তখন ওরা (কাদিয়ানীরা) হয় বিষাদগ্রস্ত। যখন আমরা হই বিষাদগ্রস্ত তখন ওরা হয় আনন্দিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন ইংরেজরা ইরাক জয় করল তখন মুসলমানরা দুঃখিত হল, কিন্তু তারা আনন্দের আতিশয্যে কাদিয়ানকে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করলো। আমরা আল্লাহর ফয়লে একটি পৃথক দেশ অর্জন করেছি। কেননা আমাদের সামগ্রিক চিন্তাধারা একজন একক ব্যক্তির চিন্তাধারার অনুরূপ ছিল। আমরা চাই সিন্ধী হই, বালুচ হই, পাঠান হই, পাঞ্জাবী হই- মানসিক দিক দিয়ে আমরা একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত। একারণেই আমার বিবেক-বিবেচনা এবং অনুভূতিতে তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সংক্ষিপ্ত বিষয়টি কমিটির স্বরণে থাকা উচিত। যদিও আমি যেমন বলে এসেছি, তাদের পক্ষ থেকে যা কিছু বলা হয়েছে সেগুলোর উপরও কমিটির চিন্তাভাবনা করা উচিত।

শ্রদ্ধেয় জনাব, এখন আমি পরিশিষ্টের দিকে আসছি।

আমি যথেষ্ট সময় নিয়েছি। এখন আমি সংবিধান অনুযায়ী আহমদীদেবের স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে আমার বক্তব্য পেশ করবো— (শেষ পর্যন্ত) সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, সদস্যবর্গ যে পথই অবলম্বন করুন না কেন, একথা মনে রাখা উচিত যে, তারা (কাদিয়ানীরা) পাকিস্তানী এবং তারা নাগরিকত্বের পুরাপুরি অধিকার রাখেন। পাকিস্তানে ‘যিম্মী’ কিংবা অন্য কোন স্তরের নাগরিক হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। স্বরণ রাখা উচিত যে, পাকিস্তান যুদ্ধ করে অর্জিত হয় নি, বরং পরস্পর সন্ধি ও আপোস-আলোচনার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। এটি ছিল একটি চুক্তি, যার ভিত্তি ছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর। হিন্দুস্তানে একটি ছিল মুসলিম জাতি এবং অপরটি ছিল হিন্দু জাতি। এছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-জাতিও ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার সাথে মুসলমান জাতিও বন্টিত হয়ে গেল এবং এর একটি অংশ পাকিস্তানে রয়ে গেল। আমরা তাদেরকে অসহায় অবস্থায় ছাড়তে পারছিলাম না। কেননা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকেও অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। অতএব এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাদেরও নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার হিন্দুদের অধিকার সমূহেরই সমতুল্য হবে। অনুরূপভাবে আমরা পাকিস্তানেও হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুকে সমপরিমান নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার দেব। চৌধুরী মুহাম্মদ আলী লিখিত ‘Emergency of Pakistan’ শীর্ষক গ্রন্থে এই সমস্ত কথার উল্লেখ রয়েছে। পাকিস্তানের আইন সভার প্রথম অধিবেশন ১১ আগস্ট, ১৯৪৭ সনে বসে। তাতে কায়েদে আযম ভাষণ দিয়েছিলেন। সেটা ছিল একটি কঠিন মুহূর্ত। অসংখ্য মুসলমান শাহাদত বরন করেছিলেন এবং বাকি সবাইকেও নানা ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। এই চুক্তি সত্ত্বেও হিন্দুরা মুসলমানদেরকে জবাই করছিলো। তাই স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তানেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। কায়েদে আযম মুসলমানদেরকে শান্তি বজায় রাখার উদাত্ত আহবান জানান। তিনি আমাদেরকে আমাদের প্রতিশ্রুতির কথা স্বরণ করিয়ে দেন। তিনি পাকিস্তান সরকারকে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের কথা স্বরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, “আপনারা (হিন্দুরা) নিজেদের মন্দিরে যাওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন এবং আমরা আমাদের মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন।”

তিনি আরো বলেন, “সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে হিন্দু হিন্দু থাকবে না, মুসলমান মুসলমান থাকবে না— ধর্মীয়

দিক থেকে নয়, বরং রাজনৈতিক দিক থেকে— অর্থাৎ সবার জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা হবে সমান।”

যদিও এই বক্তৃতার ভুল অর্থ করা হয় এবং বলা হয় যে, কায়েদে আযম দিজাতিতত্বকে পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা ছিল না। তিনি একটি প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের কথা বলছিলেন। (কেননা) এরপরও কায়েদে আযম দিজাতি তত্ত্বের পক্ষে কথা বলেছেন, যার পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর উল্লেখিত গ্রন্থে।

শ্রদ্ধেয় জনাব, পরিশেষে আমি আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই। সর্বপ্রথমে আপনার (চেয়ারম্যান সাহেবের), অতঃপর সমগ্র সদস্যবর্গের, যাঁরা আমার কথার মমার্থ বুঝার জন্য আমাকে সহায়তা করেছেন। আমার জন্য তো বিশেষভাবে কারো কথা উল্লেখ করা উচিত নয়, তা সত্ত্বেও আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে মাওলানা যাকার আহমদ আনসারী সাহেবের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। এই সাথে আমি জনাব আযীয ভাট্টী সাহেবেরও শুকরিয়া আদায় করছি। এই দুই বন্ধু আমাকে অশেষ সাহায্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমি প্রত্যেক সদস্যের কাছেই কৃতজ্ঞ। কেননা তাঁদের প্রত্যেকেই আমার বক্তব্য বুঝার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছেন। আশাকরি যে বক্তব্য আমি পেশ করেছি তা কিছুটা উপকারী বিবেচিত হবে। আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান : জনাব এটর্নী জেনারেল, আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং সংসদ কমিটির সদস্যদের পক্ষ থেকে আপনার অনেক শুকরিয়া আদায় করছি। একথা রেকর্ডভুক্ত থাকুক যে, আপনি কি অসাধারণ পরিশ্রমই না করেছেন এই মাসগুলোতে, যা শুধু কমিটির জন্য নয়, বরং ছিল সমগ্র দেশের জন্য! আমরা সকলে এজন্য কৃতজ্ঞ। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

এখন আমি সম্মানিত সদস্য বর্গের কাছে আবেদন জানাচ্ছিঃ যদি তাদের মধ্যে কেউ কিছু বলতে চান— (শেষপর্যন্ত) অধিবেশন মূলতবী হয়ে যায়। ৭ সেপ্টেম্বর চারটায় সংসদের সেই অধিবেশন বসে যাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে পেশ করা হবে— ইনশাআল্লাহ।

১৯৭৪-ঘটনা প্রবাহ : মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে

[ইসলামাবাদ, ৭ সেপ্টেম্বর, (এপিপি/পিপি)]

আজ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ (সভা) খতমে নবুওয়ত অস্বীকারকারীদেরকে ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় জাতীয় পরিষদ এবং সিনেট (উচ্চকক্ষ) সংবিধানের ১০৬ এবং ২৬০ আইনের ধারা সংশোধনের একটি বিলের প্রতি মঞ্জুরী দিয়েছে। যার মধ্যে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির সেরা মুহাম্মদ (সঃ) এরপর নবুওয়তের কোন দাবীদার অথবা তাহাকে নবী কিংবা সংশোধনকারী হিসেবে সমর্থনকারী ব্যক্তি মুসলমান নয়। সংশোধিত বিল অনুযায়ী কাদিয়ানী এবং লাহরী গোষ্ঠীর সদস্যদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। জাতীয় পরিষদের ১৪৬ জন সদস্যদের মধ্যে ১৩০ জন উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এর কিছুক্ষণ পর সিনেট (উচ্চকক্ষ) বিল নিয়ে চিন্তা শুরু করে এবং মোট ৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ৩১ জন সদস্য পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এই ঐতিহাসিক বিলের পূর্বে জাতীয় পরিষদের পূর্ণ কক্ষের একটি বিশেষ কমিটি ৩০শে জুন থেকে কাদিয়ানীদের বিষয়ে চিন্তা করছিল। সংশোধিত বিলে জাতীয় পরিষদের ঐ সিদ্ধান্তের সুপারিশ সমূহ শামিল করা হয়েছে যাহাকে পূর্ণ কক্ষের বিশেষ কমিটি পাশ করেছিল। এবং আজ অপরাহ্নে পরিষদের পূর্ণাঙ্গ বৈঠক এর প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেছে। এই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, সকল নাগরিকের দলমত নির্বিশেষে জান, মাল-ইজত আত্র- স্বাধীনতা সহ মৌলিক অধিকার সমূহের হেফাজত করা হবে। সিদ্ধান্তে আরও বলা হয়েছে যে, খতমে নবুওয়তের পরিপন্থী মতবাদ পোষণ করা, কাজ করা অথবা প্রচার প্রপাগান্ডা করা শাস্তি যোগ্য অপরাধ। সিদ্ধান্তে অধিকন্তু বলা হয়েছে যে, এই সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৯৭৩খৃঃ এবং ভোটার তালিকার নীতি বিধান ১৯৭৪ খৃঃ এর মধ্যে সংশোধনী সমূহ আসবে।

আইন মন্ত্রী পীরজাদা মিষ্টার আঃ হাফীজ সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করার আগে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে বলেন যে, বিশেষ কমিটির বৈঠক সমূহে সম্পূর্ণভাবে ঐক্যমত্য হয়ে এসেছে। কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে তবে তা শুধু কর্মপদ্ধতিগত ছিল। তিনি বলেন যে, যথা সম্ভব সংসদের সকল চিন্তাধারার লোকের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের প্রতি ঐক্যমত রয়েছে। তিনি বলেন যে, শুরুতে সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি সাতজন সদস্য পীরজাদা মিষ্টার আঃ হাফীজ, মাওঃ মুফ্তি মাহমুদ, মাওঃ শাহ আহমদ নূরানী হিদ্দিকী, প্রফেসর গফুর আহমদ, গোলাম ফারুক, চৌধুরী জহর এলাহী এবং সরদার মাওঃ বখশ সোমরু উত্থাপন করেছিলেন কিন্তু পরে বিলে স্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে মাওঃ গোলাম গওছ হাজারভীও শামিল হয়েছেন। মিষ্টার পীরজাদার বিবৃতি শুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো সংসদ কক্ষে

প্রবেশ করেন-সদস্যগণ টেবিল চাপড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। বিলের দ্বিতীয়বার পাঠান্তে কেউ কোন শব্দে মতানৈক্য করেনি। এবং সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী বিল ১৯৭৪ এর ৩ ধারা ঐক্যমতের ভিত্তিতে মঞ্জুর করা হল। দ্বিতীয় ধারা ১২৬ ভোটে ৩য় ধারা ১২৫ ভোটে পাশ হয়েছে এবং ১ম ধারা ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে পাশ করা হয়।

৩য় ধারার মধ্যে তাহরীকে ইস্তেফলাল (স্বাধীনতা আন্দোলন) পার্টির সিনেটর আহমদ রেজা কাছুরী একটি সংশোধনী পেশ করবার জন্য কক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁর সংশোধনীর মূল কথা ছিল যে, মির্জা গোলাম আহমদ এবং তার অনুবর্তীদেরকে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হউক। শিক্ষা মন্ত্রী বললেন যে, এই সংশোধনী সম্পূর্ণভাবে অপ্রয়োজনীয়। কেননা আমি জাতীয় পরিষদে ঐক্যমতের ভিত্তিতে যে সংশোধনী এনেছি তা সামগ্রিক। তিনি বললেন যে, কমিটির মধ্যে সংশোধনীর উপর কোন অভিযোগ করা হয়নি। জাতীয় পরিষদের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এর মধ্যে বলে উঠলেন যে, এই সংশোধনী বিধিসম্মত নয়। তিনি বললেন যে, আইনমন্ত্রী সংসদের ঐক্যমতে যে মূল সংশোধনী পেশ করেছেন এর মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা রয়েছে এরপর আবার সংশোধনী আনার জরুরত নেই। যখন ভোট নেয়া হল তখন পরিষদ তাহরীকে ইস্তেফলালের মেম্বারকে সংশোধনী পেশ করার অনুমতি দেয়নি। এই কারণে মিষ্টার রেজা কাছুরী কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন। যখন তৃতীয়বার বিলের পাঠ করা শুরু হয় তখন স্পীকার মাওঃ মুফতি মাহমুদ (জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম) এর কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কি কোন বক্তব্য রাখবেন? অতঃপর মাওঃ মুফতি মাহমুদ নিজের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে বললেন যে, আমি এবং আমার সহকর্মীগণ সঠিক ভাবে বিলের সমর্থন করি। এবং এই রকম পর্যায়ে আমার কোন বিস্তারিত বক্তব্য দেয়া জরুরী নয়। মাওঃ গোলাম গওছ হাজারভী বললেন যে, এই বিল ইহার উপযুক্ত যে, সংসদ ইহার পূর্ণসমর্থন এবং প্রশংসা ও প্রশস্তি করবে। তিনি বললেন যে, এটা প্রশংসার যোগ্য যে, বর্তমান সরকার আহমদী সমস্যা অর্থাৎ কাদিয়ানী ও লাহুরী উভয় গোষ্ঠীর সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। যার জন্য এই সরকার মুবারকবাদ পাওয়ার অধিকার রাখে। তিনি বলেন, যে আজ যে ফায়সালা দেয়া হবে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার উপযুক্ত।

সিনেট (উচ্চকক্ষ)

সিনেট ও কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারে সংবিধান সংশোধনী বিলকে ঐক্যমতের ভিত্তিতে মঞ্জুরী দিয়েছে এবং তারপর

অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতবী হয়ে গিয়েছে। কক্ষে উপস্থিত সকল সিনেটর বিলের সমর্থনে ভোট দিয়েছেন। রায় গণনায় সর্বশেষ ভোটের আগে বিরোধী দলীয় নেতা মুহাম্মদ হাশেম খান গোলজাঈ ঘোষণা করে বললেন, বিরোধীদল বিলের পুরাপুরি এবং আন্তরিকভাবে সমর্থন করে। বিলের উপর আলোচনা শুরু হবার আগে ন্যাপের শাহজাদগুল অভিযোগ করলেন যে, সিনেটকে সাংবিধানিক সংশোধনীর কাজে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। এবং রেডিও পাকিস্তান পূর্বেই ঘোষণা দিয়ে বসেছে যে, বিল জাতীয় পরিষদে পাশ হবার পর তৎক্ষণাৎ কার্যকর হয়ে গিয়েছে। চেয়ারম্যান হাবিবুল্লাহ খান মেম্বারকে আশ্বস্ত করলেন যে, সিনেটের নিয়ম অনুযায়ী সবকিছু করা হবে যার প্রেক্ষিতে সিনেটকে সেই বিলের উপর চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। তার কাছে জাতীয় পরিষদ থেকে পাঠানো হয়েছে। তিনি ইহাও বলেছেন যে, বিশেষ কমিটির সদস্যগণ সিনেটর নন্। এবং জাতীয় পরিষদের সদস্য। আইন মন্ত্রী এবং পার্লামেন্টারী কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত পীরজাদা মিষ্টার আঃ হাফীজ সিনেটের সদস্যদের কাছে উজর পেশ করলেন যে, বিষয়টি গুরুত্ব এবং নাজুক হওয়ার কারণে সংক্ষিপ্ত সময়ের নোটিশে সিনেটের অধিবেশন ডাকতে হল। তিনি রেডিও থেকে বিলের জাতীয় পরিষদের দ্বারা পাশ হবার সংবাদে ভুল হবার জন্য ও উজর খাহী করেন। তিনি বলেন যে, সিনেটের গুরুত্বকে কখনও কম করার চেষ্টা করা হয়নি। তিনি পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছেন যে, সিনেটকে সর্বদা এর যোগ্য মর্যাদা দেয়া হবে। তিনি বলেন যে, সাংবিধানিক নীতির শুধু মর্যাদাই করা হবে না বরং উহাকে দৃঢ় ভাবে কার্যকর করা হবে। যখন চেয়ারম্যান ভোট গণনার জন্য বিল উত্থাপন করলেন তখন কক্ষে উপস্থিত ৩১ সিনেটর ভোট দিলেন এবং ফলাফল ঘোষণাকে টেবিল চাপড়িয়ে স্বাগত জানালেন।

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ভাষা

আজ এখানে জাতীয় পরিষদ একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব মঞ্জুর করেছে। যার মধ্যে বলা হয়েছে যে, সাংবিধানিক আইন সংশোধনীর মাধ্যমে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে অমুসলিম ঘোষণা করা হউক যারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সমাপনী নবী হওয়ায় বিশ্বাস করেন। সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি যাকে আইনমন্ত্রী এবং পার্লামেন্টারী কার্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত জনাব মিষ্টার পীরজাদা পেশ করেছিলেন এর ভাষা নিম্নরূপঃ—

জাতীয় পরিষদের পূর্ণকক্ষের বিশেষ কমিটি প্রস্তাব দিচ্ছে নিম্নের সুপারিশ সমূহ চিন্তা-ভাবনা এবং মঞ্জুরীর জন্য জাতীয় পরিষদে পাঠানো হউক, পূর্ণকক্ষের বিশেষ কমিটি যাহাকে এবং নীতি নির্ধারণী কমিটি এবং সাবকমিটি সহযোগিতা করছিল তাহাদের

সামনে পেশকৃত অথবা জাতীয় পরিষদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রদানকৃত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সমূহের উপর চিন্তা গবেষণা প্রমাণ পত্র ও স্বাক্ষরী সমূহসহ রাবওয়াহর আহমদী গোষ্ঠীর প্রধান এবং লাহোরের ইশাআতে ইসলাম আহমদী গোষ্ঠীর নেতার বক্তব্য সমূহের নিরীক্ষার পর জাতীয় পরিষদের সামনে নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করছে।

(ক) পাকিস্তানের আইনে নিম্নরূপ সংশোধন করা হউক

(১ম) ১০৬ (৩) এর মধ্যে কাদীয়ানী জামাত ও লাহরী জামাত এর ব্যক্তিগণ (যারা নিজেদেরকে আহমদী বলে) এর উল্লেখ করা হউক।

(২য়) ২০৬ ধারার মধ্যে একটি নতুন উপধারার মাধ্যমে অমুসলিম এর সংজ্ঞা লিপিবদ্ধ করা হউক।

(খ) মোট শাস্তিসমূহ পাকিস্তান এর ধারা ২৯৫ (ক) এর মধ্যে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করা হউক।

সেই ব্যাখ্যা :

কোন মুসলমান যে সংবিধানের ধারা ২৬০ এর উপধারা (৩) এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী মুহাম্মদ (সঃ) এর নবীদের সমাপক হওয়ার মর্ম বিরোধী বিশ্বাস রাখে অথবা কাজ বা প্রচার করে সে এই ধারার অধীনে শাস্তিরযোগ্য হবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ যথা জাতীয় রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৯৭৩ এবং নির্বাচনী তালিকাসমূহের নীতি ১৯৭৪ এর মধ্যে প্রতিফলিত আইনও বিধির সংশোধন করা হউক।

(ঘ) পাকিস্তানের সকল নাগরিক সে যে কোন দলের সাথে সম্পৃক্ত হউক না কেন তার জান-মাল, স্বাধীনতা, সম্মান এবং মৌলিক অধিকার সমূহের পুরাপুরিভাবে হেফাজত ও সুরক্ষা করা হবে।

- ১ - আঃ হাফীজ পীরজাদাহ
- ২ - মাওঃ মুফতি মাহমুদ
- ৩ - মাওঃ শাহ আহমদ নূরানী ছিন্দীকী
- ৪ - প্রোফেসর গফুর আহমদ
- ৫ - গোলাম ফারুক
- ৬ - চৌধুরী জহুর এলাহী
- ৭ - সরদার মাওলা বখশ সোমরু
- ৮ - মাওঃ গোলাম গাওছ হাজারভী

ঐতিহাসিক বিলটির ভাষা

ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান সেই সমস্ত লক্ষ সাধনে যেগুলোর উল্লেখ নিম্নে আসছে সংশোধন করা জরুরী ছিল - অতএব নিম্নরূপ আইন মঞ্জুর করা হচ্ছে।

১- সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং সূচনা উপধারা (১) এই আইনকে সংবিধানে দ্বিতীয় সংশোধনী প্রণীত আইন ১৯৭৪ খৃঃ বলা হবে। উপধারা (২) এই আইনটি অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

২- ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানের আর্টিকেল (নিবন্ধ) ১০৬ এর ধারা (৩) এর মধ্যে “গোষ্ঠী” শব্দের পর কাদিয়ানী গোষ্ঠী অথবা লাহরী গোষ্ঠী (যারা নিজে নিজেদেরকে আহমদী বলে) এর সদস্যদের শব্দ সমূহ শামিল করা হবে।

৩ - সংবিধানের ২৬০ নিবন্ধে ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নতুন ধারা সংযোজন করা হবে। “যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সমাপনী নবী হওয়ার ব্যাপারে পুরাপুরি এবং নিঃশর্ত বিশ্বাস পোষণ না করে অথবা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পর শাব্দিক কোনও অর্থে অথবা প্রকাশ্য ভাবে নবী হওয়ার দাবী করে অথবা এই ধরনের স্বঘোষিত ব্যক্তিকে নবী কিংবা সংশোধনবাদী মানে সে সংবিধান অথবা আইনের লঙ্ঘনের ভিত্তিতে মুসলমান নয়। দ্বিতীয়বার পাঠ করার সময় কোন আলোচনা হয়নি। এবং সংবিধানের মধ্যে দ্বিতীয় সংশোধনী বিল প্রণীত ১৯৭৪ এর তিন তিনটি ধারা ঐক্যমতের ভিত্তিতে পাশ হয়ে যায়।

ধারা- (২) ১২৬ ভোট এবং ধারা (৩) ১২৫ ভোট এর মাধ্যমে পাশ হয়। (ক) ধারা ও এমনিভাবে ঐক্যমতে পাশ করা হয়।

পাকিস্তান সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহ

[ইসলামাবাদ ৭ সেপ্টেম্বর (এপিপি)] জাতীয় পরিষদ কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সিদ্ধান্ত প্রদান করার যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছে এর আলোকে পাকিস্তান সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহের সংশোধনের পর এই রকম হল।

নিবন্ধ নম্বর ২৬০

যে ব্যক্তি সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) এর খতমে নুবুওয়তের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনেনা অথবা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) এর পর কোনও ভাবে

নবী হবার দাবী করে কিংবা এমন কোন নবী দাবীকারী বা ধর্মীয় সংশোধনবাদীর প্রতি বিশ্বাস রাখে সে সংবিধান ও আইনের দৃষ্টিতে মুসলমান নয়।

নিবন্ধ নম্বর ১০৬ এর শাখা ৩ এর মধ্যে গোষ্ঠী শব্দের পর কাদিয়ানী অথবা লাহরী গোষ্ঠীর ব্যক্তিগন যারা নিজেদেরকে “আহমদী” বলে এই বাক্যের সংযোজন করা হয়।

সংযোজন করার পর শাখা নম্বর ৩ এর ভাষা এই রকম হবে—

প্রাদেশিক পরিষদ সমূহের মধ্যে বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধু - ১ এর মধ্যে নির্ধারিত আসন সমূহ ছাড়া সেই সমস্ত পরিষদে খৃষ্টান, হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জরোয়েষ্ট্রীয় ধর্মালম্বী এবং কাদিয়ানী অথবা সন্মুখবর্তী ব্যক্তিবর্গের জন্য সংরক্ষিত আসন হবে।



খতাবা কুশুখাত আন্দোলন

জাতীয় পরিষদের সামনে কাদিয়ানী ও লাহেরী দলের নেতাদের অপরাধ স্বীকার

● মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর
● মির্যা কাদিয়ানী সর্বশেষ নবী ● কাদিয়ানী কলেমা লাইলাইলাহ আহম্মদুর
রাসুলুল্লাহ ● কাদিয়ান এলাকা মক্কা-মদীনা থেকে শ্রেষ্ঠ ● দরুদ শরীফের মধ্যে
মির্যা কাদিয়ানী এবং তাহার বংশধরের নাম নেয়া আবশ্যিক ● পাঞ্চতন (পাঁচটি
দেহ) দ্বারা উদ্দেশ্য মির্যা কাদিয়ানীর বংশের ৫ জন সদস্য ● মির্যা কাদিয়ানী জীবন্ত
আলী (রাঃ) ● মির্যা কাদিয়ানী প্রত্যহ কারবালা পরিভ্রমণ করে এবং তাহার জামার
কলারে শত হোসাইন (রাঃ) রয়েছে ● মির্যা কাদিয়ানী কস্তুরী এবং হযরত হোসাইন
মলের স্তূপ ● হযরত ঈসা (আঃ) ব্যাভিচারী ও মদ্যপায়ী ছিলেন ● সমগ্র ইসলাম
ধর্মাবলম্বীরা কাফের, জাহান্নামী এবং ইসলামের পরিমন্ডলের বাইরে ● যে ব্যক্তি
মির্যা কাদিয়ানীকে নবী মানে না সে খানকী মাগীর সন্তান ● মুসলমান জঙ্গলের
শুক্র এবং তাহাদের স্ত্রীগণ কুত্বী (আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই) ● কাদিয়ানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী
জাফরুল্লাহ খান কায়েদে আযমের জানাযা এই কারণে পড়ে নাই যে, কায়েদে আযম
কাফের ছিলেন ● সর্বপ্রকার জেহাদ হারাম ● ইস্রাঈলের মধ্যে কাদিয়ানী মিশন
রয়েছে কাদিয়ানী জামাআত অখন্ড ভারত এর সমর্থক ।

আল্লামা ইকবাল (রাঃ) কাদিয়ানীদেরকে ইসলাম ও দেশ উভয়ের জন্য
বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়েছেন এবং তাহাদেরকে অমুসলিম সংখ্যা লঘু ঘোষণা করার
দাবী করেছেন ।